ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব দীক্ষার্চ্চন

[সাধকের সিদ্ধ পদ্ধতি শিক্ষা]

প্রকাশক —— শ্রীসুলোচন শাস্ত্রী

শ্রীরাধাব্রজমোহন মন্দির
শ্রীগোপাল চতুষ্পাঠী
কলেজ মোড়
নবদ্বীপ, নদীয়া

ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব দীক্ষার্চ্চন

[সাধকের সিদ্ধপদ্ধতি শিক্ষা]

প্রকাশক—শ্রীসুলোচন শাস্ত্রী

শ্রীরাধাব্রজমোহন মন্দির
শ্রীগোপাল চতুষ্পাঠী
কলেজ মোড়
নবদ্বীপ, নদীয়া

প্রাপ্তিস্থান—

(১) শ্রীরাধাব্রজমোহন মন্দির, শ্রীগোপাল চতুষ্পাঠী,
কলেজ মোড়, নবদ্বীপ, নদীয়া

(২) দূর্গা বাড়ি মন্দির, ময়মন সিং, বাংলাদেশ

(৩) সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮, বিধান সরণী, কোলকাতা—৬

(৪) মহেশ লাইব্রেরী, ২/১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
কলেজ স্কোয়ার, কোলকাতা—৭

গ্রন্থ সংরক্ষণ দরুণ—৭০.০০ (সত্তোর) টাকা

প্রকাশন তিথি—

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা

বঙ্গাব্দ—১৪১৫, খৃষ্টাব্দ—২০০৮

শুক্রবার

ভূমিকা

তং বেদ শাস্ত্র পরিনিষ্ঠিত শুদ্ধ বুদ্ধিং
চর্ম্মাম্বরং সুরমুনীন্দ্র নুতং কবীন্দ্রম্।
কৃষ্ণ ত্বিষং কনক পিঙ্গ জটা কপালং
ব্যাসং নমামি শিরসা তিলকং মুনীনাম্।।

বিষ্ণোরধিদেবতা অস্য-বিষ্ণু হইয়াছে অধিদেবতা যাঁহার অথবা যে বিষ্ণুকে জানে সে বৈষ্ণব। ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণ, স্মৃতি জানাতি স্মার্ত্ত। বিষ্ণু, নারায়ণ, কৃষ্ণ একই পর্য্যায় ভুক্ত। যখন দ্বিতীয় পুরুষ গর্ভোদশায়ি বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মা সৃষ্টি হইয়া জগৎ সৃষ্টি করিতে পারেন নাই, তখন আদি পুরুষ শ্রীগোবিন্দ ব্রহ্মাকে গায়ত্রী মন্ত্র প্রদান করেন। তাহাতে ব্রহ্মার ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হওয়ার পর পুনঃ পুনঃ বেণু নাদের দ্বারা বীজমন্ত্র শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র প্রদান করেন। এই মন্ত্র দ্বারা স্থাবর জঙ্গম ও মনুষ্য সকল সৃষ্টি করিতে সমর্থ হন। ব্রহ্মা হইতে নারদ, নারদ হইতে ব্যাস এবং ব্যাস হইতে পৈল, বৈশম্পায়ন, জৈমিনি, সুমন্ত ইত্যাদি পরম্পরানুসারে এই গায়ত্রী ব্রাহ্মণগণ প্রাপ্ত হন। ইঁহাদের মধ্যে উচ্চতর ব্রাহ্মণগণ বিষ্ণু নারায়ণ এবং কৃষ্ণ পূজা করিয়া থাকেন।

প্রথমাংশে গ্রন্থে ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব দীক্ষা প্রসঙ্গ শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী পাদের রচিত শ্রীহরিভক্তিবিলাস তথা স্মৃতি, জ্যোতিষ শাস্ত্র মতাবলম্বনে প্রমাণের মধ্য দিয়া প্রথম ভাগে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবগণের কৃত্য উল্লেখিত হইয়াছে।

দ্বিতীয়াংশে ব্রাহ্মণ এবং গৃহস্থগণের কৃত্য সদাচার, পৌরোহিত্য স্মৃতি শাস্ত্র মতে বিরচিত।

তৃতীয়াংশটি কেবল সাধক ভক্তদের প্রয়োজনীয় অর্চ্চনাঙ্গ ভক্তি ভজন কীর্ত্তন উল্লিখিত হইয়াছে।

যদ্যপি এই দীক্ষার্চ্চন গ্রন্থখানি আমার দীর্ঘদিন পূর্ব্বে অর্থাৎ শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীরাধারমণ মন্দিরে শ্রীপাদ গোপাল ভট্ট গোস্বামী পাদের সমাধি সেবা পূজায় ১৮ বৎসর নিযুক্ত সময়ে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম তথাপি বিভিন্ন বিশ্ব বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ব্যস্ত থাকায় ইহা মুদ্রণ করা সম্ভব হয় নাই। সম্প্রতি শ্রীবৃন্দাবনস্থিত ঘোটা কুঞ্জের মহান্ত শ্রীল সনাতন দাসজী মহারাজের প্রেরণাতে নবদ্বীপ সংস্কৃত কলেজে গবেষণা করিয়া বিশেষভাবে প্রকাশ করিতেছি।

নবদ্বীপ সংস্কৃত কলেজের প্রধানাধ্যাপক পরম সুহৃদ শ্রীকানাইলাল অধিকারী পঞ্চতীর্থ মহোদয় তথা শ্রীসুবোধ ব্যানার্জ্জী মহোদয়ের হার্দ্দিক সহানুভূতিতে শীঘ্রই প্রকাশিত হইতেছে। যোগমায়া প্রেস, উদায়ন প্রেস, বিজয় প্রেস, শচীনন্দন প্রেস প্রিণ্টিং সেবায় সময় দিয়া গ্রন্থের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন।

আধুনিক পরিবেশে ক্রমেই সর্ব্বস্তরের গৃহস্থ হইতে পূজার্চ্চনাদি লুপ্ত হইতে চলিতেছে, মনে হয় ভবিষ্যতে কেহই পূজা পাঠে আগ্রহী হইবেন না। সৎ গৃহস্থের মঙ্গল কামনায় এই গ্রন্থখানি প্রণয়ন করা হইল। যাহাতে এই শীর্ণ ধারা প্রবাহিত হইতে পারে সেই আশা লইয়া লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পূজার্চ্চনা লুপ্তপ্রায় অবস্থায় কোন গৃহস্থের ঘরে হয়তো কোন দিন না কোন দিন কেহ এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া সৎপথের সন্ধান প্রাপ্ত হইয়া আত্মকল্যাণে ব্রতী হইবেন।

আনন্দের বিষয় এই যে পরম পূজ্যপাদ স্মার্ত্ত শিরোমণি নবদ্বীপ তথা পশ্চিমবঙ্গের গৌরব রবি নবদ্বীপ রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের

ভূত পূর্ব্বাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন স্মৃতি তীর্থ মহোদয় কর্ত্তৃক উক্ত গ্রন্থ প্রকাশনে আন্তরিক আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইয়াছি। এবং সম্প্রতি এই কলেজের প্রাধানাধ্যাপক শ্রীকানাইলাল অধিকারী পঞ্চতীর্থ মহোদয় এই গ্রন্থের প্রুফ সংশোধিত করিয়া আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছেন। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ বিষয়টী মায়াপুর শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেসে পরিমার্জ্জিত হইল। এতদ্ব্যতীত পণ্ডিত শ্রীগোবিন্দ মিশ্র দ্বারা হোমের বাস্তু বিবরণ বর্ণন সংযোগ করা হইল।

এই গ্রন্থে সাম্প্রদায়িক নিরপেক্ষ ধর্ম্ম স্থাপন হইল

লেখক—

শ্রীসুলোচন শাস্ত্রী

ভীষ্মদেবরুবাচ—

ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব
ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব
ত্বমেব বিদ্যাদ্রবিণং ত্বমেব
ত্বমেব সর্ব্বং মম দেব দেব

আশীর্ব্বাদ অভিমত পত্রম্

শ্রীদুর্গা শরণম্

প্রাচীনে স্মৃতি বেদাদৌ যানি যানি চ সন্তিবৈ।
গ্রন্থে দীক্ষার্চ্চনাখ্যে চ দুর্ল্লভে সংন্যবেশয়ৎ।।
শ্রীসুলোচন শাস্ত্রীতি নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিতঃ।
অঙ্গীকৃত্য বহূন্ ক্লেশানর্থ ব্যয়ঞ্চ যত্নতঃ।।
গ্রন্থ এষ কৃতো বিপ্র বৈষ্ণবার্চ্চন নামকম্।
উপকারো মহাংস্তেন বিপ্রস্য বৈষ্ণবস্য চ।।
মনোঽহং সফলো যত্নো ভবেদ্ গ্রন্থকৃতঃ সদা।
তেন কৃষ্ণ প্রসাদেন ভবতাদ্ দীর্ঘ জীবনম্।।
গ্রন্থ কৃতো যশোলাভো মান বুদ্ধিশ্চ জায়তাম্।
নবদ্বীপেশ্বরী পাদপদ্মং প্রণম্য ভক্তিতঃ।।
কৃতাঞ্জলিঃ পদে তস্যা ইতি যাচে পুনঃ পুনঃ।
সুলোচন কৃতো গ্রন্থো ধর্ম্মার্থ পুণ্য কামিনাম্।।
পরমমুপকারঞ্চ কুর্য্যান্নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ।
নবদ্বীপ নিবাসী শ্রীমনোরঞ্জন নামকঃ।।
রাষ্ট্রীয় পাঠাশালায়াঃ প্রাক্তনাধ্যক্ষতাং গতঃ।
সম্পাদকঃ সভায়াশ্চ বুধানাং সন্মতে হি যঃ।।
সহি কল্যাণকামী চ গ্রন্থ কর্ত্তুশ্চ সর্ব্বদা।
তস্য শুভাশিষা নিত্যং বর্দ্ধয়ন্তু সুলোচনম্।।

শ্রীমনোরঞ্জন স্মৃতি তীর্থেন
সম্পাদক বঙ্গবিবুধ জননী সভায়াঃ।।

—ঃ প্রয়োজনীয় বিষয়সূচী ঃ—

বিষয়সূচী (প্রথমাংশ)

বিষয়	পত্রাঙ্ক	বিষয়	পত্রাঙ্ক

——ঃঃ——

ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব দীক্ষার্চ্চন

[সাধকের সিদ্ধ পদ্ধতি শিক্ষা]

প্রথমাংশ

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং জগতামীশ্বরং গুরুম্।
যেষাং কৃপাবলেনাস্য দীক্ষার্চ্চনস্য পদ্ধতিঃ।।
সাধকানাং হিতার্থায় সংগ্রহঃ ক্রিয়তে ময়া।
স্ব কৃপা-যষ্টি দানেন সন্তুঃ সত্ত্ববলম্বনম্।।

দীক্ষা—

দিব্যজ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্।
তস্মাৎ দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ।।
হঃ ভঃ বি (বিষ্ণুযামল) তন্ত্রসার

যিনি দিব্য জ্ঞান দান করেন ও সম্যক্‌রূপে পাপ ক্ষয় করেন তত্ত্বজ্ঞ গুরুগণ ইহাকে দীক্ষা বলিয়া থাকেন।

দীয়তে জ্ঞান মত্যন্তং ক্ষীয়তে পাপ সঞ্চয়ম্।
তেন দীক্ষেতি সা জ্ঞেয়া পাপচ্ছেদ ক্ষমা ক্রিয়া।

দীক্ষা দ্বারা দিব্যজ্ঞান লাভ হয় ও পাপ ক্ষয় হয়। সকল আশ্রম অর্থাৎ গৃহস্থ বানপ্রস্থ সন্ন্যাস তথা ব্রহ্মচারী আশ্রমেও দীক্ষা প্রয়োজন। জপ তপ প্রভৃতি কার্য্যে দীক্ষাই মূল, দীক্ষা গ্রহণ না করিলে পাষাণে রোপিত বীজের ন্যায় জপ পূজাদি সমস্ত নিষ্ফল হয়। সেই হেতু সর্ব্ব প্রযত্নে দীক্ষা গ্রহণ করিবে। অদীক্ষিত ব্যক্তি মরিলে রৌরব নরকে নিপতিত হয় ও পিশাচযোনি প্রাপ্ত হয়।

তে নরাঃ পশবো লোকে কিং তেষাং জীবনে ফলম্।

যৈর্ন লব্ধা হরে দীক্ষা নার্চ্চিতো বা জনার্দ্দনঃ।।—স্কন্দ পুঃ

যাঁহারা বিষ্ণু দীক্ষা গ্রহণ করেন নাই বা বিষ্ণু পূজা করেন না, এ জগতে তাহারাই পশু, তাহাদের জীবন ধারণে ফল কি?

অদীক্ষিতস্য বামোরু কৃতং সর্ব্বং নিরর্থকম্।
পশুযোনিমবাপ্নোতি দীক্ষা বিরহিতো জন।।—ভঃ সঃ

হে বামোরু অদীক্ষিত ব্যক্তি যে কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন তাহা বিফল হয়। সে পশু যোনি প্রাপ্ত হয়।

কৃষ্ণমন্ত্রঃ প্রবেশেন মায়া দেহস্য নাশ্রতঃ।
কৃপয়া গুরু দেবস্য দ্বিতীয়ং জন্ম কথ্যতে।।
দ্বিজানামনুপেতানাং স্বধর্ম্মাধ্যয়নাদিষু।
যথাধিকারো নাস্তীহ স্যাচ্চোপনয়নাদনু।
তথাত্রাদীক্ষিতানান্ত মন্ত্র দেবার্চ্চনাদিষু।
নাধি কারোহস্ত্যতঃ কুর্য্যাদাত্মানং শিব সংস্তুতম্।।

—হঃ ভঃ বি

যজ্ঞোপবীত না হইলে যে রূপ ব্রাহ্মণদিগের স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম বেদাধ্যয়নাদিতে অধিকার জন্মে না অর্থাৎ উপনয়নান্তে অধিকার আসে তদ্রূপ দীক্ষা ব্যতীত কাহারও পূজার্চ্চনায় অধিকার হয় না। অতএব আত্মাকে পবিত্র করিবার জন্য দীক্ষা গ্রহণ অবশ্য কর্ত্তব্য। সেই জন্য সর্ব্ব প্রযত্নে পঞ্চরাত্রিক বিধানে বিষ্ণু জানাতি বৈষ্ণব দীক্ষা, স্মৃতি জানাতীতি স্মার্ত্ত দীক্ষা, ব্রহ্ম জানাতীতি ব্রাহ্মণ দীক্ষা গ্রহণ করণীয়। সকল দীক্ষার ফল মুক্তি বা ভগবৎপ্রাপ্তি।

দুর্ল্লভে সদ্গুরুণাঞ্চ সকৃৎ সঙ্গ উপস্থিতে।
তদনুজ্ঞা যদালব্ধা স দীক্ষা বাসরো মহান্।।

—হঃ ভঃ বি (তত্ত্ব সাগরে)

গ্রামে বা যদি বা অরণ্যে, ক্ষেত্রে বা দিবসে নিশি।
আগচ্ছতি গুরু দৈর্বাৎ যদা দীক্ষা তদাজ্ঞয়া।।
সৎতীর্থে অর্ক বিধু গ্রাসে তন্তু দামন পর্ব্বয়োঃ।
মন্ত্র দীক্ষাং প্রকুর্ব্বীত মাসর্ক্ষাদি ন শোধয়েৎ।
—হঃ ভঃ বি

গ্রামে, অরণ্যে, ক্ষেত্রে কিম্বা দিবাভাগে, নিশিথে যে কালেই গুরুদেব দৈবাৎ সমুপস্থিত হন, তাঁহার আজ্ঞায় তৎকালেই দীক্ষা গ্রহণ কর্ত্তব্য। অর্থাৎ যখন গুরুদেবের ইচ্ছা হইবে তখনই তদাজ্ঞানুসারে দীক্ষা লওয়া কর্ত্তব্য। যথা—

যদৈবেচ্ছা তদা দীক্ষা গুরোরাজ্ঞানু রূপতঃ।
ন তীর্থং ন ব্রতং হেমো ন স্নানং জপক্রিয়া।।
দীক্ষায়াঃ কারণং কিন্তু স্বেচ্ছাপ্রাপ্তে তু সদ্‌গুরৌ।।

মহৎ ও সৎগুরু স্বেচ্ছায় সমাগত হইলে তীর্থ, ব্রত, হোম, স্নান জপ ক্রিয়া কিছুই দীক্ষার প্রতিকারণ হয় না। সৎগুরু দর্শনমাত্রেই তাঁহার আজ্ঞানুসারে দীক্ষা গ্রহণ করা যায়। কিন্তু চার সম্প্রদায় অন্তর্গত দীক্ষা লওয়া উচিৎ। অপসম্প্রদায় হইতে নয়। প্রমাণ যথা—

সম্প্রদায় বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলা মতাঃ।
সাধনৌঘেন সিধ্যন্তি কোটি কল্পশতৈরপি।
অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বার সম্প্রদায়িনঃ।
শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতি পাবনাঃ।—পদ্মপুরাণ
রামানুজং শ্রীঃ স্বীচক্রে মধ্বাচার্য্যং চতুর্ম্মুখঃ।
শ্রীবিষ্ণু স্বামিনং রুদ্রো নিম্বাদিত্যং চতুঃসনঃ।।
—শ্রীপ্রমেয় রত্নাবলী

সম্প্রদায় বিহিত মন্ত্রই সুফল হয়। সম্প্রদায় বিহীন মন্ত্র সকল জপ করিলেও বিফল হয়। কোটি কল্প সাধন করিলেও সিদ্ধ হয় না এই হেতু

কলিযুগে চারিটি সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত হইবেন। যথা—শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনক। ইহারাই কলিযুগে পৃথিবীর পবিত্রতার নিমিত্ত অবতীর্ণ হইবেন।

শ্রীলক্ষ্মীদেবী রামানুজাচার্য্যকে, শ্রীব্রহ্মা শ্রীমধ্বাচার্য্যকে, মহাদেব (রুদ্র) শ্রীবিষ্ণুস্বামীকে, এবং সনক নিম্বাদিত্যকে কৃপা পূর্ব্বক শিষ্যত্বে স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীমধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়কে স্বীকার করিয়া শ্রীঈশ্বর পুরীপাদ হইতে শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র-দীক্ষা গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি সকলকে হরিনাম মহামন্ত্র প্রদান করেছেন।

হরিনাম মহামন্ত্র দীক্ষা— গৌতমীয় তন্ত্রে উল্লেখ হইয়াছে যে, মালার আকৃতি গোপুচ্ছ অথবা সর্পাকৃতি হইবে। মালা গ্রন্থন সম্বন্ধে তন্ত্রসারে উল্লেখ হইয়াছে যে—সাড়ে তিন পেচ অথবা আড়াই পেচ গ্রন্থি হইবে। বৈশম্পায়ন সংহিতায়—মালা জপ সম্বন্ধে উল্লেখ যথা—অঙ্গুষ্ঠা ও মধ্যমা এই দুই অঙ্গুলী দ্বারা জপমালা চালন করিবে। পঞ্চদেবতা পূজা এবং মালা পঞ্চামৃততে স্নান করাইয়া কস্তুরী কর্পূর সুগন্ধী ইত্যাদি লেপন করিয়া ১০৮ বার জপ করিয়া শোধন করিবে। জনশূন্য স্থানে নদীতীরে, তীর্থস্থানে, বিল্ববৃক্ষ, তুলসী বৃক্ষ, অশ্বত্থ বৃক্ষ, আমলকী বৃক্ষ নীচে জপ করিলে বিশেষ ফলপ্রদ হয়।

নাম মালা সংস্কার বিধি—

ওঁ সদ্যোজাতং প্রপদ্যামি সদ্যো জাতয় বৈ নমো নমঃ।
ভবে ভবে নাদি ভবে ভজসে মাং ভবোদ্ভবায় নমঃ।।

শ্রীনামমালা মহামন্ত্র প্রারম্ভ করা সময়ে—

পতিত পাবনং নাম নিস্তারয় নরাধমং।
রাধাকৃষ্ণ স্বরূপায় চৈতন্যায় নমো নমঃ।।
ত্বং মালে সর্ব্ব দেবানাং সর্ব্বসিদ্ধি প্রদা মতা।
তেন সত্যেন মে সিদ্ধিং দেহি মাতঃ নমোহস্তুতে।।

ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম রূপং বেণুরন্ধ্র করাঞ্চিতম্।
গোপিমণ্ডল মধ্যস্তং স্মরামি নন্দনন্দনম্।।
অবিঘ্নং কুরু মালে ত্বং হরিনাম জপেষু চ।
শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োর্দাস্যং দেহি মালে তু প্রার্থয়ে।।
নামচিন্তামণি রূপং নামৈব পরমা গতিঃ।
নাম্নঃ পরতরং নাস্তি নামস্তস্মাদ উপাস্মহে।।

মহামন্ত্র—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

শ্রীনাম-মালা সমাপ্ত করা সময়ে—

নামৈব পরমামুক্তিঃ নামৈব পরমাগতিঃ।
নামৈব পরমারাধ্যো নামৈব পরমো গুরু।।
নাম যজ্ঞে মহাযজ্ঞঃ কলৌ কল্মষ নাশনমঃ।
কৃষ্ণচৈতন্য প্রীত্যর্থে নামযজ্ঞঃ সমর্পণম্।।

—০—

পঞ্চাঙ্গ শুদ্ধি—আত্মা, স্থান, মন্ত্র, দ্রব্য ও দেবতা এই পঞ্চাঙ্গ শুদ্ধি—ব্যতিরেকে দেবপূজা নামযজ্ঞ হয় না।

দশ সংস্কার মন্ত্র গৌতমীয় তন্ত্রে যথা—

জননং জীবনং পশ্চাত্তাড়নং বোধনন্তথা।
অথাভিষেকং বিমলীকরুণাপ্যয়নে পুনঃ।
অর্পণং দীপনং গুপ্তির্দশৈতা মন্ত্র সংক্রিয়া।।

—হঃ ভঃ বিঃ

এই দশটীকে দশ সংস্কার মন্ত্র দীক্ষা বলা হয়।

জনন—মাতৃকা যন্ত্রের মধ্যে মন্ত্র সমূহকে বলা হয়।

জীবন—প্রণবের অন্তর্গত মন্ত্রের বর্ণ সমূহকে জপ।
তাড়ন—যং এই বায়ু বীজ দ্বারা পূজন।
বোধন—করবী পুষ্প দ্বারা লিখা মন্ত্রাক্ষরের উপরে পুষ্প দিবে।
অভিষেক—অশ্বত্থ পত্র দিয়া স্নান অভিষেক।
বিমলীকরণ—ওঁ হং রং ওঁ এই জ্যোতি মন্ত্র দ্বারা মন মধ্যে মন্ত্রকে চিন্তন পূর্ব্বক ধ্যান।
আপ্যায়ন—কুশ জল দ্বারা মন্ত্রের প্রত্যেক বর্ণকে প্রোক্ষণ।
তর্পণ—মন্ত্র পাঠ করিয়া জল দ্বারা তর্পণ করা।
দীপন—ওঁ হ্রীং শ্রীং যোগে মন্ত্রের দীপন বলা হয়।
গুপ্তি—এই মন্ত্রগুলি অপ্রকাশ অর্থাৎ গোপন রাখা।

মন্ত্রসিদ্ধি উপায়—

পুরশ্চরণাদি কার্য্য দ্বারা মন্ত্র সিদ্ধ হয়।
ভ্রামণং রোধনং বশ্যং পীড়নং পোষ শোষণে।।

ভ্রামণ— যে হেতু জপ হইতে হোমে দশগুণ ফল হয়— সেইহেতু পূজা হোম জপ দ্বারা মন্ত্র সিদ্ধকে ভ্রামণ বলে।

বোধন—বীজ মন্ত্র দ্বারা মন্ত্র পুটিত করিয়া জপ।

বশীকরণ—ভূর্জপত্রে লিখিয়া কণ্ঠে ধারণ।

পীড়ন—প্রতিদিন মূল মন্ত্রে হোম।

পোষণ—মূল মন্ত্রের আদ্যান্তে ঐং ক্লীং সৌ যোগ করিয়া পুটিত করিবে।

শোষণ—যজ্ঞ ভস্ম দ্বারা মূল মন্ত্র লিখিয়া কণ্ঠে ধারণ।

রুদ্রয়ামলে উক্ত যথা—সূর্য্য গ্রহণ কালে শক্তি মন্ত্র দীক্ষা এবং চন্দ্র গ্রহণ সময়ে বিষ্ণুমন্ত্র দীক্ষা গ্রহণ করিবে না, কেন না তাহাতে মন্ত্র সিদ্ধ হইবে না।

সনৎকুমার সংহিতায় উক্ত মন্ত্র গ্রহণের পর অথবা সন্ন্যাস গ্রহণের পর পিতা মাতার প্রদত্ত নাম ত্যাগ করা উচিৎ।

সিদ্ধযামলে উক্ত যদি অজ্ঞতা বশত পিতার নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে পুনঃ দীক্ষা গ্রহণ করিবে। বিধবা স্ত্রী হইতে দীক্ষা লওয়া নিষেধ। বিধবা স্ত্রী পুত্রের অনুমতি লইয়া, কন্যা পিতার আদেশ লইয়া, সধবা স্ত্রী স্বামীর আদেশ লইয়া দীক্ষা গ্রহণ করিতে পারে।

নৃসিংহতাপনী গ্রন্থে উল্লেখ আছে, যথা বৈদিক গায়ত্রী প্রণব বেদ এবং শ্রীবীজে স্ত্রী শূদ্রের অধিকার নাই। মন্ত্রের পর ওঁ কার না থাকিলে মন্ত্র শীর্ণ হইয়া যায় অতএব মন্ত্রের আদ্যান্তে ওঁ কার সংযোগ পূর্ব্বক মন্ত্র জপ করিতে হয়। ওঁ কারকে চতুর্দ্দশ স্বর বলে ঐ ওঁ কার নাদ বিন্দু যোগ করিলে ওঁ এই মন্ত্র হয়।

দীক্ষা চার প্রকার—ক্রিয়াবতী, কলাত্মা, বর্ণময়ী ও মেধাময়ী।

ক্রিয়াবতী—(অগ্নির দশ কলা) অষ্টদল অঙ্কন করিয়া বৃত্তত্রয়ের বর্হিদেশে মেষাদি দ্বাদশরাশি স্থাপন চারদিকে চারটি আসন দিবে এবং ভূমি সংস্কার করিয়া বাস্তু দেবতা পূজা করতঃ সুন্দর বেদি বিশিষ্ট সপ্ত হস্ত পরিমাণ মণ্ডপ করা উচিত সেই মণ্ডপে অষ্ট ধ্বজ চারি দ্বার। পঞ্চ গব্য এবং গন্ধ জলের দ্বারা মণ্ডপ প্রোক্ষিত অষ্টদলপদ্ম অঙ্কন গুরুবর্গের ও গণেশের পূজা করিয়া পীঠ পূজা।

সূর্য্যের দ্বাদশ কলা কুম্ভে স্থাপন—তপণী, তাপণী, ধুম্রা, ভ্রমরী, ভ্রামরী, জ্বালিনী, রুচিঃ, সুষুয়া ভোগদা বিশ্বা বোধিনী ধারিণী, ক্ষমা। গুরুদেব কুম্ভে পরব্রহ্ম কৃষ্ণকে আহ্বান করিয়া পূজা করিবেন। বাস্তু দিকপাল, পূজা তথা হোম যথা।

অগ্নি প্রতিষ্ঠা বিধি—যজ্ঞ কুণ্ডে বা কুণ্ডস্থ যোনির মধ্যপ্রদেশে শীর্ষণি লিখিয়া জল দ্বারা প্রোক্ষণ করতঃ পূজা করিবেন। তদুপরি পুষ্পাদি

বিন্যাস পূর্ব্বক উত্তমা শয্যা রচনা করিবে। তাহাতে লক্ষ্মী এবং বিষ্ণুকে আহ্বান করিয়া পূজা করিবে, তৎপরে তাম্রাদি পাত্রে শুদ্ধ অগ্নিকে আনয়ন করিয়া অগ্রে স্থাপন করিবেন। অতঃপর গন্ধাদি দ্বারা অগ্নির পূজা করিয়া ঐ অগ্নিকে লক্ষ্মীসহ ক্রীড়াকারী বিষ্ণুর রেতঃ স্বরূপ চিন্তা করিয়া প্রণব সহকারে পূজা করিবেন।

অগ্নি উপস্থাপন—বৈশ্বানর ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা সেই বহ্নিকে বিহিত উত্তম কাঠ দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া "চিৎপিঙ্গল" ইত্যাদি মন্ত্র সহকারে প্রজ্বলিত করিয়া অগ্নিম্ ইত্যাদি মন্ত্রে ঐ বহ্নির উপস্থাপন করিবেন।

গৌতমীয় তন্ত্রে উল্লেখ—গুরু শিষ্যের দক্ষিণ কর্ণে তিনবার মন্ত্র বলিবেন স্ত্রী শুদ্র হইলে বাম কর্ণে তিনবার মন্ত্র বলিবেন।

রুদ্রযামলে উল্লেখ যথা—গুরু পূর্ব্ব মুখ হইয়া বসিবেন এবং শিষ্য পশ্চিম মুখাভি মুখে বসিবে দক্ষিণ কর্ণে তিনবার এবং বাম কর্ণে একবার মন্ত্র বলিবেন। স্ত্রী শূদ্র হইলে ইহার বিপরীত হইবে।

বায়ুতে সঙ্কর্ষণ
উত্তর
ঈশানে বাসুদেব

অধি দেবতা
পূর্ণকুম্ভ
অষ্টদল সর্ব্বতো
ভদ্র ব্রহ্মা

পশ্চিম
অধুনা
পূর্ব

অভ্যুক্ষণ জলপাত্র
আচার্য্য
হোমার্থ সমিধ
বহ্নি প্রক্ষণ

নৈঋতে অনিরুদ্ধ
দক্ষিণ
অগ্নিতে প্রদ্যুম্ন
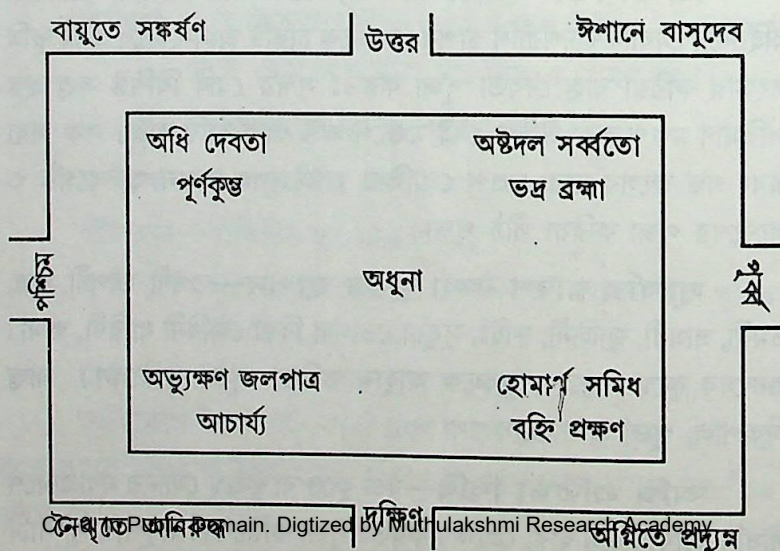
অগ্নির অঙ্গ—

যত্র কাষ্ঠং তত্র শ্রোত্রং যতধূমোঽত্র নাসিকা, যত্রাল্পনং নেত্রং, যতোঽঙ্গার স্তস্য শিরঃ, যত্র প্রজ্জ্বলিতা জ্বোলাস্বা জিহ্বা জাত বেদসঃ।

ভাবার্থ—অগ্নির যেখানে কাষ্ঠ সেই স্থানে কর্ণ, অগ্নি যেখানে ধূম সেইখানে নাসিকা, অগ্নি অল্প অল্প জ্বলিত সেইস্থানে নেত্র, অগ্নির অঙ্গার সেইস্থানে শির। প্রজ্জ্বলিত অগ্নির শিখা জিহ্বা।

হোমের স্থান নির্ণয়—কর্ণে হোমে ভবদ্ব্যাধি, নেত্রে অন্ধতং নাসিকায়াং মনঃ পীড়া, মস্তকে ধনক্ষয়ং। জিহ্বাঞ্চ কৃত্যে হোমে সর্ব্বসিদ্ধি ভবেৎ ধ্রুবম্।

ভাবার্থ—অগ্নির কর্ণেতে হোম করিলে মহাব্যাধি, নেত্রে হোম করিলে অন্ধঃ, নাসিকাতে হোম করিলে মনঃ পীড়া, মস্তকে হোম করিলে সর্ব্বকার্য্যসিদ্ধি হয়।

অথ অগ্নিবাস মুহূর্ত্ত কথনং

মুহূর্ত্তচিন্তামণিঃ গ্রন্থ হইতে—

সৈকাতিথি বারর্যুতা কৃতাপ্তা শেষে
গুণেহভ্রেভূমি বহ্নিবাসয়।
সৌখায় হোমে শশযুগ্ম শেযে
প্রাণার্থ নাশৌ দিবি সুতলে চ।।

অস্যার্থ—শুক্লপক্ষের প্রতিপদ তিথি হইতে গণনায় বর্ত্তমান দিবসের তিথি যত সংখ্যক হইবে, তাহাতে ১ (এক) যোগ করিবে। তৎপরে বর্ত্তমান বারের অঙ্ক গণনায় যত হইবে তাহা উহাতে যোগ দিবে। তাহাতে যে অঙ্ক (উহাই পিণ্ডাঙ্ক) হইবে, উহাকে ৬ (ছয়) ভাগ করিলে ভাগশেষে ৩ (তিন) অথবা ০ (শূন্য) থাকিলে পৃথিবীতে অগ্নিদেবের বাস জানিবে এবং তাহা শুভদায়ক জানিবে। আবার যদি শেষাঙ্ক ১ (এক) থাকে তবে অগ্নি বাস স্বর্গে, ২ (দুই) থাকিলে পাতালে বাস জানিবে। যদি অগ্নির স্বর্গে হয় তাহাতে হোম করিলে প্রাণনাশ, পাতালে থাকিলে অর্থ নাশ হয়। উদাহরণ—ক্রিয়াদিনের তিথি কৃষ্ণাপঞ্চমী

তাহাতে ২০ অঙ্ক
তাহাতে +১ যোগ
২১ হইল
মঙ্গলবার+৩ যোগ বারাঙ্ক
২৪ হইল
২৪ কে ৬ দিয়ে ভাগ করিবে।

৬) ২৪ (৪
২৪
০ শূন্য রহিল ইহাতে পৃথিবীতে অগ্নির বাস জানা গেল।

যজ্ঞ কুণ্ড মণ্ডপ

বায়ু
উত্তর
ঈশান
সপ্তমাতর
নবগ্রহ
ঊনপঞ্চাশ বায়ু
ইন্দ্র
রুদ্র
২।। হাত লম্বা
১।। হাত লম্বা
পশ্চিম
পূর্ব
সর্বতভদ্র/বাস্তু
বৃদ্ধি, প্রায়শ্চিত্ত
যোনিপীঠ () লক্ষ্মী
চতুঃষষ্ঠী যোগিনী
ব্রহ্মা
ষোড়শ মাতৃকা
পঞ্চ দেবতা
বরুণ
নৈঋত
দক্ষিণ
অগ্নি
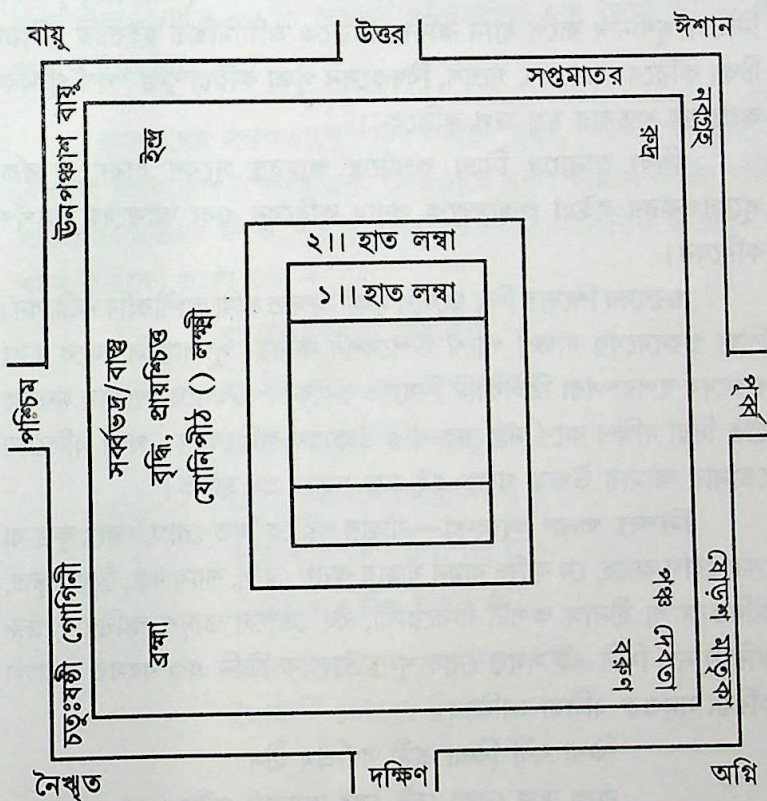
অগ্নির সপ্ত জিহ্বা—হিরণ্য, গগনা, রক্তা, কৃষ্ণা, সুপ্রভা, বহুরূপা এবং অতিরূপা সপ্তজিহ্বা এবং ছয় অঙ্গ দেবতা ন্যাস করিয়া অরি অষ্ট মূর্ত্তির স্থাপন পূর্ব্বক পূজা করিবে। হোম বাস্তু পূজার নিয়মে হইবে।

দীক্ষা গ্রহণ কৃত্য— হোমাদি সমাপ্ত হইলে সংহার মুদ্রা যোগে আবরণ দেবতাগণকে এবং কৃষ্ণকে সংযোজন পূর্ব্বক সেই কৃষ্ণকে নিশ্চল পূর্ণানন্দ রূপে ধ্যান করিয়া নিজকে অগ্নিমিশ্রিত হইয়াছি বলিয়া চিন্তা করিবে। গুরুদেব, গণেশ, বিষ্বকসেন পূজা করিয়া কুম্ভ স্পর্শ পূর্ব্বক অষ্টোত্তর শতবার মন্ত্র জপ করিবেন।

শিষ্য স্নানান্তে নিত্য কর্ম্মান্তে শুক্লবস্ত্র সুবেশ ধারণ পূর্ব্বক পূজোপকরণ লইয়া গুরুদেবকে প্রণাম করিবেন এবং আত্মদেহ সমর্পণ করিবেন।

গুরুদেব শিষ্যের শির প্রদেশে দুর্ব্বা অক্ষত দ্বারা আশীর্ব্বাদ করিবেন। শিষ্য গুরুদেবের দক্ষিণ পার্শ্বে উপবেশন করিয়া পুষ্পাঞ্জলি দেবে এবং গুরুদেব স্বপরম্পরা তিলকাদি শিষ্যকে দেবেন। তৎপরে শিষ্যের মস্তকে হাত দিয়া দক্ষিণ কর্ণে মন্ত্র বার বার উচ্চারণ করিবেন। পরে বলিবেন তোমার আমার উভয় পক্ষে এই মন্ত্র সফল প্রদ হউক্।

নিন্দ্য গুরু লক্ষণ—যাঁহার শরীরে শ্বিত রোগ, গলৎ কুষ্ঠ বা নেত্র রোগ আছে, যে ব্যক্তি বামন যাঁহার কুনখ রোগ, শ্যাব দন্ত, স্ত্রীবশীভূত, অধিকাঙ্গ বা হীনাঙ্গ কপটী চিররোগী, বহু ভোক্তা তাদৃশ ব্যক্তিকে গুরু করিবে না। যিনি এই সমস্ত দোষ শূন্য তাঁহাকে তিনি এক বৎসর পরীক্ষা করিয়া সদ্‌গুরু বলিয়া জানিবে।

কিবা বর্ণী কিবা শ্রমী বর্ণাশ্রম হীন।
কৃষ্ণ তত্ত্ব বেত্তা যেই সেই আচার্য্য প্রবীণ।।

শিষ্য লক্ষণ—শমাদি গুণ যুক্ত বিনয়ী বিশুদ্ধ স্বভাব শ্রদ্ধাবান ধৈর্য্যশীল সর্ব্বকর্ম্ম সমর্থ সদ্বংশ জাতি অভিজ্ঞ সচ্চরিত্র এবং সত্যাচার যুক্ত ব্যক্তি প্রকৃত শিষ্য পদ বাচ্য।

বাস্তু ব্যবস্থা—সিদ্ধগণ বলিয়া থাকেন—যিনি বাস্তুপ্রমাণ শরীর ধারণ করিয়া সর্ব্বদাই বাস্তুর বামভাগে শয়ন করিয়া থাকেন এবং তিন তিন মাস অন্তর ভূমি পরিবর্ত্তন করিয়া শয়ন করেন, তিনিই বাস্তুনাগ।

ইনি ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্ত্তিক পূর্ব্বশিরা। অগ্রহায়ণ পৌষ ও মাঘে দক্ষিণশিরা। ফাল্গুন চৈত্র ও বৈশাখে পশ্চিমশিরা এবং জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় ও শ্রাবণে উত্তরশিরা হন।

বাস্তুনাগের মস্তকভাগে খনন করিলে মৃত্যু, পৃষ্ঠভাগে স্ত্রী পুত্র বিয়োগ, জঘনদেশে অর্থক্ষয় এবং উদরভাগে খনন করিলে সর্ব্বসম্পত্তি লাভ হয়। অতএব মস্তক, পৃষ্ঠ ও জঘনদেশ পরিত্যাগ করিয়া উদরভাগে খনন করিবে। প্রমাণ যথা—

বাস্তুপ্রমাণেন তু গাত্রকেন,
বামেন শেতে খলু নিত্যকালম্।
ত্রিভিস্তু মাসৈঃ পরিবৃত্তভূমৌ,
তং বাস্তুনাগং প্রবদন্তিসিদ্ধাঃ।।
ভাদ্রাদিকে বাসবদিক্‌শিরা স্যাৎ,
মার্গাদিকেষু ত্রিষু যাম্যমূর্দ্ধা।
প্রত্যক্‌শিরা স্যাৎ খলু ফাল্গুনাদৌ,
জ্যৈষ্ঠাদি কৌবের শিরাঃ স নাগঃ।।

বাস্তু অঙ্কন—

পূর্ব্ব

উত্তর

দক্ষিণ

পশ্চিম
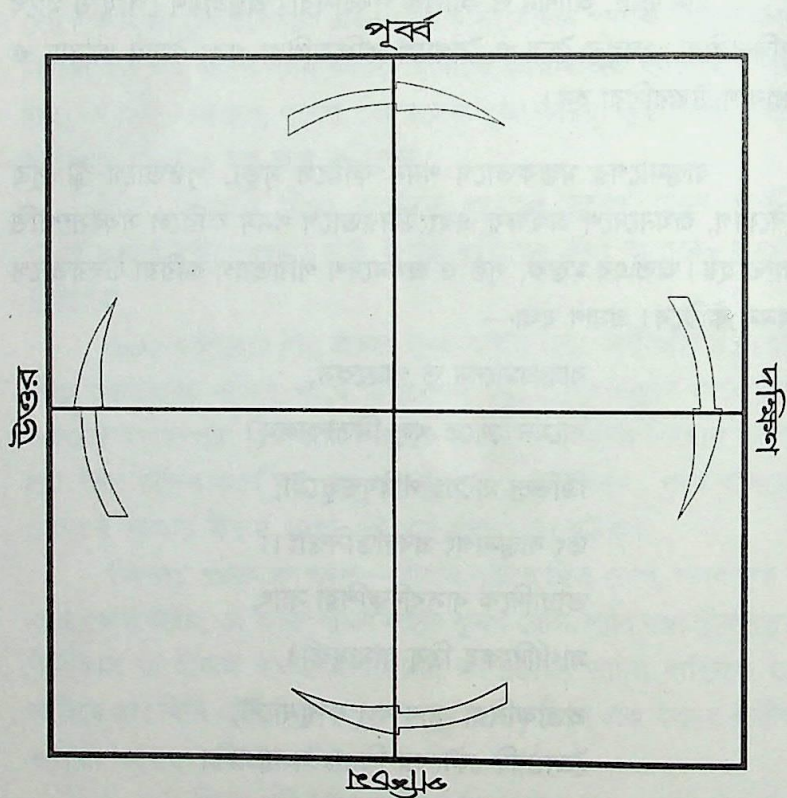
বিধিমার্গে দীক্ষার ব্যবস্থা—মাতা পিতার নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিবে না। পতি হইতে স্বীয় ভার্য্যা, পিতা হইতে পুত্র কন্যা, ভ্রাতা হইতে সহোদর ভাই দীক্ষা গ্রহণ করিবে না।

পতি যদি সিদ্ধ প্রণালী মন্ত্র অথবা পুরশ্চরণাদি দ্বারা মন্ত্র সিদ্ধি করিয়া থাকেন তবে পত্নীকে দীক্ষিত করিতে পারেন। এই রূপ পিতা এবং মাতামহ যদি সিদ্ধ হন তবে মন্ত্র গ্রহণ করা হইবে। ইহাতে কোন দোষ হইবে না।

দীক্ষা গ্রহণ মাস—চৈত্র মাসে মন্ত্র গ্রহণ করিলে সমস্ত পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়, বৈশাখ মাসে মন্ত্র গ্রহণ করিলে সমস্ত রত্নলাভ হয়, জ্যৈষ্ঠে মৃত্যু, আষাঢ়ে বন্ধুনাশ, শ্রাবণে পূর্ণায়ু প্রাপ্তি, ভাদ্রে প্রাণ নাশ, আশ্বিনে রত্ন সঞ্চয়, কার্ত্তিকে মন্ত্রসিদ্ধি, অগ্রহায়ণে মন্ত্রসিদ্ধি, পৌষে শত্রুপীড়া, মাঘে মেধাবৃদ্ধি, ফাল্গুনে সর্ব্বকামনা সুসিদ্ধ হইয়া থাকে।

মলমাসে অধিক মাসে মন্ত্র গ্রহণ করিতে নাই।

দীক্ষা গ্রহণ বার—রবিবারে — দীক্ষা গ্রহণে বিত্ত সঞ্চয়, সোমবারে —শান্তি, মঙ্গলবারে—আয়ুক্ষয়, বুধবারে— সৌন্দর্য্য প্রাপ্তি, বৃহস্পতিবারে —জ্ঞান লাভ, শুক্রবার— সৌভাগ্য প্রাপ্তি, শনিবার—যশো নাশ।

দীক্ষা গ্রহণ তিথি—প্রতিপদাতে—দীক্ষা গ্রহণ করিলে জ্ঞান নাশ হয়, দ্বিতীয়াতে— জ্ঞান হয়, তৃতীয়াতে— শুচি হয়, চতুর্থীতে— বিত্ত নাশ, পঞ্চমীতে— বুদ্ধি নাশ, ষষ্ঠীতে—জ্ঞান হানি, সপ্তমীতে— সুখ, অষ্টমীতে— বুদ্ধি নাশ, নবমীতে— শরীর ক্ষয়, দশমীতে— রাজবৎ সৌভাগ্য লাভ, একাদশীতে—শুচি, দ্বাদশীতে—সর্ব্ব সিদ্ধি, ত্রয়োদশীতে—দরিদ্রতা, চতুর্দ্দশীতে— তির্য্যগ্ যোনি প্রাপ্ত, অমাবস্যায়—হানি, পূর্ণিমাতে—ধর্ম্ম বৃদ্ধি হয়।

রাশিগত "মন্ত্র সাধন"

এই মন্ত্র গুরুদেব হইতে প্রাপ্ত না হইলে বিশেষ ফল হইবে না।

মেষ রাশি—দশাক্ষর এবং দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র যথা—

ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় স্বাহা, ক্লীং কৃষ্ণায় গোপীবল্লভায় স্বাহা।

বৃষ রাশি—সাত এবং পনের অক্ষর মন্ত্র যথা—

ক্লীং কৃষ্ণায় স্বাহা, ক্লীং গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা।

মিথুন রাশি—চতুর্দ্দশ এবং দ্বাদশ অক্ষর মন্ত্র যথা—

ক্লীং কৃষ্ণায় গোপীজন বল্লভায় স্বাহা, ক্লীং কৃষ্ণায় গোপীবল্লভায় স্বাহা।

কর্কট রাশি—সপ্ত এবং অষ্ট অক্ষর মন্ত্র যথা—

ক্লীং গোপালায় স্বাহা, ক্লীং রাধানাথায় স্বাহা।

সিংহ রাশি—অষ্টাদশ এবং পনের অক্ষর মন্ত্র যথা—

ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা, ক্লীং গোবিন্দায় গোপীজন বল্লভায় স্বাহা।

কন্যা রাশি—একাদশাক্ষর এবং অষ্টাক্ষর মন্ত্র যথা—

ক্লীং গোপীজন বল্লভায় স্বাহা, ক্লীং গোপীনাথায় স্বাহা।

তুলা রাশি—পঞ্চাদশাক্ষর এবং একাদশাক্ষর মন্ত্র যথা—

ক্লীং গোবিন্দায় গোপীজন বল্লভায় স্বাহা, ক্লীং গোবিন্দায় স্বাহা।

বৃশ্চিক রাশি—অষ্টাক্ষর এবং দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র যথা—

শ্রীগোপীনাথায় স্বাহা, ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

ধনু রাশি—অষ্টাক্ষর এবং পঞ্চদশাক্ষর মন্ত্র যথা—

ক্লীং রাধানাথায় স্বাহা, ক্লীং গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা।

মকর রাশি—একাদশ এবং নয় অক্ষর মন্ত্র যথা—

ক্লীং গোবিন্দায় গোপালায় স্বাহা, ক্লীং রাধাবল্লভায় স্বাহা।

কুম্ভ রাশি—অষ্টাক্ষর এবং একাদশাক্ষর মন্ত্র যথ—
শ্রীরাধানাথায় স্বাহা, ক্লীং গোপীজনবল্লভায় স্বাহা।

মীন রাশি—ত্রয়োদশ এবং সপ্তদশাক্ষর মন্ত্র যথা—
ওঁ হ্রীং ক্লীং কৃষ্ণায় বাসুদেবায় স্বাহা, কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজন-বল্লভায় স্বাহা।

ইষ্টদেবের দীক্ষাধিকারী—

শুচি-ব্রত তপাঃ শূদ্রা ধার্ম্মিকা দ্বিজ সেবকাঃ।
স্ত্রিয়ঃ পতিব্রতাশ্চান্যে প্রতি লোমানুলোমজাঃ।।

লোকাশ্চণ্ডাল পর্য্যন্তাঃ সর্ব্বেহ প্যস্যাধিকারিণঃ। (হঃ ভঃ বি) অর্থ—পবিত্র ব্রতধারী ধার্ম্মিক ও দ্বিজ সেবা পরায়ণ শূদ্রগণ পতিব্রতা স্ত্রীগণ এবং চণ্ডালাদি অন্ত্যজ বর্ণ সঙ্করগণ পর্য্যন্ত সকলেই এই মন্ত্র অর্থাৎ ভগবত মন্ত্র গ্রহণে অধিকারী। অজ্ঞাত বস্তুকে জ্ঞাত হওয়ার নাম দীক্ষা। গুরুদেব শিক্ষা মন্ত্র প্রদানে অসমর্থ হইলে তাঁহার আদেশে অন্যত্র শিক্ষা প্রাপ্ত করা যায়। শৈব, বৈষ্ণব দীক্ষা সাত্ত্বিক, শক্তি দীক্ষা রাজস, ভূত প্রেতাদি তান্ত্রিক দীক্ষা তামসিক। যেরূপ পিতা প্রপিতার সম্পর্ক যুক্ত থাকিলে সম্পত্তির দাবী করা যায়, তদ্রূপ নিজ নিজ ইষ্টদেবের দীক্ষা সম্বন্ধ যুক্ত হইলে ঈশ্বর প্রাপ্তির অধিকারী হইবে।

স্ত্রী এবং পুরুষগণের দীক্ষাধিকার—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি বর্ণের মধ্যে প্রত্যেক বর্ণ আবার স্ত্রী পুরুষদের জাতি ভেদে লক্ষণ থাকে। তন্মধ্যে স্ত্রীদের যথা পদ্মিনী নারী, চিত্রিনী, শঙ্খিনী, হস্তিনী এবং উত্তমা, মধ্যমা, কনিষ্ঠা কুমারী। পুরুষদের মধ্যে যথা শশক জাতি, মৃগজাতীয়, বৃষজাতীয়, অশ্ব জাতীয় পুরুষ, ইহারা সকলেই গুরু কৃপায় দীক্ষাধিকারী হইবেন।

পদ্মিনী নারী দীক্ষাধিকারিণী—ইহার উভয় চক্ষু পদ্ম পত্র সুন্দর এবং পদ্ম পুষ্পের সুগন্ধ তাঁহার শরীরে বিরাজিত, সুদীর্ঘ কেশ, চক্ষু মৃগনয়না, দন্ত সুন্দর, কণ্ঠস্বর মৃদু, কোকিলের মত আর সর্ব্বদা হাস্যমুখী, দেহ শীতল, অল্প নিদ্রা অল্প ভোজনে সন্তুষ্ট, পাদ শোভা, পুষ্প প্রিয় এবং শয়ন সময়ে সুগন্ধ পুষ্পে আনন্দ পায়। নৃত্যগীতে অনুরক্তা, ধর্ম্ম কথায় সন্তুষ্টা, কেহ কোন নারী নিন্দা করিলে শুনিতে চায় না। এইরূপ নারী গৃহে থাকিলে সর্ব্বদা সেই গৃহে লক্ষ্মী বিরাজ করেন। স্বর্গ সদৃশ আনন্দ প্রাপ্ত হয়। বহু ভাগ্যে কোন স্বামী এইরূপ পত্নী প্রাপ্ত হন। অতএব ইঁহারা গুরু কৃপায় দীক্ষা গ্রহণ করিতে পারেন।

চিত্রিনী নারী দীক্ষাধিকারিণী—ইঁহার দেহ গৌরবর্ণ, লজ্জাবতী, কুচ গোলাকার কাঠিন্য, নয়নদ্বয় পদ্ম সদৃশ গোলাকার, নাসিকা তিল পুষ্প সদৃশ দেহ ক্ষীরের মত গন্ধযুক্ত, কিঞ্চিৎ গাঢ় নিদ্রা যায়। কণ্ঠস্বর স্নিগ্ধ, কেশশোভা সুন্দর, চন্দন শৃঙ্গার, চন্দন শৃঙ্গার প্রিয়, কাহিনী শুনিতে ভালবাসে, ভোগদ্রব্য এবং উত্তম অলঙ্কার পাইলে সন্তোষ প্রকাশ করে, অন্যের প্রলোভনে তাহার মন বিচলিত হয় না। সত্যবাদী দয়া ক্ষমাগুণ যুক্তা দ্বিতীয়া নারী মধ্যে গণ্যা। এবম্ভূত নারীর দীক্ষা সংস্কার আবশ্যক।

শঙ্খিনী নারী দীক্ষাধিকারিণী—চার প্রকার নারীর মধ্যে তৃতীয় নারী শঙ্খিনী। ইহারও উভয় চক্ষু পদ্মের পাপড়ীর মত লম্ব এবং সুন্দর, দেহ দীর্ঘ, কুচ যুগল পৃথুল, কণ্ঠে তিনটি রেখা থাকিবে, নাসাতীক্ষ্ণ, গৌরবর্ণ, মৎস্যের ন্যায় গন্ধযুক্ত দেহ, মুখের শোভা সুন্দর, ভাল শয্যায় শয়ন করিতে ভালবাসে পতি এবং গুরুজনকে ভয় না করিয়া, নিজের মত করিয়া ভালবাসে, ভূষণ দ্রব্যে এবং প্রণয় সম্ভাষণে সন্তুষ্ট হয়। এই প্রকার নারীও দীক্ষার অধিকারিনী।

হস্তিনী নারী দীক্ষাধিকারিণী—এই নারীর শরীর মদ্যের মত গন্ধযুক্ত। মৎস্য, মাংস ভোজনে সন্তুষ্ট, নয়ন লাল, কেশ অল্প, স্বর মেঘের মত, কুচ যুগল কঠিন এবং বৃহৎ ঘন, নাসিকারন্ধ্র উন্নত, রোমাঞ্চ দেহী, ওষ্ঠ রক্তবর্ণ কুন্দদন্তী, ভোজনে পটু, কৃষ্ণবর্ণ স্থূল, গাঢ় নিদ্রা, কোটি শোভা। সুখ শয্যা পরিত্যাগ করিয়া স্বামীর সহিত সেবায় আসক্ত থাকে, উচ্চ হাস্য শব্দ, দন্ত দেখা যায়। এইরূপ নারীর পক্ষে গুরু কৃপা ব্যতীত দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সদাচার পালন করা দুষ্কর।

উত্তমা কুমারীর দীক্ষা—এই বালিকা শ্যামবর্ণা লাবণ্য-সুন্দরী তথা গৌরবর্ণা, মৃগনয়না, কুচযুক্তা মধ্যা, সম সুদন্তী, ক্ষুদ্রগভীর নাভী, চক্ষু পদ্মপাতার পাপড়ি সদৃশ, করতল রক্ত পদ্ম সদৃশ ইহার পানি গ্রহণ সংস্কার না হইলেও দীক্ষার অধিকারিনী হইবে।

যদি ইহার হস্তে পদ্ম অথবা পূর্ণ কুম্ভ চিহ্ন থাকে ইহার স্বামী মহারাজ হয় চরণতলে বজ্র, পদ্ম, হল চিহ্ন থাকে তবে সে রাণী সদৃশ সুখ ভোগ করে।

কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্ ভাগবতানিহ।
দুর্ল্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্।।

অর্থ—প্রাজ্ঞ-ব্যক্তি মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া কৌমারে ভাগবত ধর্ম্ম আচরণ করিবেন। সুখার্থ ভোগবিলাস ত্যাগ করিয়া ভাগবত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেই জীবন সার্থক হয়। কারণ সংসারে মনুষ্য জন্ম লাভ অতি দুর্লভ।

মধ্যমা কুমারীর দীক্ষা—এই বালিকাও ধর্ম্ম নিষ্ঠ থাকিবে। ইহার দেহ অতি লম্বা, অতি স্থূল বা অতি ক্ষীণ নহে। সতত হাস্যমুখী। নাভী গভীর, প্রিয়বাদিনী, গুরুজনে ভক্তিমতী, ইহার পাণি গ্রহণ না হইলেও ভগবৎ ভজনের জন্য দীক্ষা গ্রহণ করিতে পারে। যদি ইহার পদতলে মৎস্য, অঙ্কুশ, পদ্ম, চক্র ও হল চিহ্ন দৃষ্ট হয় তবে সে পুত্রবতী এবং তাহার স্বামী দীর্ঘায়ু হয়।

অধমা কুমারীর দীক্ষা—এই প্রকার বালিকা রোম যুক্ত এবং নেত্র পিঙ্গলবর্ণ দন্ত ওষ্ঠ হইতে লম্বা, কেশ তাম্রবর্ণ, জানুদ্বয় বিশাল, বাচাল এবং বহুভাষিণী, লজ্জাহীনা, উচ্চশব্দে হাস্য করে, হস্ত পদ কঠিন, উদর লম্বা, যদি ইহার পদতলে চক্র, শঙ্খ, পদ্ম পতাকা মীন চক্রাকার দৃষ্ট হয়, সে রাজরাণী সদৃশ সুখভোগ করে। ইহার দীক্ষা সদাচার পালন করা দুরূহ।

শশকজাতীয় পুরুষের দীক্ষা—এই ব্যক্তি গুণবান এবং প্রিয়ভাষী, সুসঙ্গী, ধনী, দেবতাকে আদর করে, গুরু প্রতি অনুরক্ত পরস্ত্রী প্রতি বিমুখ এবং শান্ত। যদি পদ্মিনী নারীর সহিত ইহার বিবাহ হয়। তবে ভাগ্যের সীমা থাকে না। ইহাকে দীক্ষার প্রথমাধিকারী বলিয়া জানিবে।

মৃগজাতীয় পুরুষের দীক্ষা—এই মনুষ্য হাস্যমুখ সম্বলিত, দেহ কোমল এবং লম্বা, নৃত্যগীত প্রিয়, মৃগদৃষ্টির ন্যায় চঞ্চল, গৃহে অতিথি সৎকারে উৎসাহী, ইহার চিত্রিনী নারীর সহিত বিবাহ হইলে গৃহের সম্পদ বৃদ্ধি হয়। এই ব্যক্তি দীক্ষার মধ্যমাধিকারী জানিবে।

বৃষজাতীয় পুরুষের দীক্ষা—এই নর বহু কুটুম্বী এবং চরিত্রবান, গুণবান হয়। ইহার শরীর হইতে শুপারীর গন্ধের ন্যায় গন্ধ নির্গত। চরণদ্বয় ক্ষুদ্র, নির্লজ্জ, রমণী দর্শনে উল্লাস, সর্ব ধর্ম্মকে সমান মনে করে। ইহার শঙ্খিনী নারীর সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইলে সুখ শান্তি বজায় থাকে। এই প্রকার ব্যক্তিও দীক্ষা গ্রহণাধিকারী।

অশ্বজাতীয় পুরুষের দীক্ষা—এই মানবের দেহ কঠিন, দীর্ঘকায়, গতি ক্ষিপ্র, অসদাচার, পরনিন্দা প্রিয়, ধর্ম্মহীন, ক্রোধী, হৃষ্ট পুষ্ট দেহী, স্ত্রীচিন্তায় অল্প নিদ্রা যায়, ইহার হস্তিনী নারীর সহিত বিবাহ হইলে রাবণ-মন্দোরীর ন্যায় সুখে থাকে। এই ব্যক্তিকে তিন বৎসর পরীক্ষা করিয়া যোগ্য মনে করিলে দীক্ষা দেওয়া চলে।

শ্রীগুরুপাদাশ্রয়—

তস্মাৎ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসু শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মন্যুপ সমাশ্রয়ম্।।

যিনি সুখের অভিলাষ করিবেন, তিনি শাস্ত্রে গুণ সম্পন্ন গুরুদেবের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। ফলতঃ তিনি শব্দ ব্রহ্ম ন্যায় অনুগত ব্যাখ্যা দ্বারা করেন। নিপুণ এবং ভজন পরিপাক নিবন্ধন দ্বারা পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণে অবস্থিত হইয়াছেন। তিনিই উপদেশ দানে যথার্থ অধিকারী।

উত্তমাধিকারী গুরু

শাস্ত্রে যুক্তৌ চ নিপুণঃ সর্ব্বথা দৃঢ় নিশ্চয়ঃ।
প্রৌঢ় শ্রদ্ধোঽধিকারী যঃ স ভক্তাবুত্তমো মতঃ।।

যিনি শাস্ত্র ও যুক্তিতে নিপুণ অর্থাৎ উপাস্য দেবের প্রতি দৃঢ়তর নিশ্চয় হইয়াছেন, সেই ভক্ত উত্তমাধিকারী হন।

শিক্ষা গুরু

শিক্ষা গুরুকে ত জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।
অন্তর্যামী ভক্ত শ্রেষ্ঠ এই দুই রূপ।।
গুরু কৃষ্ণ রূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরু রূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে।।

মন্ত্র গুরু আর যত শিক্ষা গুরুগণ। দীক্ষা শিক্ষা ভেদে গুরুদ্বয়কে সমান করা উচিৎ। কারণ, অজ্ঞান বস্তুতে জ্ঞান হওয়ার নাম শিক্ষা।।

কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত—

তত্র ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষেদ্ গুর্ব্বাত্ম দৈবতঃ।
অমায়য়ানুবৃত্ত্যা যৈ স্তুস্যেদাত্ম প্রদো হরিঃ।।

(শ্রীমদ্ভাগবতম্)

গুরুদেবের নিকট গমন পূর্বক উপাসকের প্রতি আত্মপ্রদ আত্মা হরি যাহাতে পরিতুষ্ট হয়েন সেইরূপ অনুবৃত্তি দ্বারা গুরু সেবা করতঃ তাঁহাকে দেবতা জ্ঞান করিয়া ভাগবতধর্ম্ম শিক্ষা করিবে।

বিশ্রম্ভেণ গুরু সেবা

আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্য-বুদ্ধ্যাসুয়েত সর্ব্বদেব ময়ো গুরুঃ।।

(শ্রীমদ্ভাগবতম্)

শ্রীভগবান বলিলেন— হে উদ্ধব! আচার্য্যকে আমার স্বরূপ জ্ঞান করিয়া কদাপি মনুষ্য বুদ্ধি করিবে না, তাঁহার বিক্রিয়া (রাগ শোকাদি) দর্শন করিলেও, তাঁহার প্রতি মৎসরতা করিবে না। যেহেতু গুরু সর্ব্বদেবময়।

মহাকুল—প্রসূতোহপি সর্ব্ব যজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সহস্র শাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ।।

(পদ্মপুরাণ)

ব্রাহ্মণ কুলে উৎপন্ন হইলেও এবং সর্ব্ব যজ্ঞে দীক্ষিত হইলে, সহস্র শাখা বেদ অধ্যয়ণ করিলেও যদি বৈষ্ণব না হয়েন, তাহা হইলে তিনি গুরু হইতে পারিবেন না। যিনি বিষ্ণু দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন, বিষ্ণু পূজায় তৎপর ও সদাচার পরায়ণ পণ্ডিতগণ তাঁহাকে বৈষ্ণব বলিয়া থাকেন।

বৈষ্ণব চিহ্ন পদ্মপুরাণে—

যে কণ্ঠে লগ্ন তুলসী নলিনাক্ষমালা,
যে বাহুমূলে পরিচিহ্নিত শঙ্খ চক্রা।
যে বা ললাট ফলকে লসদুর্দ্ধ পুণ্ড্রাঃ
স্তে বৈষ্ণবা ভুবনমাশু পবিত্রয়ন্তি।।

যাঁহারা কণ্ঠদেশে তুলসী পদ্মবীজ মালা ধারণ করেন, যাঁহারা বাহুমূলে শঙ্খ চক্র চিহ্ন ধারণ করিয়া থাকেন এবং যাঁহাদের ললাট দেশে উর্দ্ধ

পুণ্ড্র দেদীপ্যমান তাঁহারাই বৈষ্ণব, তাঁহারাই ভুবনতলকে শীঘ্র পবিত্র করেন।

বৈষ্ণব চিহ্ন স্কন্দ পুরাণে—

হরিনামাক্ষরযুতং ভালে গোপীমৃদঙ্কিতম্।
তুলসীমালিকোরস্কং স্পৃশেয়ু র্ন যমোদ্ভটাঃ।।

যাঁহারা ললাটদেশ গোপীচন্দনে তিলকিত, গাত্রে চন্দনে হরিনামাক্ষর লিখেন এবং হৃদয়ে কণ্ঠে তুলসীমালা দেদীপ্যমান রহিয়াছেন, যমকিঙ্করগণ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

(১) বৈষ্ণবের নিশান্ত (প্রাতঃকৃত্য)

[সময় প্রাত ৬টা হইতে ৭-৪৫ পর্য্যন্ত]

আহ্নিক সন্ধ্যা বিগ্রহ-সেবা-পূজা মূল-মন্ত্র স্মরণ—

ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে উত্থায় গৌর কৃষ্ণেতি কীর্ত্তয়ন্।
প্রক্ষাল্য পানি পাদৌ চ দন্তধাবনমাচরেৎ।। (হঃ ভঃ বিঃ)

সাধক ভক্ত সূর্য্যোদয়ের ১।। ঘণ্টা পূর্ব্বেই ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে জাগরিত হইয়া গৌর গৌর পাহি মাং অথবা কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাং, রক্ষমাং বলিয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে শয্যা ত্যাগ করিবে। গুরুদেব এবং পৃথিবীকে প্রণাম করিবে; তদনন্তর দন্ত শোধন এবং স্নানাদিকৃত্য সমাপ্ত করিবে। শৌচ যাওয়ার পরে মৃত্তিকা হস্ত পদে মর্দ্দন করিবে। যথা—

একা লিঙ্গে গুহ্যে তিস্রো দশ বাম করে নৃপ।
হস্তদ্বয়ে চ সপ্তান্যা মৃদঃ শৌচোপপাদিকা। (হঃ ভঃ বি)

যে মৃত্তিকায় কীট বর্ত্তমান তাহা পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ মৃত্তিকা দ্বারা লিঙ্গে একবার, গুহ্যদ্বারে তিন বার, বাম হস্তে দশবার, ও উভয় হস্তে সাতবার মর্দ্দন করিবে। উভয় পদে তিন তিনবার মৃত্তিকা প্রদান করিবে।

গুরু প্রণাম—

অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।

পৃথিবী প্রণাম—

সমুদ্র-মেখলে দেবি পর্ব্বতস্তনমণ্ডলে।
বিষ্ণু পত্নি! নমস্তুভ্যং পাদস্পর্শং ক্ষমস্ব মে।।
ওঁ প্রিয়দত্তায়ৈ ভুবে নমঃ।

দন্তধাবনের মন্ত্র—

আয়ুর্বলং যশোবর্চঃ প্রজাপশু—বসুনি চ।
ব্রহ্ম প্রজ্ঞাঞ্চ মেধাঞ্চ ত্বং নো দেহি বনস্পতে।।

প্রাতে দন্তধাবন করিবে। ব্রাহ্মন দ্বাদশাঙ্গুল দাঁতন দ্বারা দন্ত ধাবন করিবে। কিন্তু মধ্যাহ্নে করা নিষেধ।

আচমন—

আচম্য বসনং রাত্রেস্ত্যক্ত্বান্যৎ পরিধায় চ।
পুনরাচমনে কুর্য্যাৎ লেখ্যেন বিধিনাগ্রতঃ।। হঃ ভঃ বিঃ

ইষ্টমন্ত্র জপ সমর্পন, স্তবস্তুতি করিবে। হরিনাম করিতে করিতে গৃহে আগমন করতঃ শুদ্ধাসনে উপবেশন করিয়া—

ওঁ অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ।।

তিলক ধারণ বিধি যথা—

যজ্ঞো দানং তপো হোমঃ স্বাধ্যায়ঃ পিতৃতর্পণং।।
ব্যর্থং ভবতি তৎ সর্ব্বমূর্দ্ধ পুণ্ড্রং বিনা কৃতম্।।

অতএব জলপূর্ণ পঞ্চপাত্রে তুলসী দিয়া জলস্পর্শ পূর্ব্বক গঙ্গাদি স্মরণ করিয়া তীর্থ সমূহের আহ্বান করিবে। গঙ্গাজলে আহ্বান নাই।

গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরী সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধো কাবেরী জলেস্মিন্ সন্নিধিং কুরু।

গঙ্গার দ্বাদশ নামে আহ্বান—

নলিনী নন্দিনী সীতা মালিনী চ মহাপগা।
বিষ্ণু পাদার্ঘ সম্ভূতা গঙ্গা ত্রিপথ গামিনী।
ভাগীরথী ভোগবতী জাহ্নবী ত্রিদশেশ্বরী।।

শ্রীনারায়ণ স্মরণ পূর্ব্বক "ওঁ নারায়ণায় নমঃ' উচ্চারণ করিয়া ঐ জল কিঞ্চিৎ তিনবার মুখে ও মস্তকে দিয়া গুরুদেবের স্মরণ করিবে।

বাম হস্ত তালুতে কিঞ্চিৎ জল লইয়া গোপীচন্দন রাধাকুণ্ড রজ তুলসী, গঙ্গামৃত্তিকা দ্বারা ঘষিয়া দ্বাদশ মন্ত্রে ললাটাদি দ্বাদশ অঙ্গে উর্দ্ধপুণ্ড্র বা হরি মন্দির রচনা করিবে। চন্দন ও ভষ্মের দ্বারা তিলক করা নিষেধ; কারণ চন্দন রাজসিক এবং ভষ্ম তামসিক। তীর্থ মৃত্তিকা সাত্ত্বিক। উর্দ্ধ-পুণ্ড্রের মধ্যস্থলে অর্থাৎ উভয় দিকে রেখা দুইটি টানিয়া মধ্যে ফাঁক থাকিবে। ঐরূপ অন্তরাল যুক্ত উর্দ্ধপুণ্ড্রের নাম হরি মন্দির। ভ্রূমূল হইলে নিম্নদিকে নাসিকার তিন ভাগ পর্য্যন্ত নাসামূল। নাসামূল হইতে আরম্ভ করিয়া ললাটে কেশমূল পর্য্যন্ত ললাটের উর্দ্ধপুণ্ড্র অঙ্কিত করিবে। এবং তন্মধ্যে ভ্রূমূল হইতে কেশমূল পর্য্যন্ত অন্তরাল করিবে। পুনঃ হাতে কিঞ্চিৎ জল গ্রহণ করিয়া দুই হাতে মিলাইয়া শরীরস্থ হরিমন্দিরের দ্বাদশ দ্বারে দক্ষিণ হস্ত সঙ্কেত করিয়া বলিবে। **প্রয়োগ যথা—**

(১) ললাটে—"ওঁ কেশবায় নমঃ।"
(২) উদরে—"ওঁ নারায়ণায় নমঃ।"
(৩) বক্ষস্থলে—"ওঁ মাধবায় নমঃ।"
(৪) কণ্ঠে—"ওঁ গোবিন্দায় নমঃ।"

(৫) দক্ষিণ পার্শ্বে—"ওঁ বিষ্ণবে নমঃ।"

(৬) দক্ষিণ বাহুতে— "ওঁ মধুসূদনায় নমঃ।"
(৭) দক্ষিণ স্কন্ধে— "ওঁ ত্রিবিক্রমায় নমঃ।"
(৮) বাম পার্শ্বে—"ওঁ বামনায় নমঃ।"
(৯) বাম বাহুতে— "ওঁ শ্রীধরায় নম।"
(১০) বাম স্কন্ধে— "ওঁ হৃষীকেশায় নমঃ।"
(১১) পৃষ্ঠে— "ওঁ পদ্মনাভায় নমঃ।"
(১২) কটিতে— "ওঁ দামোদরায় নমঃ।"

অবশেষে বাম হস্ত ধুইয়া ঐ জল "ওঁ বাসুদেবায় নমঃ" বলিয়া মস্তকে অর্পণ করিবে।

শ্লোক বন্ধ মন্ত্র যথা—

ললাটে কেশবং ধ্যায়েৎ নারায়ণমথোদরে।
বক্ষঃস্থলে মাধবং তু গোবিন্দং কণ্ঠকূপকে।।
বিষ্ণুঞ্চ দক্ষিণে কুক্ষৌ বাহৌ চ মধুসূদনম্।
ত্রিবিক্রমং কন্ধরে তু বামনং বামপার্শ্বকে।।
শ্রীধরং বাম বাহৌ তু হৃষীকেশঞ্চ কন্ধরে।
পৃষ্ঠে তু পদ্মনাভঞ্চ কট্যাং দামোদরং ন্যসেৎ।।
তৎ প্রক্ষালন তোয়ন্তু বাসুদেবায় মূর্দ্ধনি।

শিখা বন্ধন মন্ত্র—

ওঁ ব্রহ্মবাণী সহস্রাণি শিববাণী শতানি চ।
বিষ্ণোর্ণাম সহস্রেণ শিখা বন্ধং করোম্যহম্।।

শিখা মোচন মন্ত্র—

গচ্ছন্তু সকলা দেবাঃ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরাঃ।
তিষ্ঠত্বত্রাচলা লক্ষ্মীঃ শিখামুক্তং করোম্যহম্।।

আচমন—"ওঁ কেশবায় নমঃ, ওঁ নারায়ণায় নমঃ, ওঁ মাধবায় নমঃ"

এই তিনমন্ত্রে তিনবার আচমন করিবে। আচমনান্তে পাঠ করিবে— "ওঁ তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ো দিবীব চক্ষুরাততম্।"

সন্ধ্যা—গুরু প্রদত্ত ব্রহ্ম গায়ত্রী, বিষ্ণু গায়ত্রী, কাম গায়ত্রী অষ্টাদশাক্ষর কৃষ্ণমন্ত্র জপ করিবে। পূর্ব্ব মুখ করে শুদ্ধ আসনে বসিয়া। যথা—

দীক্ষা প্রভাবে দ্বিজত্ব প্রাপ্তি—

যথা কাঞ্চনতাং যাতি তাম্রং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষা বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাং।

(তত্ত্ব সাগর)

বিধানুসারে—পারদ সংযোগে তাম্র যেমন স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হয় তদ্রূপ দীক্ষা বিধান দ্বারা নরগণের দ্বিজত্ব প্রাপ্তি হইয়া থাকে। সুতরাং দীক্ষিত ব্যক্তি গায়ত্রী জপ করিতে পারিবে।

লব্ধমন্ত্রস্তু যো নিত্যং নার্চ্চয়েন্মন্ত্র দেবতাং।
সর্ব্ব কর্ম্মাফলং তস্যানিষ্টং যচ্ছতি দেবতা। (আগম)

মন্ত্র গ্রহণ করিয়া যে ব্যক্তি মন্ত্র দেবতার অর্চ্চনা না করে এবং মন্ত্র জপ না করে, তাহার সমস্ত কর্ম্ম বিফল হয় এবং মন্ত্র দেবতা তাহার অনিষ্ট সাধন করেন। মন্ত্র জপের পূর্ব্বে পুনরাচমন করিবে ও পাঠ করিবে—

"ওঁ অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্য-অভ্যন্তরঃ শুচিঃ।"

সঙ্কল্প—ওঁ তৎ সদেতস্য ব্রহ্মণো দ্বিতীয় পরার্দ্ধে শ্রীশ্বেতবরাহকল্পে বৈবস্বত মন্বন্তরে জম্বুদ্বীপে ভারত খণ্ডে আর্য্যাবর্তৈক দেশান্তর্গতে পুণ্য

ক্ষেত্রে কলিযুগ কলি প্রথম চরণে অমুক সংবৎসরে অমুক মাসে অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক বাসরে অমুক গোত্রোৎপন্না অমুক শর্ম্মাহং প্রাক্ সন্ধ্যোপাসনা কর্ম্ম করিষ্যে, এই বলিয়া পৃথ্বী উপরে জল ফেলিবে।

"ওঁ পৃথিবী মন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠ ঋষিঃ সুতলং ছন্দঃ কূর্ম্মো দেবতা আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ।" এই বলিয়া আসনে জল ছিটা দিবে।

ওঁ পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা।
ত্বং চ ধারয় মাং দেবি পবিত্রং কুরু চাসনম্।।

আচমন—ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভিদ্ধাত্তপসোহধ্যজায়ত ততো রাত্রা জায়তঃ ততঃ সমুদ্রো অনবঃ সমুদ্রার্ণব কাদধি সংবৎসরঃ অজায়ত অহোরাত্রাণি বিদধবিশ্বস্য যতোমিয়তো বশী।

ওঁ সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্ব্বনকল্পয়ৎ।
দিবং চ পৃথিবী যজন্তে বিক্ষমথো যঃ।। (ঋক্‌বেদঃ)

প্রাণায়াম—ওঁ ভূঃ ওঁ ভূবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যম্ ওঁ তৎ সবিতু বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। ওঁ আপো জ্যোতি রসামৃতং ব্রহ্ম ভুভূরঃ স্বরৌ।

অঙ্গন্যাস—ওঁ হৃদয়ায় নমঃ ওঁ ভূঃ শিরসি স্বাহা, ওঁ ভুবঃ শিখায়ৈ বষট্ ওঁ স্বঃ কবচায় হুম্ ওঁ ভূর্ভুবঃ নেত্রায় বৌষট্ ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ অস্ত্রায় ফট্।

করন্যাস—ওঁ ভূঃ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ভুবঃ তর্জ্জনীভ্যাং নমঃ
ওঁ স্ব মধ্যমাভ্যাং নমঃ, ভূর্ভুবঃ অনামিকাভ্যং নমঃ
ওঁ ভূর্ভুবঃ স্ব কনিষ্ঠাভ্যাং নমঃ।

গৌতম ব্রহ্ম ঋষি, গায়ত্রী ছন্দো, অগ্নি দেবতা, শুক্লবর্ণো জপে বিনিয়োগ। প্রজাপতি ঋষি গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্টুভশ্ছন্দাংস্যাগ্নি কয্যাদিত্যা দেবতা

জপে বিনিয়োগঃ। গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্র ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দোঃ সবিতা দেবতা জপোপনয়নে বিনিয়োগঃ। (যজুর্বেদ)

গায়ত্রী ধ্যান—

ওঁ শ্বেত বর্ণ সমুদিষ্টা কৌশেয় বসনা তথা।
শ্বেতৈ র্বিলেপনৈঃ পুষ্পৈরলঙ্কারৈশ্চ ভূষিতা।।
আদিত্য মণ্ডলস্থা চ ব্রহ্মলোক গতাথ বা।
অক্ষ সূত্র ধরা দেবী পদ্মাসন গতা শুভা।।
ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃ মণ্ডল মধ্যবর্ত্তী,
নারায়ণঃ সরসিজাসনঃ সন্নিবিষ্টঃ।
কেয়ুর বান্ কনক কুণ্ডল বান্, কিরীটী,
হারী হিরন্ময়বপুর্ধৃত শঙ্খ চক্রঃ।
আয়াহি বরদে দেবী ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি।
প্রাণায়াম শতেনৈব যৎ পাপং নশ্যতে নৃণাম্।
প্রাণায়াম সহস্রেণ যৎ পাপং নশ্যতে নৃণাম্।
ক্ষণ মাত্রেণ তৎ পাপং হরে ধ্যানাৎ প্রণশ্যতি।।

(হঃ ভঃ বি)

গায়ত্রী মন্ত্র—ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ।

প্রদক্ষিণ—যানি কানি চ পাপানি জন্মান্তর কৃতানি চ।
তানি তানি প্রণশ্যন্তি প্রদক্ষিণা পদে পদে।।

প্রার্থনা—গুহ্যাতি গুহ্য গোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎ কৃতং জপম্।
সিদ্ধি র্ভবতু মে দেব ত্বৎ প্রসাদাৎ সুরেশ্বর।।

ক্ষমা প্রার্থনা—ওঁ শ্রীকৃষ্ণ ক্ষমস্ব এই বলিয়া ধ্যানে হাত যোড় করিয়া প্রার্থনা—

ওঁ অপরাধ সহস্রানি ক্রিয়ন্তেঽহর্নিশং ময়া।
দাসো ঽ হমিতি মাং মত্বা ক্ষমস্ব মধুসূদন।।

প্রাতঃকালিন গায়ত্রী ধ্যান—

ওঁ কুমারী মৃগ্ বেদ যুতাং ব্রহ্ম রূপাং বিচিন্তয়েৎ।
হংস স্থিতাং কুশ হস্তাং সূর্য্য মণ্ডল সংস্থিতাম্।।

(সামবেদ)

প্রাতঃকালে যে গায়ত্রী দেবী কুমারী রূপা ঋক্‌বেদ ধারিণী ব্রহ্ম রূপা হংস রুঢ়া। কুশ হস্তা সূর্য্য মণ্ডল মধ্যে অবস্থিতা সেই গায়ত্রী দেবীকে আমি ধ্যান করি।

মধ্যাহ্নকালিন গায়ত্রী ধ্যান—

ওঁ মধ্যাহ্নে বিষ্ণু রূপাঞ্চ তার্ক্ষ্যস্থাং পীত বাসসীম্।
যুবতীঞ্চ যজুবেদাং সূর্য্য মণ্ডল সংস্তিতাম্।।

(সামবেদ)

মধ্যাহ্নে যে গায়ত্রী যজুর্বেদ ধারিণী বিষ্ণু রূপা গরুড় পৃষ্ঠে অবস্থিতা পীত বসন ধারিণী যুবতী রূপা সূর্য্য মণ্ডল মধ্যে অবস্থিতা সেই গায়ত্রী রূপা দেবীকে আমি ধ্যান করি।

সায়ংকালিন গায়ত্রী ধ্যান—

ওঁ সায়াহ্নে শিব রূপাঞ্চ বৃদ্ধাং বৃষভ বাহিনীম্।
সূর্য্য মণ্ডল মধ্যবস্থাং সামবেদ সমাযুতাম্।।

(সামবেদ)

সন্ধ্যাকালে সেই শিব রূপা বৃদ্ধা সামবেদ ধারিণী বৃষভ বাহিনী সূর্য্য মণ্ডলের মধ্যে অবস্থিতা গায়ত্রী রূপা সরস্বতীকে আমি ধ্যান করি।

গায়ত্রী ব্যাখ্যা—ওঁ—অ-উ-ম্—। অ—বিষ্ণু, উ—মহেশ, ম্—ব্রহ্মা। সর্ব্ব মন্ত্রাত্মক ও বেদাদি সর্ব্ব শাস্ত্রাত্মক শ্রীবিষ্ণুর বাচক শ্রীনাম প্রণবকে।

ভূর্ভূবঃ স্বঃ—ভূ লোক ভূব লোক ও স্বর্গ লোকাদি, পৃথিবীর সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার, অন্তরিক্ষ শ্রীবিষ্ণুর পোষণ কার্য্যকে।

তৎ— জ্যোতিঃ স্বরূপ শ্রীবিষ্ণুর বিভূতি ব্রহ্মকে এবং এই সকল বস্তুকে।

সবিতুঃ দেবস্য—ঈশ্বর জনয়িতা প্রেরক ও পরিচালক দেবতার অথবা সূর্য্যের অন্তর্যামি দেবতা বিষ্ণুর ধাম।

বরেণ্যং—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সকলের প্রার্থনীয় স্ব-প্রকাশ পরমপদ বৈকুণ্ঠকে।

ভর্গঃ— বৈকুণ্ঠের স্বরাট্ পুরুষ অধীশ্বর শ্রীবিষ্ণুকে অথবা জগৎ প্রসবিতার ভর্গ নামক যে তেজ তাহাকে।

ধীমহি—বিমুক্তির জন্য আমরা ধ্যান করি।

যঃ—যিনি ভর্গ স্বরাট্ পুরুষ বিষ্ণু তিনি,

নঃ—আমাদের সর্ব্ব প্রাণীর,

ধীয়ঃ—বুদ্ধিবৃত্তি সমূহকে,

প্রচোদয়াৎ— প্রেরণ করুন বা পরিচালন করুন। অর্থাৎ জগৎ প্রসতিবার ভর্গ নামক যে তেজ তাহাকে আমরা ধ্যানে চিন্তা করি। সেই জগৎ প্রসবিতার বরণীয় ভর্গদেব নামক যে তেজ তিনি আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ প্রেরণ করুন।

অর্থ—যিনি প্রণবাত্মক মন্ত্র সমূহকে ঋগ্বেদাদি শাস্ত্র সমূহকে ভর্গকে অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণু রূপ তেজকে সকলের জীবন শ্রীবিষ্ণুর বিভূতি সমূহকে

গায়তি অর্থাৎ প্রকাশ করেন সেই হেতু ইনি গায়ত্রী। বেদাত্মক সবিতার প্রকাশ কারিণী বলিয়া ইনি সাবিত্রী এবং বাক্ রূপিণী বলিয়া সরস্বতী। আর যাঁহাকে গান করিলে লোকসমূহ ত্রাণ লাভ করে তিনিই গায়ত্রী।

কাম গায়ত্রী—ওঁ ক্লীং কামদেবায় বিদ্মহে পুষ্প বাণায় ধীমহি তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ।

ক্লীং—ক—ল—ঈ—ম্—

ককারে পৃথিবী জাতা লকারে জল সম্ভবা।
ঈকারে বহ্নিরুৎপন্না নাদাৎ বায়ুঃ প্রকাশতে।
বিন্দুরাকাশ সম্ভূত মিতি।
ককারে পৃথিবী আর লকারে জল।
ঈকারে তেজ নাদে বায়ু সে কেবল।
বিন্দুতে আকাশ সহ পঞ্চগুণ হয়।
বিশেষ শুনহ আর বলি মহাশয়।
ককারেতে কৃষ্ণচন্দ্র লকারে রাধিকা।
ঈকারে হ্লাদিনী হয় নাদেতে শ্রীরাধা।
বিন্দুতে শ্রীবৃন্দাবন হয় পঞ্চতত্ত্ব।
অপ্রাকৃত চিন্তামণি বৃন্দাবন তত্ত্ব।।

প্রাতঃকালিন ধ্যান—

ওঁ উদ্যদাদিত্য সঙ্কাশং পুস্তকাক্ষ করা স্মরেৎ।
কৃষ্ণাজিন ধরাং ব্রাহ্মীং ধ্যায়েৎ তারকিতে ২ স্বরে

(যজুর্বেদ)

প্রাতকালে উদীয়মান সূর্য্যের বর্ণ পুস্তক ও অক্ষমালা করে ধারিণী কৃষ্ণাজিন ধারিণী ব্রাহ্মী (সাবিত্রী) আকাশে তারকা যুক্ত দেবীকে ধ্যান করি।

মধ্যাহ্নকালিন ধ্যান—

ওঁ শ্যাম বর্ণাং চতুর্বাহবাং শঙ্খ চক্র লসৎ করাম্।
গদা পদ্ম ধরাং দেবীং সূর্য্যাসন কৃতাশ্রয়াম্।।

(যজুর্বেদ)

মধ্যাহ্নে শ্যাম বর্ণা চতুর্ভুজা শঙ্খ গদা পদ্ম ধরা সূর্য্যাসনে অবস্থিতা গায়ত্রী দেবীকে আমি ধ্যান করি।

সান্ধ্যকালিন ধ্যান—

ওঁ শুক্লাং শুক্লাম্বর ধরাং বৃষাসন কৃতা শ্রয়াম্।
সূর্য্য মণ্ডল মধ্যস্থাং ধ্যায়ন্ দেবীং সমভ্যসেৎ। (যজুর্বেদ)

শুক্লাম্বর ধারিণী বৃষ বাহণী সূর্য্য মণ্ডল মধ্যে স্থিত সরস্বতী দেবীকে ধ্যান করি।

অতঃপর ধ্যানান্তে ১০ বার অথবা ১০৮ বার কাম গায়ত্রী জপ করিয়া হরিনাম করিবে।

শ্রীগোপাল গায়ত্রী—ওঁ ক্লীং গোপীজনায় বিদ্মহে গোপীজনায় ধীমহি তন্নঃ কৃষ্ণঃ প্রচেদয়াৎ ওঁ

অতঃপর শ্রীগুরুদেব প্রদত্ত শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র জপ করিবে ক্রম যথা—

অঙ্গন্যাস—ক্লীং হৃদায় নমঃ, কৃষ্ণায় শিরসি স্বাহা, গোবিন্দায় শিখায়ৈ বষট্, গোপীজন কবচায় হুং, বল্লভায় নেত্রাভ্যাং বৌষট্, স্বাহা করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্। এবং করন্যাস ক্লীং অঙ্গুষ্ঠাভ্যমিত্যাদি।

পুনঃ ক্লীং মন্ত্রে দক্ষিণ হস্তে জল লইয়া বাম নাসায় আকর্ষণ করতঃ দেহমধ্যগত পাপ প্রক্ষালন করতঃ দক্ষিণ নাসায় বিরেচন পূর্ব্বক সম্মুখে বজ্র শিলায় ফট্ এই মন্ত্রে নিক্ষেপ করিবে। পুনঃ হস্ত ধৌত করিয়া

আচমন পূর্ব্বক হ্রীং হংস ইদমর্ঘ্যং শ্রীসূর্য্যায় নমঃ এই মন্ত্রে সূর্য্যর্ঘ দিবেন। তাহার পর শ্রীগোপাল গায়ত্রী পাঠ করিয়া ৩ বার অর্ঘ্য আদিত্য মণ্ডল মধ্যস্থ শ্রীকৃষ্ণকে সামান্য অর্ঘ্য দিবেন।

পুনঃ তাম্র পাত্রে চন্দন দ্বারা অষ্টদল পদ্ম অঙ্কন করিয়া তাহাতে পুষ্প দিয়া বলিবে ওঁ নমো ভগবতে বিষ্ণবে সর্ব্ব ভূতাত্মনে বাসুদেবায় সর্ব্বাত্ম সংযোগ পদ্মপীঠাত্মনে নমঃ।

স্বাগত—ওঁ যস্য দর্শন মিচ্ছন্তি দেবা স্বাভীষ্ট সিদ্ধয়ে।
তস্মৈ তে পরমেশায় স্বাগতং স্বাগতঞ্চ মে।

আবাহন—ইহাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ ইহ সন্নিধ্যো ভব মম পূজাং গৃহাণ—

পঞ্চোপচার পূজা যথা—

এষঃ গন্ধঃ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ। এতৎ পুষ্পং শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।
এষঃ ধূপঃ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ। এষ দীপঃ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।
এতৎ নৈবেদ্যং শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ। ইদমাচমনীয়ং শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।

দেবতা তর্পণ—

অনেন ব্রহ্মা তৃপ্যতু। অনেন বিষ্ণুঃ তৃপ্যতু—
অনেন রুদ্রঃ তৃপ্যতু। অনেন দেবা তৃপ্যন্তু।

শ্রীকৃষ্ণের মূল মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক— জ্যোতিরভ্যন্তরে রূপং দ্বিভুজ শ্রীশ্যামসুন্দরকে চিন্তা করিয়া ৩ বার তর্পণ করিবে ওঁ শ্রীকৃষ্ণং তর্পযানি নমঃ।।

অষ্টকালিন বৈষ্ণব কৃত্য

১। বৈষ্ণব নিশান্ত কৃত্য—(ষড়দণ্ড) [ব্রাহ্ম মূহুর্ত্তে অর্থাৎ চারি দণ্ড রাত্রি থাকিতে, ৩টা ৩০ মিনিট হইতে ৫টা ৫৪ মিনিট পর্য্যন্ত শ্রীহরিনাম কুঞ্জভঙ্গ কীর্ত্তন] মঙ্গলারতি দর্শন কীর্ত্তন শ্রীমন্দির পরিক্রমা।

২। প্রাতঃকাল কৃত্য—(ষড়দণ্ড) অর্থাৎ [৫-৫৪ হইতে ৮-১৮ মিনিট পর্য্যন্ত] আহ্নিক, সন্ধ্যা, শ্রীবিগ্রহ অর্চ্চন (সেবা পূজা) মূল মন্ত্র স্মরণ।

৩। পূর্ব্বাহ্ন কৃত্য—(ষড়দণ্ড) অর্থাৎ ৮টা ১৮ মিনিট হইতে ১০টা ৪২ মিনিট পর্য্যন্ত নিত্য কর্ম্ম, স্তব পাঠ এবং শ্রীবিগ্রহের রন্ধনাদি সেবা।

৪। মধ্যাহ্ন কৃত্য—(দ্বাদশ দণ্ড) অর্থাৎ ১০টা ৪২ মিনিট হইতে ৩টা ৩০ মিনিট পর্য্যন্ত শ্রীবিগ্রহকে মধ্যাহ্ন ভোগ নিবেদন এবং ভোগারতি, প্রসাদ সেবন, বিশ্রাম।

৫। অপরাহ্ন কৃত্য—(ষড়দণ্ড) অর্থাৎ [৩টা ৩০ মিনিট হইতে ৫টা ৫৪ মিনিট পর্য্যন্ত] স্নান, শ্রীবিগ্রহ উত্থাপন এবং শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শাস্ত্রাদি শ্রবণ কীর্ত্তন রূপ কৃষ্ণানুশীলন ভক্তি অনুষ্ঠান।

৬। সায়াহ্ন কৃত্য—(ষড় দণ্ড) অর্থাৎ [৫টা ৫৪ মিনিট হইতে ৮-১৮ মিনিট পর্য্যন্ত] আহ্নিক, সন্ধ্যারতি, মন্দির পরিক্রমা সংকীর্ত্তন।

৭। প্রদোষ কৃত্য—(ষড় দণ্ড) অর্থাৎ [৮টা ১৮ মিনিট হইতে ১টা ৪২ মিনিট পর্য্যন্ত] শ্রীবিগ্রহ ভোগ এবং শয়ন সেবা তথা অভিসারোচিত পদাদি কীর্ত্তন।

৮। নক্ত (নিশা) কৃত্য—(দ্বাদশ দণ্ড) অর্থাৎ [১০টা ৪২ মিনিট হইতে ৩টা ৩০ মিনিট পর্য্যন্ত] হরিনাম করিতে করিতে চাটু পুষ্পাঞ্জলী শ্রীশ্রীরাসলীলা স্মরণ বিশ্রাম।

প্রারম্ভ পূজাঙ্গ

প্রাতেঃ গর্ভ মন্দিরে প্রবেশ করার পর ঘণ্টা বাদন করিবে।

শ্রীগৌরাঙ্গ জাগরণ মন্ত্র—

উক্তিষ্ঠোতিষ্ঠ গৌরাঙ্গ সপার্ষদ জগৎপতে।
ত্বয়া চোত্থীয় মানেন চোত্থিতং ভুবন ত্রয়ম্।।

শ্রীকৃষ্ণ জাগরণ মন্ত্র—

উত্তিষ্ঠোতিষ্ঠ গোবিন্দ উত্তিষ্ঠ গরুড় ধ্বজ।
উত্তিষ্ঠ কমলাকান্ত ত্রৈলোক্য মঙ্গলং কুরু।।

(অথবা) গো গোপ গোকুলানন্দ যশোদা-নন্দনন্দন।
উত্তিষ্ঠ রাধয়া সার্দ্ধং প্রাতরাসীৎ জগৎপতে।।

ক্রমশ মুখ প্রক্ষালন, আচমন, তুলসী পত্র দ্বারা দন্ত ধাবনান্তে পুনঃ আচমন, মঙ্গলা আরতী, বাল্যভোগ, মন্দির মার্জ্জন।

আসন শুদ্ধি—উত্তর মুখ করিয়া বসিয়া বলিবে—

ওঁ আসন শুদ্ধ মন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠ ঋষি সুতলং ছন্দঃ কূর্ম্মো দেবতা আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ।

হাত জোড় করে—

ওঁ পৃথ্বি ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা।
ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরু চাসনম্।।

জল শুদ্ধি—

ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরী সরস্বতী।
নর্ম্মদে সিন্ধু-কাবেরী জলেস্মিন্ সন্নিধিং কুরু।।

জলে ফুল দিয়া অঙ্কুশ মুদ্রা দেখাইবে।

পুষ্প শুদ্ধি—

ওঁ পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্প সম্ভবে।
পুষ্প প্রচয়াবকীর্ণে চ হুং ফট্ স্বাহা।।

এই বলিয়া পুষ্প স্পর্শ করিয়া মন্ত্র পাঠ করিবে। পঞ্চ পাত্রের জলের ছিটা দিবে।

তুলসী চয়ন মন্ত্র—

ওঁ তুলস্যজমৃতান্মাসি সদা ত্বং কেশবপ্রিয়া।
কেশবার্থে চিনোমি ত্বাং বরদা ভব শোভনে।।

হে তুলসী আপনি অমৃত জন্মা, সর্ব্বদা কেশব প্রিয়া, কেশবের জন্য আপনাকে চয়ন করিতেছি, হে শোভনে আপনি বরদায়িনী হউন।

চয়নোদ্ভব দুঃখঞ্চ যৎ তব হৃদি জায়তে।
তৎ ক্ষমস্ব জগন্মাতঃ বৃন্দাদেবি নমোস্তু তে।।

বৃন্দাদেবীকে প্রণাম করতঃ দুই হস্তে বৃক্ষ ধরিয়া ধীরে ধীরে কোমল মঞ্জরী চয়ন করিবেন।

তুলসীতে জল দেওয়া মন্ত্র—

গোবিন্দবল্লভাং দেবীং ভক্তচৈতন্যকারিণীম্।
স্নাপয়ামি জগদ্ধাত্রীং বিষ্ণুভক্তিপ্রদায়িনীম্।।
ত্বন্মূলে সর্ব্বতীর্থানি ত্বৎ পত্রে সর্ব্ব দেবতা।
ত্বদঙ্গে সর্ব্ব পুণ্যানি কৃষ্ণভক্তিপ্রদায়িনী।।

তুলসী প্রণাম—

বৃন্দায়ৈ তুলসীদেব্যৈ প্রিয়ায়ৈ কেশবস্য চ।
বিষ্ণুভক্তিপ্রদে দেবী সত্যবত্যৈ নমো নমঃ।।

ভূতশুদ্ধি— (ভঃ সঃ ২১৬ অনু) তত্র ভূতশুদ্ধি নিজাভিলষিত

ভগবৎ সেবোপয়িক তৎ পার্ষদদেহ ভাবনা পর্য্যন্তৈব তৎ সেবকৈক

পুরুষার্থিভিঃ কার্য্যা নিজানুকুল্যাৎ তদীয় চিচ্ছক্তের্বৃত্তি বিশুদ্ধ সত্ত্বাং সবিগ্রহত্বাৎ সপার্ষদানাম্।

অর্থ—বৃন্দাবনে সিদ্ধ প্রণালি সখীমঞ্জরী দেহ ভাবনা করিবে। পার্ষদদেহ চিন্তনই ভক্তের প্রকৃত ভূত শুদ্ধিমন্ত্র "শ্রীভগবদ্দাসোঽহম্।" আমি ভগবানের নিত্য দাস আমার এই দেহ পঞ্চ মহাভূত গঠিত অব্যয় ব্রহ্ম শক্তিযোগে সেই পঞ্চভূত সংশোধন করার নাম ভূতশুদ্ধি। ভগবানের সহিত বিশ্বের পঞ্চভূতাদি যাবতীয় পদার্থের কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ ভাবনা এবং নিজকে ভগবানের চিৎ শক্তির বৃত্তি বিশুদ্ধ সত্ত্বাংশ বিগ্রহ পার্ষদ সেবক স্বরূপ চিন্তনের নামই ভূতশুদ্ধির বাস্তবিক মন্ত্রার্থ।

শ্রীনবদ্বীপের ভাবনা পূজা—মন্ত্ররাজ যোগপীঠে পঞ্চতত্ত্ব মধ্যে মহাপ্রভু, দক্ষিণে নিত্যানন্দ, বামে গদাধর, শ্রীঅদ্বৈত শ্রীবাস

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ।
শ্রীগুরু পরমানন্দ সর্ব্বাভীষ্ট ফল পদ।
নবদ্বীপ-পরানন্দ সেবায়াং মাং নিয়োজয়।।

অষ্ট প্রধান মহান্ত—উত্তরে স্বরূপ দামোদর, ঈশানে রায় রামানন্দ, পূর্ব্বে গোবিন্দানন্দ ঠাকুর, অগ্নৌ বসু রামানন্দ, দক্ষিণে সেন শিবানন্দ, নৈর্ঋতে গোবিন্দ ঘোষ, পশ্চিমে মাধব ঘোষ, বায়ৌ বাসুদেব ঘোষ।

কেশরে অষ্ট গোস্বামী—উত্তরে শ্রীরূপ গোস্বামী, ঈশানে শ্রীলোক নাথ গোস্বামী, পূর্ব্বে রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী, অগ্নৌ রঘুনাথ দাস গোস্বামী, দক্ষিণে গোপাল ভট্ট গোস্বামী, নৈর্ঋতে শ্রীজীব গোস্বামী, পশ্চিমে সনাতন গোস্বামী, বায়ৌ কৃষ্ণদাস কবিরাজ।

মণি মন্দিরের দ্বারী—পূর্ব্বের দ্বারী শ্রীমুকুন্দ ঠাকুর, পশ্চিমে দ্বারী (২) মাধব........চক্রবর্ত্তী, দক্ষিণ দ্বারী শ্রীশিবানন্দ, উত্তর দ্বারী জগন্নাথ চক্রবর্ত্তী।

শ্রীধাম বৃন্দাবনের ভাবনা পূজা—মন্ত্ররাজ যোগপীঠের মধ্যে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, চতুষ্পার্শে সখীমঞ্জরী পরিবেষ্টিত চিত্রে দ্রষ্টব্য।

শ্রীগুরু পরমানন্দ সর্ব্বাভীষ্ট ফল প্রদ।
ব্রজানন্দ প্রদানন্দ সেবায়াং মাং নিয়োজয়।।

ললিতাদি সখীগণের স্মরণ—

প্রধানাষ্ট দলে সেবামষ্টৌ শ্রীললিতাদয়ঃ।
রাধাকৃষ্ণ সুখা মোদা সেবোপায়ন পানয়ঃ।
স বৃন্দা যত্নতো ধ্যেয়া স্তত্রাদৌ ললিতোত্তরে।
ঈশানে তু বিশাখৈন্দে চিত্রেন্দুলেখিকাগ্নয়ে।
বামে চম্পকাবল্লী চ নৈর্ঋতে রঙ্গদেবিকা।।
পশ্চিমে তুঙ্গবিদ্যাথ সুদেবি বায়বে তথা।
তাম্বূলে ললিতাদেবি কর্পূরাদৌ বিশাখিকা।
চামরে চম্পকলতা চিত্রা বসনে সেবনে।
রাগে তু রঙ্গদেবি সা সুদেবি জল সেবনে।
নানা বাদ্যে তুঙ্গবিদ্যা চেন্দুলেখা চনর্ত্তনে।

উপদলে অষ্ট মঞ্জরী— উত্তরে অনঙ্গ মঞ্জরী, ঈশানে কলাবতী মঞ্জরী, পূর্ব্বে শুভাঙ্গদা মঞ্জরী, অগ্নৌ হরিণ্যাঙ্গী মঞ্জরী, দক্ষিণে শ্রীরত্ন রেখা মঞ্জরী, নৈর্ঋতে শিখাবটী মঞ্জরী, পশ্চিমে কন্দর্প মঞ্জরী, বায়ৌ ফুল্ল মল্লিকা মঞ্জরী।

কেশরে—উত্তরে শ্রীরূপ মঞ্জরী, ঈশানে মঞ্জুলালী মঞ্জরী, পূর্ব্বে রস মঞ্জরী, অগ্নৌ রতি মঞ্জরী, দক্ষিণে গুণ মঞ্জরী, নৈর্ঋতে বিলাস মঞ্জরী, পশ্চিমে লবঙ্গ মঞ্জরী, বায়ৌ কস্তুরী মঞ্জরী।

মণি মন্দিরের দ্বারী—পূর্ব্বে বৃন্দাদেবী, দক্ষিণে বৃন্দারিকা দেবী, পশ্চিমে শ্রীমেনকা দেবী, উত্তরে শ্রীসুরলা দেবী।

বাহ্যোপচার পূজা—মানসে শ্রীগুরুদেবের আদেশ লইয়া বাহ্য উপচারে পূজা করিবে।

শঙ্খ স্থাপন—পূজকের স্ব বামে ভূমিতে ত্রিকোণ লিখিয়া ত্রিপদীর উপরে অথবা 'ওঁ সুদর্শনায় ফট্' এই মন্ত্রে ত্রিকোনোপরি শঙ্খ স্থাপন করিবে। 'ওঁ আধার শক্তয়ে নমঃ' এই আসন মন্ত্রে ত্রিপদী ত্রিকোণ মণ্ডলের উপরে স্থাপন করিবে। 'ওঁ হৃদয়ায় নমঃ' বলিয়া গন্ধ পুষ্প তুলসী শঙ্খ মধ্যে নিক্ষেপ করিবে। 'ওঁ উং সোম মণ্ডলায় ষোড়শ কলাত্মনে নমঃ' এই মন্ত্রে জল পূর্ণ করিবে। তারপর তুলসী ও চন্দন দ্বারা শঙ্খ পূজা করিবে।

ত্বং পুরা সাগরোৎ পন্না বিষ্ণুনা বিধৃতঃ করে।
ন মিতা সর্ব্ব দেবৈশ্চ পাঞ্চজন্য নমোঽস্তু তে।।

অঙ্কুশ মুদ্রা অথবা ধেনু মুদ্রা, অবগুণ্ঠন মুদ্রা দেখাইয়া মূল মন্ত্র ১০ বার জপ করিবে, তীর্থ সকলকে আহ্বান করিবে। পরে স্নানপাত্রে এবং পুষ্পাদির উপরে তুলসীপাত্রের জল ছিটা দিবে। তারপর শঙ্খের জল বিসর্জ্জনীয় পাত্রে ঢালিয়া ফেলিয়া ওঁ শিরসি স্বাহা মন্ত্রে শঙ্খ আবার জল পূর্ণ করিয়া শ্রীভগবানের সম্মুখে রাখিয়া দিবে।

ঘণ্টা পূজা—ঘণ্টা আধরের উপরে নিজ বামে রাখিবে। 'ওঁ জয় ধ্বানিত ভো মন্ত্রমাতঃ স্বাহা' এই মন্ত্রে পুষ্প চন্দনাদি দ্বারা ঘণ্টা পূজা করিবে।

সর্ব্ববাদ্যময়ী ঘণ্টা দেবদেবেস্য বল্লভা।
তস্মাৎ সর্ব্ব প্রযত্নেন ঘণ্টা নাদম্ কারয়েৎ।।

পুষ্প দান করতঃ ঘণ্টা বাজাইয়া পীঠে ভগবৎ বামে

শ্রীগুরূন্ গুরু পাদুকান্ নারদাদীন্ জগদ্‌গুরূন্।
পূর্ব্বে সিদ্ধান ঋষীনস্যাংশ্চ বৈষ্ণবান্।।

অর্ঘ দ্রব্যং—গন্ধ, পুষ্প, ও জল এই তিনটি ইহার সঙ্গে তুলসী যোগ করিয়া বিষ্ণু পূজা করিতে হয়।

মধুপর্ক— গব্য ঘৃত, গব্য দধি ও মধু।

পঞ্চামৃত— গব্য দুগ্ধ এবং শর্করা, ঘৃত, দধি, মধু।

ষোড়শ উপাচার পূজা—আসন, স্বাগত, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমন, মধুপর্ক, পুনঃ আচমন, স্নান, বস্ত্র, উপবীত, ভূষণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, স্তুতি পাঠ।

দশোপচারে পূজা—পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, পুনরাচমনীয় গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য।

পঞ্চ উপচার পূজা—গন্ধ পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য।

গন্ধ— চন্দন, কর্পূর, অগুরু।

স্নানের দ্রব্য—

উদকং চন্দনং চক্রং শঙ্খঞ্চ তুলসী দলম্।
ঘণ্টা ঋচা শিলা তাম্রং নবভিশ্চরণোদকম্।

পুষ্প—

বর্জ্যং পর্য্যুষিতং পুষ্পং বর্জ্যং পর্য্যুষিতং জলং।
ন বর্জ্যং তুলসী পত্রং ন বর্জ্যং জাহ্নবী জলং।

পর্য্যুষিত (বাসি) পুষ্প ও পর্য্যুষিত জল পরিত্যাগ করিবে কিন্তু তুলসী পত্র ও গঙ্গাজল পর্য্যুষিত হইলে ও পরিত্যাগ করিবে না।

তুলসী—

স ক্রান্ত্যাদৌ নিষিদ্ধোঽপি তুলস্যবচয়ে স্মৃতৌ।
পরং শ্রীবিষ্ণু ভক্তৈ স্তু দ্বাদশ্যামেব নেষ্যতি।

স্মৃতি শাস্ত্রে সংক্রান্তি অমাবস্যা, পূর্ণিমা, দ্বাদশী রবিবারে তুলসী চয়ন নিষিদ্ধ হইলেও বিষ্ণু ভক্তগণ কেবল মাত্র দ্বাদশীতেই তুলসী চয়ন নিষেধ করিতে ইচ্ছা করেন। হে দ্বিজগণ! বৈষ্ণবগণ দ্বাদশীতে কদাচ তুলসী চয়ন করিবে না।

তুলসীং বিনা যা ক্রিয়তে ন পূজা,
স্নানং ন তদ্ যত্তুলসী বিনা কৃতং।
ভুক্তং ন তদ্ যত্তুলসী বিনা কৃতং।
পীতং ন তদ্ যত্তুলসীং বিনা কৃতং। (হঃ ভঃ বিঃ)

ভগবান্‌কে তুলসী বিহীন পূজা করিলে উহা পূজাই হয় না তুলসী বিহীন স্নান করাইলে উহা স্নানই হয় না। তুলসী বিহীন ভোজন ও পান অর্থাৎ জলাদি পান করাইলে উহা ভোজন ও পানই হয় না।

তুলসী রহিতাং পূজাং ন গৃহ্ণাতি সদা হরিঃ।
কাষ্ঠং বা স্পর্শয়েত্তত্র ন চেত্তন্নামতো যজেৎ।।

(হঃ ভঃ বিঃ)

তুলসী বিহীন পূজা শ্রীহরি কোন কালেই গ্রহণ করেন না অতএব তুলসীর অভাবে তদীয়া কাষ্ঠ, তদভাবে তুলসী নাম উচ্চারণ করিয়া কৃষ্ণ পূজা করিবে।

তুলসী দেওয়া নিয়ম—তুলসী পত্র উর্দ্ধ মুখং অর্থাৎ চিৎ করিয়া শ্রীবিগ্রহ চরণে সমর্পণ করিবে যথোৎপন্নং তথার্পণম্। বিল্ব পত্র অধো মুখ করিয়া সমর্পণ করিবে। তুলসী পত্রের বোটা চরণ দিকে রাখিবে। অষ্ট পত্র তুলসী গৌর, কৃষ্ণ চরণে দিবে। চৈতন্য চরিতামৃতে দাস গোস্বামীর প্রতি মহাপ্রভুর উক্তি যথা—

দুইদিকে দুইপত্র মধ্যে কোমল মঞ্জরী।
এইমত অষ্টমঞ্জরী দিবে শ্রদ্ধা করি।।

পূজা নিয়ম—স্নান পাত্র শ্রীভগবৎ সম্মুখে, আচমন পাত্র দক্ষিণ সমীপে এবং ধূপ, তৈল দীপ বামে, নৈবেদ্য নিজের বাম ভাগে দেবতার সম্মুখে, তুলসী গন্ধ পুষ্প ও পঞ্চ প্রদীপ—নিজের দক্ষিণ সম্মুখে, অন্যান্য দ্রব্যাদি নিজের দৃষ্টি স্থানে রাখিবেন, হস্ত প্রক্ষালন পাত্র নিজের পৃষ্ঠ দেশে, জলপূর্ণ পাত্র নিজের বামে, মঙ্গল ঘট ভগবানের সম্মুখে রাখিবে। স্নান পাত্রে নীচে ত্রিকোন অঙ্কন করিয়া অনন্তায় নমঃ, বাসুদেবায় নমঃ, আধার শক্তয়ে নমঃ এই বলিয়া ত্রিকোনের তিন দিকে কিঞ্চিৎ জল দিবে। এবং স্নান পাত্রের মধ্যে ষট্‌কোণ অষ্ট দল পদ্ম মধ্যে ক্লীং লিখিয়া তুলসী পত্র দান করতঃ অষ্ট দল পদ্ম অঙ্কনের উপরে পুষ্প দিয়া স্নানের জন্য আহ্বান তথা শ্রীগুরু পাদপদ্মের আদেশ প্রার্থনা করিবে।

অনুজ্ঞাং দেহি মে প্রভো শ্রীগোবিন্দ সমার্চ্চনে। ওঁ আধার শক্তয়ে নমঃ এই মন্ত্রে আসন পাতিয়া পুষ্প দিয়া আসনের পূজা করিবে। তারপর পদ্মাসন অথবা স্বস্তিকাসন করিয়া বসিবে। স্নান পাত্রে পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয় করিবে। শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম, প্রার্থনা প্রসাদি পুষ্প মালা অর্পণ, ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ, ওঁ পরম গুরবে নমঃ পরমেষ্ঠি গুরবে নমঃ, ওঁ পরাৎপর গুরবে নমঃ।

প্রথমে গুরুপূজা—

প্রথমন্তু গুরুং পূজ্য ততশ্চৈব মমার্চ্চনম্।
কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্নোতি হ্যন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ।।
(হঃ ভঃ বি)

সিংহাসনের নীচে বাম পার্শ্বে শ্রীগুরুদেবের ধ্যান করিবে।

শ্বেতপদ্মে সমাসীনং দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং গুরুম্।

বরাভয় প্রদং শান্তং ধ্যায়েদখিল সিদ্ধিদম্।।

শুদ্ধ স্বর্ণ রুচিং শুদ্ধ ভাব ভূষা কলেবরম্।
সচ্চিদানন্দ সান্দ্রাঙ্গং করুণামৃত বর্ষিণম্।।

আত্মধ্যান—

দিব্যং শ্রীহরিমন্দিরাঢ্যতিলকং কণ্ঠং সুমালান্বিতং,
বক্ষঃ শ্রীহরিনাম বর্ণসুভগং শ্রীখণ্ডলিপ্তং পুনঃ।
পূতং সূক্ষ্মং নবাম্বরং বিমলতাং নিত্যং বহন্তীং তনুং,
ধ্যায়েৎ শ্রীগুরুপাদপদ্মনিকটে সেবোৎসুকঞ্চাত্মনঃ।।

তদনন্তর মস্তকো পরি হস্ত রাখিয়া শ্রীগুরু মন্ত্র ১০ বার জপ করিবে।

গুরুদেবের স্নান—(১) ইদং আসনং [মূল মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বকং] ওঁ গুরবে ভগবতে ওঁ গুরুদেবায় নমঃ—এই মন্ত্রে উচ্চারণ করিয়া স্নান পাত্র মধ্যে আসনার্থে সচন্দন পুষ্প স্থাপন করিবে।

কৃপয়া স্বাগতং কুরু ওঁ গুরুদেবায় নমঃ—এই মন্ত্রে শ্রীগুরুদেবকে আসনে আহ্বান করিবে।

(২) এতৎ পাদ্যং ওঁ গুরুদেবায় নমঃ—এই মন্ত্রে কুশীতে করিয়া স্নানপাত্রে শ্রীগুরুপাদপদ্মে জল দিবে।

(৩) ইদং অর্ঘ্যং ওঁ গুরুদেবায় নমঃ (অর্ঘ্য)—গন্ধ পুষ্প জল অর্চ্চন পাত্রে দিবে।

(৪) ইদং আচমনীয়ং ওঁ গুরুদেবায় নমঃ—এই মন্ত্রে কুশীতে করিয়া আচমনার্থ জল বিসর্জ্জনীয় পাত্রে নিক্ষেপ করিবে।

(৫) ইদং স্নানীয় ওঁ গুরুদেবায় নমঃ—এই মন্ত্রে জল শঙ্খে করিয়া কর্পূরাদি সুবাসিত জল দ্বারা ঘণ্টা বাদন ও স্তবাদি পাঠ করিতে করিতে স্নান করাইবে। পরে শুষ্ক বস্ত্রে ভাবনা দ্বারা মুছাইয়া দিবে।

(৬) ইদং সোত্তরীয়ং বস্ত্রং ওঁ গুরুদেবায় নমঃ—এই বলিয়া দুইটী পুষ্প অথবা দুইবার জল বিসর্জ্জনীয় পাত্রে ত্যাগ করিবে।

(৭) এষঃ মধুপর্ক ওঁ গুরুদেবায় নমঃ—এই মন্ত্রে মধুপর্ক অর্চ্চন পাত্রে দিবে অথবা পাত্রে করিয়া নিবেদন করিবে।

(৮) ইদং আচমনীয়ং ওঁ গুরুদেবায় নমঃ—এই বলিয়া আচমন জল দিবে।

(৯) ইদং উপরীতং ওঁ গুরুদেবায় নমঃ—উপবীতের অভাবে অর্চ্চন পাত্রে পুষ্প দিবে। ইদং তিলকং ওঁ গুরুদেবায় নমঃ—পুষ্প দলে করিয়া অর্চ্চন পাত্রে চন্দন দিবে এবং মূর্ত্তি অথবা চিত্র পটে ঊর্দ্ধপুন্ড্র তিলক করিয়া দিবে।

(১০) ইদং আভরণং ওঁ গুরুদেবায় নমঃ—অর্চ্চন পাত্রে পুষ্প দিবে।

(১১) এষ গন্ধ ওঁ গুরুদেবায় নমঃ—পুষ্পদল করিয়া চন্দন অর্চ্চন পাত্রে দিবে শ্রীমূর্ত্তি থাকিলে চরণে দিবে।

(১২) ইদং সগন্ধং পুষ্পং ওঁ গুরুদেবায় নমঃ—চরণ দৃষ্টে অর্চ্চন পাত্রে দিবে।

(১৩) এষঃ ধূপঃ ওঁ গুরুদেবায় নমঃ—অভাবে বিসর্জ্জন পাত্রে জল ত্যাগ করিবে।

(১৪) এষঃ দীপঃ ওঁ গুরুদেবায় নমঃ—অভাবে বিসর্জ্জন পাত্রে জল ত্যাগ করিবে।

(১৫) ইদং নৈবেদ্যং ওঁ গুরুদেবায় নমঃ—নৈবেদ্য পাত্রে শঙ্খ জলসহ তুলসী দিবে। ইদং পানীয়ং, ইদং আচমনীয়ম্, ইদং তাম্বুলং ওঁ গুরুদেবায় নমঃ।

(১৬) ইদং মাল্যং ওঁ গুরুদেবায় নমঃ—শ্রীমূর্ত্তিকে মালা পরাইয়া দিবে।

স্তুতি প্রণাম—

হরৌ রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্ব প্রযত্নেন গুরুমেব প্রসাদয়েৎ।
শ্রীচৈতন্য মনোঽভীষ্টং স্থাপিত যেন ভূতলে।
স্বয়ং রূপঃ কদা ম্যহং দদাতি স্বপদান্তিকম্।।

ত্বং গোপিকা বৃষরবেস্তনয়ান্তিকেঽসি,
সেবাধিকারিণি গুরো নিজপাদপদ্মে।
দাস্যং প্রদায় কুরু মাং ব্রজকাননে শ্রী-
রাধাঙ্‌ঘ্রিসেবনরসে সুখিনীং সুখাব্ধে।।

প্রণাম—

ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।
মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎ কৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্।।
রাধাসম্মুখসংসক্তিং সখী সঙ্গ নিবাসিনীম্।
ত্বামহং সততং বন্দে মাধবাশ্রয় বিগ্রহাম্।।
নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্র মত্র স্বরূপং,
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো রাধিকা-মাধবাশাং,
প্রাপ্তো যস্য প্রথিত কৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্তি।

বৈষ্ণব প্রণাম—

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।

পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ।।

গুহ্যাতি গুহ্য গোপ্তা ত্বংগৃহাণাস্মৎ কৃতং জপম্।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেব ত্বৎ প্রসাদাৎ ত্বয়ি স্থিতে।।

শ্রীগৌরাঙ্গ পূজা

নবদ্বীপ যোগপীঠ—সহস্রদল পদ্ম ভাবনা করিয়া তন্মধ্যে—এইরূপ পঞ্চতত্ত্বের অবস্থান চিন্তা করিবেন। যথা—

পদ্ম মধ্যে সিংহাসনে গৌরসুন্দর বিগ্রহম্।
তদ্‌ক্ষিণে নিত্যানন্দং প্রেমানন্দ কলেরম্।।
বামে গদাধরং দেবং হ্লাদিনীশক্তি বিগ্রহম্।
দেবস্যাগ্রে কর্ণিকায়াং অদ্বৈতাচার্য্যমীশ্বরম্।।
তদ্ দক্ষিণে ভক্ত বর্য্যং শ্রীবাসং ছত্র হস্তকম্।
চতুর্দিক্ষু মহানন্দময়ং ভক্তগণং ভজে।।

প্রতিমা মূর্ত্তি অষ্ট প্রকার যথা—শিলাময়ী, দারুময়ী, অষ্টধাতুময়ী, মৃন্ময়ী, চিত্র পট, বালুকাময়ী, মনে মনে ধ্যান, মণিময়ী, স্বর্ণময়ী ইত্যাদিতে পূজা করিবে। বাহ্যোপচার পূজা, পঞ্চোপচার পূজা শ্রীগুরুদেবের পূজার ন্যায় করিবে। শ্রীগৌরমন্ত্রে শ্রীমহাপ্রভুর মূর্ত্তিতে অথবা শালগ্রামে শ্রীগৌরাঙ্গের পূজা করিবে। পঞ্চোপচার পূজা যথা—

(১) ইদং আসনং ওঁ ক্লীং গৌরচন্দ্রায় নমঃ
অথবা·······হ্রীং শ্রীং গৌর চন্দ্রায় নমঃ

(২) এতৎ পাদ্যং ওঁ ক্লীং গৌরচন্দ্রায় নমঃ

(৩) ইদং আচমনীয়ম্ ওঁ ক্লীং গৌরচন্দ্রায় নমঃ বিসর্জ্জন পাত্রে জল ত্যাগ করিয়া ভাবনা পূর্ব্বক শ্রীঅঙ্গে সুগন্ধি তৈল মাখাইবে।

(৪) ইদং স্নানীয় ওঁ ক্লীং গৌরচন্দ্রায় নমঃ (নিবেদয়ামি) ইদং স্নানীয়ং ওঁ ক্লীং গৌরচন্দ্রায় নমঃ। ঘণ্টা বাদন ও স্তব পুরুষসূক্ত পাঠাদি করিতে করিতে শঙ্খে করিয়া সুবাসিত জলে স্নান করাইয়া স্নানান্তে শুষ্ক বস্ত্রে অঙ্গ মার্জ্জন করিবে।

(৫) ইদং সোত্তরীয়ং বস্ত্রং ওঁ গৌরচন্দ্রায় নমঃ। বস্ত্রার্পণ ভাবনা করিয়া ২টা পুষ্প বা দুই বার জল বিসর্জ্জনীয় পাত্রে ত্যাগ করিবে। ইদং আচমনীয়ং ওঁ ক্লীং গৌরচন্দ্রায় নমঃ।

ধ্যান—

শ্রীমন্মৌক্তিকদামবদ্ধচিকুরং সুস্মেরচন্দ্রাননম্,
শ্রীখণ্ডাগুরুচারুচিত্রবসনং স্রগ্ দিব্যভূষাঞ্চিতম্।
নৃত্যাবেশরসানুমোদমধুরং কন্দর্পবেশোজ্জ্বলম্,
চৈতন্যং কনকদ্যুতিং নিজজনৈঃ সংসেব্যমানং ভজে।।

সুন্দর মুক্তারাশির দ্বারা বদ্ধ কেশ শোভিত, সুহাস্যে উদ্ভাসিত মুখ চন্দ্র কর্পূর চন্দন অগুরু বিচিত্র বসন মণ্ডিত, মালা ও দিব্যালঙ্কারে ভূষিত, নৃত্যাবেশ জনিত রসানন্দে মধুর কন্দর্প বেশে সমুজ্জ্বল নিজ জনগণ দ্বারা সংসেবিত কনক কান্তি শ্রীচৈতন্যদেবকে ভজনা করি। তদনন্তর বক্ষস্থলে হস্ত রাখিয়া ১০ বার শ্রীগৌর-মন্ত্র জপ করিবে এবং আত্মা সমর্পণ করিয়া চরণ চিন্তা করিবে।

প্রত্যহ পূজা—দশোপচারে করিবে, অভাব পক্ষে পঞ্চোপচারে। দশোপচার পূজাতে পাদ্যং নমঃ। অর্ঘ্যং স্বাহা। আচমনীয় স্বধা মধুপর্কে স্বধা। স্নানীয়ং নিবেদয়ামি। পুনরাচমনীয়ং স্বধা। গন্ধে নমঃ। পুষ্পে বৌষট্। ধূপে নমঃ। দীপদানে নমঃ। নৈবেদ্যং নিবেদয়ামি। আভরণে নমঃ। বস্ত্রে কল্পয়ামি।

আদৌ মূলং সমুচ্চার্য্য পশ্চাৎ দ্রব্য মুদীরয়েৎ।

ষোড়শোপচার পূজা—বিশেষ দিনে অথবা সমর্থপক্ষে প্রত্যহ করণীয়ম্।

(১) ইদং আসনং মূল মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক— অথবা ওঁ ক্লীং শ্রীং হ্রীং গৌর চন্দ্রায় স্বাহা।

(২) এতৎ পাদ্যং ওঁ ক্লীং গৌর চন্দ্রায় নমঃ—বিসর্জ্জনীয় পাত্রে জল ত্যাগ।

(৩) ইদং অর্ঘ্যং ওঁ ক্লীং গৌর চন্দ্রায় নমঃ স্বাহা—অর্চ্চন পাত্রে অর্ঘ্য গন্ধ পুষ্প তুলসী ত্যাগ।

(৪) ইদং আচমনীয়ং ক্লীং গৌরচন্দ্রায় নমঃ স্বধা—আচমনীয় পাত্রে জল ত্যাগ।

(৫) এষঃ মধুপর্কঃ ওঁ ক্লীং গৌরচন্দ্রায় নমঃ স্বাহা—মধুপর্ক পাত্রে শঙ্খজল তুলসী দিয়া সম্মুখে রাখিবে।

(৬) ইদং আচমনীয়ং ওঁ ক্লীং গৌরচন্দ্রায় নমঃ

ইদং স্নানীয় ওঁ ক্লীং গৌরচন্দ্রায় (নিবেদয়ামি)

(৭) ইদং উপবীতং ওঁ ক্লীং গৌর চন্দ্রায় নমঃ—উপবীত অভাবে অর্চ্চন পাত্রে পুষ্প দিবে।

ইদং তিলকং ওঁ ক্লীং গৌর চন্দ্রায় নমঃ—শ্রীমূর্ত্তির উর্দ্ধপুণ্ড্র রচনা করিয়া দিবে। অর্চ্চন পাত্রে তুলসী পাত্র করিয়া চন্দন দিবে।

ইদং আভরণং ওঁ ক্লীং গৌরচন্দ্রায় নমঃ—অর্চ্চন পাত্রে পুষ্প দিবে।

(৮) এষঃ গন্ধঃ ওঁ ক্লীং গৌরচন্দ্রায় নমঃ—[তুলসী গন্ধ মিশ্রিত করিয়া অর্চ্চন পাত্রে এবং শ্রীমূত্তির শ্রীচরণ যুগলে দিবে] এতৎ পুষ্পং বৌষট এই বলিয়া পুষ্প দিবে।

ইদং সুগন্ধং তুলসী পত্রং ওঁ ক্লীং গৌরচন্দ্রায় নমঃ—এই বলিয়া চন্দনসহ তুলসী পত্র বা মঞ্জরী ৮টী চরণে দিবে।

(৯) এষঃ ধূপ ওঁ ক্লীং গৌরচন্দ্রায় নমঃ—ধূপ অভাবে বিসর্জ্জনীয় পাত্রে জল ত্যাগ করিবে।

(১০) এষঃ দীপ ওঁ ক্লীং গৌরচন্দ্রায় নমঃ—দীপাভাবে বিসর্জ্জনীয় পাত্রে জল ত্যাগ করিয়া পুষ্পাঞ্জলি দিবে

এবং আসনপাদ্য আচমন পূর্ব্ববৎ করিয়া নৈবেদ্য দিবে।

(১১) ইদং নৈবেদ্যং ওঁ ক্লীং গৌরচন্দ্রায় নমঃ—(নিবেদয়ামি) নৈবেদ্যপাত্রে শঙ্খজলসহ তুলসী দিবে।

(১২) ইদং পানীয়ং ওঁ ক্লীং গৌরচন্দ্রায় নমঃ—পানীয়পাত্রে শঙ্খ-জলসহ তুলসী দিবে।

(১৩) ইদং আচমনীয়ং ওঁ ক্লীং গৌরচন্দ্রায় নমঃ—পূর্ব্ববৎ।

(১৪) ইদং তাম্বূলং ওঁ ক্লীং গৌরচন্দ্রায় নমঃ—তাম্বূল পাত্রে তুলসী দিবে।

(১৫) ইদং মাল্যং ওঁ ক্লীং গৌর চন্দ্রায় নমঃ—শ্রীমূর্ত্তিকে মালা পরাইয়া দিবে। অভাবে পুষ্প দিবে। তারপর যথাশক্তি শ্রীগৌরমন্ত্র এবং গৌর-গায়ত্রী জপ করিবে।

গৌর-গায়ত্রী—ওঁ ক্লীং গৌরাঙ্গায় বিদ্মহে, বিশ্বম্ভরায় ধীমহি, তন্নো গৌরঃ প্রচেদয়াৎ।।

(১৬) স্তুতি প্রণাম—

ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং,
তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্।
ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপাল ভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্।।
ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজ-সুরেপ্সিত রাজ্যলক্ষ্মীং,
ধর্ম্মিষ্ঠ আর্য্যবচসা যদগাদরণ্যম্।

মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবদ্
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্।।
পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্।।

প্রণাম—

নমো বেদান্তবেদ্যায় কৃষ্ণায় পরমাত্মনে।
সর্ব্বচৈতন্যরূপায় চৈতন্যায় নমো নমঃ।।
আনন্দলীলাময়বিগ্রহায় হেমাভদিব্যচ্ছবিসুন্দরায়
তস্মৈ মহাপ্রেমরসপ্রদায় চৈতন্যচন্দ্রায় নমো নমস্তে।।
নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ।।

প্রার্থনা—

সংসারদুঃখজলধৌ পতিতস্য কাম-ক্রোধাদি-নক্রমকরৈঃ কবলীকৃতস্য দুর্ব্বাসনা-নিগড়িতস্য নিরাশ্রয়স্য, চৈতন্যচন্দ্র মম দেহি পদাবলম্বনম্।।

নাম-যজ্ঞ-পূজা

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ধ্যান—

বিদ্যুদ্দাম মদাভি মর্দ্দনরুচিং বিস্তীর্ণ বক্ষঃস্থলং,
প্রেমোদ্ঘূর্ণিত লোচনাঞ্চল লসৎ স্মেরাভিরম্যাননং।
নানাভূষণভূষিতং সুমধুরং বিভ্রদঘনাভাম্বরং
সর্ব্বানন্দ করং পরং প্রবর নিত্যানন্দ-চন্দ্রং ভজে।।

মুল মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক—

ওঁ ক্লীং রাং নিত্যানন্দায় স্বাহা

গায়ত্রী—রাং নিত্যানন্দায় বিদ্মহে বলদেবায় ধীমহি তন্নো রাম প্রচেদয়াৎ।

প্রণাম—

নিত্যানন্দ মহং বন্দে কর্ণে লম্বিত কুণ্ডলম্।
চৈতন্যাগ্রজ রূপেণ পবিত্রীকৃত ভূতলম্।
নিত্যানন্দ মহং নৌমি সর্ব্বানন্দ করং পরম্।।
গৌর নাম প্রদং দেবং অবধূত শিরোমণিম্।।

শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর ধ্যান—

সদ্ভক্তালি নিষেবিতাঙ্ঘ্রি কমলং কুন্দেন্দু শুক্লাম্বরং
শুদ্ধ স্বর্ণ রুচিং সুবাহু যুগলং স্মেরাননং সুন্দরম্।
শ্রীচৈতন্য দৃশং বরাভয়করং প্রেমাঙ্গ-ভূষাঞ্চিতম্।
অদ্বৈতং সততং স্মরামি পরমানন্দৈক কন্দং প্রভুম্।।
স্মরামি শ্রীমদ্অদ্বৈতং শুদ্ধ স্বর্ণ রুচিং প্রভুম্।।
শুক্লাম্বর ধরং গৌরং ভক্তি লম্পট মানসম্।।

মন্ত্র—ওঁ ক্লীং অদ্বৈতাচার্য্যায় স্বাহা এই মন্ত্রে পাদ্যাদি অর্পণ।

গায়ত্রী—ওঁ অদ্বৈতায় বিদ্মহে মহাবিষ্ণবে ধীমহি তন্নো শিবঃ প্রচোদয়াৎ।

প্রণাম—

বন্দে তং শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যমদ্ভুত চেষ্টিতম।
যস্য প্রসাদাদজ্ঞোঽপি তৎ স্বরূপং নিরূপয়েৎ।।
অদ্বৈতায় নমস্তেঽস্তু মহেশায় মহাত্মনে।
যৎ প্রসাদেন গৌরাঙ্গ চরণে জায়তে রতিঃ।।

শ্রীগদাধর পণ্ডিতের ধ্যান—

কারুণ্যৈক মকরন্দ-পদ্ম-চরণং চৈতন্যচন্দ্র দ্যুতিং
তাম্বুলার্পণ ভঙ্গি দক্ষিণ করং শ্বেতাম্বরং সুন্দরম্।।
প্রেমানন্দ তনুং সুধাঞ্চিত মুখং শ্রীগৌরচন্দ্রেক্ষণম্।
ধ্যায়েচ্ছ্রিল-গদাধরং দ্বিজবরং মাধুর্য্য ভূষোজ্জ্বলম্।।

মন্ত্র—ওঁ শ্রীং গাং গদাধরায় স্বাহা—শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভুক্তাবশেষ প্রসাদ ভোগ নিবেদন করিবে।

গায়ত্রী—শ্রীগদাধরায় বিদ্মহে প্রেম রূপায় ধীমহি তন্নো দেবঃ প্রচোদয়াৎ।

প্রণাম—

গান্ধর্ব্বিকা স্বরূপায় গৌরাঙ্গ-প্রেম-সম্পদে।
গদাধরায় মে নিত্য নমোঽস্তু হি কৃপাব্ধয়ে।।
শ্রীহ্লাদিনী স্বরূপায় গৌরাঙ্গ সুহৃদায় চ।
ভক্তি শক্তি প্রদানায় গদাধর নমোঽস্তু তে।।

শ্রীবাস পণ্ডিতের ধ্যান—

শুক্লাম্বর ধরং গৌরং গৌরভক্তবরং দ্বিজম্।
শ্রীবাসপণ্ডিতং ধ্যায়েৎ গৌরভক্তিপ্রদং মুনিম্।।

মন্ত্র—ওঁ শ্রীবাসায় স্বাহা

গায়ত্রী—ওঁ শ্রীবাসায় বিদ্মতে গৌরভক্তায় ধীমহি, তন্নো ঋষিঃ প্রচোদয়াৎ।

প্রণাম—

শ্রীবাস পণ্ডিতং নৌমি গৌরাঙ্গ প্রিয় পার্ষদম্।

যস্য কৃপালবেনাপি গৌরাঙ্গে জায়তে রতিঃ।।

পঞ্চতত্ত্ব পূজা—"ওঁ ক্লীং পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যায় নমঃ। এই মন্ত্রে সংক্ষেপে সকলকে এক সঙ্গে তুলসীসহ পাদ্যাদি অর্পণ করিবে। অথবা পৃথক্ পৃথক মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক।

গায়ত্রী—ওঁ ক্লীং পঞ্চতত্ত্বায় বিদ্মহে শ্রীচৈতন্যায় ধীমহি তন্নঃ কৃষ্ণঃ প্রচোদয়াৎ। প্রণাম ধ্যানের পূর্ব্বের মত। কৃষ্ণ গুরুদ্বয় ভক্ত অবতার প্রকাশ। শক্তি এই ছয় রূপে করেন বিলাস।।

প্রণাম—

পঞ্চ তত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং রূপং স্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নামামি ভক্ত শক্তিকম্।।

নিবেদন বিধি—শ্রীবিগ্রহের সম্মুখের স্থান সংস্কার করিয়া ভূমিতে জল দ্বারা চতুষ্কোণ মণ্ডল করতঃ তাহার উপরে অন্ন ব্যঞ্জন যুক্ত নৈবেদ্য স্থাপন পূর্ব্বক অস্ত্রায় ফট্ এই মন্ত্রে শঙ্খ জল ছিটা দিয়া চক্র মুদ্রা দেখাইবেন। এতৎ তুলসী পত্রং ওঁ সোপকরণ নৈবেদ্যায় নমঃ—এই বলিয়া নৈবেদ্যের উপরে তুলসী দিয়া মূল মন্ত্র জপ করিবে। যং এই বায়ু বীজ শঙ্খ জলে ১২ বার জপ করিয়া জল ছিটা দিয়া পুনঃ রং এই বহ্নি বীজ দ্বারা নিজ দক্ষিণ হস্তের পৃষ্ট দেশে বাম করতলে সংলগ্ন করিয়া দেখাইবেন। পরে ঠং এই অমৃত বীজ দ্বারা বাম হস্তে পৃষ্ঠ দেশে দক্ষিণ করতলে সংযোগ করিয়া নৈবেদ্যের উপরে জলের ছিটা দিয়া দক্ষিণ হস্তে স্পর্শ করিয়া ৮ বার মূল মন্ত্র জপ, ধেনু মুদ্রা দেখাইবে। ওঁ ক্লীং গৌর-গোবিন্দায় ইদং নৈবেদ্যং কল্পয়ামি বলিয়া গন্ধ পুষ্প যুক্ত জল ছিটা দিয়া ভূমিতে নিক্ষেপ করিবে। অথবা এতৎ সতুলসী নৈবেদ্যং ক্লীং গৌর গোবিন্দায় নমঃ। অমৃতোপস্ত-রণমসি স্বাহা এই মন্ত্রে শ্রীভগবৎ হস্তে এক গণ্ডুষ জল প্রদান করিয়া পাঁচবার পঞ্চগ্রাস মুদ্রা দেখাইবেন ওঁ প্রাণায় স্বাহা, ওঁ আপানায় স্বাহা, ওঁ ব্যানায় স্বাহা, ওঁ উদানায় স্বাহা, ওঁ সমানায় স্বাহা, এই মন্ত্র

উচ্চারণ সহ পরে নৈবেদ্যের উপরে গায়ত্রী ও ইষ্টদেব মন্ত্র ১০ বার জপ করিয়া ঘণ্টা বাদন করিয়া পর্দা দিয়া বাহিরে আসিয়া ভোগারতি প্রার্থনা করিবে পুনঃ আচমন অমৃতমসি স্বাহা বলিয়া আচমন দিয়া দ্বিতীয় ভোগ সখীগণ সহিত প্রিয়জীকে দিবে। তৎপর শ্রীগুরু-রূপা মঞ্জরীকে ভোগ দিয়া তাম্বূল ভোগাদি দিবে।

মহাপ্রভুর অবশেষ শ্রীগদাধরকে, শ্রীনিত্যানন্দের অবশেষ শ্রীবাসকে এবং শ্রীঅদ্বৈতের অচ্যুতানন্দকে তথা অষ্ট প্রধান মহান্তকে দিবে। ঘণ্টা বাদন পূর্ব্বক আরতি করিবে।

ক্রমসংখ্যা আসন ১৬০। চৌষট্টী মহান্ত ৬৪। পার্ষদ ৮৬। গুরুবর্গ তথা নামাচার্য্য ১০।

পঞ্চতত্ত্ব—(৫) শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভোগ মধ্য স্থানে পূর্ব্বাভিমুখে স্থাপন করিতে হইবে। দক্ষিণে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু এবং শ্রীঅদ্বৈত প্রভু, বামে শ্রীগদাধর এবং শ্রীবাস ভোগ। সন্মুখে (৩) শ্রীরাধাকৃষ্ণ, শাল গ্রাম এবং শ্রীবৃন্দাদেবীর ভোগ হইবে। মতান্তরে বামে মাতৃবর্গ এবং প্রিয়াবর্গ, দক্ষিণে পিতৃবর্গ এবং সন্তানবর্গ। পঞ্চতত্ত্বের বামে গুরুবর্গ এবং ভারতী দক্ষিণে গিরী পুরী ভারতীদের বামে অষ্ট প্রধান মহান্ত।

অষ্ট প্রধান মহান্তের বামে পূর্ব্বাভিমুখে অভাবে সন্মুখে চৌষট্টি মহান্তের আসন হইবে।

পঞ্চতত্ত্বের দক্ষিণ দিকে উত্তরাভিমুখে অথবা পূর্ব্বাভিমুখে পিতৃবর্গের আসন হইবে। মতান্তরে পরিবেশনে শ্রীগদাধর নিযুক্ত হইলে দক্ষিণে তাঁহার আসন হইতে পারে।

পিতৃবর্গ—(৩) শ্রীকুবেরাচার্য্য, শ্রীজগন্নাথ মিশ্র, শ্রীহাড়াই

পণ্ডিত।

"চৌষট্টি মহান্ত আসন"
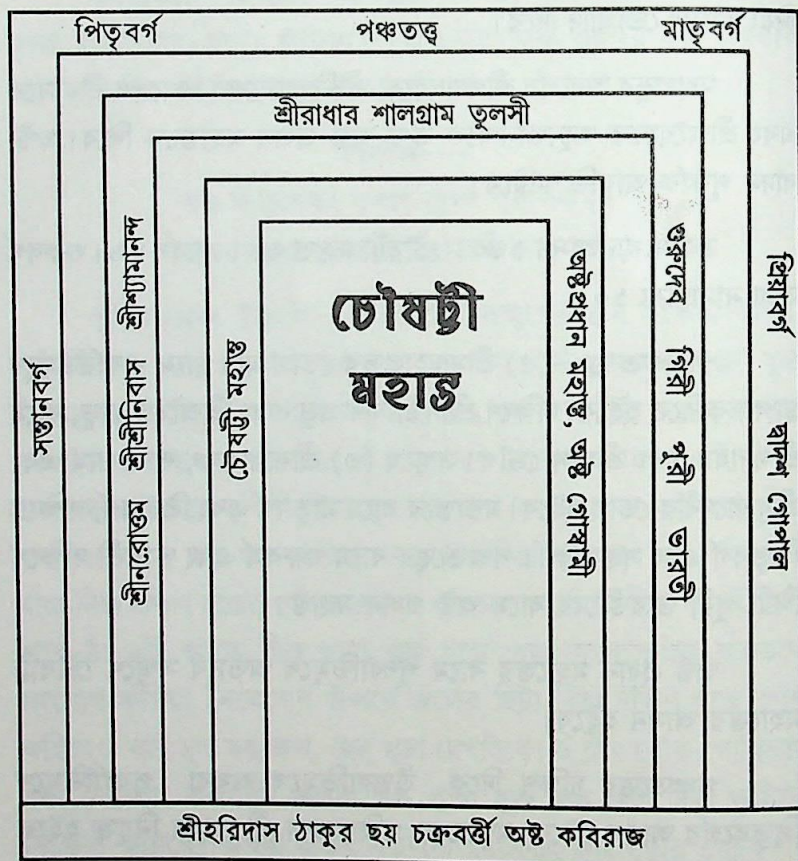
মাতৃবর্গ—(৬) শ্রীসীতা ঠাকুরাণী, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী, শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ঠাকুরাণী, শ্রীসুধা জাহ্নবা ঠাকুরাণী।

সন্তানবর্গ—(১৭) শ্রীবীর ভদ্র গোস্বামী, রামাই, নন্দাই, মীনকেতন রাম দাস, অচ্যুতানন্দ, কৃষ্ণ মিশ্র, বলরাম মিশ্র, শ্রীগোপাল, জগদীশ, নরহরি সরকার, মুকুন্দ রঘুনন্দন, চিরঞ্জীব, সুলোচন।

গুরুবর্গ—(১০—৩৭) পূর্ব্বের সংখ্যা, (২৮) শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী, (২৯) শ্রীঈশ্বর পুরী, (৩০) শ্রীপরমানন্দ পুরী, (৩১) শ্রীবিষ্ণু পুরী, (৩২) শ্রীরঘুনাথ পুরী, (৩৩) শ্রীকৃষ্ণানন্দ পুরী, (৩৪) শ্রীনৃসিংহানন্দ পুরী, (৩৫) শ্রীসুখানন্দ পুরী, (৩৬) শ্রীঅনন্ত পুরী, (৩৭) শ্রীরামচন্দ্র পুরী, তথা গিরি এবং নিজ গুরুদেব।

ভারতী—(৩৮) শ্রীকেশব ভারতী, (৩৯) শ্রীব্রহ্মানন্দ ভারতী, (৪০) শ্রীবলরাম ভারতী, (৪১) শ্রীরামানন্দ ভারতী, (৪২) শ্রীবল্লব ভারতী, (৪৩) শ্রীযদুনন্দন ভারতী, (৪৪) শ্রীশ্যামানন্দ ভারতী।

অষ্ট প্রধান মহান্ত—(৪৫) শ্রীস্বরূপ দামোদর, (৪৬) শ্রীরায় রামানন্দ, (৪৭) শ্রীসেন শিবানন্দ, (৪৮) শ্রীরামানন্দ বসু, (৪৯) শ্রীমাধব ঘোষ, (৫০) শ্রীগোবিন্দানন্দ ঘোষ, (৫১) শ্রীগোবিন্দ ঘোষ, (৫২) শ্রীবাসু ঘোষ।

অষ্ট গোস্বামী—(৫৩) শ্রীরূপ, (৫৪) শ্রীসনাতন, (৫৫) শ্রীরঘুনাথ ভট্ট, (৫৬) শ্রীরঘুনাথ দাস, (৫৭) শ্রীগোপাল ভট্ট, (৫৮) শ্রীজীব, (৫৯) শ্রীলোকনাথ, (৬০) শ্রীকৃষ্ণ দাস কবিরাজ।

ছয় চক্রবর্ত্তী—(৬১) শ্রীবাস চক্রবর্ত্তী, (৬২) শ্রীগোকুলানন্দ চক্রবর্ত্তী, (৬৩) শ্রীশ্যামদাস চক্রবর্ত্তী, (৬৪) শ্রীদাস চক্রবর্ত্তী, (৬৫) শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী, (৬৬) শ্রীরামাই।

অষ্ট কবিরাজ—(৬৭) শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ, (৬৮) শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ, (৬৯) শ্রীকর্ণপুর কবিরাজ, (৭০) শ্রীনৃসিংহ ভগবান কবিরাজ, (৭১) শ্রীবল্লবীকান্ত কবিরাজ, (৭২) শ্রীগোকুল কবিরাজ (৭৩) শ্রীগোপী-রমণ কবিরাজ, (৭৪) শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ।

দ্বাদশ গোপাল

(৭৫) শ্রীঅভিরাম ঠাকুর
(৭৬) শ্রীসুন্দরানন্দ ঠাকুর
(৭৭) শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিত
(৭৮) শ্রীগৌরী দাস পণ্ডিত
(৭৯) শ্রীকমলাকর পিপলাই
(৮০) শ্রীউদ্ধারণ দত্ত
(৮১) শ্রীমহেশ পণ্ডিত
(৮২) শ্রীপুরুষোত্তম দাস
(৮৩) শ্রীনাগর পুরুষোত্তম
(৮৪) শ্রীপরমেশ্বর দাস
(৮৫) শ্রীকালাকৃষ্ণ দাস
(৮৬) শ্রীখোলাবেচা শ্রীধর

চৌষটি মহান্ত—[(১) স্বরূপ দামোদর অর্থাৎ স্বরূপে শ্রীললিতা সখী]

(১) আনুগত্যে—১। আচার্য্যরত্ন স্বরূপে রত্ন প্রভা
২। রত্নগর্ভ ঠাকুর স্বরূপে রতি কলা
৩। চন্দ্রশেখর আচার্য্য স্বরূপে সুভদ্রা
৪। ভূগর্ভ ঠাকুর স্বরূপে ভদ্র রেখিকা
৫। রাঘব গোস্বামী স্বরূপে সুমুখী
৬। দামোদর পণ্ডিত স্বরূপে ধনিষ্ঠা
৭। কৃষ্ণদাস ঠাকুর স্বরূপে কলহংসী
৮। কৃষ্ণানন্দ ঠাকুর স্বরূপে কলাপিনী

ব্রজলীলায়— রত্ন প্রভা রতি কলা সুভদ্রা ভদ্র রেখিকা।
সুমুখী চ ধনিষ্ঠা চ কলহংসী কলাপিনী।।

চৌষটি মহান্ত—[২। শ্রীরামানন্দ রায়ের অর্থাৎ স্বরূপে বিশাখা সখী]

২। আনুগত্যে— ৯। মাধব সঞ্জয় স্বরূপে মাধব
১০। নীলাম্বর ঠাকুর স্বরূপে মালতী
১১। রামচন্দ্র দত্ত স্বরূপে চন্দ্রলেখিকা
১২। বাসুদেব দত্ত স্বরূপে কুঞ্জরী
১৩। নন্দন আচার্য্য স্বরূপে হরিণী
১৪। শঙ্কর ঠাকুর স্বরূপে চপলা
১৫। সুদর্শন ঠাকুর স্বরূপে সুরভী
১৬। সুবুদ্ধি মিশ্র স্বরূপে শুভাননা।

ব্রজলীলায়— মাধবী মালতী চন্দ্র লেখিকা কুঞ্জরী তথা।
হরিণী চপলা চৈব সুরভী চ শুভাননা।।

চৌষটি মহান্ত—[(৩) শ্রীগোবিন্দ ঠাকুর অর্থাৎ স্বরূপে সুচিত্রা সখী]

৩। আনুগত্যে— (১৭) শ্রীমান পণ্ডিত স্বরূপে রসালিকা
(১৮) ঠাকুর শ্রীজগন্নাথ দাস স্বরূপে তিলকিনী
(১৯) জগদীশ পণ্ডিত স্বরূপে শৌরসেনী
(২০) সদাশিব কবিরাজ স্বরূপে সুগন্ধিকা
(২১) রায় মুকুন্দ স্বরূপে কামিলা
(২২) মুকুন্দানন্দ স্বরূপে কামনাগরী
(২৩) পুরন্দরাচার্য্য স্বরূপে নাগরী
(২৪) নারায়ণ বাচস্পতি স্বরূপে নাগরেলিকা

ব্রজলীলায়— রসালিকা তিলকিনী শৌরসেনী সুগন্ধিকা।

কামিলা কামনাগরী নাগরীনাগরেলিকা।

চৌষটি মহান্ত— [(৪) শ্রীবসুরামানন্দ অর্থাৎ স্বরূপে ইন্দুরেখা]

৪। আনুগত্যে— ২৫। পরমানন্দ ঠাকুর স্বরূপে তুঙ্গভদ্রা
২৬। বল্লব ঠাকুর স্বরূপে রসতুঙ্গা
২৭। জগদীশ ঠাকুর স্বরূপে রঙ্গবাটী
২৮। বলবালী দাস স্বরূপে সুমঙ্গলা
২৯। শ্রীকর পণ্ডিত স্বরূপে চিত্রলেখা
৩০। শ্রীনাথ মিশ্র স্বরূপে বিচিত্রাঙ্গী
৩১। লক্ষ্মণাচার্য্য স্বরূপে মেদিনী
৩২। পুরুষোত্তম পণ্ডিত স্বরূপে মদনালসা

ব্রজলীলায়— তুঙ্গভদ্রা রসতুঙ্গা রঙ্গবাটী সুমঙ্গলা।
চিত্রলেখা বিচিত্রাঙ্গী মোদনী মদনালসা।।

চৌষটি মহান্ত—[(৫) শ্রীসেন শিবানন্দ স্বরূপে চম্পকলতা]

৪। আনুগত্যে— ৩৩। মকর ধ্বজ স্বরূপে কুরঙ্গাক্ষী
৩৪। রঘুনাথ দত্ত স্বরূপে সুচরিতা
৩৫। মধু পণ্ডিত স্বরূপে মণ্ডলী
৩৬। বিষ্ণুদাস আচার্য্য স্বরূপে মণিকুণ্ডলা
৩৭। পুরন্দর মিশ্র স্বরূপে চন্দ্রিকা
৩৮। গোবিন্দ ঠাকুর স্বরূপে চন্দ্রলতিকা
৩৯। পরমানন্দ গুপ্ত স্বরূপে কন্দুকাক্ষী
৪০। বলরাম দাস স্বরূপে সুমন্দিরা

ব্রজলীলায়— কুরঙ্গাক্ষী সুচরিতা মণ্ডলী মণিকুণ্ডলা।
চন্দ্রিকা চন্দ্রলতিকা কন্দুকাক্ষী সুমন্দিরা।।

চৌষটি মহান্ত— [(৬) শ্রীগোবিন্দ ঘোষ অর্থাৎ স্বরূপে রঙ্গদেবী]

৬। আনুগত্যে— ৪১। কাশীমিশ্র স্বরূপে কলকণ্ঠী
৪২। শিখিমাহিতী স্বরূপে শশিকলা
৪৩। রামপণ্ডিত স্বরূপে কমলা
৪৪। বড় হরিদাস স্বরূপে মধুরা
৪৫। কবিচন্দ্র ঠাকুর স্বরূপে ইন্দিরা
৪৬। হিরণ্যগর্ভ ঠাকুর স্বরূপে কন্দর্পসুন্দরী
৪৭। জগন্নাথ সেন স্বরূপে কামলতিকা
৪৮। দ্বিজ পীতাম্বর স্বরূপে প্রেমমঞ্জরী

ব্রজলীলায়— কলকণ্ঠী শশিকলা কমলা মধুরেন্দিরা।
কন্দর্পসুন্দরী কামলতিকা প্রেমমঞ্জরী।।

চৌষটি মহান্ত—[(৭) শ্রীমাধব ঘোষ অর্থাৎ স্বরূপে তুঙ্গ-বিদ্যা সখী]

৭। আনুগত্যে— ৪৯। বিদ্যা বাচস্পতি স্বরূপে সুমধুরা
৫১। ঠাকুর গোবিন্দ স্বরূপে সুমধ্যা
৫২। মহেশ ঠাকুর স্বরূপে মধুরেক্ষণা
৫৩। শ্রীকান্ত ঠাকুর স্বরূপে তনু মধ্যা
৫৪। মাধব পণ্ডিত স্বরূপে মধুস্যন্দা
৫৫। প্রবোধানন্দ সরস্বতী স্বরূপে গুণ চূড়া
৫৬। বলভদ্র ভট্টাচার্য্য স্বরূপে বরাঙ্গদা

ব্রজলীলায়— মঞ্জুমেধা সুমধুরা সুমধ্যা মধুরেক্ষণা।
তনুমধ্যা মধুস্যন্দা গুণচূড়া বরাঙ্গদা।।

চৌষটি মহান্ত—[(৮) বাসুদেব ঘোষ অর্থাৎ স্বরূপে সুদেবী]

৮। আনুগত্যে— ৫৭। রাঘব পণ্ডিত স্বরূপে কাবেরী
৫৮। মুরারী চৈতন্য দাস স্বরূপে চারুকবরা
৫৯। মকর ধ্বজ ঠাকুর স্বরূপে সুকেশী
৬০। কংসারি সেন স্বরূপে মঞ্জুকেশিকা
৬১। শ্রীজীব স্বরূপে হারহীরা
৬২। মুকুন্দ কবিরাজ স্বরূপে মহাহীরা
৬৩। ছোট হরিদাস স্বরূপে হারকণ্ঠী
৬৪। কবিচন্দ্র গুপ্ত স্বরূপে মনোহরা

ব্রজলীলায়— কাবেরী চারুকবরা সুকেশী মঞ্জুকেশিকা
হারহীরা মহাহীরা হারকণ্ঠী মনোহরা।

শ্রীরাধাকৃষ্ণের পূজা

শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎভাবে অন্তরঙ্গ সেবা করিতেছেন, আমি তাঁহার আনুগত্যে সেবা করিতেছি, এই ভাব লইয়া যুগল কিশোরের সেবা করিবে। প্রারম্ভিক শ্রীগৌরাঙ্গ-পূজা প্রকরণ মত।

আহ্বান—

যৎ পাদ শৌচ তীর্থেন যদ্দাস পাদ বারিণা।
পবিত্রমখিলং বিশ্বং স ত্বং শ্রীরাধয়া সহ।
নিমগ্নোঽপি মহানন্দ বারিধৌ করুণার্ণব।
স্নানায় ভব গোবিন্দ ভক্ত-বাঞ্ছাভিপূরকঃ।।

শ্রীবৃন্দাবনের ধ্যান—

ততো বৃন্দাবনং ধ্যায়েৎ পরমানন্দবর্দ্ধনম্।
কলিন্দীজলকল্লোলসঙ্গি-মারুতসেবিতম্।।
নানাপুষ্পলতাবদ্ধ-বৃক্ষ ষণ্ডৈশ্চ মণ্ডিতম্।
কোটিসূর্য্যসমাভাসং বিমুক্তং ষট্‌তরঙ্গকৈঃ।।
তন্মধ্যে রত্নখচিতং স্বর্ণসিংহাসনং মহৎ।।

শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান—

স্মরেৎ বৃন্দাবনে রম্যে মোহয়ন্ত মনারতং।
গোবিন্দং পুণ্ডরিকাক্ষং গোপ কন্যা সহস্রশঃ।।
আত্মনো বদনাম্ভোজ প্রেরিতাক্ষি মধুরতাঃ।
বিবশা কাম বাণেন চিরমাশ্লেষনোৎসুকাঃ।।
ফুল্লেন্দীবরকান্তিমিন্দুবদনং বর্হাবিতংসপ্রিয়ং
শ্রীবৎসাঙ্কমুদার কৌস্তুভ ধরং পীতাম্বরং সুন্দরম্।
গোপীনাং নয়নোৎপলার্চ্চিত তনুং গো-গোপ-সঙ্ঘাবৃতং
গোবিন্দং কলবেণু বাদন পরং দিব্যাঙ্গভূষং ভজে।।

ওঁ কস্তুরী তিলকং ললাট ফলতে বক্ষঃস্থলে কৌস্তুভং,
নাসাগ্রে গজ মৌক্তিকং করতলে বেণুং করে কঙ্কণম্।।
সর্ব্বাঙ্গে হরিচন্দনং সুললিতং কণ্ঠে চ মুক্তাবলিং,
গোপস্ত্রী পরিবেষ্টিতো বিজয়তে গোপাল চূড়ামণিঃ।।
সৎপুণ্ডরীকনয়নং মোঘাভং বৈদ্যুতাম্বরম্।
দ্বিভুজং বেণুবক্ত্রাব্জং বনমালিনমীশ্বরম্।।
দিব্যালঙ্করণোপেতং সখীভিঃ পরিবেষ্টিতম্।
চিদানন্দঘনং কৃষ্ণং রাধালিঙ্গিতবিগ্রহম্।।
দীব্যদ্‌বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ শ্রীমদ্‌রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ।
শ্রীশ্রীরাধা শ্রীলগোবিন্দদেবৌ প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি।।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের বামে রাধা-পূজা প্রমাণ—

তদেবং সর্ব্ব গোপীনাং শ্রীরাধিকা বিশেষতঃ।
শ্রীকৃষ্ণ সন্নিধৌ নিত্যং পূজ্যত্বং প্রতিপাদিতম্।।
রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা বিরাজন্তে।

শ্রীরাধার পূজার শ্রেষ্ঠত্ব যথা—

আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোবারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্।।

শ্রীরাধার ধ্যান—

অমল কমল কান্তিং নীলবস্ত্রাং সুকেশীং
শশধর সমবক্ত্রং খঞ্জনাক্ষীং মনোজ্ঞাম্।
স্তন যুগ গত মুক্তাদাম দীপ্তাং কিশোরীং
ব্রজপতিসুতকান্তাং রাধিকামর্চ্চয়েঽহম্।।

গায়ত্রী—

ওঁ রাং হ্রীং শ্রীং রাধিকায়ৈ বিদ্মহে শ্রীকৃষ্ণবল্লভায়ৈ (গান্ধর্ব্বিকায়ৈ) ধীমহি, তন্নো রাধা প্রচোদয়াৎ।

"পঞ্চোপচারপূজা"

শ্রীগুরু পরম্পরা দ্বারা প্রাপ্ত অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র এবং শ্রীরাধা কৃষ্ণের মন্ত্রে শ্রীমূর্ত্তিতে অথবা শ্রীশালগ্রামে শ্রীযুগলের অর্চ্চন করিবে। প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহে আহ্বান সংস্থাপন মুদ্রা ব্যবহার হইবে না। অভাব পক্ষে প্রত্যহ পঞ্চোপচার পূজা বা দশোপচার পূজা করিবে।

আদৌ মূলং সমুচার্য্য পশ্চাৎ দ্রব্যমুদীরয়েৎ। অর্থাৎ প্রথমেই বীজমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পরে পঞ্চোপচারাদি দ্রব্য নাম উচ্চারণ করিবে।

(১) মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক এতৎ পাদ্যং ওঁ ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ পাদ্য পাত্রে শ্রীরাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া জল দান করিবে।

(২) ইদং আচমনীয়ম্ ওঁ ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ বিসর্জ্জন পাত্রে জল ত্যাগ। ভবনাদি দ্বারা সুগন্ধি তৈলাদি মাখাইয়া দিবে।

(৩) ইদং স্নানীয়ং ওঁ ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ—এই উচ্চারণ করিয়া ঘণ্টা বাদন ও পুরুষ সূক্তঃ; স্তবাদি পাঠ করিতে করিতে শঙ্খে করিয়া সুবাসিত জলে স্নান করাইয়া শুষ্ক বস্ত্রে অঙ্গ মার্জ্জনা করাইবে।

(৪) ইমে সোত্তরীয়ে বস্ত্রে ওঁ ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ—বস্ত্রার্পণ ভাবনা করিয়া ২টি পুষ্প, দুইবার জল বিসর্জ্জনীয় পাত্রে নিক্ষেপ করিবে।

(৫) ইদং আচমনীয়ং ওঁ ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ।

পুরুষ সূক্ত

(যজুর্ব্বেদ ৩১—১। শ্লোক হইতে)

ওঁ সহস্র শীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।

স ভূমিং গুঁ সর্ব্বতো স্পৃত্বাহত্যতিষ্টদ্দশাঙ্গুলম্।। ১।।

ওঁ পুরুষ এবেদং গুঁ সর্ব্বং যদ্ভূতুং যচ্চ ভাব্যম্।

উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি।। ২।।

ওঁ এতাবানস্য মহিমাহতো জ্যায়াঁশ্চ পূরুষঃ।

পাদোহস্য বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।। ৩।।

ওঁ ত্রিপাদুর্দ্ধং উদৈৎ পুরুষঃ পাদোহস্যেহাপুভবৎ পুনঃ।

ততো বিশ্বঙ্ ব্যক্রামৎ সাশনাহনশনে অভি।। ৪।।

ওঁ ততো বিরাড়বজায়ত বিরাজো অধিপূরুষঃ।

স জাতো অত্যরিচ্যতে পশ্চাদ্ ভূমি মথো পুরঃ।। ৫।।

ওঁ তস্মাৎ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ সংভৃতং পৃষদাজ্যম্।

পশূন্তাঁশ্চক্রে বায়ব্যানারণ্যা গ্রাম্যাশ্চ যে।। ৬।।

ওঁ তস্মাৎ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে।

ছন্দাংগুঁসি জজ্ঞিরে তস্মাৎ যজুস্তস্মাদজায়তঃ।। ৭।।

ওঁ তস্মাদশ্বাহ্অজায়ন্ত যে কে চোভয়াদতঃ।

গাবশ্চ জজ্ঞিরে তস্মাৎ তস্মাজ্জাতা অজা বয়ঃ।। ৮।।

ওঁ তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষন পুরুষঃ জাতমগ্রতঃ।

তেন দেবা অজায়ন্ত সাধ্যা ঋষয়শ্চ যে।। ৯।।

ওঁ যৎ পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ামীঃ।

মুখং কিমস্যাসীৎ কিং বাহু কিমুরুপাদা উচ্যেতে।। ১০।।

ওঁ ব্রাহ্মণোঽস্য মুখং আসীৎ বাহু রাজন্যঃ কৃতঃ।

ঊরুঃ তদস্য যদ্ বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাংশূদ্রো অজায়ত।। ১১।।

ওঁ চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্য্যো অজায়ত।

শোত্রাদ্বায়ুশ্চ প্রাণঞ্চ মুখাদগ্নি রজায়ত।। ১২।।

ওঁ নাভ্যাসীদন্তরিক্ষঁশীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্ত্তত।

পদ্ভ্যাং ভূমিঃ দিশঃ শোত্রাৎ তথা লোকাঁ অকল্পয়ন্।। ১৩।।

ওঁ যৎ পুরুষেন হবিষা দেবা যজ্ঞমতন্বত।

বসন্তো অস্যাসীদাজ্যং গ্রীষ্ম ইধ্মঃ শরদ্ধবিঃ।। ১৪।।

ওঁ সপ্তস্যাসন পরিধয়স্ত্রি সপ্ত সমিধঃ কৃতাঃ।

দেবা যদ্ যজ্ঞং তন্বানা অবধ্নন্ পুরুষং পশুম্।। ১৫।।

ওঁ যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাস্তানি ধর্ম্মাণি প্রথমান্যাসন।

তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্ত যত্র পূর্ব্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ।।

ওঁ অদ্ভ্যঃ সম্ভৃতঃ পৃথিব্যৈ রসাচ্চ বিশ্বকর্ম্মাণঃ সমবর্ত্ততাগ্রে।

তস্য ত্বষ্টা বিদধদ্রুপমেতি তন্মর্ত্ত্যস্য দেবত্বমায়াতমগ্রে।। ১৭।।

ওঁ বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্য বর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।

তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।।

ওঁ প্রজাপতিশ্চরতি গর্ভ অন্তরজায়মনো বহুধা ভিজায়তে।

তস্য যোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাস্তস্মিন্ হ তস্থূভুবনানি বিশ্বা।।

ওঁ যো দেবেভ্যো আতপতি যো দেবানাং পুরোহিতঃ।

পূর্ব্বো যো দেবেভ্যো জাতো নমো রুচায় ব্রহ্মণে।। ২০।।

ওঁ রুচং ব্রহ্ম জনয়ন্তো দেবা অগ্রে তদব্রুবন্।

যস্ত্বেব ব্রহ্মণো বিদ্যাস্য দেবা অসন বশে।। ২১।।

ওঁ শ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যা অহোরাত্রে পার্শ্বে নক্ষত্রাণি।

রূপমশ্বিনৌ ব্যর্ত্তং।

| | |

ইষ্মামিষানামুষ্ম ইষান সর্ব্বলোকং ম ইষাণ।। ২২।।

শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শোপচারে পূজা—

(১) তাম্রপাত্রে অষ্টদল পদ্ম, মধ্যে ষড় কোণ অঙ্কন করিয়া স্বর্ণময়াদি আসন দিয়া হাতে তুলসী লইয়া বলিবে যথা—

(১) আসন—

ওঁ আসনং স্বর্ণনির্ম্মিতিং রত্নসার পরিচ্ছদম্।
নানা চিত্র বিচিত্রাঢ্যং গৃহ্যতাং পরমেশ্বর।।

মূল মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক ইদং আসনং ওঁ ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ অথবা পৃথক আসন ওঁ হ্রীং শ্রীং রাং রাধিকায়ৈ নমঃ

(২) স্বাগত—

ওঁ যস্য দর্শনমিচ্ছন্তি দেবাঃ সর্ব্বার্থ সিদ্ধয়ে।
তস্য তে পরমেশায় সুস্বাগতমিদং বপু।
হে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বাগতং সুস্বাগম্।
করযোড় করিবে।

(৩) পাদ্যং—

ওঁ যদ্ভক্তিলেশ সম্পর্কাৎ পরমানন্দ সংপ্লবং।
তস্য তে চরণারজ্জায় পাদ্যং শুদ্ধায় কল্পতে।
এতৎ পাদং ওঁ ক্লীং কৃষ্ণায় স্বাহা—চরণে লক্ষ করিয়া দিবে।

(৪) অর্ঘং—শঙ্খাদি পাত্রে চন্দন পুষ্প আতপ চাল, যব, কুশ, তিল, দুর্ব্বা তুলসী দিয়া প্রস্তুত করিবে। অর্ঘ্যে স্বাহা বলিবে। ইদং অর্ঘ্যং ওঁ ক্লীং কৃষ্ণায় স্বাহা। অর্চ্চন পাত্রে গন্ধ পুষ্প তুলসী জল প্রদান করিবে।

এষ পুষ্পং ওঁ ক্লীং কৃষ্ণায় বৌষট পুষ্পে বৌষট বলিয়ে এবং মস্তকে লক্ষ করিয়া দিবে।

(৫) আচমনীয়—জায়ফল, লবঙ্গ, কক্কোল ভিজান জল, অভাবে গঙ্গাজলে আচমন করিবে। ওঁ দেবানামপি দেবানাং দেবতাত্মনে।

আচমং কল্পয়ামীশং শুদ্ধানাং শুদ্ধি হেতেব।

ইদং আচমনীয়ং ওঁ ক্লীং কৃষ্ণায় স্বধা।

(আচমনতে স্বধা বলিবে) বিসর্জ্জন পাত্রে জল ত্যাগ করিবে।

(৬) মধুপর্ক—কাংস্য পাত্রে মধু দধি মিশ্রিত করিয়া রাখিবে।

ওঁ সর্ব্ব কালুষ্য হীনায় পরিপূর্ণ সুখাত্মকম্।

মধুপর্কামিদং দেব কল্পয়ামি প্রসীদ মে।

এষ মধুপর্ক ওঁ ক্লীং কৃষ্ণায় স্বধা (মধুপর্কে স্বধা বলিবে)

মধুপর্ক পাত্রে শঙ্খজল তুলসী দিবে।

(৭) পুনঃ আচমনীয়—পুনঃ শঙ্খজল লইয়া মুখে তিনবার ঘুরাইয়া দিয়া ডাবুরে ফেলিবে।

ওঁ উচ্ছিষ্টোপ্যশুচি বাপি যস্য স্মরণ মাত্রতঃ।

শুদ্ধিমপ্নোতি তস্মৈ তে পুনরাচমনীয়কম্।

(৮) স্নানীয—তাম্রাদি পাত্রে সচন্দন তুলসী পত্র চিৎভাবে রাখিয়া তদুপরি শ্রীবিগ্রহ বা শালগ্রামকে স্থাপন করিয়া বামহস্তে ঘণ্টাধ্বনি সহ শঙ্খতে পঞ্চামৃত অথবা অভাবপক্ষে গঙ্গাজল দিয়া স্নান করাইবে। গ্রীষ্মে শীতল জলে এবং শীতে উষ্ণজলে স্নান করানো উচিত। দ্বাদশীতে স্নান নিষেধ। ওঁ পরমানন্দ ধারাব্ধি নিমগ্ন নিজ মূর্ত্তয়ে। সাঙ্গোপাঙ্গমিদ্য স্নানং কল্পয়াম্যহমীশতে। পুরুষ সূক্ত উচ্চারণ পূর্ব্বক স্নান করাইবে।

(৯) পরিধেয় বস্ত্রং—ওঁ মায়াচিত্র পটাচ্ছন্ন নিজ পুরোরু তেজস। নিবারণস বিজ্ঞান বাসন্তে কল্পয়াম্যহম্। শ্রীবিগ্রহকে বস্ত্র পরাইয়া দিবে। ইদং বস্ত্রং ওঁ ক্লীং কৃষ্ণায় কল্পয়ামি। (বস্ত্র দেওয়া সময়ে কল্পয়ামি)

উত্তরীয় বস্ত্রং—

ওঁ যমাশ্রিতা মহামায়া জগৎ সম্মোহিনী সদা।
তস্মৈ তে পরমেশায় কল্পয়ামুত্তরীয়কম্।

(১০) যজ্ঞোপবীতং—

ওঁ যস্য শক্তি ত্রয়েনেদং সংপ্রোতমখিল জগৎ।
বিশ্ব সূত্রায় তস্মৈ তে যজ্ঞ সূত্রং প্রকম্পয়ে।
ইদং উপবীতং ওঁ ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ।

এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে উপবীত (পৈতা) পরাইয়া দিবে উপবীতের অভাবে অর্চ্চন পাত্রে পুষ্প দিবে।

ইদং তিলকং ওঁ ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ উর্দ্ধপুণ্ড্র মস্তকে অঙ্কন অথবা তুলসী চন্দন স্পর্শ করিয়া অর্চ্চন পাত্রে ফেলিবে।

(১১) আভরণং—স্বর্ণ রৌপ্যাদি ভূষণ পরাইবে।

ওঁ স্বভাব সুন্দরাঙ্গায় নানা শক্ত্যাশয়ায় তে।
ভূষণানি বিচিত্রাণি কল্পয়াম্যমরার্চিত।
ইমানি আভরণানি ওঁ ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ।
অভাবে অর্চ্চন পাত্রে পুষ্প দিবে।

(১২) গন্ধ—চন্দন অগুরু কর্পূর মিশ্রিত গন্ধ কনিষ্ঠাঙ্গুলিতে লইয়া—

ওঁ পরমানন্দ সৌরভ পরিপূর্ণ দিগন্তরং।

গৃহাণ পরমং গন্ধং কৃপয়া পরমেশ্বর।

(গ্রীষ্মকালে সর্ব্বাঙ্গে চন্দন লেপন এবং অন্য সময়ে তুলসীতে মাখাইয়া শ্রীচরণে দিবে কিন্তু পৌষ মাসে মাঘ মাসে চন্দন দেওয়া নিষেধ।)

এষ গন্ধঃ ওঁ ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ এই বলিয়া দুই তুলসী পত্রে গন্ধ মিশ্রিত করিয়া শ্রীমূর্ত্তির চরণে দিবে।

(১৩) পুষ্প—

ওঁ তুলসী গুণ সম্পন্নং নামগুণ মনোহরম্।
আনন্দ সৌরভং পুষ্পং গৃহ্যতামিদমুত্তমম্।
ইদং সগন্ধ পুষ্পং ওঁ ক্লীং কৃষ্ণায় বৌষট।
শ্রীমূর্ত্তির চরণে ও অর্চ্চন পাত্রে পুষ্প দিবে।

(পুষ্প দেওয়ার সময়ে বৌষট বলিবে) এবং অঙ্গুষ্ঠ অনামিকা অঙ্গুলীদ্বয়েতে অর্পণ করিবে।

(১৪) ধূপ—

ওঁ বনস্পতিরসোৎপন্নো গন্ধাঢ্যঃ সুমনোহরঃ।
আঘ্রেয়ঃ সর্ব্ব দেবানাং ধূপোঽয়ং প্রতি গৃহ্যতাম্।

এষঃ ধূপ ওঁ ক্লীং শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ। অভাবে বিসর্জ্জন পাত্রে জল দিবে। মধ্যমা এবং অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলী যোগে—

(১৫) প্রদীপ—

ওঁ স্ব প্রকাশো মহাজ্যোতিঃ সর্ব্বত স্তিমিরাপহঃ।
সর্ব্বাহ্যাভ্যন্তর জ্যোতিঃ দীপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্।

এষঃ দীপঃ ওঁ ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ তর্জ্জনী অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলী যোগে তৎপর পুষ্পাঞ্জলি, আসন পাদ্যং আচমন নিবেদন করিবে।

ধূপ দীপ দান বিধি—

দীপং দক্ষিণতো দদ্যাৎ পুরতঃ বা ন বামতঃ।
বামতস্তৃতমা ধূপমাগ্রে বা ন তু দক্ষিণে।
ন ভূমৌ বিতরেদ্ধূপং ন সতেন ঘটে তথা।

দেবতার দক্ষিণে দীপ স্থাপন করতঃ নিবেদন করিতে হয়। সম্মুখে বা বামে স্থাপন করিয়া নিবেদন করা নিষিদ্ধ। ধূপ বামদিকে দিবেন, সম্মুখে বা দক্ষিণে দিবেন না। ধূপ আসনে বা ঘটে রাখিয়া নিবেদন করিতে নাই। ঘৃত প্রদীপ দক্ষিণে ও তৈল প্রদীপ বামে নিবেদন করিবেন।

(১৬) নৈবেদ্যং—

ওঁ সৎ পাত্রে শুদ্ধং সুহরি বিবিধানেক ভোজনম্।।
নিবেদয়ামি দেবেশ নৈবেদ্যং প্রতি গৃহ্যতাম্।।

ইদং নৈবেদ্যং ওঁ ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ। ইদং পানীয়ং ওঁ ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ। পঞ্চ অঙ্গুলী যোগে তুলসী নৈবেদ্য পাত্রে দিবে শ্রীকৃষ্ণের মূল মন্ত্রে। প্রথমে শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করিয়া দ্বিতীয় ভোগে তাহা শ্রীরাধার মূল মন্ত্রে শ্রীরাধাকে নিবেদন করিবে।

ইদং পানীয়ং ওঁ ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ
ইদং আচমনীয়ং ওঁ ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ
ইদং তাম্বুলং ওঁ ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ
ইমে মাল্যে ওঁ ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ

অতঃপর যথাশক্তি মূল মন্ত্র, কাম গায়ত্রী, রাধামন্ত্র, রাধা গায়ত্রী জপ করিয়া স্তুতি প্রণাম করিবে।

শ্রীকৃষ্ণ-স্তুতি ও প্রণাম

নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় গো ব্রাহ্মণ হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।।
নমো বিশ্বস্বরূপায় বিশ্বস্থিত্যন্তহেতবে।
বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।।
নমো বিজ্ঞানরূপায় পরমানন্দ রূপিণে।

কৃষ্ণায় গোপীনাথায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।।

নমঃ কমলনেত্রায় নমঃ কমলমালিনে।
নমঃ কমলনাভায় কমলাপতয়ে নমঃ।।
নমঃ মোলিন নেত্রায় বেণুবাদ্য বিনোদিনে।
রাধাধর সুধাপান শালিনে বনমালিনে।।
বর্হাপীড়াভিরামায় রামায়াকুণ্ঠমেধসে।
রমা-মানস-হংসায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।।
কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে।
প্রণত ক্লেশ নাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।।
অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদ-পঙ্কজ স্থিত ধূলি সদৃশং বিভাবয়।

শ্রীরাধার স্তুতি প্রণাম

রাধা রাসেশ্বরী রম্যা রামা চ পরমাত্মনঃ।
রাসোদ্ভবা কৃষ্ণকান্তা কৃষ্ণবক্ষঃস্থল স্থিতা।।
কৃষ্ণপ্রাণাধিদেবী চ মহাবিষ্ণোঃ প্রসূরপি।
সর্ব্বাদ্যা বিষ্ণুমায়া চ সত্যা নিত্যা সনাতনী।।
তপ্তকাঞ্চন গৌরাঙ্গি রাধে বৃন্দাবনেশ্বরি।
বৃষভানুসুতে দেবি প্রণমামি হরিপ্রিয়ে।।
মহাভাবস্বরূপে ত্বং কৃষ্ণপ্রিয়াবরীয়সি।
প্রেমভক্তিপ্রদে দেবি রাধিকে ত্বং নমাম্যহম্।।

বিজ্ঞপ্তি পাঠ

মৎসমোনাস্তি পাপাত্মা নাপরাধী চ কশ্চন।
পরিহারেঽপি লজ্জা মে কিং ব্রুবে পুরুষোত্তম।।
যুবতীং যথা যুনি যুনাঞ্চ যুবতৌ যথা।

মনোহভি রমতে তদ্বৎ মনো মে রমতাং ত্বয়ি।।

ভূমৌ স্খলিতপাদানাং ভূমিরেবাবলম্বনম্।
ত্বয়ি জাতাপরাধানাং ত্বমেব শরণং প্রভো।।
গোবিন্দবল্লভে রাধে প্রার্থয়ে ত্বামহং সদা।
ত্বদীয়মিতি জানাতু গোবিন্দো মাং ত্বয়া সহ।।
রাধে বৃন্দাবনাধীশে করুণামৃতবাহিনি।
কৃপয়া নিজপাদাব্জেদাস্যং মহ্যং প্রদীয়তাম্।।
মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং জনার্দ্দনঃ।
যৎ পূজিতং ময়া দেব পরিপূর্ণ তদস্তু মে।
যদ্দত্তং ভক্তিমাত্রেণ পত্রং পুষ্পং ফলং জলম্।
আবেদিতং নিবেদ্যন্তু তৎ গৃহাণানুকম্পয়া।।
অপরাধ সহস্রাণি ক্রিয়ন্তে অহর্নিশং ময়া।
দাসোঽহমিতি মাং মত্বা ক্ষমস্ব মধুসূদন।।

অথ উপাঙ্গ পূজা

এষঃ সচন্দন পুষ্পাঞ্জলি শ্রীললিতাদি সখিভ্যো নমঃ।

অষ্টসখী প্রণাম—

কারুণ্য কল্পলতিকে ললিতে নমস্তে। রাধা সমানগুণ চাতুরিকে বিশাখে। ত্বং নমামি চম্পকলতেঽচ্যুত চিত্ত চৌরে। বন্দে বিচিত্র চরিতে সখি চিত্রলেখে। শ্রীরঙ্গদেবি দয়িতে প্রণরান্তরঙ্গে। তুভ্যং নমোঽস্তু সুখদে দয়িতেসুদেবি। বিদ্যা বিনোদ সদনেঽপি চতুরঙ্গবিদ্যে। পূর্ণেন্দু খণ্ডনখরে সসখীন্দুলেখা।

এষঃ স চন্দন পুষ্পাঞ্জলি শ্রীরূপ মঞ্জর্য্যাদিভ্যো নমঃ।

এষঃ স চন্দন পুষ্পাঞ্জলি শ্রীনঙ্গ মঞ্জর্য্যাদিভ্যো নমঃ।

অষ্ট-মঞ্জরী প্রণাম—

তাম্বুলার্পণ পাদমর্দ্দন পয়োদানাভি সারাদিভিঃ।
বৃন্দারণ্য মহেশ্বরীং প্রিয়তয়া যাস্তোয়য়ন্তি প্রিয়াঃ।।
প্রাণপ্রেষ্ঠ সখী কুলাদপি কিলাসঙ্কোচিতা ভূমিকাঃ।
কেলী ভূমিষু রূপমঞ্জরী মুখা স্তাদাসিকাঃ সংশ্রয়ে।।
আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।।
শ্রীমদ্ রূপ পদাম্ভোজ ধূলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি।
এতে সগন্ধ পুষ্পাঞ্জলি ওঁ গুরু রূপা মঞ্জর্য্যৈ নমঃ।।

গায়ত্রী—ওঁ ঐ গুরুদেবায় বিদ্মহে রাধা প্রিয়ায়ৈ
ধীমহি তন্নোদেবী প্রচোদয়াৎ।

শ্রীগুরু-রূপা-মঞ্জরী-ধ্যান—

কিশোরীং গোপিকাং রম্যাং রাধিকা প্রীতি ভূষণাম্।
সুন্দরীং সুকুমারাঙ্গীং গুরুং ধ্যায়েৎ প্রযত্নতঃ।
এষঃ গন্ধ পুষ্পং সুদামা শ্রীদামা বসুদামা বৃন্দেভ্যো নমঃ।
এষঃ গন্ধ পুষ্পং নন্দগোপায় নমঃ
বামে শ্রীযশোদায়ৈ নমঃ
তদ্বামে শ্রীরোহিণী দেব্যৈ নমঃ।

আত্মা সমর্পণ

অহং ভগবতো ইং শাহস্মি সদা দাসোহস্মি সর্ব্বথা।
তৎ কৃপা পেক্ষকো নিত্যমিত্যাত্মানং সমর্পয়েৎ।।

শ্রীতুলসী পূজা—

শ্রিয়ঃ শ্রিয়ে শ্রিয়াবাসে নিত্যং শ্রীধর সৎকৃতে।

ভক্ত্যা দত্তং ময়া দেবি অর্ঘ্যং গৃহ্ন নমোহস্তুতে।।

ইদং মহাপ্রসাদ নির্ম্মাল্যাদিকং সর্ব্বং ওঁ তুলস্যৈ নমঃ।
ইদং আচমনীয়ং ওঁ তুলস্যৈ নমঃ।
নির্ম্মিতা ত্বং পুরা দেবৈঃ অর্চ্চিতা ত্বং সুরা সুরৈঃ।
তুলসী হর মেহবিদ্যাং পূজা গৃহ্ন নমোস্তুতে।।

পরিক্রমা—

যানি কানি চ পাপানি জন্ম জন্ম কৃতানি চ।
তানি তানি প্রণশ্যন্তি প্রদক্ষিণে পদে পদে।।

মন্দির-পরিক্রমা নিয়ম—

চতুর্ব্বারং ভ্রমীভিস্ত জগৎ সর্ব্ব চরাচরং।
ক্রান্তং ভবতি বিপ্রাগ্র সতীর্থ গমনাধিকম্।।

হে বিপ্রবর শ্রীভগবানকে চারিবার প্রদক্ষিণ করিলে চরাচর সমুদায় জগৎ প্রদক্ষিণ করা হয় এবং তাহাতে তীর্থ পর্য্যটন অপেক্ষা ও অধিক ফল লাভ হইয়া থাকে।

একাং চণ্ড্যাং রবৌ সপ্ত তিস্রো দদ্যাৎ বিনায়কে।
চতুস্রঃ কেশবে দদ্যাৎ শিবেত্বর্দ্ধ প্রদক্ষিণাং।।

চণ্ডিকে একবার সূর্য্যকে সাতবার, গণেশকে তিনবার, বিষ্ণুকে চারিবার এবং শিবকে অর্দ্ধবার প্রদক্ষিণ করিবে।

আরত্রি নিয়ম—প্রথমে ধূপ সুপ্রক্ষিপ্ত মস্ত্র শঙ্খ জল ছিটাইয়া গন্ধে পুষ্প ধূপায় নমঃ এই বলিয়া পূজা করিবে। প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের নাভি মণ্ডলে কিয়ৎ ক্ষণ ধারণ করিয়া তদনন্তর পঞ্চ প্রদীপঘৃত বাতি প্রজ্বলিত বাম হস্তে ঘণ্টা বাদন করিতে করিতে চরণে চারিবার নাভি দেশে দুইবার মুখ মণ্ডলে একবার সর্ব্বাঙ্গে সাতবার ঘুরাইয়া পরে জল শঙ্খে মুখ মার্জ্জনী কাপড় চামর পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করতঃ সমাপন করিবে। প্রমাণ হরিভক্তিবিলাসে যথা—

মহানীরাজনং কুর্য্যান্মহাবাদ্য-জয়স্বনৈঃ।
প্রজ্জ্বালয়েত্তদর্থঞ্চ কর্পুরেণ ঘৃতেন বা।
আরাত্রিকং শুভে পাত্রে বিষয়ানেকবর্ত্তিকম্।।

মহাবাদ্য জয় ধ্বনি সহকারে মহানীরাজন অর্থাৎ আরাত্রিক করিবেন। এই আরত্রিকের জন্য সুবর্ণাদি ধাতু নির্ম্মিত উত্তম বিস্তীর্ণ পাত্রে কর্পূর বা ঘৃত দ্বারা অনেক বাতি বিশিষ্ট অযুগ্ম অর্থাৎ বিযোড় দীপ প্রজ্বলিত করিবে।

আদৌ চতুষ্পাদ তল প্রদেশে দ্বৌ নাভিদেশে মুখ মণ্ডলে ত্রীন্।
সর্ব্বেষু গাত্রেষু চ সপ্তবারানারাত্রিকং তং মুনয়ো বদন্তি।।
মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং যৎ কৃতং পূজনং হরেঃ।
সর্ব্বং সম্পূর্ণতা মেতি কৃতে নীরাজনে শিবে।। (হ, ভ, বি)

শঙ্কর বলিলেন হে পার্ব্বতি শ্রীভগবানের পূজা যদি মন্ত্র হীন ক্রিয়া হীনও হয় তথাপি আরতি করিলে তৎসমস্তই পূর্ণ হইয়া থাকে।

কোটয়ো ব্রহ্মহত্যানামগম্যাগমকোটয়ঃ।
দহত্যালোকমাত্রেণ বিষ্ণোঃ সারাত্রিকং সুখম্।।

—হ, ভ, বি

আরাত্রিক সময়ে দীপ মালার জ্যোতি দ্বারা শোভিত শ্রীবিষ্ণুর বদনকমল অবলোকন করিবামাত্র কোটী কোটী ব্রহ্মহত্যা ও কোটী কোটী অগম্যাগমন জনিত পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়।

শঙ্খ জল ছিটান মাহাত্ম্য—

অথ শঙ্খোদকং তচ্চ কৃষ্ণ দৃষ্টি সুধোক্ষিতং।
বৈষ্ণবেভ্যঃ প্রদায়াভিবন্দ্য মুর্দ্ধনি ধারয়েৎ।

—হ, ভ, বি

শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টি সুধাসিক্ত আরাত্রিকের শঙ্খ জল বৈষ্ণবগণের মস্তকোপরি প্রোক্ষণ করিয়া প্রণাম পূর্ব্বক নিজ মস্তকে ধারণ করিবেন।

সেই জল যিনি মস্তকে ধারণ করেন তাঁহার আর গঙ্গা স্নান কি প্রয়োজন? এবং তিনি মুক্তি লাভ করেন।

চরণামৃত ধারণ ফল—

বিষ্ণুপাদোদকং পীতং কোটী হত্যাঘনাশনম্।
তদেবাষ্ট গুণং পাপং ভূমৌ বিন্দু নিপাতনাৎ।।
অকাল মৃত্যু হরণং সর্ব্বব্যাধি বিনাশনম্।
বিষ্ণোঃ পাদোদকং পীত্বা শিরসা ধারয়াম্যহম্।।

প্রসাদ নির্ম্মল্য ধারণ—

ত্বয়োপ যুক্ত স্রক্ গন্ধ বাসোহলংকার চর্চ্চিতা।
উচ্ছিষ্ট ভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েমহি।।

ভোগ লাগাইবার নিয়ম—পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবশেষ গদাধরকে, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অবশেষ শ্রীবাসকে এবং শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর অবশেষ অচ্যুতানন্দ তথা অষ্টপ্রধান মহান্তকে দিবেন।

শ্রীকৃষ্ণকে ভোগ দিয়া পুনঃ দ্বিতীয় ভোগে শ্রীরাধারাণীকে সখীগণের সহিত ভোগ দিবেন। পুনঃ ঐ তৃতীয় ভোগ শ্রীরূপ মঞ্জর্য্যাদিকে নিবেদন করিয়া শ্রীগুরুবর্গকে অর্পণ করিবেন।

স্বকীয়া মতে একসঙ্গে শ্রীরাধাকৃষ্ণের ভোগ হইয়া থাকে, কিন্তু আমাদের পরকীয়া মতে নন্দগ্রামে শ্রীকৃষ্ণের ভোজনের পর কুন্দলতা প্রসাদ আনিয়া শ্রীরাধারাণীকে দিতেছেন এই ভাবনা। দুইটি ভোগ লাগাইলে এক মহাপ্রভুকে দিয়া তৎপরে সপার্ষদকে দিবে। অন্যটী শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করিয়া শ্রীরাধারাণীকে সখীগণ সহিত দিবে। সমর্থ হইলে তিনটীও ভোগ দিতে পার। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ভোজনের পর অবশেষ লইয়া এই ভোগটী প্রিয়াজীকে নিবেদন করিতে পার। শ্রীরাধা-কৃষ্ণাভ্যাং নমঃ বলিয়া একসঙ্গে

নিবেদন করিবে না। শ্রীকৃষ্ণের মূল বীজ মন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণকে এবং শ্রীরাধাজীর মূল বীজ মন্ত্রে শ্রীরাধাকে নিবেদন করিবে। শ্রীগুরু-মঞ্জরীকে সমর্পণ করিবে। তদনন্তর মধ্যাহ্ন আরত্রি করিয়া যথাক্রমে সুবাসিত পানীয় স-কর্পুর, তাম্বুল, মাল্য, অনুলেপন ও পুষ্পাঞ্জলি যথাবিধি নিবেদন করিয়া দণ্ডবৎ প্রণামান্তে শয়ন দিয়া মন্দির দ্বার বন্ধ করিবে। শয়ন সময়ে চূড়া বংশী প্রভৃতি খুলিয়া রাখিবে।

আগচ্ছ শয়ন স্থান প্রিয়াভিঃ সহ কেশবঃ।
দিব্যপুষ্পাঢ্যশয্যায়াং সুখং বিহর মাধব।।

অপরাহ্নে শ্রীভগবান্‌কে জাগাইয়া ধূপ আরত্রি এবং শীতলী ভোগ দিবে ব্যজনাদি করিবে। সন্ধ্যাকালে সন্ধ্যারাত্রি বন্দনাদি তথা আলাগি (শৃঙ্গার খোলা) ভোগ, শয়ন, আরত্রি করিয়া শয়ন দিবে মধ্যাহ্নের মত।

শয়ন মন্ত্র—

আরোহ্য আরোহ্য শ্রীগোবিন্দ ধরণী ধর কমলাক্ষ।
শয়নং কুরু গোবিন্দং নমামি পরন্তপ সুখাবহ।।
গোবিন্দ পরমানন্দ যোগনিদ্রাং বিতন্যতাং।
রাধয়া পুষ্প শর্য্যায়াং দাসীগণ নিষেবিতঃ।।
শ্রীমন্দির দ্বার বন্ধ করিয়া বাহিরে আসিয়া প্রণাম করিবে।

শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী অভিষেক

রোহিন্যাদের্বিযুক্তাপি সোপোষ্যা কেবলাষ্টমী।
রোহিণী যোগাভাবেঽপি কেবলাষ্টমীমেব ব্রতং বিধেয়ম্।
বিনা ঋক্ষেন কর্ত্তব্যা নবমী সংযুক্তাষ্টমী সংযোগিকে ব্রতে।।

ইত্যনেন সংযোগাপেক্ষয়া অষ্টম্যাং সংযোগা ভাবে রোহিণ্যামতি পাবনং কার্য্যমেব।

—হ, ভ, বি, ১৫-৩ ল,

অর্দ্ধরাত্রে জন্মাভিষেক করিবে। বৈষ্ণবমতে ষোড়ষোপচার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-পূজা এবং মহাভিষেক হইবে। প্রথমেই অন্য দেবতা-পূজা হইবে না।

স্মার্ত্তমতে ঘটস্থাপন, সঙ্কল্প, পূজন স্বস্তি, স্বস্তি বাচনান্তে হইবে। ততঃ আসন শুদ্ধিঃ ভূত শুদ্ধি মাতৃকাণ্যাশ্যাদি করিয়া গণেশাদি শিবাদি পঞ্চদেবতা আদিত্যাদি নবগ্রহ ইত্যাদি দশদিগপাল প্রভৃতি পূজা বিধান আছে। শ্রীমূর্ত্তি এবং শ্রীনারায়ণ শীলাকে (শালগ্রাম) দ্বারা অভিষেক করিলে উভয় মতেই পুরুষ-সূক্ত মন্ত্রে পূজার বিধান বর্ণনা হইয়াছে।

সঙ্কল্প—ওঁ বিষ্ণোরম্ তৎসদস্য ভাদ্রমাসে কৃষ্ণপক্ষে অষ্টম্যান্তিথৌ অমুক গোত্র শ্রীঅমুকদেব শর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণ প্রীতি কাম, শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী ব্রতাভিষেকং করিষ্যে।

কৃতাঞ্জলি—

ধর্ম্মায় ধর্ম্মেশ্বরায় ধর্ম্ম পতয়ে ধর্ম্ম সম্ভবায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।
আজন্ম মরণং যাবৎ যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতম্।
তৎ প্রণাশয় গোবিন্দ প্রসীদ পরমেশ্বর।।

মহাভিষেক নিয়ম—

ততঃ শঙ্খ স্থিতেনৈব ক্ষীরেণ স্নাপয়েৎ ক্রমাৎ।

দধ্না ঘৃতেন মধুনা খণ্ডনে চ পৃথক্ পৃথক্।।

পঞ্চামৃতাদ্যৈঃ স্নপনং সদা নেচ্ছন্তি তৎ প্রিয়াঃ।
কিন্তু তৈ কাল দেশাদি বিশেষে কারয়ন্তি তৎ।।
স্নানার্থে সুরভি ক্ষীরং মহিষ্যাদ্যাস্তু কুৎসিতং।
ততঃ তোয়েন সংস্নাপ্য সংস্কৃতেন সুগন্ধিনা।
শীত লোপাম্বুনা শকভৃতেন স্নাপয়েৎ পুনঃ।।

প্রথমেই পঞ্চগব্য দ্বারা স্নান করাইয়া পাত্র পৃথক করিবে। তদনন্তর শুদ্ধজলে পঞ্চামৃতে দুধ, দধি, ঘৃত, মধু শর্করা দ্বারা পৃথক করিয়া স্নান এবং সর্ব্বৌষধি জল ফলোদক সর্ব্বতীর্থ জল ১০৮ কলসী জল, সহস্র ঝরণা জলে স্নান।

ধ্যান—

ওঁ মঞ্চাপি বালকং সুপ্তং পর্য্যঙ্কে স্তনপায়িনম্।
শ্রীবৎস বক্ষঃ পুর্ণাঙ্গং নীলোৎপল দল ছবিং।।
(প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহে স্বাগত হইবে না)

আসন—

নানারত্ন ময়ে দিব্যো সুবর্ণ্যদ্যুপ লক্ষিতে।
এহি ত্বমাসনে বিষ্ণো পটবস্ত্র বিভূষিতে।।
ওঁ পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভুতং যচ্চ ভাব্যম্।
উথামৃতত্বসোশানো যদন্নেনাতিরোহতি।
অত্রাসনে ভগবন্ স্বাগতম্ সুস্বাগতম্।।
ইদং আসনং ওঁ ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ।।

পাদ্যম্—

এতাবানস্য মহিমা অতো জ্যায়াঁশ্চ পুরুষঃ।
পাদোহস্য বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।।

এতৎ পাদ্যং ওঁ যজ্ঞায় যজ্ঞেশ্বরায় যজ্ঞায় যজ্ঞসম্ভবা গোবিন্দায়।

অর্ঘ্যম্—

ওঁ ত্রিপাদুর্দ্ধ উদৈৎ পুরুষঃ পাদোঽস্যেহা ভবেৎ পুনঃ।
ততো বিষ্বঙ্ ব্যক্রামৎ সাশনানশনে অভিঃ
ইদ্য অর্ঘ্যং ওঁ ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ।

আচমনীয়ম্—

ততো বিরাড় জায়ত বিরাজো অধি পুরুষঃ।
সজাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ ভূমিমথোপুরঃ।।
ইদং আচমনীয়ম্ ওঁ ক্লীং কৃষ্ণায় স্বধা।।

মধুপর্ক—

ওঁ তস্মাৎ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ সংভৃতং পৃষদাজ্যম্।
পশূঁস্তাঁ শ্চক্রে বায়ব্যানারণ্যা গ্রাম্যাশ্চ যে।।
এষ মধুপর্ক ওঁ ক্লীং কৃষ্ণায় স্বধা।

পুনরাচমনীয়ম্—

ওঁ উচ্ছিষ্টোপ্যশুচি র্বাপি যস্যস্মরণ মাত্রতঃ।
শুদ্ধি মাপ্নোতি তস্মৈ তে পুনরাচমনীয়কম্।।

স্নানীয়ম্—

ওঁ তস্মাৎ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে।
ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাৎ যজুতস্মাৎ অজায়ত ।।
ওঁ যোগায় যোগেশ্বরায় যোগপতয়ে যোগসম্ভবায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।

বস্ত্রম্—

ওঁ তস্মাদ অশ্বা অজায়ন্ত যে কে চোভয়াদতঃ।
গাবোহজজ্ঞিরে তস্মাৎ তস্মাৎ জাতা অজাবয়ঃ।।

ইদং বস্ত্রং ওঁ ক্লীং কৃষ্ণায় কল্পয়ামি।

যজ্ঞ সূত্রম্—

ওঁ তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষন পুরুষঃ জাতমগ্রতঃ
তেন দেবা অযজন্ত সাধ্যা ঋষয়শ্চ যে
ইদং উপবীতং ওঁ ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ
ইদং তিলকং ওঁ ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ

অলঙ্কার—

ওঁ যৎ পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্।
মুখং কিমস্যাসীৎ কিং বাহু কিমুরূপাদা উচ্যেতে।।
ইমানি আভরণানি ওঁ ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ

গন্ধ—

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ বাহু রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরুঃ তদস্য যদ্ বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং গুঁ শূদ্রো অজায়ত।।
এষঃ গন্ধঃ ওঁ ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ।

পুষ্প—

ওঁ চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্য্যো অজায়তঃ।
শ্রোত্রাদ্বাযুশ্চ প্রাণাশ্চ মুখাদগ্নিরজায়ত।
ইদং সগন্ধ পুষ্পং ওঁ ক্লীং কৃষ্ণায় বৌষট্।।

ধূপ—

ওঁ নাভ্যা আসীদন্তরিক্ষ গুঁ শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্ত্তত।
পদ্ভ্যাং ভূমির্দিশঃ শ্রোত্রাৎ তথা লোকাঁ অকল্পয়ন্।
ওঁ বনস্পতি রসোৎপন্নো গন্ধাঢ্যঃ সুমনোহরঃ।
আঘ্রায় সর্ব্ব দেবানাং ধূপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্।।

এষঃ ধূপ ওঁ ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ।

দীপ—

ওঁ যৎ পুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞমতন্বতঃ।
বসন্তো অস্যাসীদাজ্যং গ্রীষ্ম ইধ্মঃ শরদ্ধবিঃ।।
ওঁ স্বপ্রকাশো মহাজ্যোতিঃ সর্ব্বত স্তিমিরাপহঃ।
স বাহ্যাভ্যন্তর জ্যোতিঃ দীপোহয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্।।
এষা দীপঃ ওঁ ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ।

নৈবেদ্যং—

ওঁ সপ্তাস্যাসন্ পরিধয়স্ত্রীঃ সপ্তসমিধঃ কৃতাঃ।
দেবা যদ্ যজ্ঞং তন্বানা অবধ্নন্ পুরুষং পশুম্।।
ওঁ সৎপাত্রে শুদ্ধং সুহরি বিবিধানেক ভোজনম্।
নিবেদয়ামি দেবেন নৈবেদ্যং প্রতিগৃহ্যতাম্।।
ইদং নৈবেদ্যং ওঁ ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ।
ইদং পানীয়ং জলং ওঁ ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ।।
ওঁ বিশ্বায় বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বপতয়ে বিশ্বসম্ভবায় গোবিন্দায় নমো নমঃ

স্তোত্রপাঠ

ওঁ যজ্ঞেন যজ্ঞেমজযন্ত দেবাস্তানি ধর্ম্মাণি প্রথমান্যাসন
যে হ নাকং মহিমানঃ সচন্ত যত্র পূর্ব্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ।
ওঁ অনঘং বামনং শৌরি বৈকুণ্ঠং পুরুষোত্তমঃ।
বাসুদেব হৃষীকেশ মাধবং মধুসূদনম্।
বরাহং পুণ্ডরীকাক্ষং নৃসিংহ দৈত্যসুদন।।
বরাহং পুণ্ডরীকাক্ষং গরুড়ধ্বজ দৈত্যসুদন।।

তদনন্তর ভোগ, আরতি, শয়ন নিত্য সেবা প্রকরণ দ্রষ্টব্য।

শ্রীবলরাম জয়ন্তী

শ্রাবণ পূর্ণিমার মধ্যাহ্নে শ্রীবলদেবের অভিষেক হইবে।

শ্রীবলদেবের ধ্যান—

ওঁ শুদ্ধ স্ফটিকসঙ্কাশং রক্তাম্বুজদলেক্ষণম্।
নীলচেল ধরং স্নিগ্ধং দিব্যগন্ধানুলেপনম্।।
কুণ্ডলা শ্লিষ্ট সদ্‌গণ্ডং সদাঘূর্ণিত লোচনম্।
মুষলং দক্ষিণে পাণৌ বলরামং সদা স্মরেৎ।।

মন্ত্র—ওঁ রাং বলরামায় স্বাহা

গায়ত্রী—ওঁ রাং বলরামায় বিদ্মহে সঙ্কর্ষণায় ধীমহি তন্নো রামঃ প্রচোদয়াৎ।

প্রণাম—

ওঁ নমস্তে তু হলগ্রাম নমস্তে মুষলায়ুধ।
নমস্তে রেবতীকান্ত নমস্তে ভক্তবৎসল।।
নমস্তে বলিনাং শ্রেষ্ঠ নমস্তে ধরণীধর।
প্রলম্বারে নমস্তে তু ত্রাহি মাং কৃষ্ণপূর্ব্বজ।।

শ্রীজগন্নাথের ধ্যান—

ওঁ পীনাঙ্গং দ্বিভুজং কৃষ্ণং পদ্মপত্রায়তেক্ষণম্।
মহোরসং মহাবাহুং পীতবস্ত্রং শুভাননম্।।
শঙ্খচক্র গদাপাণিং মুকুটাঙ্গদ্ ভূষিতম্।
সর্ব্বলক্ষণ সংযুক্তং বনমালা বিভূষিতম্।।
দেবদানব গন্ধর্ব্ব যক্ষ বিদ্যাধরোরগৈঃ।
সেব্যমানং সদাচারু কোটি সূর্য্য সমপ্রভম্।
ধ্যায়েন্নারায়ণং দেবং চতুর্ব্বর্গ ফলপ্রদম্।।

মন্ত্রঃ—ওঁ জগন্নাথ দেবায় নমঃ।

শ্রীবলরামের ধ্যান—

ওঁ বলঞ্চ শুভ্রবর্ণাভং শারদেন্দু সমপ্রভম্।
কৈলাস শিখরাকারং ফণাবিকট বিস্তরম্।।
নীলাম্বর বরঞ্চোগ্রং বলং বলমদোদ্ধতম্।
কুণ্ডলৈকধরং দিব্যং মহামুষল ধারিণম্।।
মহাবলং হলধরং রৌহিণেয়ং বলং প্রভুম্।
মন্ত্র—ওঁ বলদেবায় নমঃ।

শ্রীসুভদ্রার ধ্যান—

সুভদ্রাং স্বর্ণ পদ্মাভাং পদ্মপত্রায়তেক্ষণম্।
বিচিত্র বস্ত্র সংচ্ছন্নাং হার কেয়ুর শোভিতাম্।।
বিচিত্রা ভরণোপেতাং মুক্তাহার বিলম্বিতাম্।
পীনোন্নত কুচাং রম্যা মাদ্যাং প্রকৃতি রূপিকাম।
ভুক্তি মুক্তি প্রদাত্রীঞ্চ ধ্যায়েজামম্বিকাং পরাম্।
মন্ত্র—হ্রীং সুভদ্রায়ৈ নমঃ।

কৃষ্ণঃ—

কৃষ্ণ ধাতোরাকর্ষণে আকর্ষণ করিয়া আনন্দ প্রদান
কৃ কারে কজ্জ্বল বর্ণ উপপাতকে নাশে
গতি শক্তি রতি প্রেম হইতেই আসে
ষ ও কালে লোহিত বর্ণ নরক হইতে
মানবে উদ্ধার করে পাপ জন্মার্জ্জিতে।

শ্রীললিতাদেবীর ধ্যান—

গোরচনা রুচি মনোহর কান্তিদেহং,

ময়ূর পুচ্ছ তুলিতচ্ছবি চারুচেলাং

রাধে! তব প্রিয় সখীঞ্চ গুরুং সখীনাং
তাম্বুল ভঙ্গিললিতাং ললিতাং নমামি।

. গোরচনা রুচি দেহ মনোহর কান্তি। শিখিপিঞ্ছ সম যাঁর বসনের ভাতি, সখীগণ শ্রেষ্ঠ যাঁর তাম্বূল সেবন। হেন ললিতারে রাধে করিয়ে বন্দন। বয়ঃ ১৪ বর্ষ ৮ মাস ২৭ দিন। শ্রীচৈতন্য (গৌরাঙ্গ) লীলায় পুন স্বরূপ গোস্বামী।

শ্রীবিশাখাদেবীর ধ্যান—

সৌদামিনী নিচয় চারুরুচি প্রতিকাং
তারাবলী ললিত কান্তি মনোজ্ঞ চেলাং।।
শ্রীরাধিকে! তব চরিত্র গুণানুরূপাং।
সদ গন্ধ চন্দন রতাং কলয়ে বিশাখাং।।

সৌদামিনী নিচয় সুন্দর তনুভাস। তারাবলী ললিত মনোজ্ঞ পট্টবাস। রাধে! তব চরিত্রগুণের অনুরূপা। তোমাতেই চিত্ত সদা আনন্দ স্বরূপা।। সদা গন্ধ চন্দন আদি সেবা পরায়ণা। হেন বিশাখারে সদা করিয়ে ভাবনা। বয়ঃ ১৪ বর্ষ ২ মাস ১৫ দিন। শ্রীগৌরাঙ্গলীলার পুন শ্রীরামানন্দ রায়।

শ্রীচিত্রা সখীর ধ্যান—

কাশ্মীর কান্তি কমনীয় কলেবরাভাং
সুস্নিগ্ধ কাচনিচয় প্রভচারুচেলাং।।
শ্রীরাধিকে! তব মনোরথ বস্ত্র দানে
চিত্রাং বিচিত্র হৃদয়াং সদয়াং প্রপদ্যে।।

কাশ্মীর গৌরাঙ্গী সিগ্ধ কাচ প্রভাম্বরা। শ্রীরাধিকে। তববস্ত্র সেবা মনোহরা। দয়াদি অশেষগুণে বিচিত্র হৃদয়। শ্রীচিত্রারে সদা আমি করিয়ে আশ্রয়।। বয়সঃ—১৪ বর্ষ ১ মাস ১৪ দিন। শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় পুনঃ শ্রীগোবিন্দানন্দ।

শ্রীইন্দুলেখা সখীর ধ্যান—

নৃত্যোৎসবং হি হরিতাল সমুজ্জ্বলাভ্যাং
সদ্দাড়িমী কুসুম কান্তি মনোজ্ঞ চেলাং
বন্দে মুদা রুচি বিনির্জ্জিত চন্দ্রলেখাং
শ্রীরাধিকে! তব সখী মহামিন্দু লেখ

হরিতাল সমুজ্জ্বল শ্রীঅঙ্গেরকান্তি। দাড়িমকান্তি পট্টবাস তথি চন্দ্রলেখা। জিনি রুচি নৃত্য সেবাপরা। বন্দনা করিয়ে রাধে ইন্দুলেখাবরা। বয়ঃ—১৪ বর্ষ ১ মাস ১৪ দিন।

শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় শ্রীনৃসিংহানন্দ কবিরাজ।

চম্পকলতা সখীর ধ্যান—

সদ্রত্ন চামর করা বর চম্পকাভাং
চাষাখ্য পক্ষ রুচিরচ্ছবি চারুচেলাং
সর্ব্বান্ গুণান্ তুলয়িতুং দধতীং বিশাখাং
রাধেঽথ চম্পকলতাং ভবতীং প্রপদ্যে।

সদ্রত্ন চামর করে চম্পকবরণ। চাষ পক্ষ মুগ্ধ চ্ছবি সুচারু বসনা। শ্রীবিশাখা সম যাঁর সর্ব্বগুণ গণ। চম্পকলতার মুই লইনু শরণ। বয়ঃ ১৪ বর্ষ ২ মাস ১৩ দিন। শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় শ্রীশিবানন্দ সেন।

শ্রীরঙ্গদেবী সখীর ধ্যান—

সৎপদ্ম কেশর মনোহর কান্তি দেহাং
প্রোদ্যজ্জবাকুসুম দীধিতি চারু চেলাং।।
প্রায়েণ চম্পকলতাধিগুণাং সুশীলং
রাধে! ভজে প্রিয়সখীং তব রঙ্গদেবীং।।

সৎপদ্ম কেশর মনোহর দেহদ্যুতি। বিকশিত জবাপুষ্প বাস শোভে তথি। চম্পকলতার সমগুণা রঙ্গদেবী। সেবা উৎকণ্ঠিত

মন সদা তারে সেবি। বয়ঃ ১৪ বর্ষ ২ মাস ৪ দিন। শ্রীগৌরাঙ্গ লীলায় শ্রীগোবিন্দ ঘোষ।

শ্রীতুঙ্গবিদ্যা সখীর ধ্যান—

সচ্চন্দ্র চন্দ্রন মনোরম কুঙ্কুমাভ্যাং
পাণ্ডুচ্ছবি প্রচুর কান্তি লসদুকুলাং।
সর্ব্বত্র কোবিদতয়া মহিতাং সমজ্ঞাং।
রাধে! ভজে প্রিয়সখীং তব তুঙ্গবিদ্যা।।

সুকর্পূর চন্দন কুকুম অঙ্গ শোভা। পাণ্ডর বরণ দিবাবাস মন লোভা। সর্ব্বসেবা জ্ঞাতা সবাকার সম্মানিতা। বন্দি প্রিয়সখী যিঁহতুঙ্গ বিদ্যাখ্যাতা। বয়ঃ ১৪ বর্ষ ২ মাস ২২ দিন। শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় শ্রীগোপী কবিরাজ।

শ্রীসুদেবী সখীর ধ্যান—

প্রতপ্ত শুদ্ধ কনকচ্ছবি চারুদেহাং
প্রোদ্যৎ প্রবাল নিচয় প্রভ চারুচেলাং
সর্ব্বানুজীবন গুণোজ্জ্বল ভক্তি দক্ষাং
শ্রীরাধিকে তব সখীং কলয়ে সুদেবীং।

গলিত কাঞ্চন কান্তি মনোজ্ঞ বরণ। প্রবাল সমুহদ্যুতি সুন্দর বসন। সর্ব্বপ্রিয় গুণগণ ভক্তিতে নিপুণা। হেন সুদেবীর মুই করিনু ভাবনা। বয়ঃ ১৪ বর্ষ ২ মাস ১৪ দিন। শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় বাসুদেব ঘোষ।

শ্রীরূপ মঞ্জরীর ধ্যান—

গোরোচনা নিন্দি নিজাঙ্গ কান্তিং
মায়ুর পিঙ্গাভ সুচীন বস্ত্রাং
শ্রীরাধিকা পাদ সরোজ দাসীং

রূপাখ্যিকাং মঞ্জরীকাং ভজেহহম্।।

উত্তরেতে নব গোরচনা সম গৌরী। শিখি পিঞ্ছ নিভাম্বরা শ্রীরূপ মঞ্জরী। তাম্বূল সেবন পরা রাধাপ্রিয়পাত্রী। নিজ সেবা দিয়া মোরে করিবে কিঙ্করী। বয়ঃ ১৩ বর্ষ ৬ মাস শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় শ্রীরূপ গোস্বামী।

শ্রীরতি মঞ্জরীর ধ্যান—

তারাবলী বাস যুগং বসানাং
তড়িৎ সমানস্য তনুচ্ছবিঞ্চ।
শ্রীরাধিকায়া নিকটে বসন্তীং
ভজে সুরূপাং রতি মঞ্জরীং তাম্।।

অগ্নি কোণেতে স্থিতি শ্রীরতি মঞ্জরী। দামিনী দমন কান্তি বস্ত্র তারাবলী। শ্রীচরণ সেবা যাঁর রাধা পাশে স্থিতি। তাঁহারে ভজিয়ে মুই আনন্দিত মতি। বয়ঃ ১৩ বর্ষ ২ মাস ১ দিন। শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী।

শ্রীলবঙ্গ মঞ্জরীর ধ্যান—

চপলাদ্যুতি নিন্দিত কায়কাং
শুভ তারাবলী শোভিতাম্বরাম্।
ব্রজরাজ সুত প্রমোদিনীং
প্রভজে তাঞ্চ লবঙ্গ মঞ্জরীম্।।

পশ্চিমে কেশরে শোভে লবঙ্গ মঞ্জরী। বিজুরী সমান কান্তি বস্ত্র তারাবলী। সেবা শ্রীলবঙ্গ মালা মণীন্দ্র ভূষণা। কৃষ্ণ সুখদাত্রী তাঁরে করিয়ে ভাবনা। বয়ঃ ১৩ বর্ষ ৬ মাস ১ দিন। শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় শ্রীসনাতন গোস্বামী।

শ্রীরস মঞ্জরী ধ্যান—

হংস পক্ষ রুচিরেণ বাসসা
সংযুতা বিকচ চম্পক দ্যুতিং।
চারু রূপ গুণ সম্পদান্বিতাং

সর্ব্বদাপি রস মঞ্জরী ভজে।

পূর্ব্ব দিকে কিঞ্জলেতে শ্রীরসমঞ্জরী। হংসপক্ষ বসনা চম্পক কান্তি গৌরী। চিত্রসেবা পরায়ণা সর্ব্বগুণযুতা। তাঁহারে চিন্তিয়ে আমি হৈয়া হরষিতা। বয়ঃ ১৩ বৎসর। শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী।

শ্রীগুণ মঞ্জরীর ধ্যান—

জবানিভ দুকুলাঢ্যাং তড়িতদালি তনুচ্ছবিং।
কৃষ্ণামোদ কৃতাপেক্ষাং ভজেঽহং গুণ মঞ্জরীম্।।

শ্রীগুণ মঞ্জরী দক্ষিণেতে সদাস্থিতি। জবাতুল্য বসনা তড়িওসম কান্তি।। বারি সেবা পরায়ণা অতি মনোহরা। রাধাকৃষ্ণ সুখচেষ্টা চিন্তিয়ে তৎপরা। বয়ঃ ১৩ বর্ষ ১ মাস ১৭ দিন। শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী।

শ্রীমঞ্জুলালী মঞ্জরীর ধ্যান—

প্রতপ্ত হেমাঙ্গ রুচিং মনোজ্ঞাং
শোনাম্বরাং চারু সুভূষণাঢ্যাং।
শ্রীরাধিকা পাদ সরোজ দাসীং
তাং মঞ্জুলালীং নিরতং ভজামি।।

ঈশানেতে মঞ্জুলালী মঞ্জরী সুন্দরী। প্রতপ্ত হেমাঙ্গ কান্তি শোনাম্বর ধারী। মনোহর ভূষণেতে সুন্দর ভূষিতা। রাধাপদ দাসী তাঁরে ভাবিয়ে সর্ব্বদা। বয়ঃ ১৩ বর্ষ ৬ মাস ১ দিন। শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় শ্রীলোকনাথ গোস্বামী।

শ্রীবিলাস মঞ্জরীর ধ্যান—

স্বর্ণ কেতকী বিনিন্দি কায়কাং
নিন্দিত ভ্রমর কান্তি কাম্বরাং।
কৃষ্ণ পাদ কমলোপসেবিনী-
মর্চ্চয়ামি সুবিলাস মঞ্জরীং।।

নৈর্ঋত কেশর স্থিতি মঞ্জরী। সুবর্ণ কেতকী কান্তি অঙ্গের মাধুরী। ভ্রমরাভ দ্যুতি জিনি অম্বর ধারিণী। নাগজ অঞ্জন সেবায় সর্ব্বদা সুখিনী। রাধাকৃষ্ণ-সুখ-চেষ্টা আন নাহি জানে। তাঁহারে চিন্তিয়ে আমি আনন্দিত মনে। বয়ঃ ১২ বর্ষ ১১ মাস ২৬ দিন। শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় শ্রীজীব গোস্বামী।

শ্রীকস্তুরী মঞ্জরীর ধ্যান—

বিশুদ্ধ হেমাজ্ঞ কলেবরাভাং
কাচ দ্যুতি চারু মনোজ্ঞ চেলাং।
শ্রীরাধিকায়া নিকটে বসন্তীং
ভজাম্যহং কস্তুরী মঞ্জরীং তাম্।।

বায়ু কোণে কেশরেতে কস্তুরী মঞ্জরী। কনক সমান কান্তি কাচাম্বর ধারী। রাধাকৃষ্ণ পাশে থাকি চন্দন সেবা করে। তাঁহারে সেবিয়ে সদা আনন্দের ভরে। বয়ঃ ১৩ বৎসর। শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ।

শ্রীকনক মঞ্জরীর ধ্যান—

বৃন্দাবনে যোগপীঠে কনক বায়ব্যদলে।
কিঞ্জল্ক দলমধ্যস্থা রত্নসিংহাসন স্থিতা।
শ্যামপ্রিয়া প্রিয়া রূপা মাধুর্য্য গুণমণ্ডিতা।
কনক মঞ্জরী সেব্যা ললিতাগণ মধ্যগা।।

শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু।

শ্রীঅনঙ্গ মঞ্জরী—বয়ঃ ১২ বৎসর। ইন্দ্রীবর বসন তাম্বুল সেবা শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় শ্রীজাহ্নবা দেবী।

শ্রীকলাবতী—বয়ঃ ১২ বৎসর। হরি চন্দন বর্ণ, শুকপক্ষ বস্ত্র পাকান্ন সেবা। শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ।

শ্রীশুভাঙ্গ মঞ্জরী—বয়ঃ ১২ বৎসর। তড়িত বর্ণ, পুষ্প চয়ন সেবা। শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় শ্রীকর্ণপুর।

শ্রীহরিণাক্ষ মঞ্জরী—বয়ঃ ১২ বৎসর। স্বর্ণবর্ণ, অপরাজিত বসন জাদ রচনা সেবা। শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় শ্রীনৃসিংহানন্দ কবিরাজ।

রত্ন রেখা—* * মনশিলা বর্ণ, চাঞ্চরিক বস্ত্র, শৃঙ্গার সেবা শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় শ্রীভগবান্ কবিরাজ।

শিখাবতী—* * কর্ণিকার পুষ্পবর্ণ, তিত্তিরী পুষ্প বসন তাম্বুল সেবা। শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় শ্রীবল্লবী কান্ত কবিরাজ।

কন্দর্প মঞ্জরী—* * অশোক বর্ণ, চিত্রিত বসন, চরণ ধাবন সেবা। শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় শ্রীগোপীরমণ কবিরাজ।

ফুলমল্লিকা—বয়ঃ ১২ বৎসর। শ্যামবর্ণ ইন্দ্রধনু বসন, কুঞ্জ সংস্কার সেবা। শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় শ্রীগোকুল কবিরাজ।

সুবলা দেবী—বিদ্যুৎ বর্ণ মেঘান্তর বসন উত্তর দ্বার সেবা গৌরাঙ্গলীলায় শ্রীজগন্নাথ চক্রবর্ত্তী।

বৃন্দাদেবী—স্বর্ণ চম্পক বর্ণ কন্দুক পুষ্প, বসন, পূর্ব্ব দ্বার সেবা। শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় মুকুন্দ ঠাকুর। দক্ষিণ দ্বার সেবা।

বৃন্দারিকা দেবী—কুমুদ বর্ণ নীলাম্বর বসন দক্ষিণ দ্বার সেবা। শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় শ্রীশিবানন্দ।

মেনা দেবী—হরিতবর্ণ কুমুদান্তর বসন, পশ্চিম দ্বার সেবা। শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় শ্রীমাধব চক্রবর্ত্তী।

গোবর্দ্ধন প্রণাম

সপ্তাহমেবাচ্যুত হস্ত পঙ্কজে, ভৃঙ্গায় মানং ফলমুল কন্দরৈঃ।

সংসেব্যমানং হরিমাত্মবৃন্দকৈর্গোবর্দ্ধনাদ্রিং শিরসা নমামি।

রাধাকুণ্ডের প্রণাম

শ্রীবৃন্দাবিপিন সুরম্যমপি তচ্ছ্রীমান্ স গোবর্দ্ধনঃ।
সা রাসস্থলিকাপ্যলং রসময়ৈঃ কিন্তাবদন্য স্থলৈঃ।।
যস্যাপ্যংশলবেন নার্হতি মনাক্ সাম্যং মুকুন্দস্য তৎ।
প্রাণেভ্যোঽপ্যধিকং প্রিয়েব দয়িতং তৎ কুণ্ডমেবাশ্রয়ে।।

শ্যামকুণ্ডের প্রণাম

দুষ্টরিষ্টবধে স্বয়ং সমভবৎ কৃষ্ণাঙ্ঘ্রি পদ্মাদিদং।
স্ফীতং যন্মকরন্দ বিস্তৃতিরিবারিষ্টাখ্যনিষ্টং সরঃ।।
সোপানৈঃ পরিরঞ্জিতং প্রিয়তয়া শ্রীরাধয়া কারিতৈঃ।
প্রেম্নালিঙ্গদিব প্রিয়াঝর ইদং তন্নিত্যমিত্থং ভজে।।

যমুনা প্রণাম

গঙ্গাদি তীর্থ পরিষেবিত পাদ-পদ্মাং।
গোলক সৌখ্য-রস পুর মহিং মহিম্না।।
আপ্লাবিতাখিল সুসাধু জলাং সুখাব্ধৌ।
রাধা মুকুন্দ মুদিতাং যমুনাং নমামি।।

—০—
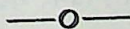
শ্রীবিষ্ণু নারায়ণ পূজা

শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎভাবে সেবা করিতেছেন আমি তাঁহার আনুগত্যে সেবা করিতেছি এই ভাব লইয়া সেবা করিবে। প্রারম্ভিক শ্রীগৌরাঙ্গপূজা প্রকরণ দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বমঙ্গলং মাঙ্গল্যং বরেণ্য বরদং শুভম্
নারায়ণং নমস্কৃত্য সর্ব্বকর্ম্মাণি কারয়েৎ।।
ওঁ মঙ্গলং ভগবান্ বিষ্ণু মঙ্গলং গরুড়ধ্বজং।
মঙ্গলং পুণ্ডরিকাক্ষং মঙ্গলং মধুসূদন।।
মাধবো মাধবো বাচি মাধবো মাধবো হৃদি
স্মরন্তি সাধবো নিত্যং সর্ব্ব কার্য্যেষু মাধব।।
স্বস্তি বাচন পূর্ব্বক নারায়ণ ধ্যান
ধ্যোয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী
নারায়ণ সরসিজাসন সন্নিবিষ্ট
কেয়ুরবান কনককুণ্ডলবান কিরীটী
হারী হিরণ্যময় বপু ধৃত শঙ্খচক্রঃ।

বিষ্ণু ধ্যান—

শান্তাকারং ভুজগশয়নং পদ্মনাভং সুরেশং।
বিশ্বাধারং গগন সদৃশং মেঘবর্ণং শুভাঙ্গম্।।
লক্ষীকান্তং কমল নয়নং যোগিভি র্ধ্যান গম্যং।
বন্দে বিষ্ণুং ভবভয়হরং সর্ব্বলোকৈকনাথম্।।
পুরুষ সুক্ত দ্বারা স্নান জন্মাষ্টমী প্রকরণ দ্রষ্টব্য
এষঃ গন্ধ ওঁ নারায়ণায় বিষ্ণবে নমঃ
এতদ্ পুষ্পং ওঁ নারায়ণায় বিষ্ণবে নমঃ

এষঃ ধূপ ওঁ নারায়ণায় বিষ্ণবে নমঃ
এতদ দীপ ওঁ নারায়ণায় বিষ্ণবে নমঃ
এতন্নৈবেদ্যং ওঁ নারায়ণায় বিষ্ণবে নমঃ

গায়ত্রী—নারায়ণায় বিদ্মহে বাসুদেবায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ।

মন্ত্র—

ওঁ তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সুরয়ঃ।
দিবীব চক্ষুরাততম্ ওঁ নম নারায়ণায় বিষ্ণবে নমঃ।।

প্রণাম—

ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণ হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।।

শ্রীরাম নবমী

মধ্যাহ্নে মর্য্যাদা পুরুষোত্তম রামচন্দ্রের অভিষেক শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী সদৃশ করণীয়।

র-কার বর্ণ হয় চন্দ্র সূর্য্যজ্যোতি।
অজ্ঞানতম নাশক শক্তি ধৃত।
ম-কার স্বরূপ জ্যোতি কলঙ্ক রহিত।
নিত্য স্থায়ী হয় মিথ্যা পাপ বিনাশিত।
এইরূপ প্রত্যেক বর্ণ আছে শক্তিচয়।
এই বর্ণগুলি যবে সম্মিলিত হয়।
ধরয়ে অসীম শক্তি বস্তুনাম তার।
ষোল বত্রিশ অক্ষর জগতে প্রচার।।
চৈত্রে কুর্য্যাৎ সিতে পক্ষে শ্রীরাম নবমী ব্রতং।
যস্তু রাম নবম্যাং হি ভুঙক্তে মোহাদ্বিমূঢ়ধীঃ
কুম্ভীপাকেষু ঘোরেষু পচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ।।

চৈত্র মাসে শুক্লপক্ষে শ্রীরামনবমী ব্রত করিবে। মোহ বশতও শ্রীরাম নবমীতে আহার করিলে ভীষণ কুম্ভীপাক নরকে পচিতে হইবে সন্দেহ নাই।

একামপি নরো ভক্ত্যা শ্রীরামনবমীং মুনে।
উপোষ্য কৃতকৃত্যঃ স্যাঃ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।

ভক্তিপূর্ব্বক একটি রামনবমী ব্রত করিলে সর্ব্বপাপ মুক্ত হইয়া কৃত কৃত্য হওয়া যায়।

ধ্যান—

ওঁ কালাম্ভোধর কান্তি কান্ত মনিশং বীরাসনা ধ্যাসিনং।

মুদ্রাং জ্ঞানময়ীং দধানমপরং হস্তাম্বুজং জানুনি।।

সীতা পার্শ্বগণং সরোরুহ করাং বিদ্যুন্নিভাং রাঘবং।
পশ্যন্তং মুকুটাঙ্গদাদি বিবিধা কল্পোজ্জলাঙ্গং ভজে।।
মন্ত্র ওঁ রাং রামায় স্বাহা

গায়ত্রী—দাশরথায়ে বিদ্মহে সীতারামায় ধীমহি তন্নো রামঃ প্রচোদয়াৎ।

মহাশৈলং সমুৎপাট্য ধাবন্তং রাবণং প্রতি।
তিষ্ঠ তিষ্ঠ রণে দ্রষ্টু ঘোররাবং সমুৎ সৃজ।।
লাক্ষারসারুণং রৌদ্রং কালান্তক যমোপমম্।
জ্বলদগ্নিলসন্নেত্রং সূর্য্য কোটী সম প্রভম্।
অঙ্গদাদ্যৈঃ মহাবীরৈঃ বেষ্টিতং রুদ্র রূপিণম্
মন্ত্রঃ হং হনুমতে রুদ্রাত্মক হুঁ ফট্।

শ্রীনৃসিংহ-চতুর্দ্দশী

বৈশাখে শুক্লপক্ষে তু চতুর্দশ্যাং মহাতিথৌ।
নৃহরেরবতাবাত্তাং যত্নতঃ সমুপোষয়েৎ।
মহাপুণ্য তমায়াঞ্চ সায়ং বিষ্ণুং প্রপূজয়েৎ।।

বৈশাখ মাসের শুক্ল চতুর্দ্দশী মহাতিথির সন্ধ্যাকালে শ্রীনৃসিংহদেব অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া এই মহাপুণ্যময়ী তিথিকে উপবাস করিয়া সন্ধ্যাকালে বিষ্ণুর পূজা করিবে। অভিষেক পূর্ব্ববৎ।

নৃসিংহ মন্ত্র—আং হ্রীং ক্ষৌ ক্রৌ হং ফট্

[ওঁ উগ্রংবীরং মহাবিষ্ণুং জ্বলন্তং সর্ব্বতোমুখং। নৃসিংহং ভীষণং ভদ্রং মৃত্যু মৃত্যুং নমাম্যহম্]

গায়ত্রী—বজ্রনখায় বিদ্মহে তীক্ষ্ম দংষ্ট্রায় ধীমহি তন্নো নৃসিংহঃ প্রচোদয়াৎ।

নৃসিংহ কবচ— * * * * *

শ্রীবামন-দ্বাদশী এবং রাধাষ্টমী

ভাদ্র শুক্লা দ্বাদশী মধ্যাহ্নে শ্রীবামনদেবের অভিষেক শালগ্রামে হইবে এবং পূজা বিষ্ণু পূজাবৎ। ভাদ্র শুক্লাতে শ্রীরাধাষ্টমী মধ্যাহ্নে শ্রীরাধারাণীর অভিষেক শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী সদৃশ হইবে কিন্তু শ্রীরাধারাণীর মূল মন্ত্র দ্বারা পূজা হইবে।

ভাদ্রস্য শুক্লা দ্বাদশ্যাং যুক্তায়াং শ্রবণেন হি।
উপোষ্য সঙ্গমে স্নাত্বা দেবং বামনমর্চ্চয়েৎ।

ভাদ্র মাসের শুক্লা-দ্বাদশী শ্রাবণা নক্ষত্র যুক্ত হইবে তাহাতে উপবাস পূর্ব্বক নদী সঙ্গমে স্নান করিয়া বামনদেবের অর্চ্চনা করিবে।

যদি ন প্রাপ্যতে ঋক্ষং দ্বাদশ্যাং বৈষ্ণবং ক্বচিৎ।
একাদশী তদোপোষ্যা পাপঘ্নী শ্রবণান্বিতা।

যদি দ্বাদশীতে রাত্রাদি কোনও সময়ে শ্রবণানক্ষত্রের যোগ না হয় তবে শ্রাবণান্বিতা পাপহারিণী একাদশী উপবাস করিবে।

দিনদ্বয়েঽপি শ্রাবণা ভাবে তদ্ যোগ হানিতঃ
একাদশ্যা মুপোষ্যৈব দ্বাদশ্যাং বামনং যজেৎ।।

একাদশী ও দ্বাদশী এই উভয় দিনে যদি শ্রবণার অভাব হয় তবে উক্ত যোগের অর্থাৎ দেবদুন্দুভি যোগের একদিনে অর্থাৎ একাদশী দ্বাদশী বুধবার শ্রবণা নক্ষত্রের যোগ হানি হেতু একাদশীতে উপবাস করিয়া দ্বাদশীতে বামনদেবের অর্চ্চনা করিবে। যেহেতু ভগবান বামনদেব দ্বাদশীতে আবির্ভাব হইয়াছিলেন। যদি মধ্যাহ্নে দ্বাদশী না থাকে তাহা হইলে দ্বাদশী মধ্যেই শ্রীবামনদেবের অর্চ্চন হইবে। দ্বাদশীক্ষয় হইলে একাদশীর নিশাভাগে বা পরদিন দ্বাদশীতে শ্রীবামনদেবের পূজা করিবে। গীত বাদ্য ও শাস্ত্র পাঠ সহকারে রাত্রি জাগরণ করিয়া পরে প্রাতঃকালে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া দ্বাদশী মধ্যেই পারণ করিবে।

চাতুর্ম্মাস্য ব্রত

একদশ্যান্তু গৃহ্নীয়াৎ সংক্রান্তৌ কর্কটস্য তু।
আষাঢ়্যাং বা নরো ভক্ত্যা চাতুর্ম্মাস্যোদিতং ব্রতং। (হ, ভ, বি)

আষাঢ় শুক্ল শয়নৈকাদশী হইতে কার্ত্তিক শুক্ল পক্ষতে উত্থান একাদশী পর্য্যন্ত, বা কর্কট সংক্রান্তি (আষাঢ় সংক্রান্তি) হইতে কার্ত্তিক সংক্রান্তি পর্য্যন্ত, অথবা আষাঢ় পূর্ণিমা হইতে কার্ত্তিক পূর্ণিমা পর্য্যন্ত চাতুর্ম্মাস্য ব্রত করা হয়। নিয়ম যথা—

ভূমিতে শয়ন, লবণ তৈল বর্জ্জন। তাম্বূল মধু, দধি দুগ্ধ ত্যাগ করিবে, ধাতু পাত্রে ভোজন করিবে না। ক্ষৌর কার্য্য নিষেধ, শিম, বরবটী, কলমীশাক, পটল, মাদক দ্রব্য ভক্ষণ নিষেধ। বিশেষ শ্রাবণে শাক, ভাদ্রে দধি আশ্বিনে দুধ ও কার্ত্তিকে আমিষ বর্জ্জন করিয়া শ্রবণ কীর্ত্তনাদি দ্বারা ব্রত পালন করিবে।

কার্ত্তিকে রাধাদামোদর ব্রত

কার্ত্তিকেঽস্মিন বিশেষেণ নিত্যং কুর্ব্বীত বৈষ্ণবঃ।
দামোদরার্চ্চনং প্রাতঃ স্নানদানব্রতাদিকম্।। (হ, ভ, বি)

বৈষ্ণব জনঃ বিশেষতঃ কার্ত্তিক মাসে নিত্য নিয়ম করিয়া দামোদরার্চ্চন প্রাতঃ স্নান দান, ব্রতাদি করিবেন। নিয়ম করে করার জন্য নিয়ম সেবা বলা হয়। দাম উদরে যস্য অর্থাৎ দড়ি দিয়া মা যশোদা যাহার উদরে বেন্ধে ছিলেন সেই দামোদর পূজা কার্ত্তিক মাসে হয়। সকল মাসের মধ্যে উত্তম। প্রত্যহ দামোদরাষ্টক পাঠ করিবে। শ্রবণ কীর্ত্তনাদি দ্বারা ব্রত

পালন করিবে। হবিষান্ন ভোজন করিবে। আকাশ প্রদীপ সন্ধ্যায় দামোদর

প্রীতি উদ্দেশ্যে দিবে। চাতুর্ম্মাস্য ব্রতের মত ঐ সমস্ত বর্জ্জন করিবে। আশ্বিন শুক্লা একাদশী হইতে প্রারম্ভ করিয়া কার্ত্তিক শুক্লা একাদশীতে সমাপ্ত হয় অথবা আশ্বিন পূর্ণিমাতে আরম্ভ করিলে কার্ত্তিক পূর্ণিমাতে সমাপ্ত হয়।

গঙ্গা-পূজা

গঙ্গা ধ্যান—

ওঁ চতুর্ভুজাং ত্রিনেত্রাঞ্চ সর্ব্ববয়ব ভূষিতাং।
রত্ন কুম্ভাং সিতাম্ভোজাং বরদাভয়ং প্রদাং।।
শ্বেত বস্ত্র পরীধানাং মুক্তামণি বিভূষিতাম্।
ততো ধ্যায়েৎ সুরূপাঞ্চ চন্দ্রাযুত সমপ্রভাম্।।
চানরৈর্বীজ্য মানাঞ্চ শ্বেতচ্ছত্রোপ শোভিতাম্।
সুপ্রসন্নাং সুবদনাং করুণার্দ্র নিজান্তরাম্।।
সুধাপ্লাবিত ভুপৃষ্ঠামাদ্র পঙ্কানুলেপনাং।
ত্রৈলোক্য নমিতাং গঙ্গাং দেবাদিভিরভিষ্টুতাং।।
দিব্যরূপ বিভূষাঞ্চ দিব্যমাল্যানু লেপনাম্।

গৌর গঙ্গা ধ্যান—

নবদ্বীপ প্রকর কুসুমামোদ বলিতাং।
স্ফুরদ্রত্ন শ্রেণী চিত তট সুতীর্থাবলি যুতাম্।।
হরে গৌরাঙ্গস্যাতুল চরণ রেণুক্ষিত তনুং।
সমুদ্যৎ প্রেমোর্ম্মি তুমুল হরি সংকীর্ত্তন রসে।।
প্রভু ক্রীড়া পারীমমৃত রস গাত্রী মুষি ঘটা

শিব ব্রহ্মোদ্রাদীড়িক মহিত মাহাত্ম্য মুখরাং

লসৎ কিঞ্জল্কাম্ভোজনি মধুপ গর্ভোরু করুণামহং
বন্দে গঙ্গামঘনিকর ভঙ্গজল কণাম্।।

মন্ত্র—

গাং গঙ্গায়ৈ বিশ্বমুখ্যায়ৈ শিবামৃতায়ৈ
শান্তি প্রদায়িন্যৈ নারায়ণ্যৈ নমো নমঃ।

প্রণাম—

সদ্য পাতক সংহন্ত্রী সদ্যো দুঃখ বিনাশিনী।
সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা গঙ্গৈব পরমা গতিঃ।

গঙ্গা স্তোত্রং

দেবি সুরেশ্বরি ভগবতিঃ গঙ্গে ত্রিভুবন তারিনি তরল তরঙ্গে
শঙ্কর মৌলি নিবাসিনি বিমলে, মম মতিরাস্তাং তব পদ কমলে।। ১।।
ভাগীরথি সুরদায়িনি মাত, স্তব জল মহিমা নিগমে খ্যাতঃ।
নাহং জানে তব মহিমানং, ত্রাহি কৃপাময়ি মামজ্ঞানম্।। ২।।
হরি পাদপদ্ম বিহারিণি গঙ্গে, হিম বিধু মুক্তা ধবলতরঙ্গে।
দূরী কুরু মম দুষ্কৃতি ভাবং, কুরু কৃপয়া ভবসাগর পারং।। ৩।।
তবজল মমলং যেনমিপীতং, পরম পদং খলু ন তেন গৃহীতং।
মাত র্গঙ্গে ত্বয়ি যো ভক্তঃ, কিল তং দ্রষ্টুং ন যমঃ শক্তিঃ।। ৪।।
পতিতো দ্ধারিণি! জাহ্নবি! গঙ্গে, খণ্ডিত গিরিবর মণ্ডিত ভঙ্গে।
ভীষ্মজননী খলু মুনিবর কন্যে, পতিতোদ্ধারিণি! ত্রিভুবন ধন্যে।। ৫।।
কল্পলতামিব ফলদাং লোকে, প্রণমতি যস্তাং ন পততি শোকে।
পারাবার বিহারিণি! মাত র্গঙ্গে, বিমুখ বনিতাকৃত তরলাপাঙ্গে।। ৬।।
তব কৃপয়া চেৎ স্রোতঃ স্নাতঃ, পুনরপি জঠরে সোহপি ন জাতঃ।

নরক নিবারিণি! জাহ্নবি! গঙ্গে!, কলুষ বিনাশিনি মহিম্নোতুঙ্গে।। ৭

পরিসর দঙ্গে! পূর্ণ তরঙ্গে! জয় জয় জাহ্নবি করুণাপাঙ্গে।
ইন্দ্র মুকুট মণি রাজিত চরণে, সুখদে! শুভদে! সেবক শরণে।। ৮।।
রোগং শোকং তাপং পাপং হর মে ভগবতি! কুমতি কলাপং।
ত্রিভুবন সারে বসুধা হারে! ত্বমসি গতির্ম্মম খলু সংসারে।। ৯।।
অলকানন্দে পরমানন্দে কুরু ময়ি করুণাং কাতরং বন্দ্যে।
তবতট নিকটে যস্য নিবাসঃ খলু বৈকুণ্ঠে তস্য নিবাসঃ।। ১০।।
বরমিহ্ নীরে কমঠো মীনঃ, কিম্বা তীরে শরটঃ ক্ষীণঃ।
অথবা গব্যূতি শ্বপয়ে দীন স্তব নহি দূরে নৃপতি কুলীনঃ।। ১১।।
ভোঃ ভূবনেশ্বরী পূণ্যে ধন্যে! দেবী! ব্রহ্মময়ি! মুনিবর কন্যে।
গঙ্গাস্তবমিম মমলং নিত্যং পঠতি নরো সজয়তি সত্যং।। ১২।।
যেষাং হৃদয়ে গঙ্গা ভক্তি স্তেষাং ভবতি সদা সুখ মুক্তিঃ।
মধুর মনোহর পজ্ঝটি কান্তিঃ পরমানন্দ কলিত ললিতাভিঃ।। ১৩
গঙ্গা স্তোত্রমিদং ভবসারং বাঞ্ছিত ফলদং বিগলিত ভারং
শঙ্কর সেবন শঙ্কর রচিতং পঠতি চ বিষরীদ মিতি।। ১৪।।
শ্রীশঙ্করাচার্য্যেণ কৃতঃ শ্রীগঙ্গা-স্তোত্র সমাপ্তম্।।

—০—

গ্রন্থ দ্বিতীয়াংশ

ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, দীক্ষার্চ্চন
(সাধকের সিদ্ধ পদ্ধতি)

স্বস্তিবাচনম্

(যজুর্ব্বেদ ২৫ অধ্যায় ১৪ শ্লোক হইতে)

আনো ভদ্রাঃ ক্রতবো যন্তু বিশ্বত্যেঽ দব্ধাসো

অপরীতাস উদ্ভিদঃ (যজুর্ব্বেদ ২৫-২৪) দেবাণো যথা সদমিদ

বৃধে অসন্ন প্রাযুবো রক্ষিতারো দিবে দিবে।

দেবানাং ভদা সুমতি ঋজুয়তাং দেবানাং রতি রভিনো নিবর্ত্ততাম্

দেবানাং গুঁ সখ্যমুপ সেদিমা বযং দেবান আয়ুঃ প্রতিরন্তু জীবসে

তান পূর্ব্বয়া নিবিদাহ্যমহে বয়ং ভগমিত্র মদিতিং দক্ষমস্বিধবম্

অর্য্যমণং বরুণ গুঁ সোমমশ্বিনা সরস্বতীনঃ সুভগাময়স্করত

তন্নো বাতো ময়ো ভুবাতু ভেষজং তন্মাতা পৃথিবী তৎপিততাদৌঃ

তদ গ্রাবাণঃ সম সুতো ময়ো ভুবস্ত দশ্বিনা শৃণুতং ধিষণ্যাযুবং

তমী শানং জগত স্তস্তুষস্পতিং ধিয়ঞ্জিগৃমবসেহমহে বয়ম্।

পুষাণো যথা বেদ সামসদ বৃধে রক্ষিতা পায়ুর দব্ধঃ স্বস্তয়ে।

স্বস্তি নঃ ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পুষা বিশ্ববেদাঃ

স্বস্তি ন স্তার্ক্ষো অরিষ্ট নেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতি র্দধাতুঃ।

পৃষদশ্বা মরুতঃ পৃশ্নি মাতরং শুভং যাবানো বিদর্থেষু জগ্ময়ঃ।

অগ্নি জিহ্বা মনবঃ সুর চক্ষসো বিশ্বে নো দেবা অবসাগমন্নিহ

ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবাঃ ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভি র্য জত্রাঃ

স্থিরৈ রঙ্গৈ স্তুষ্টুবাং গুঁ সস্তনুভি র্ব্যশেমহি দেব হিতং যদায়ুঃ

শতভিন্নু শরদোহন্তি দেবা যত্রা ন শ্চক্রা জর সতনুনাম্।

পুত্র সো যত্র পিতরো ভবন্তি মানো মধবা রীরিষতা যুর্গন্তোঃ

অদিতি দৌর দিতি রন্দরিক্ষ মদিতি মাতা সপিতা সপুত্রঃ

বিশ্বে দেবা অদিতি পঞ্চ জনা অদিতি জাত মদিতি জনিত্বম্।

তং পত্নীভিরনু গচ্ছেমঃ দেবাঃ পুত্রৈ ভর্তৃভ্ রুত বা হিরণৈঃ

না কং গৃভণা নাঃ সুকৃতস্য লোকে তৃতীয়ে পৃষ্টে অবিরোচনে দিবঃ

দৌঃশান্তিরন্তরিক্ষং গুঁ শান্তিঃ পৃথিবী শান্তিরাপঃ শান্তি রোষধয় শান্তিঃ

বনস্পতয়ঃ শান্তি বিশ্বে দেবা শান্তিঃ ব্রহ্মা শান্তিঃ সর্ব্বং গুঁ শান্তিঃ।

|

শান্তিরের শান্তিঃ সমা শান্তি রেধি। (যজুর্ব্বেদ ৩৬/১৭)

\- - -

| | | |

ওঁ যতো যতো সমীহসে ততো নো অভয়ং কুরু।

\- -

| | |

শং নঃ কুরু প্রজাভ্যোঽহ ভয়ং নঃ পশুভ্যঃ হরি ওঁ তৎ সৎ

\- -

(যজুর্ব্বেদ ৩৬। ২২)

যর্জুর্বেদীয় ঘট স্থাপন—ভূমি স্পর্শ করিয়া মন্ত্র পাঠ করিবে। ওঁ ভূরসি ভূমিরস্যদিতিরসি বিশ্ব ধায়া বিশ্বস্য ভূবনস্য ধর্ত্রী। পৃথিবীং যচ্ছ পৃথিবীং দৃংহ, পৃথিবীং মা হিংসীঃ।।

ধান্য—ওঁ ধানামসি ধিনুহি দেবান, ধিনুহি যজ্ঞপতিম্, ধিনুহি মাং যজ্ঞন্যম্।

কলস—ওঁ আজিঘ্র কলসং মহাত্বা বিশন্ত্বিন্দবঃ। পুনরূর্জা নিবর্ত্তস্ব, সা নঃ সহস্রং ধুক্ষো রুধারা পয়স্বতী, পুনর্ম বিশতাদ্রয়িঃ।

জল—ওঁ বরুণ স্যোত্তম্ভনমসি বরুণস্য স্কম্ভ সর্জনীস্থঃ। বরুণস্য ঋত সদন্যসি বরুণস্য ঋত সদনমসি। বরুণস্য ঋতসদনমাসীদ।।

বি, দ্র, (উচ্চারণ জ্ঞানের জন্য উপরে উদাত্ত, অনুদাত্ত, মাত্রা চিহ্ন এবং নীচে সমাত্রার স্বরিত, মাত্রা চিহ্ন সঙ্কেত করা হইল)

পল্লব—ওঁ ধন্বনা গা ধন্বনাজিং জয়েম, ধন্বনা তীব্রাং সমদো জয়েম।

ধনুঃ শত্রোর পকামং কৃণোতি। ধন্বনাং সর্ব্বাঃ
প্রদিশো জয়েম।।

ফল—ওঁ যাঃ ফলিনী র্যা অফলা অপুষ্পা যাশ্চ পুষ্পিণীঃ
বৃহস্পতি প্রসুতাস্তানো মুঞ্চন্তু গুংহসঃ।।

বস্ত্র—ওঁ যুবা সুবাসা পরিবীত আগাৎ স উ শ্রেয়ান্ ভবতি
যায়মানঃ। তং ধীরাসঃ কবয় উন্নয়ন্তি স্বাধ্যো
মনসা দেবয়ন্তিঃ।

সিন্দুর—ওঁ সিন্ধোর ইব প্রাধ্বনে শূবনাসো বাত প্রমিয়ঃ পতয়ন্তি যহ্বা। ঘৃতস্য ধারা অরুষো ন বাজী কাষ্ঠাভিন্দন উর্ম্মিভিঃ পিন্বমানঃ।।

পুষ্প—ওঁ শ্রীশ্চতে লক্ষ্মীশ্চ পত্না বাহোরাত্রে পার্শে নক্ষত্রাণি রূপ- মশ্বিনৌ ব্যাত্তম্। ইষ্ণনং নিষাণমুস্ম ইষাণ।

স্থিরী করণ—

ওঁ স্থিরভব বীডবঙ্গ আশুর্ভব বাজ্যর্বন্
পৃথুর্ভব সুষদসত্বম্ অগ্নে পুরীষবাহনঃ।

কৃতাঞ্জলি হাত জোড়ে পাঠ—

সর্ব্বতীর্থোদ্ভবং বারি সর্ব্বতীর্থ সমন্বিতম্।
ইমং ঘটং সমারুহ্য তিষ্ঠ দেবি গণৈঃ সহ।।

কাণ্ড রোপণ মন্ত্র—তীর কাঠি স্পর্শ করিয়া

ওঁ কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ প্ররোহন্তী পরুষঃ পরুষ সপরি

এষা নো দুর্ব্বে প্রতনু সহস্রেণ শতেন চ।

সূত্র বেষ্টন মন্ত্র—

ওঁ সূত্র মানং পৃথিবীং দ্যামনে হসং সুশর্ম্মাণম্ দিতিং
সুপ্রণীতম্ দেবীং গাব স্বচিত্রা মনাগস মস্রবন্তি মা রুহেমা স্বস্তয়ে।

বেদি শোধন—

ওঁ বেদ্যা বেদি সমাপ্যতে বর্হিষা বহিরিন্দ্রিয়ম্।
যপেন যুপ আপ্যায়তাং প্রণীতোঽগ্নিরনাগ্নিনা।।

বিতান শোধন—

ওঁ উর্দ্ধ উ যুন———তিষ্ঠ দেবো ন সবিতা
ব্যজস্য সবিতা সদাঞ্জভি———বিহবয়ামহে।।

মন্ত্রে পঞ্চগব্য দ্বারা বিতান শোধন করিবে ততঃপর মুদ্রাদি প্রদর্শন করতঃ দেবীর আহ্বান করিবে। তারপর কোশায় মন্ত্র সকল বলিয়া স চন্দন পুষ্প দিবে।

মন্ত্র—এতৎ স চন্দন পুষ্পম্ ওঁ অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশ কলাত্মনে নমঃ, ওঁ উঁ সোম মণ্ডলায় ষোড়শ কলাত্মনে নমঃ, ওঁ মং বহ্নি মণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ। তাহার পর ঐ জলের উপরে ধেনু মুদ্রা, ফেনি মুদ্রা, অবগুণ্ঠন মুদ্রা ও মৎস্য মুদ্রা দেখাইবে। তাহার পর ওই কোশার জলে মন্ত্র বলিয়া অঙ্কুশ মুদ্রার তীর্থ আহ্বান করিবে।

তীর্থ আহ্বান মন্ত্র—

ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেস্মিন্ সন্নিধিং কুরু।।

ইহার পর ওই কোশার জল কিছু পূজার দ্রব্য সকলের উপরে এবং নিজের অঙ্গের উপরে ছিটাইবে।

গণেশ পূজা

আদৌ বিনায়ক পূজা অন্তে চকল্প দেবতা।

প্রথমেই সূর্য্যার্ঘ্য দিয়া গণেশ পূজা করিয়া তারপর অন্যান্য দেবদেবী পূজা করিবে। কলশে ষোড়শ মাতৃকা পূজা এবং কলশ অগ্রে **পশ্চিম** দিকে গণেশ পূজা।

সর্ব্ব মঙ্গল মাঙ্গল্যং বরেণ্য বরদং শুভম্।
নারায়ণং নমস্কৃত্যং সর্ব্বকর্ম্মাণি কারয়েৎ।
মঙ্গলং পুণ্ডরিকাক্ষং মঙ্গলং মধুসূদনং।
মাধবো মাধবো বাচি মাধবো মাধবো হৃদি।
স্মরন্তি সাধবো নিত্যং সর্ব্ব কার্য্যেষু মাধবঃ।

স্বস্তি বাচনাদি পূর্ব্বক ধ্যান—

ওঁ হ্যেষ হেরম্ব মহেশপুত্র সমস্ত বিঘ্নৌঘ বিনাশ দক্ষং
মাঙ্গল্য পূজা প্রথমং প্রধানং গৃহাণ পূজাং ভগবন্নমস্তে।।
ওঁ খর্ব্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্রং বদনং লম্বোদরং সুন্দরং।
প্রস্যন্দ মদ গন্ধলুব্ধ মধূপ ব্যালোল গণ্ড স্থলম্।।
দন্তাঘাত বিদারিতারি রুধিরৈঃ সিন্দুর শোভাকরঃ।
বন্দে শৈল সুতা সূতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কামদম্।।
ওঁ গণানাং ত্বা গণপতিং হবামহে
প্রিয়ানাং ত্বাং প্রিয়পতিং হবামহে।।
নিধিণাং ত্বাং নিধিপতিং গু হবা মহে বসোমম্।

আগচ্ছ ভগবান্ দেব স্বস্থানাৎ পরমেশ্বর। অহং পূজা করিষ্যামি সদা ত্বং সম্মুখো ভব। (পাদ্যং পাদয়ে মাস্তকে অর্ঘ্যং মুখে আচমনীয়ম্ সর্ব্বাঙ্গে স্নানীয় জল সমর্পণম্)

এতৎ পাদ্যং ওঁ গাং গণেশায় নমঃ

এষঃ গন্ধঃ গণেশায় নমঃ

এতদ পুষ্পং (মাল্য) গণেশায় নমঃ

এতৎ স্নানীয় জল গণেশায় নমঃ

ইমে বস্ত্র যজ্ঞোপবীত গণেশায় নমঃ

অক্ষতাশ সুর শ্রেষ্ঠ কুঙ্কমাক্তা সুশোভিতা।

ময়া নিবেদিতা ভক্ত্যা গৃহাণ পরমেশ্বর ইমে অক্ষতা ওঁ গাং গণেশায় নমঃ।

বনস্পতি রসোৎপন্নং সুগন্ধ্যাঢং সুমনোহরঃ। এষ ধূপঃ গণেশায় নমঃ আঘ্রেয়ঃ সর্ব্ব দেবানাং ধূপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্।

অগ্নি জ্যোতি রবি জ্যোতিশ্চন্দ্র জ্যোতিস্তথৈব চ।

জ্যোতিষা মুত্তমো দেব দীপোঽয়ং প্রতি গৃহ্যতাম্।। এষ দীপঃ গণেশায় নমঃ। এতন্নৈবেদ্যং গণেশায় নমঃ।

প্রণাম—

একদন্ত মহাকায় লম্বোদর গজাননম্।

বিঘ্ননাশ করং দেবং হেরম্বং প্রণমাম্যহম্।।

প্রার্থনা—

বিঘ্ন শ্বেরায় বরদায় সুর প্রিয়ায়,

লম্বোদরায় সকলায় জগদ্ধিতায়।

নাগাননায় সুরযজ্ঞ বিভূষিতায়,

গৌরী সূতায় গণনাথ নমো নমস্তে।।

পুষ্পাঞ্জলি—পুষ্পাঞ্জলি গৃহাণেশ তব পাদ যুগার্পিতম্।

এতান্যর্চ্চনানি পদ্যার্ঘ স্নান বস্ত্র যজ্ঞোপবীত, গন্ধাক্ষত পুষ্প, ধূপ

দীপ, নৈবেদ্যাচমনীয়, তাম্বূল ফল দক্ষিণা পুষ্পাঞ্জলি এতানি পরিপূর্ণানি ভবন্তু। অনেন পূজনেন গণপতি প্রীয়তাম।

ফল দান—রক্ষ রক্ষ গণাধ্যক্ষ ত্রৈলোক্য রক্ষক ভক্তানামভয় কর্ত্তা ত্রাতা ভবার্ণবাৎ। অনেন ফল দানেন ফলদোস্তু সদা মন।

গৌরী পূজনম্

গৌরী পদ্মা শচী মেধা সাবিত্রী বিজয়া জয়া
দেবসেনা স্বধা স্বাহা মাতর লোক মাতর।।
ইষ্টি পুষ্টি তথা তুষ্টি আত্মনঃ কুলদেবতা।।

ওঁ শ্রীশ্চতে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যাবহোরাত্রে পাশ্চৈ নক্ষত্রাণি রুপশিতৌ। ব্যাতাম্ ইষণ্ডান কি পনমুথ ইষণ্ডান সর্ব্বলোকম্ ইষণ্ডান রুপশিতৌ।।

সর্ব্ব মঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে।
শরণ্যে ত্রম্বকে গৌরী নারায়ণি নমোস্তু তে।।
এতৎ পাদ্যং ওঁ গৌর্যৈ নমঃ
এযো অর্ঘ্যঃ ওঁ গৌযৈ নমঃ
এতৎ স্নানীয় জলং ওঁ গৌর্যৈ নমঃ
ইমে বস্ত্রং ওঁ গৌর্যৈ নমঃ
এয গন্ধ ওঁ গৌর্যৈ নমঃ
ইমে অক্ষতং ওঁ গৌর্যৈ নমঃ

কুঙ্কুম—কুমুদ দিব্যং কামনা কাম সম্ভব কুঙ্কমে নাসিতং দেবি গৃহাণ পরমেশ্বরি।

হরিদ্রা—হরিদ্রা নির্ম্মিতং দেবি সৌভাগ্যং সুখ সম্পদা

অতস্তাং পূজয়িষ্যামি গৃহাণ পরমেশ্বরি।।

আবির—আবীরং চ গুলালং চ চোবা নন্দ.........
অবীরেণা র্চিতাদেবী ততঃ শান্তিমুপ.........

সিন্দুরং—সিন্দুরং শোভণং রক্তং সৌভাগ্যঃ.........
সুখদং মোক্ষদা.........

অক্ষত—অক্ষতাশ্চ সুরশ্রেষ্ঠ কুঙ্কমাক্তা সুশোভনা।
ময়া নিবেদিতা ভক্ত্যা গৃহাণ পরমেশ্বরি।।

পুষ্প—মাল্যাদীনি সুগন্ধানি মালত্যাদীনি বৈ প্রভো।
ময়া হৃতানি পূজার্থং পুষ্পাণি প্রতি গৃহ্যতাম্।।

ধূপ—বনস্পতি রসোৎপন্নঃ সুগন্ধাঢ্যঃ মনোহরঃ।
আঘ্রেয়ঃ সর্ব্ব দেবানাং ধূপোঽয়ং প্রতি গৃহ্যতাম্।।

দীপ—সাজ্য চ বর্ত্তি সংযুক্তং বহ্নিনা যোজিতাং ময়া।
দীপ গৃহাণ দেবেশি ত্রৈলোক্যাতিমিরাপহম্।।

নৈবেদ্যং—শর্করা খণ্ড খাদ্যানি দধি দুগ্ধ ঘৃতানি চ।
আহারং ভক্ষ ভোজ্যং চ নৈবেদ্যং প্রতি গৃহ্যতাম্।।

আচমন—গঙ্গাজলং সমানীতং সুবর্ণ কলশোদ্ধৃতম্।
আচম্য চৈব দেবেশি প্রীত্যর্থং প্রতি গৃহ্যতাম্।।

এতানি পুষ্প মাল্য ধূপ দীপ নৈবেদ্য তাম্বুল ফল দক্ষিণা পরিপূর্ণানি ভবন্তু সদা মম।

ইদং ফলং ময়া দেবি সৃতিত পুরতস্তব তেন। মে সকল ব্যাপ্তি ভবে জন্মনি জন্মনি।। হিরণ্যং গর্ভ গর্ভস্য হেমবীজং বিভাবয়ে। আনন্ত পুণ্য ফলদ মতঃ শান্তিং প্রযচ্ছমে।

পুষ্পাঞ্জলি—পুষ্পাঞ্জলিং গৃহাণেশ তব পাদ যুগায়িতম্। ওঁ এতান্যর্চ্চনানি যদ্যর্ঘ স্নান বস্ত্র যজ্ঞোপবীত গন্ধাক্ষত পুষ্প ধূপ দীপ নৈবেদ্যাচমনীয় তাম্বূল ফল দক্ষিণা পুষ্পাঞ্জল্য তানি পরিপূর্ণানি ভবন্তু অনেন পূজনেন গৌরী প্রীয়তাম্।

শিব পূজা

শিব রাত্রিব্রতং কৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যান্ত ফাল্গুনে।
বৈষ্ণবৈরপি তৎ কার্য্যং শ্রীকৃষ্ণ প্রীতয়ে সদা।।

(হ, ভ, বি)

ফাল্গুন মাসে কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে শ্রীশিবরাত্রি ব্রত হইয়া থাকে বৈষ্ণবগণও শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতির নিমিত্ত সর্ব্বদা এই ব্রতাচরণ করিবেন। সূর্য্যোপাসক হউন বা বৈষ্ণব হউন বা অন্যদের পূজক হউন শিবরাত্রিব্রত না করিলে পূজার ফল প্রাপ্ত হইবে না। শিবরাত্রিতে উপবাস, রাত্রিকালে শিব পূজা ও জাগরণ এই তিনটীর যথাবিধি অনুষ্ঠান করা সুধীগণের কর্ত্তব্য।

ধ্যান—

ওঁ ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজত গিরি নিভং
রত্না কল্পো জ্বালাঙ্গং পরশু মৃগবরা ভীতিহস্ত প্রসন্নম্।
পদ্মাসীনং সমস্থাৎস্তুত সমরগণৈ ব্যাঘ্রকৃত্তি বসানম্।
বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিল ভয় হরং পঞ্চ বক্রং ত্রিনেত্রম্।।

গায়ত্রি—তৎ পুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ।

এষঃ গন্ধ ওঁ শিবায় নমঃ।

এতৎ পুষ্পং ওঁ শিবায় নমঃ।

এষ ধূপ ওঁ শিবায় নমঃ।
এতৎ বিল্বপত্রং ওঁ শিবায় নমঃ।
এতন্নৈবেদ্যং ওঁ শিবায় নমঃ।
এষঃ দীপ ওঁ শিবায় নমঃ।

স্নান মন্ত্র—

ওঁ ত্র্যম্বক যজামহে সুগন্ধি পুষ্প বর্দ্ধন।
উর্ব্বরি কবি বন্ধনাৎ মৃতো মুষীয় মামৃতাৎ।।

মন্ত্র—ওঁ শং শঙ্করায় নমঃ। ওঁ হৌ বাণেশ্বরায় নমঃ।

প্রণাম—

ওঁ মহাদেব মহাত্মানং মহাযোগিনমীশ্বরম্।
মহাপাপহরং দেবং মকারয় নমো নমঃ।
ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয় হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং গতিস্ত্বং পরমেশ্বর।

অষ্ট মূর্ত্তি পূজা—ওঁ গৌর্যৈ নমঃ
পূর্ব্বদিকে—এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ সর্ব্বায় ক্ষিতি মূর্ত্তয়ে নমঃ।
ঈশান কোনে—এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ ভবায় জল মূর্ত্তয়ে নমঃ।
উত্তরে—এতে গন্ধ পুষ্প ওঁ রুদ্রায় অগ্নি মূর্ত্তয়ে নমঃ।
বায়ু কোণে—এতে গন্ধ পুষ্প ওঁ উগ্রায় বায়ু মূর্ত্তয়ে নমঃ।
পশ্চিমে—এতে গন্ধ পুষ্প ওঁ ভীমায় আকাশ মূর্ত্তয়ে নমঃ।
নৈর্ঋতে—এতে গন্ধ পুষ্প ওঁ পশুপতয়ে যজমান মূর্ত্তয়ে নমঃ।
দক্ষিণে—এতে গন্ধ পুষ্প ওঁ ঈশানায় সূর্য্য মূর্ত্তয়ে নমঃ।
অগ্নি কোণে—এতে গন্ধ পুষ্প ওঁ ঈশানায় সূর্য্য মূর্ত্তয়ে নমঃ।

এতে গন্ধ পুষ্প ওঁ অষ্ট মূর্ত্তি গণেভ্যো নমঃ।

এতে গন্ধ পুষ্প ওঁ [illegible] নমঃ।

শ্রীদুর্গাজয়ন্তী পূজা

শক্তি তত্ত্ব—

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা
অবিদ্যা কর্ম্ম-সংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে।।

অনন্ত শক্তির মধ্যে তিন শক্তি প্রধান। ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি, জ্ঞানশক্তি নাম।।

সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় সাধন শক্তিরেকা
ছায়েব যস্য ভূবনানি বিভর্ত্তি দুর্গা।

আরও ষোড়শ লোক মাতৃকের পূজার বিধান আছে। যথা গৌরী, পদ্মা, শচী, মেধা, সাবিত্রী, বিজয়া, জয়া, দেবসেনা, স্বধা, স্বাহা, ধৃতি, পুষ্টি, তুষ্টি, শান্তি, আত্মদেবতা, কুলদেবতা, ইহারা লোক মাতৃক ইহাদিগকে পূজা করার বিধান আছে। অথ সংক্ষেপে দুর্গ পূজা।

অস্য শ্রীশ্রীদুর্গা মন্ত্রস্য নারদ ঋষি গায়ত্রী ছন্দ শ্রীশ্রীদুর্গা দেবতা মম সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধার্থং শ্রীশ্রীদুর্গা পূজায়াং বিনিযোগঃ। শিরসি নারদ ঋষয়ে নমঃ। মুখে গায়ত্র্যে ছন্দসে নমঃ হৃদি ওঁ শ্রীশ্রীদুর্গায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ।

ওঁ ভূঃ ভূবঃ স্বঃ ভগবতি দুর্গে পরিবারগণ সহিত ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ (আবাহণী মুদ্রা দ্বারা) ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ (স্থাপনী মুদ্রা) ইহ সন্নিধেহি (সন্নিধাপনী মুদ্রা) ইহ সন্নিরুধ্যস্ব (সন্নিরোধনী মুদ্রা) অতপর হং মন্ত্রে (অবগুণ্ঠন মুদ্রা মূল মন্ত্রে) দেবীর ষড়ঙ্গন্যাস ও পরমীকরণ মুদ্রা প্রদর্শন করিবে।

অঙ্গন্যাস—হ্রাং হৃদায় নমঃ হ্রীং শিরসি স্বাহা হ্রুং শিখায়ৈ বৌষট্
হৈং কবচায় নমঃ। হৌ করতলে কর পৃষ্ঠা
অস্ত্রায় ফট্।

করন্যাস—হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। হ্রীং তর্জ্জনীভ্যাং নমঃ হূং মধ্যমা

হৈং অনামিকাং হৌ কনিষ্ঠাভ্যাং নমঃ

প্রার্থনা—

ওঁ দেবেশি ভক্তি সুলভে পরিবার সমন্বিতে।

যাবত্ত্বাং পূজয়িস্যামি তব তাবত্ত্বং সুস্থিরা ভবঃ।

ধ্যান—

ওঁ জটাযুট সমাযুক্তামর্দ্ধেন্দু কৃত শেখরাম্।
লোচনত্রয় সংযুক্তা পূর্ণেন্দু সদৃশাননাম্।
অতসী পুষ্পা বর্ণাভ্যাং সুপ্রতিষ্ঠাং সুলোচনাম্।
নব যৌবন সম্পূর্ণাং সর্ব্বাভরণ ভূষিতাম্।
সুচারু বদনাং তদ্বৎ পীণোন্নত পয়োধরাম্।।

লেলিহা মুদ্রা

স্থাপনীমুদ্রা

সন্নিরোধনীমুদ্রা

আবাহনীমুদ্রা

ওঁ দুর্গে দেবি স্বাগতম্ সুস্বাগতম্, কুশল তে

এতৎ পাদ্যং হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ। এষ গন্ধ হ্রীং ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ

এতৎ পুষ্পং হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ। এষ মধুপর্ক হ্রীং ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ

স্নানীয় জলং হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ। ইদং বস্ত্রং হ্রীং ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ

এতৎ বিল্বপত্রং হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ। এষঃ ধূপ হ্রীং ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ

এত নৈবেদ্যং হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ। এষঃ দীপ হ্রীং ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ

এষঃ গন্ধ পুষ্প অধিদেবতা বিষ্ণবে নমঃ সম্প্রদান শ্রীমত্যে দুর্গা দেব্যৈ নমঃ।

গায়ত্রী—নারায়ণৈ বিদ্মতে ভগবত্যৈ ধীমহি তন্নো গৌরী প্রচোদয়াৎ।

মন্ত্র—

ওঁ হ্রীং শ্রীং উগ্রচণ্ডৈ নমঃ।
ওঁ অম্বে অম্বিকে অম্বালিকে নামা নয়তি কশ্চন
সমত্য স্বত্য সুভদ্রিকা কাঃ পীত বাসিনী স্বাহা
জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী
দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বাহা স্বধা নমোস্তুতে স্বাহা।

পুষ্পাঞ্জলি—

চন্দনেন সমারোহ কুঙ্কুমেন বিলেপিতৈঃ।
পত্রং পুরং বৃতা পীড়ে দুর্গে হি শরণংগতম্।
মহিষাগ্নি মহামায়ে চামুণ্ডে মুণ্ড মালিনি
আয়ু অরোগ্য বিজয় ঐশ্বর্য্যং দেহি দেবি নমস্তুতে।
জগত পূজ্যা জগত বন্দ্যা সর্ব্বশক্তি স্বরূপিণি।
পূজাং গৃহাণ দেবেশ জগৎ মাত নমস্তুতে।

এষঃ স চন্দন বিল্ব পত্র গন্ধ পুষ্পাঞ্জলি সায়ুধ বাহন পরিবার সহিতে শ্রীমত্যৈ দুর্গাদেব্যৈ নমঃ।

প্রণাম—

সর্ব্ব মঙ্গলে মঙ্গল্যৈঃ শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বিকে গৌরী নারায়ণী নমোঽস্তুতে।।
সৃষ্টি স্থিতি বিনাশায় শক্তি ভূতে সনাতনী।
দুর্গ শীয়ে গুণময়ী নারায়ণী নমোঽস্তুতে।।
শরণাগত দীনার্ত্ত পরিত্রাণ পরায়ণে।
সর্ব্ব শক্তি হরে দেবী নারায়ণী নমোঽস্তুতে।।

অথ চণ্ডীপাঠ করণীয়ম্

ওঁ গুহ্যাতি গুহ্যং গোপয়ীত্বঃ গৃহাণাস্মৎ কৃতং জপম্।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেবি তৎ প্রসাদাৎ সুরেশ্বরি।

শ্রীদুর্গা পূজার ষষ্ঠী প্রাত পূজাক্রমঃ—আচমন, স্বস্তি বাচন, স্বস্তি সূক্তম্, কৃতাঞ্জলি, সঙ্কল্প, সঙ্কল্প সূক্তম্, বরণম্, পঞ্চগব্য শোধন, দ্বার পূজা, আসন শুদ্ধি, গুরু নমস্কার, দিগ বন্ধন, পুষ্পশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি, মাতৃকান্যাস, প্রাণায়াম্, ঘট স্থাপন, বিতান শোধন, আহ্বান, পঞ্চ দেবতা পূজা, নৈবেদ্য, আরতী।

" ঐ সায়ং পূজাক্রম— পূর্ব্ববৎ বিল্ববৃক্ষ স্থাপন, বোধন, আমন্ত্রণাধিবাস। ঘটস্থাপন, পঞ্চদেবতা পূজা, আরতী।

সপ্তমী পূজাক্রম—বিল্ববৃক্ষ মূলে পূজন পূর্ব্ববৎ, নবপত্রিকা বাদ্য সহকারে স্নান গমন, নব পত্রিকা স্নান, দেবী ঘট স্থাপন, নারায়ণ এবং সর্ব্বত মণ্ডলের পূজা, মহাস্নান, চক্ষুদান, আবাহন, প্রাণ প্রতিষ্ঠা, দেবী পূজা, পঞ্চদেবতা পূজা, নবপত্রিকা পূজা, সূর্য্য পূজা, নবপত্রিকা পূজা,

আবরণী পূজা, নবগ্রহ পূজা, ভোগ আরতী, পুষ্পাঞ্জলি স্তব, (চণ্ডীপাঠ) সন্ধ্যায় আরতী।

মহাষ্টমী পূজাক্রম—আচমন, বিল্ববৃক্ষ মূলে পূজা, নারায়ণ পূজা, সপ্তমীতে পূজা দন্তকাষ্ঠ প্রদান, মহাস্নান সঙ্কল্প, আবরণ পূজা, নবদুর্গা পূজা, জয়ন্ত্যাদি পূজা, অস্ত্র পূজা, নবগ্রহ পূজা সন্ধ্যারতি ভোগ।

সন্ধি পূজা—সামান্যার্ঘ্যং ভূতশুদ্ধি, প্রাণায়াম, মাতৃকান্যাস, চামুণ্ডা ধ্যান, পঞ্চদেবতা পূজা, বিল্ব পত্র মালা ধারণ, ১০৮ প্রদীপ দান, আরতি।

নবমী পূজা—সপ্তমীবৎ প্রাণায়াম্, মহাস্নান, আবরণ পূজা, নবগ্রহ স্থাপন পূজা, ব্রহ্ম স্থাপন হোম, নবগ্রহ হোম, দক্ষিণা, কৃতাঞ্জলি, পুষ্পাঞ্জলি, আরতি, সন্ধ্যারতি।

দশমী পূজা—আচমন, সামান্যার্ঘ্যং পঞ্চদেবতা পূজা,

দধি চিড়া ভোগ—হলুদ জলে প্রতিবিম্ব দর্শন সংহার মুদ্রায় পুষ্প ধরিয়া ধ্যান সর্ব্ব মঙ্গলাদির প্রণাম করিয়া বিসর্জ্জন।

শান্তি মন্ত্র, দুর্গাস্তোত্র পাঠ।

কার্ত্তিক পূজা

ধ্যান—কার্ত্তিকেয়ং মহাভাগং ময়ুরোপরি সংস্থিতম্।
তপ্ত কাঞ্চন বর্ণাভং শক্তি হস্তং বরপ্রদম্।।
দ্বিভুজং শত্রুহন্তারং নানা লঙ্কার ভুষিতম্।
প্রসন্নবদনং দেবং ষড়াননং সুতপ্রদম্।।

মন্ত্র—ওঁ কাং কার্ত্তিকেয়ায় নমঃ।

বিশ্বকর্ম্মা—ওঁ বিশ্বকর্ম্মা মহাভাগ সুচিত্র কর্ম্মকার
বিশ্বকৃৎ বিশ্বধৃক্ ত্বঞ্চ রসনামান দণ্ড ধৃক্ ।।

সত্যনারায়ণ ধ্যান—

ওঁ ধ্যায়েৎ সত্যং গুণাতীতং গুণত্রয় সমন্বিতম্।
লোকনাথং ত্রিলোকেশং পীতাম্বর ধরং হরিম্।।
ইন্দীবর দলশ্যামং শঙ্খচক্র গদাধরম্।
নারায়ণং চতুর্ব্বাহুং শ্রীবৎস পদ ভূষিতম্।
গোবিন্দং গোকুলানন্দং জগতঃ পিতরং গুরুম্।।

মন্ত্র—ওঁ সত্য নারায়ণায় নমঃ।

শ্রীসূক্তম্

ওঁ হিরণ্য বর্ণাং হরিণীং সুবর্ণ রজত স্রজাম্।
চন্দ্রাং হিরন্ময়ীং লক্ষ্মীং জাত বেদো ম আ ব হ।।১।।
ওঁ তাং ম আ ব হ জাত বেদো লক্ষ্মী মন পগমিনীম্।
যস্যাং হিরণ্যং বিন্দয়েৎ গামশ্বং পুরুষানহম্।। ২।।

ওঁ অশ্বপূর্ব্বাং রথ মধ্যাং হস্তি নাদ প্রমোদিনীম্।

শ্রিয়ং দেবী মুপ হরয়ে শ্রীর্মা দেবী র্জুষতাম্।। ৩।।

কাং সোস্মিতাং হিরণ্য প্রাকারা মাদ্রাং জ্বলন্তীং তৃপ্তাং তর্পয়ন্তীম্।

পদ্মে স্থিতাং পদ্ম বর্ণাং তামি হোপ হবয়ে শ্রিয়ম্।। ৪।।

চন্দ্রাং প্রভাসাং যশসা জ্বলন্তীং শ্রিয়ং লোকে দেবজুষ্টামুদারাম্।

তাং পদ্মিনিমীং শরণং প্রপদ্যে অলক্ষ্মী র্মে নশ্যতাং ত্বাং বৃণে।। ৫।।

আদিত্য বর্ণে তপসোঽধি জাতো বনস্পতি স্তব বৃক্ষোঽথ বিল্বঃ।

যস্য ফলানি তপসা নুদন্তি যা অন্তরায়াশ্চ বাহ্যা অলক্ষ্মীঃ।। ৬।।

উপৈতু মাং দেবসখঃ কীর্ত্তিশ্চ মণিনা সহ।

প্রার্দুভূতোঽস্মি রাষ্ট্রেঽস্মিন্ কীর্ত্তি মৃদ্ধিং দধাতু মে।। ৭।।

ওঁ ক্ষুৎ পিপাসায়ামলং জ্যেষ্ঠা মলক্ষ্মীং নাশয়াম্যহম্।

অভূতি মসমৃদ্ধিঞ্চ সর্ব্বাং নির্নুদ মে গৃহাৎ।। ৮।।

ওঁ গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্য পুষ্টাং করীষিণীম্।

ঈশ্বরীং সর্ব্ব ভূতানাং তানি হোপ হবয়ে শ্রিয়ম্।। ৯।।

ওঁ মনসঃ কাম মাকুতিং বাচঃ সত্য মশীমহি।

পশূনাং রূপমন্নস্য ময়ি শ্রীঃ শ্রুয়তাং যশঃ।। ১০।।

ওঁ কর্দমেন প্রজা ভূতা ময়ি সম্ভব কর্দমঃ।

শ্রিয়ং বাসয়মে গৃহে মাতরং পদ্ম মালিনীম্।। ১১।।

ওঁ আপঃ সৃজন্তু স্নিগ্ধানি চিক্লীত বসমে গৃহে।

নিচ দেবীং মাতরং শ্রিয়ং বাসয় মে কুলে।। ১২।।

ওঁ আদ্রাং পুষ্করিণীং পুষ্টিচং পিঙ্গলাং পদ্ম মালিনীম্।

চন্দ্রাং হিরণ্ময়িং লক্ষ্মীং জাত বেদা ম আ বহ।। ১৩।।

ওঁ আদ্রাং যং করিণীং যষ্টিং সুবর্ণা হেম মালিনীম্।

সূর্য্যাং হিরণ্ময়ীং লক্ষ্মীং জাতবেদা ম আ বহ।। ১৪।।

ওঁ তাং আ বহ জাত বেদো লক্ষ্মীম্ ন প গামিণীম্।

যস্যাং হিরণ্যং প্রভূতং গাবো দাস্যো ঈশ্বান বিন্দেয়ং পুরুষা ন ইনি ।।১৫

ওঁ আহুয়ে..........................পৃথ্বীপদে......................বন করোসি

যদা গচ্ছদ বদাং দেবীং শ্রিয়ং নিত কুলে স্থিতাম।

যঃ শুচিঃ প্রযতো ভূত্বা জুহয়াদ্যজ্য মন্বহম।

শ্রিয়ং পঞ্চ দর্শচ্চঞ্চ শ্রীকামঃ সততং জপেৎ ।। ১৬।।

ওঁ পদ্ম শ্রিয়ে পদ্মিনি পদ্মহস্থে পদ্মালয়ে পদ্ম দলায়তাক্ষি।
বিশ্ব প্রিয়ে বিষ্ণু মনোনু কুলে ত্বৎপাদ পদ্মময়ি সন্নিধৎস্ব।। ১৭।।
পদ্মাননে পদ্ম উরু পদ্মাক্ষি পদ্ম সম্ভবে।
তন্মে ভজসি পদ্মাক্ষি যেন সৌখ্যং লভাম্যহম্।। ১৮।।

অশ্বদায়ি গোদায়িচ ধনদায়ি মহাধনে।

ধনং মে জুষতাং দেবি ধর্ম্ম কামশ্চ সিদ্ধয়ে।। ১৯।।

পুত্র পৌত্র ধনং ধান্যং হস্ত্যশ্বরথ সংকুলম্।
প্রজানাং ভবসি মাতা আয়ুষ্মন্তং করোতু মাম্।। ২০।।
ওঁ ধনমগ্নি র্ধনং বায়ু ধনং সূর্য্যো ধনং বসুঃ।
ধনমিন্দ্রো বৃহস্পতির্বরুণো ধন মশ্নুতে।। ২১।।
ওঁ বৈনতেয় সোমং পিব সোমং পিবতু বৃত্রহা।
সোমং ধনস্য সোমিনো রয়িং দদাতু সোমিনঃ।। ২২।।
ওঁ ন ক্রোধো ন চ মাৎসর্য্যং ন লোভো না শুভা মতিঃ।
ভবন্তি কৃত পুণ্যানাং ভক্ত্যা শ্রীসূক্ত জাপিনাম্।। ২৩।।
ওঁ শ্রীবর্চ্চস্ব মাযুষ্য মারোগ্য মাবি ধাচ্ছোভ মানং মহীয়তে।
ধনং ধান্যং পশুং বহু পুত্র লাভং শতসম্বৎসরং দীর্ঘমায়ুঃ।। ২৪
ওঁ যঃ শ্রীসূক্তং জপেন্নিত্যং তচ্চিত্তস্তৎ পরায়ণঃ।
তং ন ত্যজতি পদ্মাক্ষী সদা বিষ্ণুতি ধ্রুবম্। ইতি শ্রীসূক্তম্

মহালক্ষ্মী পূজা (কোজাগর)

সায়ংকালে সায়ংকালিন সন্ধ্যা সমাপন করিয়া স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক সঙ্কল্প করিবেন। যথা বিষ্ণুরো তৎসদমদ্য আশ্বিনে মাসি শুক্লপক্ষে পৌর্ণমাস্যাং তিথৌ অমুক গোত্র শ্রীঅমুকদেব শর্ম্মা শ্রীলক্ষ্মী দেব্যা দ্বারোর্দ্ধভিত্ত্যাদি দেবতা প্রীতি কামো দ্বারর্দ্ধ ভিত্যাদি পূজনমহং করিষ্যে। পরার্থে করিষ্যামি।

অনন্তর শালগ্রাম বা ঘটে পাদ্যাদি দ্বারা ওঁ দ্বারোর্দ্ধ ভিত্তিভ্যোঃ নমঃ বলিয়া পূজা করিয়া প্রণাম করিবেন।

এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ হ ব বাহনায় নমঃ
এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ পুরন্দরে নমঃ

এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ সভার্য্যা রুদ্রায় নমঃ

এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ স্কন্দায় নমঃ

এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ নন্দীশ্বর মুনয়ে নমঃ

সুরভি পূজা—

এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ সুরভয়ে নমঃ

এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ বরুণায় নমঃ

এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ বিনায়কায় নমঃ

গণপত্যাদি দেবতা পূজা পূর্ব্বক, মহালক্ষ্মী পূজা করিবে।

সঙ্কল্প সূক্তপাঠ আসন শুদ্ধি গণেশ শিবাদি পঞ্চ দেবতা আদিত্যাদি নবগ্রহ ইন্দ্রাদি দশদিক পাল পূজা শ্রীবীজ মন্ত্রে প্রাণায়াম লাং অঙ্গুষ্টাভ্যাং নমঃ লীং তর্জ্জনিভ্যাং নমঃ লুং মধ্যমাভ্যাং নমঃ লাং হৃদায় নমঃ।

ধ্যান—

ওঁ পাশাক্ষ মালিকাম্ভোজ স্তৃনিভির্য্যাম্য সৌম্যয়োঃ স্বোহা
পদ্মাসনস্থাং ধ্যায়েচ্চ শ্রিয়ং ত্রৈলোক্য মাতরম্।
গৌরবর্ণাং সুরূপাঞ্চ সর্ব্বালঙ্কার ভূষিতাং।
রৌপ্য পদ্ম ব্যগ্রকরাং বরদাং দক্ষিণেন তু।

মন্ত্র—শ্রীলক্ষ্মী দেব্যৈ নমঃ।

গায়ত্রী—মহালক্ষ্মৈ বিদ্মহে মহাশিবৈ ধীমহি তন্নো শ্রীপ্রচোদয়াৎ।

আবাহন— ওঁ লক্ষ্মী দেবি ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্য, অত্রধিষ্ঠ্যানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ।

ষোড়শোপচার পূজা—

ইদং আসনং ওঁ শ্রী মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ।

ইদং পাদ্যং ওঁ শ্রী মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ।

ইদং অর্ঘ্যং ওঁ শ্রী মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ।
ইদং আচমনীয়ম্ ওঁ শ্রী মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ।
এষঃ মধুপর্কঃ ওঁ শ্রী মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ।
ইদং স্নানীয়ং জলং ওঁ শ্রী মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ।
ইমানি আভরণানি ওঁ শ্রী মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ।
এষঃ গন্ধঃ ওঁ শ্রী মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ।
ইদং সগন্ধ পুষ্পং ওঁ শ্রী মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ।
এষঃ ধূপঃ ওঁ শ্রী মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ।
এষঃ দীপ ওঁ শ্রী মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ।
ইদং নৈবেদ্যং ওঁ শ্রী মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ।
ইদং পানকং ওঁ শ্রী মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ।
ইদং পানীয়ং ওঁ শ্রী মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ।
ইদং তাম্বুলং ওঁ শ্রী মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ।
ইমে মাল্যে ওঁ শ্রী মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ।
ইদং রজতাসনং ওঁ শ্রী মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ।
ওঁ ইন্দ্রায় নমঃ।

ধ্যান পুষ্পাঞ্জলি—

ওঁ বিচিত্রৈরাবতস্থায় ভাস্বৎ কুলিশ পারঙ্গ
পৌলোম্যাঙ্গিতায় সহস্রঞ্চায়তে নমঃ।

প্রণাম—

ইন্দ্রস্ত মহসা দীপ্তঃ সর্ব্বদেবাধিপো মহান্।

বজ্র হস্তো মহাবাহুস্তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ।

ওঁ কুবেরায় নমঃ প্রণাম—

ওঁ ধনদায় নমস্তুভ্যং নিধি পদ্মাধিপায় চ।
ভবন্তু ত্বৎ প্রসাদান্মে ধনধান্যাদি সম্পদঃ।

শ্রী এই বীজ মন্ত্রে জপ সমাপনানন্তরম্ লক্ষ্মী দেবীকে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি যথা—

ওঁ নমস্তে সর্ব্বদেবানাং বরদাসি হরিপ্রিয়ে।
যা গতি স্ত্বং প্রপন্নানাং সা মে ভূয়াত্ত্বদর্চ্চনম্।

প্রণাম—

ওঁ বিশ্বরূপস্য ভার্য্যসি পদ্মে পদ্মালয়ে শুভে।
সর্ব্বতঃ পাহি মাং দেবি মহালক্ষ্মী নমোস্তু তে।

স্তোত্র—

ত্রৈলোক্য পূজিতে দেবি কমলে বিষুওবল্লভে।
যথা ত্বং সুস্থিরা কৃষ্ণে তথা ভব ময়ি স্থিরা
ঈশ্বরী কমলা লক্ষ্মীশ্চলা ভূতি হরিপ্রিয়া
পদ্মা পদ্মলিয়া সপদঃ হারি শ্রীপদ্মধারিণী।
দ্বাদশৈতানি নামানি লক্ষ্মীং সংপূজ্য যঃ পঠেৎ।

সরস্বতী পূজা (বসন্তপঞ্চমী)

নিত্যকর্ম্ম, স্বস্তিবাচন করিয়া সঙ্কল্প করিবে।

সঙ্কল্প—বিষ্ণো রোম তৎ সদদ্য মাঘমাসে শুক্লপক্ষে পঞ্চমী তিথৌ অমুক গোত্র অমুক দেব শর্ম্মা প্রভৃত বিদ্যালাভ কামঃ শ্রীসরস্বতী প্রীতি কামো গণপত্যাদি নানা দেবতা পূজা পূর্ব্বক মশ্যাধার লেখনী সহিত শ্রীসরস্বতী পূজা কর্ম্মাহং করিষ্যে। তদনন্তর আসন শুদ্ধি, পুষ্পশুদ্ধি, ন্যাস ঘটস্থাপন।

কূর্ম্ম মুদ্রায় পুষ্প লইয়া ধ্যান—

ধ্যান—

ওঁ তরুণ সকল মিন্দো বিভ্রতী শুভ্র কান্তিঃ।
কুচভরননিতাঙ্গী সন্নিষন্না সিত্যব্জে।।
নিজকর কমলোদ্যৎ লেখনী পুস্তক শ্রীঃ।
সকল বিভব সিদ্ধ্যৈ পাতু বাগ্ দেবতা নমঃ।

মন্ত্র—ঐ সরস্বত্যৈ স্বাহা।

গায়ত্রী—বাগ্ দেব্যৈ বিদ্মহে কাম রাজায় ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ।

আবাহন—ওঁ সরস্বতি দেবি ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহ সন্নিধেহি ইহ সন্নিরুধাস্ব অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ।

ষোড়শোপচারে পূজা—

এষ গন্ধং রাং হ্রিং শ্রী সরস্বতৈ নমঃ
এষ পুষ্পং রাং হ্রিং শ্রী সরস্বতৈ নমঃ
এষ বিল্ব পত্র রাং হ্রিং শ্রী সরস্বতৈ নমঃ

গণেশ শিবাদি পঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দশদিগপাল মৎস্যাদি দশাবতার, ব্রহ্মা, বিষ্ণু লক্ষ, মহাদেব দুর্গা গঙ্গা যমুনা প্রভৃতি দেবতাদের অর্চ্চন করিয়া।

প্রাণপ্রতিষ্ঠা চক্ষুদান—লক্ষ্মী পূজার মত, উপবাস থাকিয়া করিবে।

অষ্টদল পদ্মপরি—

ভূমি ধান্যং ঘটশ্চৈব জলং পল্লবমেব চ।
ফলং পুষ্পকং সিন্দুরঃ স্থিরীকরণ মেবচ।।
স্বকীয় হৃদয়ে ধ্যায়েৎ শ্রীকৃষ্ণ চরণাম্বুজম্।

ভূতশুদ্ধিমিমাং প্রাহুং সর্ব্বাগম বিশারদ।।

ন্যাস—মাতৃকান্যাস, অঙ্গন্যাস, করন্যাস।

পীঠন্যাস—ওঁ মেধায়ৈ, প্রজ্ঞায়ৈ, প্রভায়ৈ, বিদ্যায়ৈ, ধৃতৈং স্মৃত্যৈ, বুদ্ধ্যৈ, পদ্মমধ্যে বিঘ্নেশ্বর্য্যৈ, উপরি বর্ণ-কমলাসনায় নমঃ।

ঋষ্যাদি ন্যাস—অস্য সরস্বতী মন্ত্রস্য কন্বঋষি, বিরাড় গায়ত্রী ছন্দ বাগীশ্বরী দেবতা ছাত্রানাং অভীষ্ট সিদ্ধ্যর্থং পূজনে বিনিয়োগ—

মন্ত্র ঐ সাং যোগ করিবেন।

বন্দাবনা—বরণডালা এতদধিপতয়ে দেবায় শ্রীবিষ্ণবে নমঃ এতদ সম্প্রদানং সরস্বতী দেব্যৈ নমঃ।

ষোড়শোপচার—আসনং স্বাগত পাদ্যং অর্ঘ্যং আচমনীয়কং স্নানীয়ং, বস্ত্রং, আভরণম্ গন্ধঃ পুষ্পং ধূপ দীপ নৈবেদ্য বন্দনা ইত্যাদি। ক্রমশঃ ভোগদান, অঙ্গপূজা, আবরণ পূজা, মস্তাধার, লেখনী, পুস্তক, পুষ্পাঞ্জলি জপ স্তোত্র পাঠ, প্রদক্ষিণ, প্রণাম, হোম, দক্ষিণা, বৈগুণ্য শান্তি, বিসর্জ্জন। [শ্রীবিষ্ণোস্ববেণমহং করিষ্যামি। শ্রীসরস্বতি দেবি ক্ষমস্ব ওঁ নির্ম্মাল্য বাসিনে নমঃ] শান্তিপাঠ।

পুষ্পাঞ্জলি—

ওঁ ভদ্র কাল্যৈ নমো নিত্যং সরস্বত্যৈ নমো নমঃ
বেদ বেদান্ত বেদাঙ্গ বিদ্যা স্থানেভ্য এব চ।
এষ স চন্দন বিল্বপত্র পুষ্পাঞ্জলি ঐং সরস্বত্যৈ নমঃ।

প্রণাম—

সরস্বতী মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে।
বিদ্যারূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমোস্তু তে।।

প্রার্থনা—

ওঁ যথা যথা ন দেবো ভগবান্ ব্রহ্মা লোক পিতামহঃ।
ত্বাং পরিত্যাজ্য ন তিষ্ঠেৎ তথা ভব বর প্রদা।
ওঁ বেদাঃ শাস্ত্রাণি সর্ব্বাণি নৃত্যগীতাদিকঞ্চ যৎ।
ন বিহীনং ত্বয়া দেবি তথা মে সন্তু সিদ্ধয়ঃ।
ওঁ লক্ষ্মীমেধা ধরা তুষ্টি গৌরী পুষ্টি প্রভাধৃতিঃ।
এতাভিঃ পাহি তনুভি রষ্টাভিঃ মাং সরস্বতী।

দীপদান—

ওঁ অগ্নি জ্যোতি রবি জ্যোতিশ্চন্দ্র জ্যোতি স্তথৈব চ।
জ্যোতিষামুত্তমো দেবি দীপোঽয়ং প্রতি গৃহ্যতাম্।।
প্রতিমা পূজা হইলে হোম কুশণ্ডিকা বিধানে করিবে।

প্রতিমা প্রতিষ্ঠা—দেবতার সন্মুখ ভাগে বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া লোহিহান মুদ্রা দ্বারা দেবতার হৃদয়ে দুর্ব্বা ও আতপ তণ্ডুল ধারণ করতঃ নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া দেবতার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবে।

হং অবগুণ্ঠন মুদ্রা রং ধেনুমুদ্রা পরমী করণ মুদ্রা; অঙ্গন্যাস্য, ওঁ হং সঃ শুদ্ধি তৎপর প্রতিমা গণ্ড ধরিয়া অথবা দক্ষিণ পাদাঙ্গুষ্ঠ ধরিয়া কুশ পুষ্প দ্বারা—অস্য প্রাণ প্রতিষ্ঠা মন্ত্রস্য ব্রহ্মাবিষ্ণু মহেশ্বরা ঋষয়ঃ ঋক্ যজঃ দামানি ছন্দাংসি জগচ্চৈতন্য রূপা প্রাণ শক্তি দেবতা প্রাণ প্রতিষ্ঠায়া বিনিয়োগ—

ওঁ হঃ সঃ অস্যা সরস্বত্যা দেবতায়াঃ
প্রাণা ইহ প্রাণা জীব ইহ স্থিতঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়ানি।

ওঁ আং হ্রী ক্রো য র ল ব শ য স হো হ স শ্রীঅমুক দেবতায়াঃ

প্রাণা ইহ প্রাণা। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং য স হো হ স

শ্রীঅমুক দেবতায়া জীব ইহ স্থিত। ওঁ আ হ্রী ক্রো য র ল ব শ ষ স হৌ হ স শ্রীঅমুক দেবতায়া সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি। ওঁ আ হ্রী ক্রো য র ল ব শ ষ স হৌ হ সঃ শ্রীঅমুক দেবতায়া বাঙ্ মন স্বক্ চক্ষুঃ শ্রোত্রঘ্রাণ প্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা।
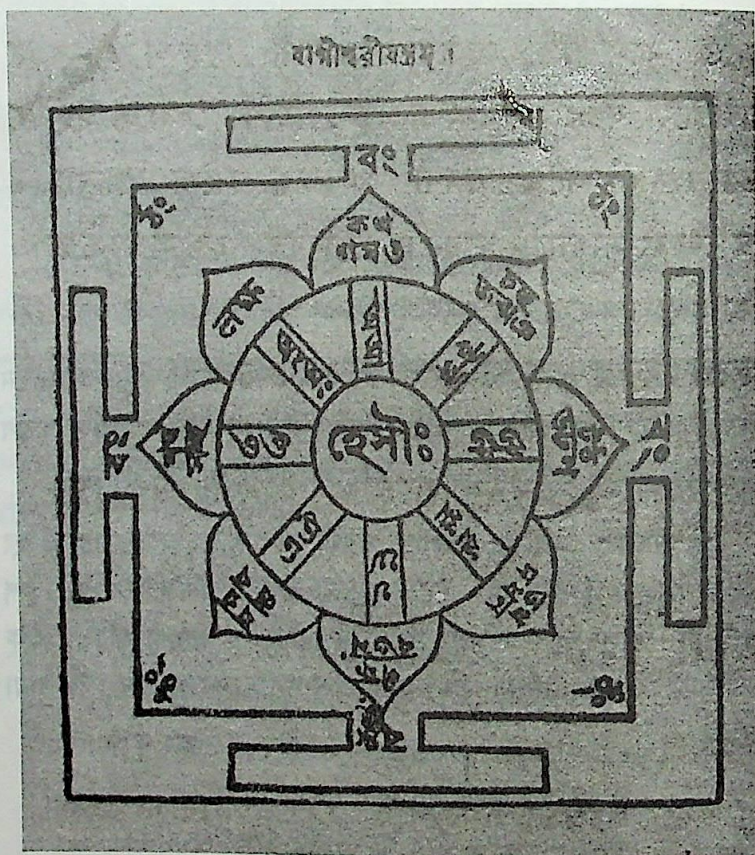
ওঁ মনোজুতির্জুষতা মাজ্যস্য বৃহস্পতি যজ্ঞামি............তন্নোত্বরিষ্টং যজ্ঞঃ সমিমং দধাতু, বিশ্বে দেবা স ইহ মাদয়ন্তামে প্রতিষ্ঠা। ওঁ অস্মৈ প্রাণা প্রতিষ্ঠন্তু অস্মৈ প্রাণাঃ ক্ষরন্তু চ। অস্মৈ দেবত্বং সংখ্যায়ৈ স্বাহা। স্ত্রীদেবতা হইলে অস্যৈ এবং পুরুষ দেবতা হইলে অস্মৈ বলিবে।

সরস্বতী হোম মন্ত্র যজুর্ব্বেদ ২০/৮৪—

পাবকা নঃ সরস্বতী বাজেভি র্কজিণীবতী। যজ্ঞ বষ্ট ধিয়ার

চোদয়িত্রী সুনৃতানাং চেতন্বী সুমতীনাম্ যজ্ঞং দধে সরস্বতী

মহো অর্ণঃ সরস্বতী প্রচোদয়তি কেতুমা ধিয়ো বিশ্বা বিরাজ

ওঁ বদ বদ বাগ্ বাদীন্যৈ সরস্বত্যৈ স্বাহা।।

—০০—

সূর্য্য পূজা (রবিগ্রহ)

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্ব ভগবান্ সূর্য্য ইহাগচ্ছ ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ
ইহ সন্নিধেহি ইহ সন্নিরুধ্যস্ব অত্রাধিষ্ঠান কুরু মম পূজা গৃহাণ।

আবাহন—

আগচ্ছামি রুদ্রাভ্যাং সহ পদ্মকর্ণিকায়
প্রাঙ্‌মুখীং বর্ত্তুল পীঠোহধিতিষ্ঠ পূজার্থ ত্বমাবহয়ামি।
(পতাকা রক্ত বর্ণ)। রক্ত পুষ্প (জবা) এবং অক্ষত হস্তে লইয়া।

ধ্যান—

ওঁ রক্তাম্বুজা সনমশে গুণৈকসিদ্ধ।
ভানু সমস্থ জগতামধিপং ভজামি।।
পদ্মদ্বয়ং ভয় বরান দধতং করাজৈঃ।
মাণিক্যং মৌলিমরুনাঙ্গ রুচিত্রিনেত্রম্।।
পদ্ম হস্তদ্বয়ং পূর্ব্বাননং সপ্তাশ্ব বাহনম্।
শিবাধি দৈবতং সূর্য্যং বহ্নি প্রত্যধিদৈবতম্।।
পদ্মাসন পদ্মাকর পদ্মগর্ভ সদ্যুতি।
সপ্তাশ্ব সপ্তরজুশ্চ দ্বিভুজ স্যাৎ।।

মন্ত্র—ওঁ হ্রীং শ্রীং সূর্য্যায় স্বাহা।

গায়ত্রী—ওঁ আদিত্যায় বিদ্মহে মার্ত্তণ্ডায় ধীমহি তন্নো সূর্য্য প্রচোদয়াৎ।

হোম মন্ত্র—ওঁ আকৃষ্ণেন রজসা বর্ত্তমানো নিবেশয়ন্ন মৃতং মর্ত্ত্য হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন স্বাহা (মান্দার কাঠে হোম করিবে)

প্রণাম—জবাকুসুম সঙ্কাশং কাস্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণোতোঽস্মি দিবাকরম্।।

নবগ্রহ কলসীতে প্রথমে রুদ্র পূজা হইবে। এতে গন্ধে পুষ্প রুদ্রায় অগ্নি মূর্ত্তয়ে নমঃ।

গ্রহশান্তি—৬০০০ হাজার মন্ত্র জপ করিয়া গুড় এবং ক্ষীর ভোগ দিয়া আকন্দ কাঠ দ্বারা হোম করিলে গ্রহশান্তির বিশেষ ফল হয়। তদনন্তর অধিষ্ঠাত্রী মাতঙ্গী পূজা করিয়া শিব, বহ্নি এবং রামচন্দ্রের পূজা করিবে। এবং দান—

মাণিক্য, (অভাবে— গৌবৎস গহম) কুমকুম্ রঞ্জিত বস্ত্র, গুড়, স্বর্ণ, তাম্র, রক্তচন্দন, রক্তপদ্ম, আতপ চাউল।

সোমগ্রহের পূজা

আবাহন—আগচ্ছাদ্ভিরুময়া চ সহ পদ্মগ্নে যাদল মধ্যে ১ স্পটিকা প্রতিমা প্রত্যঙ্মুখীং চ চতস্র পীঠেঽধি তিষ্ঠ পূজার্থং ত্বামাবাহয়ামি। (পতাকা পীতবর্ণ)

ধ্যান—ওঁ সামুদ্রং বৈশ্যমাত্রেয়ং হস্তমাত্র সিতাম্বরম্।
শ্বেত দ্বিবাহুং বরদং দক্ষিণং গর্গ দেতরম্।।
দশাশ্বং শ্বেতপদ্মস্থং বিচিন্ত্যোমাধি দৈবতম্।
জল প্রত্যধি দৈবঞ্চ সূর্য্যাস্যমাহুয়েৎ সদা।।

মন্ত্র—ওঁ ঐং ক্লীং সোমায় স্বাহা।

গায়ত্রী—ওঁ চন্দ্রায় বিদ্মহে শশকায় ধীমহি তন্নো সোমং প্রচোদয়াৎ।

হোমমন্ত্র—ওঁ অপ্যায়স্ব সমেতুতে বিশ্বতঃ সোম বৃষং ভবা রাজস্ব সঙ্গর্থে স্বাহা।

যজুর্ব্বেদে যথা—ইদং দেবা অসপত্ন গুঁ সুবধরং মহতে ক্ষত্রায় মহতে জ্যৈষ্ঠ্যায় মহতে জান রাজ্যায়েন্দ্র স্যেন্দ্রিয়ায় ইদ মনুষ্য পুত্রমমুষৈ পুত্রমসৈ বিশএষ বোঽমী রাজা সোমহস্মাকং ব্রাহ্মণানা গুঁ রাজা স্বাহা।

প্রণাম—দিব্য শঙ্খ তুষারাভং ক্ষীরোদার্ণব সম্ভবম্।
নমামি শশিনং ভক্ত্যা শম্ভো মুকুট ভূষণম্।।

গ্রহশান্তি—১৫০০০ হাজার মন্ত্র জপ করিয়া কর্পূর, মিষ্টি ভোগ দিয়া পলাশ কাঠ দ্বারা হোম করিলে গ্রহশান্তি হয়।

অধিষ্ঠাত্রী কমলা পূজা করিয়া উমা, জল এবং কৃষ্ণের পূজা করিবে এবং দান—রজত পাত্রে তণ্ডুল, কর্পূর, মুক্তা, শুক্লবস্ত্র, রৌপ্য, ঘৃত, পূর্ণ কুম্ভ, মুদ্রা।

মঙ্গলগ্রহের পূজা

আহ্বান—আগচ্ছ ভূমি স্কন্দভ্যাং সহ পদ্ম দক্ষিণ দল মধ্যে রক্তং চন্দন প্রতিমাং দক্ষিণামুখী ত্রিকোণ পীঠেঽধি তিষ্ঠ পূজার্থং ত্বমাহ্বয়ামি। (পতাকা রক্তবর্ণ)।

ধ্যান—ওঁ আবন্ত্য ক্ষত্রিয়ং রক্তং মেষস্থং চতুরাঙ্গুলম্।
আরক্ত মাল্য বসনং ভারদ্বাজং চতুর্ভূজম্।
দক্ষিণোর্দ্ধক্রমাচ্ছক্তি বরাভয় গদা করম্।
আহিত্যাভি মুখং দেবংতদ্বদেব সমাহ্বয়েৎ।

স্কন্ধাধিদেবতং ভৌমিং ক্ষিতি প্রত্যধিদেবতম্।

মন্ত্র—ওঁ হুং শ্রী মঙ্গলায় স্বাহা।

গায়ত্রী—আং ভৌমায় বিদ্মহে অঙ্গরায় ধীমহি তৎ মঙ্গলায় প্রচোদয়াৎ।

হোমমন্ত্র—ওঁ অগ্নিমুর্দ্ধ দিবং ককুৎপতিঃ পৃথিব্যা অয়ং অপাং গুঁ রতো গুঁ সি জিম্বতি স্বাহা।

প্রণাম—ধরণী গর্ভ সম্ভূতং বিদ্যুৎপুঞ্জ সম প্রভাম্।
কুমারং শক্তি হস্তঞ্চ লোহিতাঙ্গং নমাম্যহম্।

গ্রহশান্তি—৮ হাজার মন্ত্র জপ করিয়া মসুর ডাল এবং মধু ভোগ দিয়া খেরকাঠে হোম করিলে গ্রহশান্তি হয়। তদন্তর অধিষ্ঠাত্রী বগলামুখীর পূজা করিয়া স্কন্দ, ক্ষিভি, নৃসিংহদেবের পূজা করিবে। এবং দান—প্রবাল, গোধুম, মসুর ডাল, অরুণ বৃষ, গুণ, রক্তবস্ত্র, করবী পুষ্প।

বুধগ্রহের পূজা

আবাহন—আগচ্ছ বিষ্ণু পুরুষাভ্যাং সহ পদ্মেশান দল মধ্যে সুবর্ণ প্রতিমা মুদগুমুখী বানাকর পীঠেহধিতিষ্ঠ পূজার্থং ত্বাবাবাহয়ামি। (পতাকা পীতবর্ণম্)

ধ্যান—ওঁ মাগধংদ্যঙ্গুলাত্রেয়ং বৈশ্যং পীতং চতুর্ভূজম্।
বামোর্দ্ধ ক্রমতশ্চর্ম্ম গদা বরদ খড়্গিনম্।।
সূর্য্যাস্যা সিংহগং সৌম্যং পীতবস্ত্রং তথাহ্বয়েৎ।
নারায়ণাধি দৈবঞ্চ বিষ্ণুপ্রত্যধি দৈবতম্।।

মন্ত্র—ওঁ ঐ শ্রীং বুধায় স্বাহা।

গায়ত্রী—ওঁ সোমায় বিদ্মহে পীতঙ্গায় ধীমহি তন্নো সোমঃ প্রচোদয়াৎ।

হোমমন্ত্র—ওঁ অগ্নে বিবদ্বষ সচিত্রং রাধো অমত্যং আদাশুষে জাতবেদো বহত্বম্ দ্যা দেবাং উষবর্ব্বধ স্বাহা।

যজুর্ব্বেদে যথা—উদ্‌বুধ্য স্বাগ্নে প্রতি জাগৃহি ত্বমিষ্টা পূর্ত্তে স গুঁ সৃজেথা ময়ং চ অস্মিন্ সধস্তে অধ্যুতরস্মিন্ বিশ্বেদেবা যজমানশ্চ সীদত স্বাহা ইদং বুধায়।

প্রণাম—প্রিয়ঙ্গু কলিকাশ্যামং রূপেণা প্রতিমং বুধম্
সৌম্যং সর্ব্ব গুণোপেতং নমামি শশিনং সুতম্।।

গ্রহশান্তি—১৭ হাজার মন্ত্র জপ করিয়া মুগ, কলাই ডাল, গুড়ের জল, দুধ ভোগ দিয়া অপমার্গ কাঠে হোম করিলে গ্রহশান্তি হয়। তদনন্তর অধিষ্ঠাত্রী ত্রিপুরাসুন্দরীর পূজা এবং দান—নীলবস্ত্র, দ্রাক্ষা, হস্তিদন্ত, পাদুকা ইত্যাদি।

বৃহস্পতি গ্রহের পূজা

আবাহন—আগচ্ছেন্দ্র ব্রহ্মভ্যাং সহ পদ্মত্তর দল মধ্যে সুবর্ণ প্রতিমামুদঙ্‌মুখীং দীর্ঘ চতুরস্র পীঠেহধিতিষ্ঠ পূজার্থং ত্বামাবাহয়ামি। (পতাকা পীতবর্ণ)

ধ্যান—ওঁ দ্বিজ মাঙ্গিরসং পীতং সৈন্ধবঞ্চ যড়ঙ্গুলম্।
ধ্যায়েৎ পীতাম্বরং জীবং সরোজস্থং চতুর্ভূজম্।।
দক্ষোর্দ্ধদক্ষ বরদ করকাদণ্ড মাহুয়েৎ।
ব্রহ্মাধি দৈবং সূর্য্যস্যামিন্দ্র প্রত্যধিদৈবতম্।।

মন্ত্র—ওঁ হ্রীং ক্লীং হুঁ বৃহস্পতে স্বাহা।

গায়ত্রী—হ্রীজীবায় বিদ্মহে সুরেজ্যায় ধীমহি তন্নোজীব প্রচোদয়াৎ।

হোমমন্ত্র—যজুর্ব্বেদে যথা—বৃহস্পতে পরিদীয়া রক্ষোহামিত্রা অপরাধমানঃ। প্রভঞ্জন্ত সেনাঃ প্রমিনোযুধা জয়ন্নস্মাকমেধ্য বিতরথানাং স্বাহা।

প্রণাম—দেবতানামৃষীনাঞ্চ গুরুং কনক সন্নিভম্।
বন্দ্যভূতং ত্রিলোকেশং তং নমামি বৃহস্পতিম্।

গ্রহশান্তি—১৯০০০ হাজার মন্ত্র জপ করিয়া চিনি, মিষ্টি, ভোগ দিয়া হোম করিলে গ্রহশান্তি হয়। তারপর অধিষ্ঠাত্রী তারার পূজা করিবে এবং দান—চিনি, দারু হরিদ্রা, পীতবস্ত্র পীত ধান্য, পদ্মরাগ, মণি, লবঙ্গ, স্বর্ণ।

শুক্রগ্রহের পূজা

আবাহন—আগচ্ছেন্দ্রানী সহ পদ্ম পূর্ব্বদল মধ্যে রজত প্রতিমা প্রাতমুখীং পঞ্চকোণ পীঠে অধিষ্ঠিত পূজার্থং ত্বমাবাহয়ামি। (পতাকা শুভ্রবর্ণ)

ধ্যান—ওঁ শুক্রং ভোজকটং বিপ্রং ভার্গবঞ্চ নবাঙ্গুলম্।
পদ্মস্থ মাহ্বয়েৎ সূর্য্যমুখং শ্বেত চতুর্ভুজম্।।
সদাক্ষ বরকরদা দণ্ডহস্তং সিতাম্বরম্।
শুক্রাধি দৈবতং ধ্যাত্বা শচী প্রত্যধি দৈবতম্।।

মন্ত্র—ওঁ হ্রীং শ্রীঁ শুক্রায় স্বাহা।

গায়ত্রী—ঐ শুক্রায় বিদ্মহে ভার্গবায় ধীমহি তন্নোশুক্র প্রচোদয়াৎ।

হোম মন্ত্র—ওঁ শুক্রন্তে অন্যদ যজতন্তে অন্যৎ বিষ্ণুরূপে অহনী দৌরিবাসী বিশ্বাহি ময়া তবসি স্বধারণ্। ভদাতে মুষন্নিহ্ রতিরস্তু স্বাহা।

যজুর্ব্বেদে যথা—তন্নাৎ পরিস্রুতো রসাং ব্রহ্মণা ব্যপিবৎ ক্ষত্রংপয়ঃ সোমং প্রজাপতিঃ। ক্রতেন সত্যমিন্দ্রিয়ং বিপান গুঁ শুক্রমন্ধস ইন্দ্রস্যেন্দ্রিয়-মিদং পয়োঽমৃতং মধু ইদং শুক্রায় স্বাহা।

প্রণাম—হিমকুন্দ মৃণালভং দৈত্যানাং পরমগুরুং।
সর্ব্বশস্ত্রঃ প্রবক্তারং ভার্গবং প্রণমাম্যহম্।।

গ্রহশান্তি—২১ হাজার মন্ত্র জপ করিয়া সুগন্ধ, তণ্ডুল, ঘৃত, মধু, ভোগ দিয়া যজ্ঞডুমুর কাঠে হোম করিলে গ্রহ শান্তি হয়। তারপর অধিষ্ঠাত্রী ভুবনেশ্বরীর পূজা করিয়া ইন্দ্রশচী এবং বামনদেবের পূজা করিবে এবং দান—বিচিত্র বস্ত্র, শ্বেত অশ্ব, ধেনু, বজ্র, হীরক, রৌপ্য, সুবর্ণ, সুগন্ধ, তণ্ডুল ইত্যাদি।

শনিগ্রহের পূজা

আবাহন—আগচ্ছ প্রজাপিত যমভ্যাং সহ পদ্ম পশ্চিম দল মধ্যে কালয়স প্রতিমা প্রত্যন্তমুখা চাপাকার পীঠেঽধিতিষ্ঠ পূজার্থং ত্বামাবহয়ামি। (পতকা নীলবর্ণ)

ধ্যান—

ওঁ সৌরাষ্ট্রং কাশ্যপং শুদ্র সূর্য্যাস্য চতুরাঙ্গুলম্।
কৃষ্ণ কৃষ্ণাম্বরং গৃধ্রং সৌরি চতুর্ভূজম্।।
উদ্যদ্ বানধরং শূলং ধনুহস্তং সমাহ্বয়েৎ।
সমাধি দেবতং প্রজাপতি প্রত্যধি দেবতম্।

মন্ত্র—ওঁ ঐং হ্লীং শ্রীং শনিশ্চরায় স্বাহা।

গায়ত্রী—যং মন্দায় বিদ্মহে সূর্য্য পুত্রায় ধীমহি তন্নো মন্দঃ প্রচোদয়াৎ।

হোম মন্ত্র—ওঁ শন্নো দেবীরভীষ্টয়ে অপোভবন্তু পীতয়ে শং যোরভি স্রবন্তু নঃ স্বাহা।

প্রণাম—

নীলাঞ্জন চয়প্রক্ষ্যং রবিসূনুং মহাগ্রহম্।
ছায়ায়া গর্ভ সম্ভুতং বন্দেভক্ত্যা শনৈশ্চরম্।।

গ্রহশান্তি—১০ হাজার মন্ত্র জপ করিয়া মাস কলাই পঞ্চামৃত ভোগ দিয়া শমীকাঠে হোম করিলে গ্রহশান্তি হয়। তারপর অধিষ্ঠাত্রী দক্ষিণা কালীর পূজা করিয়া যম, প্রজাপতি এবং বরাহদেবের পূজা করিবে এবং দান—মাস কলাই, তৈল, নীলকান্ত মণি, কৃষ্ণতিল, কুলথ, মহিষ, লৌহ।

রাহুগ্রহের পূজা

আহ্বান—আগচ্ছ সর্প কালাভ্যাম্ সহ পদ্মনৈকত দণ্ড মধ্যে সীসক প্রতিমা দক্ষিণামুখীং শূর্পাকার পীঠেহধিতিষ্ঠ পূজার্থং ত্বমাবহয়ামি। (পতাকা কৃষ্ণবর্ণ)

ধ্যান—

ওঁ রাহুং মলয়জ শূদ্রংপৈঠীনং দ্বাদশাঙ্গুলম্।
কৃষ্ণং কৃষ্ণাম্বরং রৌদ্রং সিংহাসীনং সমাহ্বয়েৎ।।
চতুর্ব্বাহুং খড়্গাধরং শূলচর্ম্ম করন্তথা।
কালাধি দৈবং সূর্য্যাস্যং দর্শ প্রত্যধি দেবতম্।।

মন্ত্র—ওঁ ঐ হ্রীং রাহবে স্বাহা।

গায়ত্রী—রং রাহবে বিদ্মহে সৈংহিকেয়ায় ধীমহি তন্নো রাহু প্রচোদয়াৎ।

হোম মন্ত্র—

ওঁ কয়ানাশ্চিত্র আভবদুতি সদা বৃধঃসখা।
কয়া শচিষ্ঠয়া বৃতা স্বাহা (যজুর্ব্বেদ ২৭-৩৯)

প্রণাম—

অর্দ্ধকায়ং মহাঘোরং চন্দ্রাদিত্যরিমদ্ধকম্।
সিংহিকায়া সুতং রৌদ্রং তং রাহু প্রণমাম্যহম্।।

গ্রহশান্তি—১২ হাজার মন্ত্র জপ করিয়া তিলের লাড্ডু ভোগ দিয়া দুর্ব্বা তিনটি করিয়া বাঁধিয়া হোম করিলে গ্রহ শান্তি হয়। তারপর অধিষ্ঠাত্রী ছিন্নমস্তার পূজা করিয়া কালসর্প ও বরাহদেবের পূজা করিবে এবং দান—গোমেদ রত্ন, অশ্ব, নীলবস্ত্র, কম্বল, কৃষ্ণতিল, লোহপাত্র এবং কৃষ্ণতিলের তৈল ইত্যাদি।

কেতুগ্রহের পূজা

আহ্বান—আগচ্ছ ব্রহ্ম চিত্র গুপ্তাভ্যাং সহ পদ্ম বায়ব্য দল মধ্যে কাংস্য প্রতিমা দক্ষিণা মুখীং ধ্বজাকারং পীঠেহধিতিষ্ঠ পূজার্থং ত্বমাবাহয়তি। (পতাকা ত্রিবর্ণ কৃষ্ণবর্ণ)

ধ্যান—

ওঁ কৌশদীপং কেতুগণং জৈমিনীয়ং যড়াঙ্গুলম্।
ধূম্রগৃধ্রগতং শুদ্র মাহ্বয়েদ্ বিকৃতাননম্।।
সূর্য্যাস্যং ধূম্রবসনং বরদং গদিন তথা।
চিত্রগুপ্তাধি দৈবঞ্চ ব্রহ্ম প্রত্যধি দৈবতম্।।

মন্ত্র—ওঁ হ্রীং ঐ কেতবে স্বাহা।

গায়ত্রী—ঐ কেতবে বিদ্মহে শিখিনে ধীমহি তন্নো কেতু প্রচোদয়াৎ।

হোম মন্ত্র—ওঁ কেতু কৃণ্বন কেতবে পেশোমর্য্য অপে শসে সমুষড্ভিরজায়থা স্বাহা। (যজুর্ব্বেদ ২৯-৩৯)

প্রণাম—

পলাল ধুম সকাশং তারাগ্রহ বিমর্দ্ধকম্।
রৌদ্রং রুদ্রাত্মকং ক্রুরং তং কেতু প্রণমাম্যহম্।।

গ্রহশান্তি—১২ হাজার মন্ত্র জপ করিয়া লাড়ু ভোগ এবং লৌহ পাত্রে পূজা করতঃ কুশ নির্ম্মিত ত্রিপদি দ্বারা হোম করিবে। তথা অধিষ্ঠাত্রী ধূমবতীর পূজা করিয়া চিত্রগুপ্ত, ব্রহ্মা, মৎস্যাবতার পূজা করিবে এবং দান—বৈদুর্য্যমণি, তিল, তিল তৈল, কম্বল, মৃগমদ, কস্তুরী ও খড়্গ এই সমস্ত বিপ্রকে দান করিবে।

বাস্তু পূজা

উত্তরায়ণ সংক্রান্তির দিন কর্ত্তা নিত্যকর্ম্ম সমাধান করিয়া স্বস্তি বাচনপূর্ব্বক সঙ্কল্প করিবে।

সঙ্কল্প—বিষ্ণোরো তৎ সৎ অদ্য পৌষমাসি অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ ধনু রাশিতে মকর রাশৌ রবেরুত্তরায়ণ সংক্রান্ত্যাং অমুক গোত্র শ্রী অমুক দেবশর্ম্মা জীব বদেতৎ স্থূল শরীরা বিরোধেন সর্ব্ব পিচ্ছন্তি পূর্ব্বক ভূম্যাদি লাভ কামঃ শ্রী বাস্তুরাজ পূজনহং করিষ্যে পরার্থে করিষ্যামি। এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া সূক্ত পাঠ করতঃ ঘট স্থাপন করিয়া গণেশাদি দেবতার পূজা করতঃ কং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি রূপে অঙ্গন্যাস করন্যাস করিয়া ধ্যান করিবেন।

ধ্যান—

ওঁ শশধর সমবর্ণং রত্নহারোজ্জ্বলাঙ্গং।
কনক মুকুটং চূড়ং স্বর্ণ যজ্ঞোপবীত।।
অভয় বরদ হস্তং সর্ব্বলোকৈক নাথং।
তমিহ ভূবন রূপং বাস্তুরাজ ভজামি।।

এইরূপ ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা করতঃ বিশেষার্ঘ স্থাপন করিয়া পুন ধ্যান করিয়া ঘটে পুষ্প দিবেন পরে আহ্বান করিবেন।

অনন্ত বাসুকীশ্চৈব কালীয়ো মণিভদ্রকঃ।
শঙ্খশ্চ শঙ্খপালশ্চ কর্কট ধনজয়ৌ।।
ধৃতরাষ্ট্রশ্চ নাগেশাঃ প্রগৃহনস্তু মর্ম্মার্চ্চনম্।
ইতি নিরুতি বরুনয়ো মধ্যে নাগাল।।

আহ্বান—ওঁ আয়াহি অনন্ত মহারাজাধিরাজ স্ববল নাঙ্গল হস্ত ইহা গচ্ছ অথ দিশমভি রক্ষ রক্ষেত্যাবাহ্য। ওঁ নমোঽস্তু সর্পেভ্য ইত্যনেনাঘ্যং দত্ত্বা গন্ধাদিভিরর্চ্চয়েৎ।

ওঁ বাস্তুরাজ ইহা গচ্ছ ইহা গচ্ছ ইহা তিষ্ঠ ইহা তিষ্ঠ ইহা সন্নিধেহি ইহা সন্নিরুধস্ব মম পূজা গ্রহাণ—

ইদং অর্ঘ্যং ওঁ বাস্তুরাজায় নমঃ
এতদ্ পাদ্যং ওঁ বাস্তুরাজায় নমঃ
ইদং গন্ধপুষ্পং ওঁ বাস্তুরাজায় নমঃ
ইদং আচমনীয়ং ওঁ বাস্তুরাজায় নমঃ
ইদং স্নানং জলম্ ওঁ বাস্তুরাজায় নমঃ

নমস্কার—ওঁ বাস্তুরাজ মহাভাগ শোকানুগ্রহকারক পূজা গৃহান্ বিধিবদ্বাস্তুদেব নমোঽস্তুতে।

পরে কোকিলার ধ্যান করিয়া পূজা করিবে।

ধ্যান—

কোকিলাক্ষ মহাভাগং ব্যাঘ্রসোপরি সংস্থিতং।
পশুভীতি হরং দেবং কোকিলাক্ষ মহং ভজে।।

ওঁ কোকিলাক্ষায় নমঃ, অন্তে পূজা করিয়া শঙ্খপাল, বঙ্কপাল, ক্ষেত্রপাল, নাগরপালের পূজা করতঃ প্রণাম করিবে।

প্রণাম—

ওঁ বাস্তুরাজ নমস্তুভ্যাং পরম স্থানদায়ক।
সর্ব্বভূত স্থিতস্তঞ্চ বাস্তুরাজ নমোঽস্তুতে।।

গ্রাম্যদেবতা পূজা—ওঁ গ্রাম দেবতায়ৈ নমঃ।

প্রণাম—

ওঁ গ্রাম্যদেবং গ্রাম্যপালং গ্রাম্যোপদ্রব নাশকং।
গ্রামরক্ষা করংদেবং গ্রাম্যদেবং নমাম্যহং।।

স্তুতি—

ওঁ ক্ষেত্র অখণ্ডিতে ধান্যে পূর্ব্ব যাত্রা পুরাতর।
রাজ্যবৃদ্ধিঃ যশোবৃদ্ধিঃ প্রবৃদ্ধি পুত্রদারয়ে।
রাজ্য সম্মান বৃদ্ধিশ্চ গবাং বৃদ্ধি স্তথৈব চ।
মন্ত্র সাধন বৃদ্ধিশ্চ ধন বৃদ্ধিরহ নিশং।
অস্মাকমস্তু সততং যাবৎ পূর্ণো ন বৎসর।।

পরে দক্ষিণাচ্ছিদ্রার ধারণ করিবেন। বাস্তুমধ্যে একাশী পদ অঙ্কন করিয়া হস্ত পরিমিত ত্রিমেখলা বিশিষ্ট কুণ্ডে আহুতি দিবে। যব, কৃষ্ণ-তিল, ক্ষীর, পলাশ, খদির, অপমার্গ, উডুম্বর বৃক্ষোত্থ সমিধ, মধু, ঘৃত, কুশ বা দুর্ব্বা বিল্ব অথবা বিল্ব বীজ দ্বারা হোম হইবে। হোমের স্থানে সপত্নী সহ যজমান যজ্ঞকুণ্ডের পশ্চিম দ্বারে আসিবেন।

লোকপাল পূজা

ইন্দ্র—

সর্ব্ব লোকাধিকং শ্রেষ্ঠং দেবষীনাং চ পালকম্।
পূর্ব্বদিক পালক দেবরাজ বৈ স্থাপয়াম্যহম্।।

ইতি পূর্ব্ব ইন্দ্রম্।

আহ্বান—ওঁ আয়াহীন্দ্র মহারাজাধিরাজ বজ্রহস্ত স্ববল বাহনা বৃত্ত ইহা গচ্ছ ইহা তিষ্ঠ ইহা তিষ্ঠ পূর্ব্বদ্বারমভিরক্ষ বক্ষত্যাবাহ্যত্ত ভ্রাতারমিন্দ্রমিত্য নেনার্ঘ্য। দত্ত্বা গন্ধাদিভিরর্চ্চয়েৎ। (হ, ভ, বি)

মন্ত্র—ওঁ ইন্দ্রায় নমঃ।

হোম মন্ত্র—

ওঁ ইন্দ্রস্ত্ত সহসা দীপ্তঃ সর্ব্বদেবাধিপো মহান।
বজ্র হস্তো মহাসত্ত্ব স্তস্মৈনিত্যং নমো নমঃ।।

অগ্নি—

ত্রিপাদং মেষবাহং চ ত্রিশঙ্খং ত্রিশিলোচনম্।
আগ্নের্য্যা স্তাপয়াম্যত্র হ্যগ্নিং পুরুষমুত্ত তুরুষমুত্তমগ্নিম্।।

আহ্বান—ওঁ আয়াহি চিত্রভানো মহারাজাধিরাজ শক্তি হস্ত্ত স্ববল বাহনাবৃত্ত ইহা গচ্ছ ইহা গচ্ছ ইহা তিষ্ঠ ইহা তিষ্ঠ অগ্নেয়ী দিশাং রক্ষ রক্ষেত্যা বাহ্য ওঁ অগ্নিমর্দ্ধাদিব ইত্যনেন দত্ত্বা গন্ধাদিভিরর্চ্চয়েৎ অর্চ্চয়ামি। (হ, ভ, বি)

হোম মন্ত্র—

ওঁ গ্নেয়ঃ পুরুষোরক্তঃ সর্ব্বদেব ময়োঽব্যয়ঃ।
ধূমকেতু বর্ণাধ্যা স্তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ।

যম—

অন্তক সর্ব্বলোকানাং ধর্ম্মরাজ ইতি শ্রুতঃ।
অতস্তাং স্থাপয়াম্যত্র দক্ষিণভ্যাং স্থিরাভব ইতি দক্ষিণে যমম্।।

আহ্বান—ওঁ আয়াহি যম মহারাজাধিরাজ দণ্ডহস্ত স্ববল বাহনা বৃত রক্তাস্তায়ত লোচন। ইহা গচ্ছ ইহা গচ্ছ ইহা তিষ্ঠ ইহা তিষ্ঠ দক্ষিণ দ্বারমভিরক্ষ রক্ষেত্যাবাহা ওঁ বৈবস্বতসংযমন মিত্যনেনার্ঘ্যং দত্ত্বা গন্ধাদিভিরর্চ্চয়েৎ। (হ, ভ, বি)

হোম মন্ত্র—

ওঁ যমশ্চোৎপল বর্ণাভিং কিরীটী দণ্ডধৃক্‌সদা।
ধর্ম্মসাক্ষী বিশুদ্ধাত্মা তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ।

নৈঋত—

নৈঋত্যাং বসতি যস্য ঘোররূপী সদা হি যঃ।
নৈঋতি স্থাপয়োম্যত্র নৈঋত্যাং মণ্ডলে শুভে ইতি
নৈঋত্যাং নৈঋতিম্। (হ, ভ, বি)

আহ্বান—ওঁ আয়াহি নৈঋত মহারাজাধিরাজ স্ববল বাহনারত খড়গহস্ত মহাবল ইহা গচ্ছ ইহা গচ্ছ ইহা তিষ্ঠ ইহা তিষ্ঠ নৈঋতি দিশ মভিরক্ষরথ্যেত্যা বাহ্যেতি এষতে নৈঋতি ইত্যনেনার্ঘ্যং দত্ত্বা গন্ধাদি-ভিরর্চ্চয়েৎ।

হোম মন্ত্র—

ওঁ নিরুতিস্ত্ত পুমান কৃষ্ণঃ সর্ব্ব রক্ষোহধিপোমহান।
খড়্গা হস্তো মহাসত্ত্বস্তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ।

বরুণ—

অপামাতি পাশধরং যাদসোম্পামুত্তমম্ বরুণং।
স্থাপয়াম্যত্র বারুণয়া মণ্ডলে শুভ ইতি পশ্চিমে বরুণম্।।

আবাহন—ওঁ আয়াহি বরুণ মহারাজাধিরাজ পাশাহস্ত স্ববল বাহনাবৃত ইহা গচ্ছ ইহা গচ্ছ ইহা তিষ্ঠ ইহা তিষ্ঠ পশ্চিম দ্বারমভিরক্ষ রক্ষ্যতো বাহ্য ওঁ উরুহি রাজা বরুণশ্চ করোত্য নেনার্ঘ্যং দত্ত্বা গন্ধাদিভিরর্চ্চয়েৎ। (হ, ভ, বি)

ধ্যান—

ওঁ প্রশান্তঃ বদনং সৌম্যং হিম কুন্দেন্দুসন্নিভম্।
সর্ব্বাভরণ সংযুতং সর্ব্বলক্ষণ লক্ষিতম্।।
কিরণৈঃ শীতলৈঃ সৌমৈঃ প্রীণয়ন্তমিব স্থিতম্।
লাবণ্যামৃত ধারাভি স্তপয়ন্তমিব প্রজাঃ।।
রাজহংস সমারুঢং পাশ ব্যগ্র করংশুভম্।

হোম মন্ত্র—

ওঁ বরুণো ধবলো জিষ্ণুঃ পুরুষো নিম্নগাধিপঃ।
পাশহস্তো মহাবাহু তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ।

সোম হোম মন্ত্র—

ওঁ গৌরো যস্ত পুমান্ সৌম্যঃ সর্ব্বৌষধি সমন্বিতঃ।
নক্ষত্রাধিপতিঃ সোমস্তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ।

বায়ুঃ (পবন)—

অযুগং স্পর্শবোধং চ গন্ধ বহং সুশীতলম্।
মণ্ডলে স্থাপয়ামীহং বায়ুব্যো বায়ুমুত্তমম্।।
ইতি বায়ুভ্যাং বায়ুম্।

আবাহন—ওঁ আয়াহি পবন মহারাজাধি রাজ ধ্বজ হস্ত স্ববল বাহনা বৃত্ত ইহা গচ্ছ ইহা গচ্ছ ইহা তিষ্ঠ ইহা তিষ্ঠ বায়বী দিশমভিরক্ষ রক্ষ্যেভ্যো বাহ্য ওঁ বাত আবাতু ভেষজমিত্য নেনার্ঘ্য দত্ত্বা গন্ধাদিভিরর্চ্চয়েৎ। (হ, ভ, বি)

হোম মন্ত্র—

বায়ুশ্চ সর্ব্ববর্ণোহয়ং সর্ব্বগন্ধ বহঃশুভঃ
পুরুষো ধ্বজ হস্তশ্চ তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ।

ঈশান (রুদ্র)—ত্রিস্ত্রোয় ত্রিরুপায় ত্রিজটায় মহাত্মনে নমস্কৃত্য স্থাপয়ামি মণ্ডলেপরি মধ্যতঃ ইতি সোম ঈশানয়ো মধ্যে রুদ্রম্। ত্র্যম্বকং ত্রিপুরুষং নীলকণ্ঠ সদাশিবম্ মণ্ডলে স্থাপয়াম্যহ সুখানুষ্ঠান সিদ্ধয়ে ইতি ব্রহ্ম সোময়ো মধ্যে রুদ্রম্।

আবাহন—আয়াহী শান মহারাজাধিরাজ শূল হস্ত স্ববল বাহনাবৃত্ত ইহা গচ্ছ ইহা গচ্ছ ইহা তিষ্ঠ ইহা তিষ্ঠ ঐশানী দিশমভিরক্ষ রক্ষ্যেত্য বাহ্য ওঁ ঈশানায় নমস্তুত্যে নেনার্ঘ্য দত্ত্বা গন্ধাদিভিরর্চ্চয়েৎ। (হ, ভ, বি)

হোম মন্ত্র—ওঁ ঈশান পুরুষ শুক্লং সর্ব্ববিদ্যাধিপোমহান শূল হস্তো কিরুপাক্ষ স্তস্মৈ নিত্য নমো নমঃ।

চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা পূজা

আবাহন—ওঁ আয়াহি চতুর্ম্মুখ সর্ব্বলোকাধিপতে স্রক্ স্রজ হস্ত স্ববল বাহনা বৃত্ত ইহা গচ্ছ ইহা গচ্ছ ইহা তিষ্ঠ ইহা তিষ্ঠ উর্দ্ধং দিশমভিরক্ষ রক্ষেত্যা বাহ্য ওঁ হিরণ্যগর্ভ সমবর্ত্ততাগ্র ইত্যনেনার্ঘ্যং দত্ত্বা গন্ধাদিভিরর্চ্চয়েৎ। (হ, ভ, বি)

হোম মন্ত্র—

পদ্মযোনিশ্চতুর্মূর্ত্তি হেমবাসাঃ পিতামহঃ।
যজ্ঞাধ্যক্ষ শ্চতুর্ব্বক্রস্তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ।

কার্ত্তিক স্থাপন—

ষড়ানন চতুর্হস্তং স্কন্ধগৌরী সূতং সুভম্।
ইহৈবপূজয়িষ্যামি সর্ব্বকামার্থসিদ্ধয়য়ে।
ইতি রুদ্র সোমর্য়োমধ্যে স্কন্ধম্ কার্ত্তিক।

আবাহন—ওঁ আয়াহি অনন্ত মহারাজাধিরাজ স্ববল বাহনাব্রত লাঙ্গল হস্ত ইহা গচ্ছ ইহা গচ্ছ ইহা তিষ্ঠ ইহা তিষ্ঠ অর্ধোদিশমভিরক্ষ রক্ষেত্যাবাহ্য। ওঁ নমোহস্তু সর্পেভ্যি ইত্যনেনার্ঘ্য দত্ত্বা গন্ধাদিভিরর্চ্চয়েৎ।

অনন্ত মন্ত্র—

ওঁ যোহসাবনন্ত রূপেন ব্রহ্মাণ্ডং স চরাচরম্।
পুষ্পবদ্ধারয়েন্মুদ্ধি তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ।।

দ্বাদশাদিত্য স্থাপন—

আদিত্যং ভাস্করং চৈব প্রভাকর দিবাকরৌ।
সূর্য্য গ্রহপতি চৈবং ব্রঘ্নং তেজো হরিদ্ধরিম্।।
সপ্তাশ্বং বেদমূর্ত্তি চ ত্রিদৈবত্যং ক্রমেন চ।
ইত্যাদি দ্বাদশাদিত্যাদি মণ্ডলে স্থাপয়াম্যহম্।
ইতি ঈশানেন্দ্রয়োর্মধ্যে দ্বাদশাদিত্যান।

অশ্বিনৌ স্থাপন—অশ্বিনৌ দেব বৈদৌ চ স্বর্গস্থিত্যন্ত কারকৌ মণ্ডলে স্থাপয়িত্বাত পূজয়ামীষ্ঠ সিদ্ধয়ে। ইতি ইন্দ্রনয়োর্মধ্যে অশ্বিনৌ।

বিশ্ব দেবান স্থাপন—দৈবে কর্ম্মণি পিত্রে চ যে মুখ্যার সর্ব্বদাং শুভোঃ মণ্ডলে স্থাপয়ামীহ সুখানুষ্ঠান সিদ্ধয়ে। ইতি অগ্নি যময়ো মধ্যে বিশ্বেদেবান।

অথঃ হোম

অগ্নি স্থাপন—যজমান ব্রাহ্মণকে পা ধুয়াইয়া আসনে বসাইয়া পান সুপারী, বস্ত্র, জল পাত্র ইত্যাদি দিয়া বরণ করিবেন—ওঁ অদ্য ব্রাহ্মণ বৃণে। তাহার পর ব্রহ্মাব্রতোহস্মি এই বলিয়া ঘৃতেন ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা অগ্নি স্থাপন। কুশদ্বারা মার্জ্জন করিবে এবং আচ্ছাদিত করিবে। যজমান প্রণীতা পাত্রকে ১২ আঙ্গুল উচ্চা চার আঙ্গুল গভীর। যজ্ঞ কাঠ (পলাশ অথবা আম্র) দক্ষিণ দিকে আরতি পাত্র দূরে ব্রহ্ম স্থাপন। কুণ্ড অগ্নি হইতে উত্তর দিকে প্রণীতা পাত্র জল কুশ রেখে দিবে।

৮১ কুশ লইয়া ২০ করিয়া চার ভাগ করিয়া অগ্নি কোণ হইতে ঈশান পর্য্যন্ত, ব্রহ্মা স্থাপনা হইতে অগ্নি কোণ পর্য্যন্ত, নৈর্ঋত হইতে বায়ু কোণ পর্য্যন্ত ক্রমে বিছাইবে।

বিটব ত্রিপদী কুশাঙ্গুলী কুশদ্বারা তৈয়ারী করিবে। অগ্নি উপরে পশ্চিম দিকে পবিত্র ছেদন তিন কুশ পবিত্র করার জন্য তিন কুশের মধ্যে দুই পত্র প্রোক্ষণী পাত্র, ঘৃত পাত্র, আজ্যস্থলী, ক্ষীরপাত্র ডুবাইয়া রাখিবে।

২৫৬ মুষ্টি চাউল ভরা পাত্র পূর্ব্ব দিকে রাখিবে। দুই কুশকে তিন তিন খণ্ড করিয়া অনামিকা দ্বারা পবিত্রী লইয়া তিনবার জল উপরে প্রণীতা পাত্র প্রোক্ষণী পাত্র ভরে দিবে। ভরার সময়ে জল পড়িলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে এবং গোদান করিতে হইবে।

অগ্নি এবং প্রণীতা মধ্যে প্রোক্ষণীয় পাত্র রাখিবে। ঘৃতপাত্র এবং

ক্ষীর পাত্রতে ঘৃত ক্ষীর রাখিবেন। ঘৃত অগ্নিতে গরম করে একটি জ্বলন্ত

শরকাণ্ডা লইয়া চারিদিকে ঘুরাইয়া অগ্নিতে ছেড়ে দিবে। তাহার পর শ্রুবা অগ্নিতে গরম করিয়া সমার্জন কুশের মূল হইতে মূল মধ্য হইতে মধ্য অগ্রভাগ হইতে অগ্রভাগ মার্জন করিয়া পুনঃ অগ্নিতে গরম করিয়া দক্ষিণ দিকে রাখিবে। ঘৃতকে দেখিয়া তাহাকে পরিষ্কার করিবে। উপযমন কুশকে বাম হাতে লইয়া অগ্নি সিঞ্চন করিবে। ব্রহ্মার ধ্যান করিয়া মৌন হইয়া ঘৃততে ডুবা তিন সমধিকে অগ্নিতে ছেড়ে প্রোক্ষণী জলেতে অগ্নি মার্জ্জন করিবে। নিজের দক্ষিণ জানু পৃথিবী উপরে রাখিয়া যদি নিজে যজমান হয় তা হইলে ব্রাহ্মণ বরণ করিবে।

প্রজ্বলিত অগ্নিতে স্রুবা দ্বারা ঘৃতাহুতি ১২ বার দেওয়ার পর অবশিষ্ট ঘৃত স্রুবা হইতে প্রোক্ষণীতে ছাড়িবে।

ব্যাহৃতি হোম

বহ্নি স্থাপনান্তে বাম হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি পুটে পাঠ করিবে। যথা—

ওঁ সর্ব্বতঃ পাণি পাদান্তঃ সর্ব্বতোহক্ষিশিরোমুখঃ।
বিশ্বরূপো মহানগ্নিঃ প্রণীতঃ সর্ব্ব কর্ম্মসু

প্রজাপতি ঋষি স্তিষ্টুপ ছন্দোহগ্নিদেবতা অগ্নিস্থাপনে বিনিয়োগঃ।
অগ্নি কুণ্ডের মধ্যে ওঁ রং এই বহ্নি বীজ লিখিবে।
রুদ্র তেজ হইতে বহ্নিমবাহয়াম্যহম্ পড়িয়া অগ্নিকে ধ্যান করিবে।

ধ্যান—

উৎপত্তি দ্রাং কৃত্বা বাহ্যেদ্রগ্নি পুরুষম্।
রুদ্রতেজস মুদ্ভূতং [illegible] দ্বিমূর্দ্ধান দ্বিনাসিকম্।

স্রুবং স্রুবং চ শক্তি চাপ্যক্ষমালা চ দক্ষিণৈঃ।
চামরং ব্যজনং চৈব ঘৃত পাত্রতু বামকৈঃ।
বিভ্রন্তং সপ্তভি হস্তৌ দিমুখং সপ্ত জিহ্বকম্।
দক্ষিণং চ চতুরজিহ্বং দ্বিজিহ্বং চোত্তরং মুখম্।
কোটি দ্বাদশ মূৰ্ত্ত্যাখ্যং দ্বিপচাশং কলাযুতম্।
স্বাহা স্বধা বষ্টাকারৈ রঙ্কিতমৈষ বাহনম্।
রক্তমাল্যম্বরং রক্ত পদ্মাসন স্থিতম্।
রৌদ্র বাগেশ্বরী রূপ বহ্নি মাবাহয়াম্যহম্।
ওঁ পিঙ্গভ্রু শ্মশ্রু কেশাক্ষ পীনাঙ্গ জঠরোহরুণ।
ছাগস্থঃ সাক্ষ সূত্রোগ্নি সপ্তর্চ্চি শক্তিধারক।
শক্তিধর বরদ হস্ত দ্বয়মাদিত্যাধি দৈবতামগ্নিমাহ্বায়ামি।

আবাহন—

ত্বং মুখং সৰ্ব্ব দেবানাং সপ্তচির ভিদ্যতে।
আগচ্ছ ভগবান্নগ্নে যজ্ঞোস্মিন সন্নিধোভব।।

ওঁ বলদাগ্নে অগ্রে বৈশ্বানরা ইহা গচ্ছ ইহা গচ্ছ ইহা তিষ্ঠ ইহা তিষ্ঠ মম পূজা গৃহান্।

সপ্তজিহ্বা পূজা—কনকায়ৈ নমঃ, রক্তায় নমঃ, কৃষ্ণায়ৈ নমঃ, উদ্‌গারিনৈ নমঃ, উত্তরমুখৈ সুপ্রভায়ৈ নমঃ, বাহুরুপায়ৈ নমঃ, অতিরিক্তায়ৈ নমঃ।

প্রণাম—

নমো নমস্তে ত্রিপুরারি চক্ষুযে
মহেশ্বরানাং মুখতো উৎপযুছৌ
মুখজুষরেযু সংস্থিত ত্রিধা বিভক্তায় নমোহবহ্নয়ে।

ক্রব্যাদে নমঃ এই বলিয়া দক্ষিণ দিকে অগ্নি পরিত্যাগ করিবে। ওঁ অদ্যেতাদি অমুক গোত্রোঽমুক নামাহং সকুটুম্বস্য শিষ্যবর্গস্য সপরিবার-স্যাত্মনঃ সর্ব্বভীষ্ঠ ফলপ্রাপ্ত যথার্থমকুবন (শ্রীমদ্ভাগবত মহাযজ্ঞ অথবা বিষ্ণুযজ্ঞ) কর্ম্মণা শ্রীসূর্য্যাদি নবগ্রহা দীনাং সাধি দেবতা প্রত্যধি দেবতানাং দশদিক পালানাং (বিষ্ণু নারায়ণ, কৃষ্ণ) অমুক প্রধান দেবতা সহিতানাং চ প্রীতয়ে ব্রাহ্মণ দ্বারা যব, তিল, ধান্যাজ্য শর্করাদি দ্রবৈং স্তত্তদুদেবতা মন্ত্র যক্ষে।

ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা ইদং প্রজাপতয়ে নমম্
ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা ইদং ইন্দ্রায় নমম্
ওঁ অগ্নায় স্বাহা ইদং অগ্নায় নমম্
ওঁ সোমায় স্বাহা ইদং সোমায় নমম্
ওঁ ভূঃ স্বাহা ইদং অগ্নয়ে নমম্
ওঁ ভুবঃ স্বাহা ইদং বায়বে নমম্
ওঁ স্ব স্বাহা ইদং সূর্য্যায় নমম্

যজমান উপরে জল ছিটা দিবে দৈবঘাত রোকাশক্তি তদ্বদ্দৈবোপ ঘাতানাং শান্তি ভবতি বারিকা শান্তিরস্তু পুষ্টিরস্তু বৃদ্ধিরস্তু যৎপাপং তৎ প্রতিহতমস্তু। দ্বিপদে চতুষ্পদে সুশান্তি ভবতু। ইতি প্রায়শ্চিত্ত হোম।

পঞ্চবারুণী হোম

ত্বন্যগ্নে বরুণস্য বিদ্বান দেবস্য হেড়োঽবযাসিষ্ঠাঃ
যজিষ্টো বহ্নিতমঃ শোশুচানো বিশ্বদ্বিষা সিপ্রমুমুগ্ধয়স্মৎ স্বাহা।
ইদং অগ্নি বরুণাভ্যাং নমম্।

ওঁ সত্বন্নোঽগ্নিঽ নমো ভবোতীর্ণেদি ষ্টোঽস্যাদ্বে উষসো বুষ্টা অবয় ক্ষনো বরুনু রানো ব্বীহিমৃড়ীগকে সুহ বৌ নহত্রধি স্বাহা ইদমগ্নি বরুণাভ্যাং নমম্।

ওঁ অয়াশ্রাগ্নেহস্যনভি শস্তি পাশ্চ সত্বমিহ্ ময়াহসি অয়ানো যজ্ঞ বহাস্য যানো ধেহি ভেষজে স্বাহা ইদমগ্নে নমম্।

ওঁ যত শতং বরুণে সহস্র যজ্ঞিয়ো পাশব্বিততা মহান্তঃ তেমিমাদ্য সবিতাত বিষ্ণুবিশে মুঞ্চন্তু মরুতস্য কর্ণঃ স্বাহা ইদং বরুণায় সবিত্রে বিষ্ণবে বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যো মরুদ্ভ্য স্বর্কেভ্যশ্চমম্।

ওঁ উদুত্তম বরুণস্য পাশমর মদ বাধ মব্বিযধ্যমে শ্রথায়। অথাব্বয় মোদিত্যব্যতে তবানোগসোহ আদিতয়ে স্যাম স্বাহা ইদং বরুণায়াদিত্যরিয়া দিতয়ে নমম্। অত্রোঢ়ক স্পর্শঃ ইতি পঞ্চবারুণী হোম।

নবগ্রহ হোম

সূর্য্য (রবি)—ওঁ আ কৃষ্ণেন রজসা বর্ত্তমান নিবেশয়ন্নমৃত মর্ত্তঞ্চ হিরণ্যয়েন সবিতা রথেন দেবা যাতি ভূবনানি পশ্যন্ স্বাহা ইদং সূর্য্যায় নমম্। ওঁ হ্রী শ্রীং সূর্য্যায় স্বাহা।

সোম (চন্দ্র)—ওঁ অপ্যায়স্ব সমেতুতে বিষুণ্ডতঃ সোম কৃষ্ণ্যং ভবা রাজস্ব সঙ্গর্থে স্বাহা ইদং চন্দ্রায় নমম্। ওঁ ঐ ক্লীং সোমায় স্বাহা।

মঙ্গল—ওঁ অগ্নি মুর্দ্ধা দিবং ককুৎপতি পৃথিব্যা অয়ম্ অপাং বেতাংষি জিন্বতি স্বাহা ইদং মঙ্গলায় নমম্। ওঁ হুঁ শ্রীং মঙ্গলায় স্বাহা।

বুধ—ওঁ অগ্নে বিবস্বদুষে সশ্চিত্র বাধো অমর্ত্ত্য আদাশুষে জাত বেদাবহা ত্বমাদ্যা দেবা উষ ববুধ স্বাহা। ওঁ ঐ শ্রী বুধায় স্বাহা ইদং বাধায়। ওঁ ঐ শ্রীং বুধায় স্বাহা।

বৃহস্পতি—ওঁ বৃহস্পতে পরিদায়া রথেন রক্ষোহামিত্রা অপবধমান প্রভঞ্জনৎ সেনা প্রমৃনো যুধা জয়ন্নস্মাকমেধা সবিতা রথানাং স্বাহা ইদং বৃহস্পতয়ে। ওঁ হ্রীং শ্রীং বৃহস্পতয়ে স্বাহা।

শুক্র—ওঁ শুক্রন্তে অন্যদ যজতন্তে অন্যৎ বিষুওরূপে অহনী দৌরিবাসি বিশ্বহি মায়া অবসি স্বধাবন ভদ্রা চ মুষন্নিহরতিরস্তু স্বাহা ইদং শুক্রায়। ওঁ হ্রীং শ্রীং শুক্রায় স্বাহা।

শনি—ওঁ শন্নো দেবীরভীষ্টয়ে শন্নো ভবন্তু প্রীতয়ে শঃ যোরভি শ্রবন্তু নঃ স্বাহা ইদং শনিশ্চরায়। ওঁ ঐ হ্রীং শ্রীং শনিশ্চরায় স্বাহা।

রাহু—ওঁ কয়ানশ্চিত্র আভূব দূতী সদা বৃধ সখা কয়াশ চিষ্টয়া বৃতা স্বাহা ইদং রাহবে। ওঁ ঐ হ্রীঁ রাহবে স্বাহা।

কেতু—ওঁ কেতু কৃন্বন কেতবে পেশো মর্য্যা অপেশসে সমুযদ্ভি-রজারথাঃ স্বাহা ইদং কেতবে। ওঁ হ্রীং ঐ কেতবে স্বাহা।

নবগ্রহ অধি দেবতা হোম

যযুত/৬০ (শবরি)—ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধি পুষ্টি বর্দ্ধনম্ উর্ব্বারুকমিব বন্ধনাদিত্য মুক্ষীয় মামুতঃ স্বাহা ইদং ত্র্যম্বকায়।

উমা (গৌরী)—ওঁ শ্রীশ্চতে লক্ষ্মাশ্চ পত্না ব্যাহোরাত্রে পার্শে মক্ষত্রাণি রুহমশ্বিমে ব্যাত্তম। ইষণ্নিযানামৃস্মহ ইষণান সর্ব্বলোকস্ম হ ইষণাণ স্বাহা ইদমুমায়ে নমম্।

কার্ত্তিক—ওঁ যদ্ ক্রন্দঃ প্রথমং জায়মান ওদ্যন্ত সমুদ্রা দুতবা পুরীষাৎ শ্যেনস্য পক্ষ হরিণস্য বাহু উপস্তুত্যং মহিজাতং তে অর্ব্বন স্বাহা ইদং স্কন্দায় নমম্। (যযু ২—১২)

বিষুও—ওঁ ইদং বিষুও বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদম্। সমুঢ়মস্য পা গোঁসুরে স্বাহা ইদং বিষ্ণবে স্বাহা। (০—১৫ যযু)

তদ্বিষ্ণো পরমং পদং গুঁ সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্ নারায়ণায় স্বাহা। (যযু ৬—৫)

নবগ্রহ প্রব্যধি দেবতা হোম

অগ্নি—অগ্নি দুতং পুরোদধে হব্যবাহমুপব্রবে। দেবাঽসদয়াদিহ স্বাহা ইদমগ্নয়ে।

বায়ু—ওঁ অপস্বন্তরমুতমপ্সু ভেষজমপামুত প্রশস্তিস্বশ্বা ভবত ব্যজিনঃ দেবীরাপো যো ব উস্মিঃ প্রমাত ককুদ্মান্বা জসাস্তে নায়ে বাজ ওঁ সেত স্বাহা ইদমরুদ্ভ্যাঃ নমম্।

পৃথিবৌ—ওঁ স্যোনো পৃথিবী ভবান্বক্ষরা নিবেশিনী যচ্ছান শর্ম্ম সপ্রথাঃ স্বাহা ইদং পৃথিব্যৈ নমম্।

বিষ্ণু—ওঁ ইদং বিষ্ণু বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদম্ সমূঢ়মস্য পা গুঁ সুরে স্বাহা ইদং বিষ্ণবে। (সযু ৫—১৫)

ইন্দ্র—ওঁ সজোষা ইন্দ্র সগনো মরুদিভ্যঃ সোম মপিব বৃত্রহা শুর বিদ্বান জহি শত্রু গো রক্ষমৃধোমুদস্বাথাভয়ং কৃণুহি বিবশ্বতো ন স্বাহা ইদমিন্দ্রায় নমম্।

ইন্দ্রানী—ওঁ আদিতৈরাস্নাসাদ্র ন্যাউ যোষং পুযাসি ধর্ম্ময় দীপ্ত স্বাহা ইদমিন্দ্রান্যৈ নমম্।

প্রজাপতি—ওঁ প্রজাপতে নত্ব দেতান্য নো বিশ্বারূপানি পরিতা বভূব যৎ কমাপ্তে জহমস্তন্নো অস্তু ব্যয় স্যাম হতয়ো রয়ীনাং স্বাহা ইদং প্রজাপতয়ে।

অনন্ত—ওঁ নমোস্তু সর্পেভৌ যেকে চ পৃথিবী মনু যেহন্তরিক্ষে যে দিবিতেভ্যোঃ সর্পেভ্যো নমঃ স্বাহা ইদং সর্পেভ্যঃ।

ব্রহ্মা—ওঁ বিজ্ঞানং প্রথমং পুরস্তদ্বিসীমতঃ সুরু ঢাবোন অকা সবুন্ধ্যা ২ উপমাহ অস্য বিষ্ঠাশ্চ যোনিমসতশ্চ বিবঃ স্বাহা ইদং ব্রহ্মণে নমম্।

ইন্দ্র—ওঁ ত্রাতারুমিন্দ্র সবিতারমিন্দ্র গোঁ হবে হবে শূর মিন্দ্রম্ হ্বয়ামি শক্রং পুরুহুতয়িন্দুঁ গোঁ স্বস্তিনো মঘবা ধাতিন্দ্রঃ স্বাহা ইদমিন্দ্রায় নমম্।

যম—ওঁ অসি যমোঽস্যাদিত্যোঽর্ব্বন্নসি ত্রিতো গুহ্যেন ব্রতেন অসি সোমেন সময়া বিপৃক্ত আহস্তে শ্রীনি দিবি বন্ধনানি স্বাহা ইদঃ যমায় নমম্।

কাল—ওঁ কষিরসি সমুদ্রস্য ত্বক্ষিত্যাত্তন্নয়ামি সমাযেঽভি দরসগমত সমোসধোভিরোষধীং স্বাহা ইদং কালায় নমম্।

চিত্রগুপ্ত—ওঁ ইন্ধনাস্ত্ব শতে গোঁ হিমাদ্যুমন্তুঁ সমিধীমহি রত স্বান্তৌ বয়স্কৃত গোঁ সহস্বান্তঃ সহস্কৃতম্ অগ্নে সপত্নদম্ভব নভ দব্ধো সোঽদাভ্যম্। চিত্রাবসো স্বস্থি তে পাগ্মশীয় স্বাহা ইদং চিত্রগুপ্তায় নমম্।

পঞ্চ লোকপাল হোম

গণেশ—ওঁ গণানাং ত্বা গণপতি গোঁ ইবামহে প্রিয়ানাং ত্বা প্রিয়পতি গোঁ ইবামহে নিধিনাং ত্বাং নিধিপতি গোঁ ত্বামহে বসৌ মম অহমজানি গর্ভধমাত্ব মজামি গর্ভধম স্বাহা ইদং গণপতয়ে স্বাহা (ইদং গণপতয়ে নমম্)।

দুর্গা—ওঁ অম্বে অম্বিকেঽম্বালিকে নমানয়তি কশ্চন সমস্ত শ্বকঃ শুভদ্রিকাং কামপীত বাসিনীং স্বাহা ইদং দুর্গায়ে নমম্।

বায়ুঃ—বাতো বা মনোতা গন্ধর্ব্বা সপ্তাব গৌহানিঃ তেঽগ্রেঽশ্চমাযুঞ্চস্তেহমিঞ্জ বমাদধুঃ স্বাহা ইদংবায়বে।

আকাশঃ—উদভবাস্য সমিধো ভবাস্তুদুধ্বা শুক্রা শোচী ওঁ যনেঃদু মত্তমা সুপ্রীত কস্য সুনোঃ স্বাহা ইদং আকাশায় নমম্।

অশ্বিন—ওঁ অশ্বিনো ভেষজ্যেন ব্রহ্মবর্চসভিষিচামি সরস্বত্যৈ ভেষজ্যেন বীর্য্যয়ান্নাদ্যায়াং ভষিচামীন্দ্র স্যেন্দ্রিয়েন বলায়শ্রিয়ে যশয়েহভিষিন্বামি স্বাহা ইদমশ্বিনভ্যাম নমম্।

ভাগবত হোম

ওঁ ভগবতে বাসুদেবায় স্বাহা ওঁ ভগবতে উপেন্দ্রায় স্বাহা
ওঁ ভগবতে কেশবায় স্বাহা ওঁ ভগবতে প্রদ্যুম্নায় স্বাহা
ওঁ ভগবতে নারায়ণায় স্বাহা ওঁ ভগবতে অনিরুদ্ধায় স্বাহা
ওঁ ভগবতে মাধবায় স্বাহা ওঁ ভগবতে অচ্যুতায় স্বাহা
ওঁ ভগবতে গোবিন্দায় স্বাহা ওঁ ভগবতে অনন্তায় স্বাহা
ওঁ ভগবতে বিষ্ণবে স্বাহা ওঁ ভগবতে গদিনে স্বাহা
ওঁ ভগবতে মধুসূদনায় স্বাহা ওঁ ভগবতে চক্রিনে স্বাহা
ওঁ ভগবতে ত্রিবিক্রমায় স্বাহা ওঁ ভগবতে বিশ্বকসেনায় স্বাহা
ওঁ ভগবতে বামনায় স্বাহা ওঁ ভগবতে বৈকুণ্ঠায় স্বাহা
ওঁ ভগবতে শ্রীধরায় স্বাহা ওঁ ভগবতে দনার্দ্ধনায় স্বাহা
ওঁ ভগবতে হৃষীকেশায় স্বাহা ওঁ ভগবতে মুকুন্দায় স্বাহা
ওঁ ভগবতে পদ্মনাভায় স্বাহা ওঁ ভগবতে অধোক্ষজায় স্বাহা
ওঁ ভগবতে দামোদরায় স্বাহা

পূর্ণাহুতি—যজমান আচার্য্য দক্ষিণ স্কন্ধ স্পর্শ করিবে। তাম্বুল, পুঙ্গীফল, নারিকেল অথবা মর্ত্তমান কলা ঘৃতে ডুবাইয়া দাঁড়াইয়া পূর্ণাহুতি দিবে।

ওঁ পূর্ণাদ বিপরাপতে সুপূর্ণা পূর্ণরায়া
বসেন্ন বিক্রীণাহবাই ইষ্ট মূর্ধা ওঁ শতক্রতো স্বাহা

প্রার্থনা—

আবাহনং ন জানামি ন জানামি বিসর্জ্জনম্।
পূজাচৈব ন জানামি ক্ষম ত্বং পরমেশ্বর।।
অপরাধ সহস্রানি ক্রিয়তে অহর্নিশং ময়া।
দাস্যেঽহয়মিতি মত্বা নাং ক্ষমস্ব পরমেশ্বর।।

ঘৃত মাতৃকা পূজনম্—কীর্ত্তি লক্ষ্মী ধৃতি মেধা সিদ্ধি প্রজ্ঞা সরস্বতী। মাঙ্গলেষু প্রপূজ্যাশ্চ সপ্তৈব ঘৃত মাতরম্।

কুলং পবিত্রং জননীকৃতার্থং
বসো পবিত্রং মসি শত ধারম্
বসো পবিত্রমসি সহস্র ধারং
দেবাস্তা সবিতা পুনাতু বসো
পবিত্রেণ শত ধারে মূর্দ্ধাকাম ধুক্ষঃ।।

যজ্ঞ বিসর্জ্জন—ওঁ যজ্ঞ পতি ঋষিঃ যজ্ঞেশ্বর দেবতা, যজ্ঞ বিসর্জ্জনে বিনিয়োগ ওঁ যজ্ঞঃ গচ্ছ পতি গচ্ছ স্বযোনিং গচ্ছ স্বাহা। অগ্নে জলং দত্ত্বা ওঁ পৃথিত্বং শীতলা ভব ইতি ভূমিং দুগ্ধং পরিষিচ্য ওঁ দ্যৌঃ শান্তিরন্তরিক্ষ গুঁ শান্তিঃ পৃথিবী শান্তি রাপ শান্তি ওষধয়ঃ শান্তিঃ বনস্পতয়ঃ শান্তিঃ বিশ্বেদেবা শান্তিঃ ব্রহ্ম শান্তিঃ সর্ব্বগুঁ শান্তি শান্তিরেব শান্তিঃ সামা শান্তিরেধি।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।
লক্ষ হোমে চতুহস্তং সমং কুর্য্যাৎ হোমকুণ্ডং বিধিয়তে।

পূর্ণাহুতি হোম দ্রব্য—

গুর্ব্বাকি তাম্বুলো পেতং রক্ত বস্ত্রং
মাল্যং পরিষদ্ নারিকেল ফলং
স্নিগ্ধং ঘৃতেন উপলেপিতং

সুবর্ণ রঞ্জিতং তাম্রং তস্য সাধে সমন্বিতম্।
রক্ত সূত্রেণ বৈষ্টিতং ইতি পূর্ণাহুতি-দ্রব্যম্।

যজ্ঞ পবিত্র প্রমাণম্—

ঋক চ আশেৎ দ্বিক যজ্না।
নাভিমানং সমানাং বামবাহু।

যজ্ঞ ব্রাহ্মণ লক্ষণ—

তিলকং শিখা বন্ধনং মাল্য চ যজ্ঞ পবিত।
ধৌত বামাশাং এতৎ পঞ্চ লক্ষণম্ দ্বিজেজ্ঞেয়া।

দর্ভ ব্রাহ্মণ লক্ষণম্—

দর্ভাগ্র কেশান্দু শিরসি প্রোক্তা ধেনুবক্র গণ্ডদ্বয়ং।
অতি বক্র কটি প্রোক্তা জয় পাদ ন সংশয়ঃ।।

শ্রুব ধারণ বিধি নির্ণয়—

শ্রুবাগ্রে বসতি ব্রহ্মা শ্রুবামূলে জনার্দ্দন।
সর্ব্বত্র বসতি দেবা কথং ধারণতে শ্রুবং
চতুরাঙ্গুলং পরিত্যজ মূলেন
ষড়ঙ্গুলং ব্রহ্মাবন মিদং প্রোক্তং।
শ্রুবঞ্চ ধারয়েৎ নির্ণয় বুধৈঃ।।

ত্রি পুষ্কর ফল—

অষ্টাদশস্তু সংস্থাপ্য তিথিবার সমন্বিতং
পুনঃ সপ্তদশং দেয়ং ত্রিভি ভাগেন হবয়েৎ।
একেন বসতি স্বর্গে দ্বাভ্যাং পাতালে মেব ।
শূন্যে মর্ত্ত্যে বিজানীয়াৎ তত্রাতীকাহ শুভ ভবেৎ।

ইতি জ্যোতিষ তত্ত্ব বারিধি

অগ্নি স্থিতি ব্রহ্ম পুরাণ বচনম্—

একে বসতি স্বর্গে দ্বিতীয়ে পাতালে তথা।
তৃতীয়ে মর্ত্ত্যে লোকঃ স্যাৎ হোম কর্ম্ম বিশেষতঃ।
যদি অগ্নি তদা স্বর্গে পুত্রদার ধন ক্ষয়।

অগ্নি স্বর্গে থাকিলে চার আঙ্গুল উচ্চ করিয়া বালু বিস্তার করিয়া হোম করিবে। পাতালে থাকিলে খনন করিয়া হোম করিবে। মর্ত্ত্যে থাকিলে সমভাগে হোম করিতে হয়।

শঙ্খ লিখিত মহাভিরূ তিথিবার ত্রমরিত।
সপ্ত দ্বীপ সমাযুক্তং চতুভাগং বিধিয়তে।
ইতি অগ্নি নির্ণয়।।
তিথিবার সমাযুক্তং একহেয় এভি হরেৎ। (মহাভদ্র)

অগ্নি অঙ্গ—

যত্র কাষ্টং তত্র শ্রোত্রং ট্রিতো ধূমোঽত্র নাসিকা
যত্রাল্প জ্বলনং নেত্র যতোঽঙ্গার স্ততঃ শিরঃ।
যত্র প্রজ্বলিতা জ্বালা সা জিহ্বা জাতবেদসঃ।

অগ্নির যেখানে কাষ্ঠ সেই স্থানে কর্ণ। অগ্নির যেখানে ধূম সেই নাসিকা। যখন অগ্নি অল্প জ্বলিত সেইখানে নেত্র। অগ্নির অঙ্গার যে স্থানে সেই হইবে শির। প্রজ্বলিত অগ্নির শিখা হইবে জিহ্বা।

কর্ণ হোমে ভবেদ্ব্যাধিঃ নেত্রে অন্ধহং সমিরিতম্।
নাসিকায়াং মন পীড়া মস্তকে ধনসংক্ষয়ঃ।
জিহ্বায়াঞ্চ কৃতে হোম সর্ব্বসিদ্ধিঃ ভবেৎ ধ্রুবম্।।

অগ্নির কর্ণেতে হোম করিলে ব্যাধি। নেত্রে অন্ধত্ব, নাসিকাতে মন পীড়া, মস্তকে ধনক্ষয়। জিহ্বাতে হোম করিলে সর্ব্ব কার্য্যে সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে।

ঘট স্থাপন প্রমাণ—

পদ্মোহষ্ট দলঃ কৃত্বা কর্ণিকা কেশরোজ্বলা।
উভাভ্যাং বেদ তন্ত্রাভ্যাং মন্যেত্যুভয়ং সিদ্ধয়ে।।

শ্রীমদ্ভাগবত যজ্ঞে পশ্চিমে পূর্ব্ব মুখে সর্ব্বতো ভদ্র এবং বাস্তুপূজা হইবে সম্মুখে ষোড়শ মাতৃকা কলস, বামে বায়ু কোণে ঊনপঞ্চাশ বায়ু পূজা এবং ইন্দ্র কলস স্থাপন। দক্ষিণে নৈঋত কোণে চতুঃ ষষ্ঠী যোগিনী পীঠে ব্রহ্মা কলসী পূজন হইবে। অগ্নিকোণে পঞ্চ দেবতা পূজন এবং বরুণ কলসী স্থাপন। ঈশান কোণে নবগ্রহ পীঠ পূজন এবং রুদ্র কলসী স্থাপন হইবে। যজ্ঞ মণ্ডপ ১৬ হাত দীর্ঘ এবং ১৬ হাত প্রস্থ হইবে মধ্যে কুণ্ড তিন পিড়ি হইবে, পশ্চিমে যোনি পীঠে লক্ষ্মী পূজা হইবে। পাশে ব্রহ্মা পূজা করণীয়ম্। এইরূপ বিষ্ণু যজ্ঞ জানিবে।

কবচ শোধনবিধি

নিত্যক্রিয়া সমাপন করিয়া ওঁ কর্ত্তব্যেহস্মিন কবচ সংস্কার কর্ম্মণি বিনিযোগঃ। ক্রমশঃ স্বস্তিবাচন, সঙ্কল্প করিয়া ষড় অঙ্গুল ভূর্জপত্রে আকন্দ ক্ষীর এবং গন্ধকদ্বারা নবাহ্ন মন্ত্র এবং যন্ত্র চক্র লিখিয়া মাদুলিতে ভরিবে।

অদ্যেত্যাদি অমুক মাসে অমুক গোত্রে অমুক দেবশর্ম্মা অমুক দেবতায়া অমুক কবচ ধারণার্থং অমুক দেবতা সংস্কারমহং করিষ্যে (পরার্থে করিষ্যামি)।

পরে গণেশাদি পঞ্চ দেবতা পূজা করিয়া গুরু পূজা করিবে। তদনন্তরং কবচকে জলদ্বারা স্নান করাইবে। পরে হৌ এই মন্ত্র ১০৮ বার জপ করিয়া প্রণব উচ্চারণপূর্ব্বক পঞ্চ গব্যদ্বারা কবচ ধৌত করিয়া স্বর্ণাদি পাত্রে স্থাপনপূর্ব্বক চন্দন অগুরু কুম্‌কুম্ সংযুক্ত শীতল জলে স্নান করাইবে।

পুনরায় হৌ মন্ত্র ১০৮ বার জপ করিয়া মূল মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক পঞ্চামৃতদ্বারা কবচকে স্নান করাইয়া মূল মন্ত্রে কাঁচা দুধ ও জলদ্বারা স্নাপয়ামি বলিয়া অভিষেক করাইবে। পরে ধূপ জ্বালিয়া দিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক দধি ঘৃত-মধু, চিনি, দুগ্ধজল, চন্দন, কস্তুরী ও কুম্‌কুম্ এই সকল দ্রব্যদ্বারা পৃথক পৃথক স্নান করাইবে। তদনন্তর কুম্‌কুমে গোরচনা মিশ্রিত জলে স্নান করাইয়া, জম্বু, শাল্মলী, বাট্যাল, বদরী, বকুল ত্বগাত্মক পঞ্চকষায় যুক্ত অষ্ট কলস জল লইয়া ক্রমশঃ স্নান করাইবে।

পরে কবচ বস্ত্রদ্বারা মুছিয়া স্বর্ণাদি পাত্রে স্থাপন পূর্ব্বক কুশাগ্র দ্বারা উহা স্পর্শ করিবে। পঞ্চপাত্র হইতে চামচে জল লইয়া ২৮ বার তর্পয়ামি বলিয়া তর্পণ করিবে।

ওঁ কবচায় বিদ্মহে মহা কবচায় ধীমহি তন্নো কবচং প্রচোদয়াৎ। এই মন্ত্রে ১০৮ বার জপ করিয়া প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবে। যথা অস্য প্রাণ প্রতিষ্ঠা মন্ত্রস্য ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরা ঋষয় ঋক্ যজু সামাথর্ব্বায়ঃ ছন্দসি চৈতন্যং দেবতা প্রাণ প্রতিষ্ঠায়াং বিনিয়োগঃ।

ওঁ, আং, হ্রীং, ক্রোং, যং, রং, লং, বং, শং, ষং, সং, হৌং, হং, সং শ্রীশ্রীঅমুক দেবতায়াঃ প্রাণা ইহ প্রাণাঃ ইত্যাদি।

আহ্বান পূর্ব্বক ষড়ঙ্গ ন্যাস করিয়া যথা শক্তি উপচারে দেবতার পূজা করিয়া ষড়ঙ্গের পূজা করিবে। পরে পট সূত্র দর্পণ চামর ও ঘণ্টা উপচারার্থে দিবে। পূজান্তে মূল মন্ত্র ১০৮ বার জপ করিবে। অনন্তর ১০৮ সংখ্যক মূল মন্ত্রে হোম করিয়া আহুতি শেষে কবচের উপরে দিবে।

অথবা হোম করিতে অসমর্থ হইলে মাদুলী লাল সূতাতে দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলিতে বাধিয়া দ্বিগুণ জপ করিবে। নারিকেল ভিতরে স্বর্ণ রূপ্যক ঘৃত দিয়া বস্ত্রদ্বারা মোড়িয়া পান সুপারীসহ পূর্ণাহুতি দিবে।

সরস্বতী কবচ

ভৃগুরুবাচ— ব্রহ্মান্ ব্রহ্মবিদাং শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞান বিশারদ্।
সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বজনক সর্ব্বেশ সর্ব্ব পূজিত।।
সরস্বত্যাশ্চ কবচং ব্রুহি বিশ্বজয় প্রভো।
অজাত যাম মন্ত্রানাং সমুহ সংযুতং পরম্।।

ব্রহ্মোবাচ— শৃণু বৎস প্রবক্ষ্যামি কবচং সর্ব্ব কামদম্।
শ্রুতি সারং শ্রুতি সুখং শ্রুত্যুক্তং শ্রুতি পূজিতম্।।
উক্তং কৃষ্ণেন গোলোকে মহ্যং বৃন্দাবনে বনে।
রাসেশ্বরেণ বিভুনা রাসে চ রাসমণ্ডলে।।
অতীব গোপনীয়ঞ্চ কল্পবৃক্ষ সমং পরম্।
অশ্রুতাদ্ভুত মন্ত্রাণাং সমুহৈশ্চ সমন্বিতম্।।
যদ্ধৃত্বা পঠনাৎ ব্রহ্মান্ বুদ্ধিমাংশ্চ বৃহস্পতিঃ।
যদ্ধৃত্বা ভগবান শুক্রঃ সর্ব্ব দৈত্যেষু পূজিতঃ।।
পঠনাদ্ধারণাদ্ বাগ্মী কবীন্দ্র বাল্মিকী মুনিঃ।
স্বায়ম্ভুবো মনুশ্চৈব যদ্ধৃতা সর্ব্ব পূজিতঃ।।
কণাদৌ গৌতমঃ কণ্বঃ পাণিনিঃ শকটায়নঃ।
গ্রন্থঞ্চকার যদ্ধৃত্বা দক্ষঃ কাত্যায়নঃ স্বয়ম্।।
কৃত্বা বেদ বিভাগঞ্চ পুরাণাদ্য খিলানি চ।
চকার লীলা মাত্রেণ কৃষ্ণ দ্বৈপায়নঃ স্বয়ং।।
শতাতপশ্চ সংবর্ত্তো বশিষ্ঠশ্চ পরাশরঃ।
যদ্ধৃত্বা পঠনাদা গ্রন্থং যাজ্ঞবল্ক্য শ্চকার সঃ।।
ঋষ্য শৃঙ্গো ভরদ্বাজ শ্চাস্তিকো দেবলস্তথা।
জৈগীষ ব্যোঽথ জাবালি যদ্‌কৃত্বা সর্ব্ব পূজিতঃ।।
কবচস্যাস্য বিপ্রেন্দ্র ঋষিরেব প্রজাপতিঃ।

স্বয়ং বৃহস্পতিশ্ছন্দো দেব রাসেশ্বর প্রভুঃ।।

সর্ব্বতত্ত্ব পরিজ্ঞান সর্ব্বার্থ সাধনেষু চ।
কবিতাসু চ সর্ব্বাসু বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।।
ওঁ হ্রীং সরস্বত্যৈ স্বাহা ভালং মে সর্ব্বদাবতু।
ওঁ সরস্বত্যৈ স্বাহেতি শ্রোত্রং পাতু নিরন্তরম্।।
ওঁ শ্রী হ্রীং ভারত্যৈ স্বাহা নেত্র যুগ্মং সদাবতু।
ওঁ হ্রীং বাগ বাদিন্যৈ স্বাহা নাসাং মে সর্ব্বতোঽবতু।।
হ্রীং বিদ্যাধিষ্ঠাতৃ দেব্যৈ স্বাহা ওষ্ঠং সদাবতু।
ওঁ শ্রীং হ্রীং ব্রহ্ম্যৈ স্বাহেতি দন্তপংক্তি সদাবতু।।
ঐং ইত্যেকাক্ষরো মন্ত্রো মম কণ্ঠং সদাবতু।
ওঁ শ্রীং হ্রীং পাতু মে গ্রীবাং স্কন্ধং মে শ্রীঁ সদাবতু।
শ্রীবিদ্যাধিষ্ঠাতৃ দেব্যৈ স্বাহা বক্ষং সদাবতু।।
ওঁ হ্রীং বিদ্যা স্বরূপায়ৈ স্বাহা মে পাতু নাসিকাম্।।
ওঁ হ্রীং হ্রীং বান্যৈ স্বাহেতি মম পৃষ্ঠং সদাবতু।
ওঁ সর্ব্ব বর্ণাত্মিকায়ৈ পাদ যুগ্মং সদাবতু।।
ওঁ বাগধিষ্ঠাতৃ দেব্যৈ সর্ব্বাঙ্গং মে সদাবতু।
ওঁ হ্রীং সর্ব্ব কণ্ঠ বাসিন্যৈ স্বাহা প্রাচ্যাং সদাবতু।।
ওঁ হ্রীং জিহ্বাগ্র বাসিন্যৈ স্বাহাগ্নি দিশি রক্ষতু।
ঐং হ্রীং শ্রীং ক্লীং সরস্বত্যৈ বিবুধজনন্যৈ স্বাহা।।
সর্ব্ব মন্ত্রস্য রাজাঽয়ং দক্ষিণে মাং সদাবতু।
ওঁ হ্রীং শ্রীং ত্র্যক্ষরো মন্ত্রো নৈঋত্যাং মে সদাবতু।।
কবি জিহ্বাগ্রে বাসিন্যৈ স্বাহা মাং বারুণেঽবতু।
ওঁ সদাম্বিকায়ৈ স্বাহা বায়ব্যে মাং সদাবতু।।
ওঁ গদ্য পদ্য বাসিন্যৈ স্বাহা মামুত্তরেঽবতু।
ওঁ সর্ব্ব শাস্ত্র বাসিন্যৈ স্বাহৈশ্যে মাং সদাবতু।।

ঐং পুস্তক বাসিন্যৈ স্বাহা ঊর্দ্ধা মাং সদাবতু।
ইতি তে কথিতং বিপ্র সর্ব্ব মন্ত্রৌঘ বিগ্রহম্।।
ইদং বিশ্বজয়ং নাম কবচং ব্রহ্ম রূপিণম্।
পুরা শ্রুতং ধর্ম্ম বক্ত্রাং পর্ব্বতে গন্ধ মাদনে।।
তব স্নেহান্ময়াখ্যাতং প্রবক্তব্যং ন কস্যচিৎ।
গুরুমভ্যর্চ্চ্য বিধিবৎ বস্ত্রালঙ্কার চন্দনৈঃ।।
প্রণম্য দণ্ডবদ্ভুমৌ কবচং ধারয়েৎ সুধীঃ।
পঞ্চলক্ষ জপেনৈব সিদ্ধন্তু কবচং ভবেৎ।।
যদি স্যাৎ সিদ্ধ কবচো বৃহস্পতি সমোভবেৎ।
মহাবাগ্মী কবীন্দ্র শ্চ ত্রৈলোক্য বিজয়ীভবেৎ।।
সক্লোতি সর্ব্বং জেতুঞ্চ কবচস্য প্রসাদতঃ।
স্তোত্রং পূজা বিধানঞ্চ ধ্যানঞ্চ বন্দং জপ।।

ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে প্রকৃতি-খণ্ডে নারায়ণ-নারদ-সংবাদে সরস্বতী কবচং সমাপ্তম্।।

নবগ্রহ কবচ

ওঁ শিরো মে পাতু মার্ত্তণ্ডঃ কপালং রোহিণী পতিঃ।
মুখমঙ্গারক পাতু কণ্ঠঞ্চ শশি নন্দনঃ।।
বুদ্ধিং জীবঃ সদা পাতু হৃদয়ং ভৃগু নন্দনঃ।
জঠরঞ্চ শনি পাতু জিহ্বাং মে দিতি নন্দনঃ।।
পাদৌ কেতুঃ সদা পাতু বারা সর্ব্বাঙ্গমেব চ।

তিথয়োহষ্টো দিশঃ পান্তু নক্ষত্রাণি বপুঃ সদা।।

অংসৌ রাশিঃ সদা পাতু সর্ব্বগ্রহাঃ শুভপ্রদাঃ।
অণিমাদীনি সর্ব্বাণি লভতে যঃ পঠেৎ ধ্রুবম্।।
এতাং রক্ষাং পঠেৎ যস্তু ভক্ত্যা সুপ্রযতঃ সুধী।
স চিরায়ুঃ সুখী পুত্রী রণে চ বিজয়ী ভবেৎ।।
অপুত্রা লভতে পুত্রং ধনার্থী ধনমাপ্নুয়াৎ।
দারার্থী লভতে ভার্য্যাং সুরূপা সুমনোহরাম্।।
রোগাৎ প্রমুচ্যতে রোগী বদ্ধোমুচ্যতে বন্ধনাৎ।
জলে স্থলে চান্তরীক্ষে কারাগারে বিশেষতঃ।।
যং করে ধারয়েন্নিত্যং তস্য বিঘ্নি ন জায়তে
ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুর্ব্বঙ্গনাগম্।।
পঠনাৎ কবচস্যাস্য সর্ব্বপাপাৎ প্রমুচ্যতে।
মৃতবৎসা চ সা নারী কাকবন্ধ্যা চ যা ভবেৎ।।
জীব বৎসা পুত্রবতী ভবত্যেব ন সংশয়।
ইতি গ্রহয়ামলে নবগ্রহ কবচ সমাপ্তম্।।

দেবী কবচ

(সর্ব্ব বিপদনাশ এবং সর্ব্বাহভীষ্ট পূর্ণ)

শৃণু দেবী প্রবক্ষামি কবচং সর্ব্ব সিদ্ধিম্।
পঠিত্বা ধারয়িত্বা চ নরো মুচ্যতে শকটাৎ।।
অজ্ঞত্বা কবচং দেবি দুর্গামন্ত্রঞ্চয়ো জপেৎ।
ন নাপ্নোতি ফলং তস্য পরে চ নরকং ব্রজেৎ।।
ইদং গৃহ্যতম দেবি কবচং তব কথ্যতে।
গোপনীয়ং প্রযত্নেন সাবধানাবধারয়।।

উমা দেবী শিরঃ পাতু ললাটং শূলধারিণী।
চাক্ষুষী খেচরী পাতু কর্ণৌ চ দ্বারবাসিনী।।
সুগন্ধা নাসিকাং পাতু বদনং সর্ব্বসাধিনী।
জিহ্বাঞ্চ চণ্ডিকাং পাতু গ্রীবাং সৌভদ্রিকা তথা।।
অশোক বাসিনীচেতোদৌ বাহু বজ্র ধারিণী।
কণ্ঠং পাতু মহাবাণী জগন্মাতা স্তনদ্বয়ম্।।
হৃদয়ং ললিতা দেবী উদরং সিংহবাহিনী।
কটিং ভগবতী দেবী দ্বারকা বিন্ধ্যবাসিনী।।
মহা বলো চ জঙ্ঘে দ্বে পাদৌ ভূতল বাসিনী।
এবং স্থিতানি দেবিত্বং ত্রৈলোক্য বৃক্ষাণাত্মিকা।।
রক্ষমাং সর্ব্বগাত্রেষু দুর্গে দেবী নমোঽস্তুতে।
ইত্যেতৎ কবচং দেবী মহাবিদ্যা ফলপ্রদম্।।
যঃ পঠেৎ প্রাতরুত্থায় সর্ব্বতীর্থ ফল লভেৎ।
যো ন্যসেৎ কবচং দেহে তস্য বিঘ্ন ন কুত্রচিৎ।।
ভূত প্রেত পিশাচেভ্যো ভয়স্তস্য ন বিদ্যতে।
বনে রাজকূলে বাঁপি সর্ব্বত্র বিজয়ী ভবেৎ।।
সর্ব্বত্র পূজামাপ্নোতি দেবী পুত্র ইব ক্ষিতৌ।।

ভূর্জ্জপত্রে নবাহ্ন মন্ত্র লিখিয়া মাদুলীতে ভরিবে পূর্ব্ববৎ।
ওঁ ক্লীং নমঃ এই পুটিত

শীঘ্র কার্য্যসিদ্ধ—চণ্ডীপায় (১) পটিত করিয়া অন্তচরিত্র চণ্ডীপাঠ। ওঁ অস্য শ্রীশ্রীদেবী কবচস্য ব্রহ্ম ঋষি অনুষ্টুপ ছন্দ চামুণ্ডা দেবতা শ্রীদেবী প্রীত্যর্থে সপ্তশতী পাঠাঙ্গ জপে বিনিয়োগ।

নবাহ্ন মন্ত্র—

ওঁ ঐ হ্রীঁ ক্লীঁ হ্লীঁ হ্রীঁ ক্লীং নমঃ।
অথবা ঐ হ্রীঁ ক্লীঁ চামুণ্ডায়ৈ বিচ্চ।

(২) পুটিত—শরণাগত দীনার্ত্ত পরিত্রাণ পরায়ণে সর্ব্বস্যার্ত্তি হরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তুতে ওঁ ক্লীং নমঃ।

রোগনাশ—(৩) পুটিত— রোগান শেষান পহংষি তুষ্টা রুষ্টাতু কামান সকলানভীষ্টান।

ত্বমাশ্রিতানাং ন বিপন্নরাণাং ত্বমাশ্রিতাহ্যাশ্রয়তাং প্রয়ান্তি।

ব্রাহ্মণ দ্বারা এই গ্রন্থে উল্লেখ পদ্ধতি দ্বারা নবগ্রহ পূজা করিবে।

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ উপায়—(৪) পুটিত—ঐ শ্রী বিজমন্ত্রে পুটিত করিয়া সাতবার চণ্ডীপাঠ করিবে যথা প্রত্যেক শ্লোকে মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক দেবী প্রপন্নতি যোগ করিয়া অন্তে ওঁ ক্লীং নমঃ বলিবে। পাঠ সমাপ্ত হইলে মনপ্রাণে স্বাধ্যায়ন করিবে।

দেবী প্রপন্নাতি হরে প্রসীদ, প্রসীদ মাতর্জগতোঽখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহিবিশ্বং ত্বমীশ্বরী দেবী চরাচরস্য।।

ধনলাভ—(৫) পুটিত ৪৯ দিন পর্য্যন্ত প্রাতঃ অনুষ্ঠান করিয়া উপরের প্রসঙ্গ একবার সন্ধ্যায় কেবল হবিষান্ন ভোজন করিবে। আরও প্রত্যহ শ্রীসুক্ত পাঠ করিবে এবং গোপাল সহস্র নাম পাঠ করিবে।

মৃত্যুঞ্জয় কবচ (সুপুত্রলাভ)

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ—

ব্রহ্মাদি দেববৃন্দেশ তপময়ো জগৎপতে।
সদ্ধৃত্বা পুত্রবান্ মর্ত্ত্যো নারী পুত্রবতী ভবেৎ।।
কথয়স্ব মহাদেব যদি স্নেহোঽস্তি মাং প্রতি।

শিব উবাচ—

মৃত্যুঞ্জয়স্য কবচং দেবানামপি দুর্ল্লভং।
কথয়ামি সুরশ্রেষ্ঠ সাবধানাবধারয়।।
কবচং দেবদেবস্য ত্রৈলোক্যহিতক কারকং।
পঠনাদ্ধারণান্নারী পুরুষো বাপি নিত্যশঃ।
নাপমৃত্যুমবাপ্নোতি সুতার্থী পুত্রবান ভবেৎ।।

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় কবচস্য করাল ভৈরব ঋষি গায়িত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীমহারুদ্রো দেবতা চিরজীবি পুত্র প্রাপ্ত্যর্থং জপ ধারণে বিনিয়োগঃ।

ওঁ মৃত্যুঞ্জয় শিবঃ পাতুকেশান কামাঙ্গনাশনঃ।
কপালং কালিকানাথঃ কপালৌপাতু ভৈরবঃ।।
নেত্রে নারায়ণ সখঃ কর্ণৌ মে কালিকাপতিঃ।
নাসিকে ভীষণঃপাতু বদনং রক্ষসাং প্রিয়ঃ।।
দন্তান কপালধৃগোষ্টাধরং পাতু ত্রিলোচনঃ।
সোমার্দ্ধধারী চিবুকং গলং বিশ্বেশ্বরো বিভুঃ।।
কপর্দ্দী হৃদয়ং পাতু বক্ষে বুদ্ধি বিবর্দ্ধকঃ।
হস্তৌ শূলী সদা পাতু নখান গঙ্গাধরঃ স্বয়ং।।
অষ্টসিদ্ধি প্রদঃপাতু স্তনাবুদরদেশকং।
যোনিং দিগম্বরঃ পাতুগুদং জঙ্ঘে শশি শিখঃ।।
কটিং দশানন শ্রীদো গুলফং পাত্বস্থিমাল্যধৃক্।
পাতু পদাঙ্গুলীঃ শ্রীশঃ সর্ব্বাঙ্গং বিশ্বলোচনঃ।।
ইদং কবচমজ্ঞাত্বা ন ধৃত্বা বামলোচনে।
পুত্র শোকবতী নিত্যং নষ্ট পুষ্পাসু সাভবেৎ।
তস্মাদ্ রহস্য দেবেশি ভক্ত্যা তব মরোদিতং।।

ধারণীয়ং সদা দেবি পঠনীয়ং পরাৎপরং।
গোপনীয়ং প্রযত্নেন স্ব যোনিরিব পার্ব্বতি।
ভূর্জ্জে বিলিখ্য কবচং শাতকৌম্ভেন বেষ্টয়েৎ।।
পূজয়িত্বা যথান্যায়ং ধারয়েৎ কণ্ঠদেশকে।
অথবা দক্ষিণে বাহৌনারী বামভূজে তথা।।
বিভূয়াৎ কবচং দিব্যং সুর কল্প দ্রুমোপমং।
যো ধায়তি পুণ্যাত্মা সোঽপি পুণ্যবতাং বর।।
মার্কণ্ডেয় ইবযুষ্মৎ পুত্রং প্রাপ্নোতি নিশ্রিতং।
বায়ুতুল্যবলং লোকে রূপেণ মদনোপমং।।
কুবের ইব বিত্তাঢ্যং সত্যং সত্যং বদাম্যহং।
বন্ধ্যা বা কাকবন্ধ্যা বা নষ্টপুষ্পা চ যা ভবেৎ।।
চিরজীবি বহুপত্যা সা ভবেন্নাত্র সংশয়ং।
ভূতপ্রেত পিশাচাদ্যা যক্ষরাক্ষসপন্নগাঃ।।
দূরাদেব পলায়ন্তে দীপাদ্ দ্বীপান্তরং ধ্রুবং।
যস্মিন্ দেশে চ কবচং গেহে বা যদি তিষ্ঠতি।।
তং দেশন্তু পরিত্যজ্য প্রয়ান্তি চাতিদূরতঃ।

ইতি সংমোহনতন্ত্রে পার্ব্বতী-শিব-সংবাদে মৃত্যুঞ্জয় কবচং সমাপ্তম্।।
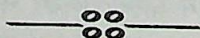
বগলামুখী কবচ (ব্রহ্মাস্ত্র স্বরূপ)

(কমলা নিশ্চলা গৃহে সৰ্ব্বৈশ্বর্য্য যুক্তা ত্রৈলোক্য বিজয়া ভবেৎ। পুত্রবান ধনবান শত্রু বিজয় সর্ব্বসিদ্ধি)

নিশাভাগে অযুত জপ করিয়া হরিদ্রা ও হরিতালের সহিত লবণ হোম করিলে দুষ্ট ব্যক্তির বাক স্তম্ভন ও বুদ্ধি নাশ হয়। কিম্বা ঘৃত মধু ও শর্করা যুক্তপীত পুষ্পদ্বারা হোম করিবে। এই প্রয়োগে সদ্য ফল প্রাপ্ত হয়।

অঙ্গন্যাস—

শিরসি নারদ ঋষয়ে নমঃ।
মুখে তৃষ্টপ ছন্দসে নমঃ।।

হৃদি বগলামুখ্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ গুহ্যে হ্লীঃ বীজায় নমঃ। পাদয়ো স্বাহা শক্তয়ে নমঃ।। নারদোঽস্য ঋষি মৃদ্ধি তৃষ্টপছন্দশ্চ তন্মুখে শ্রীবগলামুখীং দেবী হৃদয়ে বিন্যস্যেতৎ হ্লীং বীজং গুহ্য দেশে তু স্বাহা শক্তিস্তু পাদয়ো।

করন্যাস—ওঁ হ্লীং অঙ্গুষ্টাভ্যাং নমঃ বগলামুখী তর্জনীভ্যাং স্বাহা সৰ্ব্ব দুষ্টানাং মধ্যমাভ্যাং বৌষট্ বাচং মুখং স্তম্ভয় অনামিকাভ্যাং হুং জিহ্বা কীলয় কীলয় কনিষ্ঠাভ্যাম বৌষট্ বুদ্ধিনাশয় ওঁ স্বাহা করতলে কর পৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ।

ধ্যান—

মধ্যে সুধাব্ধি মণিমণ্ডপরত্নবেদী সিংহাসনোপরিগতাং
সিংহাসনো পরিগতাং পরি পীতবর্ণাম্
পীতাম্বরা ভরণমাল্য বিভূষিতাঙ্গীং দেবীঃ
স্মরামি ধৃত মুদ্‌গর বৈরিজিহ্বাম্।
জিহ্বাগ্রমাদায় করেণ দেবীং বামন শত্রুমপরিপীডয়ন্তী

গদাভি ঘাতেন চ দক্ষিণেন পীতাম্বরাঢ্যাং দ্বিভূজাংনমামি।
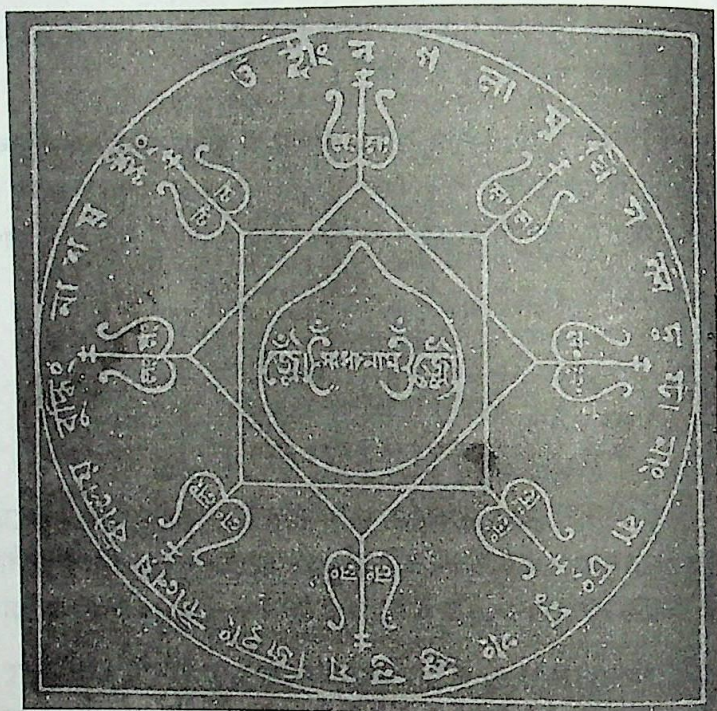
মন্ত্র—ওঁ হ্লীং বগলামুখী সর্ব্ব দুষ্টানাং বাচ মুখং স্তম্ভয় জিহ্বাং কীলয় কীলয় বুদ্ধিং নাশয় হ্লীং ওঁ স্বাহা।

অতপর যন্ত্র চিত্রে ভুজপত্র দ্বারা লিখিয়া মাদুলী মধ্যে প্রবেশ করাইয়া অভিষেক করিবেন এবং এক অযুত মন্ত্র জপ করিয়া দেবী কবচের মত চণ্ডীপাঠ করিবেন।

পুরাতন জ্বর ছাড়ান উপায়— যে জ্বর কোন ঔষধে ভাল হয় না সে অবস্থায় জ্বরের ধ্যান করিবে যথা—

ওঁ জ্বর স্ত্রিপাদ স্ত্রিশির ষড়ভুজো নবলোচনা
ভস্ম প্রহরণো রৌদ্রঃ কালান্তক যমোপমাং।

মন্ত্র—ওঁ জ্বরায় নমঃ।

সন্ধ্যা সময়ে একটি মাটির হাঁড়িতে পঞ্চশস্য অর্থাৎ চাউল এবং পঞ্চপ্রকার ডাল দিয়া খিচড়ি রান্না করিয়া ওঁ জ্বরায় নমঃ এই বলিয়া রোগীর সামনে নিবেদন করিবে এবং কিছুক্ষণ পরে তাহা লইয়া অথবা পাড়ার বাহিরে রাস্তার মোড়ে রাখিয়া দিয়া আসিবে।

বংশলাভাখ্য কবচম্

নারদ উবাচ—

ভগবান দেব দেবেশ পার্ব্বতী প্রাণবল্লভ।
বংশলাভাখ্য কবচং কৃপয়া মে প্রকাশয়।।

ঈশ্বর উবাচ—

বংশলাভাখ্য কবচং দুর্ল্লভং ভুবনয়ত্রয়ে।
যস্য প্রভবাৎ কমলা লেভে তনয় মুত্তমম্।।
কামদেবমর্পণা চ বিনায়ক ষড়াননৌ।
জয়ন্তমিন্দ্র বনিতা দেবপত্ন্যঃ সুতানপি।।
অস্য শ্রীবংশলাভাখ্য ভৈরব ঋষি পভতি ছন্দ।

শ্রীপার্ব্বতী দেবতা জাব প্রাপ্তৌ বিনিয়োগঃ। ওঁ পার্ব্বতী মে শিবং পাতুঃ বক্র পাতু মহেশ্বরী। ভবানী নয়নং পাতু ভ্রুবৌ শঙ্কর সুন্দরী। মধ্যং পাতু মহেশানী নিতম্বংসুর বন্দিতা। উরু গৌরী সদা পাতু কৌশিকী জানুযুগ্মকম্।

বাহু দৌ সুমুখী পাতু পাণিযুগ্মং শুভাননা

পাদৌ ব্রহ্মময়ীপাতু শ্রবণে ভুবনেশ্বরী।

নাসিকাং ললিতা পাতু কণ্ঠং ত্রিপুরা সুন্দরী।
রুদ্রানীং হৃদয়ং পাতু স্তন দ্বয়ং মহেশ্বরী।।
আপদ মস্তকং পাতুং সর্ব্বাঙ্গ সর্ব্বমঙ্গলা।
ইতি তে কথিতং বিপ্র কবচ দেব পূজিতম্।।
প্রতিঃ প্রাতঃ পটিত্বা চ অক্ষয়ং তনয়ং লভেৎ।
ধ্যানমস্যা প্রবক্ষ্যামি যথা ধ্যাত্বা পঠেন্নরঃ।।
সহস্রাদিত্য সকাশাং সর্ব্বভরণ ভূষিতাম্।
ত্রিনেত্রা পাণি বিধৃত পাশাকুশ বরাভয়াম্।।

ইতি ভৈরবী তন্ত্রে শিব-নারদ-সংবাদে বংশলাভাখ্য কবচ সমাপ্তম্।

অদ্যেতাদি অমুক দেবশর্ম্মা অমুক দেবতায়া অমুক কবচ ধারণার্থং অমুক দেবতা কবচ সংস্কারমহং করিষ্যে। পরার্থে করিষ্যামিতি।

শীতলা কবচ
(শিশুদের বসন্ত রোগে)

ওঁ শ্রাং শ্রীং শ্রুং শৈ শৌং শঃ ওঁ খরস্থা দিগম্বরা বিকট নয়নাং তোয়স্থিতাং ভজামি স্বাঙ্গস্থাং প্রচণ্ডরূপাং নমাম্যাত্ম বিভূতয়ে। ইতি অশ্বত্থ পত্রে বিল্বকণ্টকেন লিখিত্বা বসন্তাদি রোগাক্রান্তস্য কণ্ঠ ধারয়েৎ। ইতি শীতলা কবচং সমাপ্তম্।

মহাষষ্ঠী কবচম্
(মাতৃ গর্ভে শান্তি)

ক্রুঁ ক্রুঁ ক্রুঁ দুঁ দুঁ দুঁ দুর্গে দুর্গে মহা দুর্গে দুর্গং নাশয় নাশয় হন হন পচ পচ মথ মথ, [illegible] মহাষষ্ঠী রূপেণ ইমং বালকং রক্ষ্য রক্ষ্য

চিরজীবিনং কুরু কুরু হ্রাং শ্রীং ক্রুং দ্রুং ফট্ স্বাহা। ইতি রবি পত্রে লিখিতা পঞ্চ মাসীয় গর্ভকালে কণ্ঠ্যং ধারয়েৎ। প্রসুতে চ বালকে কটীদেশাদবতার্য্য বালকস্য কণ্ঠ ধারয়েৎ মৃতবৎ সায়া তু অবশ্যমেব ধারণীয় মেতৎ ইতি মহাষষ্ঠী কবচ সমাপ্তম্।

শ্রীশ্রীনৃসিংহ কবচং

নারদ উবাচ—

ইন্দ্রাদিদেববৃন্দেশ! তাতেশ্বর! জগৎপতে।।
মহাবিষ্ণোর্নৃসিংহস্য কবচং ব্রূহি মে প্রভো।।
যস্য প্রপঠনাদ্‌বিদ্বান্ ত্রৈলোক্যবিজয়ী ভবেৎ।। ১।।

ব্রহ্মোবাচ—

শৃণু নারদ! বক্ষ্যামি পুত্রশ্রেষ্ঠ! তপোধন।
কবচং নরসিংহস্য ত্রৈলোক্যবিজয়াভিধং।। ২।।
যস্য প্রপঠনাদ্‌বাগ্মী ত্রৈলোক্যবিজয়ী ভবেৎ।
স্রষ্টাহং জগতাং বৎস! পঠনাদ্ধারণাদ্ যতঃ।। ৩।।
লক্ষ্মীর্জ্জগত্রয়ং পাতি সংহর্ত্তা চ মহেশ্বরঃ।
পঠনাদ্ধারণাদ্দেবা রভূবুশ্চ দিগীশ্বরাঃ।। ৪।।
ব্রহ্মমন্ত্রময়ং বক্ষ্যে ভূতাদি বিনিবারকং।
যস্য প্রসাদাদ্দুর্ব্বাসাস্ত্রৈলোক্য বিজয়ী মুনিঃ।
পঠনাদ্ধারণাদ্ যস্য শাস্তা চ ক্রোধভৈরবঃ।। ৫।।
ত্রৈলোক্য বিজয়স্যাস্য কবচস্য প্রজাপতিঃ।
ঋষিশ্ছন্দশ্চ গায়ত্রী নৃসিংহো দেবতা বিভুঃ।। ৬।।

ক্ষ্রৌং বীজং মে শিরঃ পাতু চন্দ্রবর্ণো মহামনুঃ।
উগ্রং বীরং মহাবিষ্ণু জ্বলন্তং সর্ব্বতোমুখং।। ৭।।
নৃসিংহং ভীষণং ভদ্রং মৃত্যুমৃত্যুং নমাম্যহং।
দ্বাত্রিংশদক্ষরো মন্ত্রঃ মন্ত্ররাজঃ সুরদ্রুমঃ।। ৮।।
কণ্ঠং পাতু ধ্রুবং ক্ষ্রৌং হৃদ্ভগবতে চক্ষুষী মম।
নরসিংহায় চ জ্বালামালিনে পাতু মস্তকং।। ৯।।
দীপ্তদংষ্ট্রায় চ তথাগ্নিনেত্রায় চ নাসিকাং।
সর্ব্বরক্ষোঘ্নায় সর্ব্বভূতবিনাশায় চ।। ১০।।
সর্ব্বজ্বরবিনাশায় দহ দহ পচদ্বয়ং।
রক্ষ রক্ষ সর্ব্বমন্ত্র স্বাহা পাতু মুখং মম।। ১১।।
তারাদিরামচন্দ্রায় নমঃ পারাদ্গুদং মম।
ক্লীং পায়াৎ পাণিযুগ্মঞ্চ তারং নমঃ পদং ততঃ।
নারায়ণায় পার্শ্বঞ্চ আং হ্রীঁ ক্রোঁ ক্ষ্রৌং চ হুঁ ফট্।। ১২।।
ষড়ক্ষরঃ কটিং পাতু ওঁ নমো ভগবতে পদং।
বাসুদেবায় চ পৃষ্ঠং ক্লীঁ কৃষ্ণায় উরুদ্বয়ং।। ১৩।।
ক্লীঁ কৃষ্ণায় সদা পাতু জানুনী চ মনূর্ত্তমঃ।
ক্লীঁ গ্লৌঁ ক্লীঁ শ্যামলাঙ্গায় নমঃ পায়াৎ পদদ্বয়ং।। ১৪।।
ক্ষ্রোঁ নরসিংহায় ক্ষ্রৌঁঞ্চ সর্ব্বাঙ্গং মে সদাবতু।। ১৫।।
ইতি তে কথিতং বৎস সর্ব্বমন্ত্রৌঘবিগ্রহং।
তব স্নেহান্ময়াখ্যাতং প্রবক্তব্যং ন কস্যচিৎ।। ১৬।।
গুরুপূজাং বিধায়াথ গৃহ্নীয়াৎ কবচং ততঃ।
সর্ব্বপুণ্যযুতো ভূত্বা সর্ব্বসিদ্ধিযুতো ভবেৎ।। ১৭।।
শতমষ্টোত্তরঞ্চৈব পুরশ্চর্য্যাবিধিঃ স্মৃতঃ।
হবনাদীন্ দশাংশেন কৃত্বা সাধকসত্তমঃ।। ১৮।।

ততস্তু সিদ্ধকবচঃ পুণ্যাত্মা মদনোপমঃ।
স্পর্দ্ধামুদ্ধুয় ভবনে লক্ষ্মীর্ব্বাণী বসেৎ ততঃ।। ১৯।।
পুষ্পাঞ্জল্যষ্টকং দত্ত্বা মূলেনৈব পঠেৎ সকৃৎ।
অপি বর্ষসহস্রানাং পূজায়াঃ ফলমাপ্নুয়াৎ।। ২০।।
ভূর্জ্জে বিলিখ্য গুটিকাং স্বর্ণস্থাং ধারয়েদ্ যদি।
কণ্ঠে বা দক্ষিণে বাহৌ নরসিংহো ভবেৎ স্বয়ং।। ২১।।
যোষিদ্ বামভুজে চৈব পুরুষো দক্ষিণে করে।
বিভৃয়াৎ কবচং পুণ্য সর্ব্বসিদ্ধিযুতো ভবেৎ।। ২২।।
কাকবন্ধ্যা চ যা নারী মৃতবৎসা চ যা ভবেৎ।
জন্মবন্ধ্যা নষ্টপুত্রা বহুপুত্রবতী ভবেৎ।। ২৩।।
কবচস্য প্রসাদেন জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ।
ত্রৈলোক্যং ক্ষোভয়ত্যেব ত্রৈলোক্যবিজয়ী ভবেৎ।। ২৪।।
ভূতপ্রেতপিশাচাশ্চ রাক্ষসা দানবাশ্চ যে।
তং দৃষ্ট্ব প্রপলায়ন্তে দেশাদ্দেশান্তরং ধ্রুবং।। ২৫।।
যস্মিন্ গেহে চ কবচং গ্রামে বা যদি তিষ্ঠতি।
তং দেশন্তু পরিত্যজ্য প্রয়ান্তি চাতিদূরতঃ।। ২৬।।

ইতি শ্রীব্রহ্মসংহিতায়াং ত্রৈলোক্যবিজয়ং নাম
শ্রীশ্রীনৃসিংহকবচং সম্পূর্ণং।।

—ঃ—
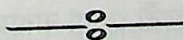
শ্রীকৃষ্ণ কবচং

শ্রীনারদ উবাচ—

ভগবান্ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ! কবচং যৎ প্রকাশিতং।
ত্রৈলোক্যমঙ্গলং নাম কৃপয়া কথয় প্রভো।।

শ্রীসনৎকুমার উবাচ—

শৃণু বক্ষ্যামি বিপ্রেন্দ্র! কবচং পরমাদ্ভুতং।
নারায়ণেন কথিতং কৃপয়া ব্রহ্মণে পুরা।।
ব্রহ্মণা কথিতং মহ্যং পরং স্নেহাদ্বদামি তে।
অতিগুহ্যতমং তত্ত্বং ব্রহ্মমন্ত্রৌঘ বিগ্রহং।।
যদ্ধৃত্বা পঠনাদ্ব্রহ্মা সৃষ্টিং বিতনুতে ধ্রুবং।
যদ্ধৃত্বা পাঠনাৎ পাতি মহালক্ষ্মীর্জগত্রয়ং।।
পঠনাদ্ধারণাচ্ছম্ভুঃ সংহর্ত্তা সর্ব্বমন্ত্রবিৎ।
ত্রৈলোকজননী দুর্গা মহীষাদি-মহাসুরান্।।
বরদৃপ্তান্ জঘানৈব পঠনাদ্ধারণাদ্যতঃ।
এবমিন্দ্রাদয়ঃ সর্ব্বে সর্ব্বৈশ্বর্য্যমবাপ্নুয়ুঃ।।
ইদং কবচমত্যন্তঃ গুপ্তং কুত্রাপি নো বদেৎ।
শিষ্যায় ভক্তিযুক্তায় সাধকায় প্রকাশয়েৎ।।
শঠায় পরশিষ্যায় দত্ত্বা মৃত্যুমহাপ্নুয়াৎ।
ত্রৈলোক্যমঙ্গলস্যাস্য কবচস্য প্রজাপতিঃ।।
ঋষিশ্ছন্দশ্চ গায়ত্রী দেবো নারায়ণঃ স্বয়ং।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।।
প্রণবো মে শিরঃ পাতু নমো নারায়ণায় চ।
ভালং পায়ান্নেত্রযুগ্মষ্টার্ণো ভুক্তিমুক্তিদঃ।।

ক্লীঁ পায়াচ্ছ্রোত্রযুগ্মঞ্চৈকাক্ষরঃ সর্ব্বমোহনঃ।
ক্লীঁ কৃষ্ণায় সদা ঘ্রাণং গোবিন্দায়েতি জিহ্বিকাং।।
গোপীজনপদং বল্লভায় স্বাহাননং মম।
অষ্টাদশাক্ষরো মন্ত্রঃ কণ্ঠং পাতু দশাক্ষরঃ।।
গোপীজনপদং বল্লভায় স্বাহা ভুজদ্বয়ং।
ক্লীঁ গ্লৌঁ ক্লীঁ শ্যামলাঙ্গায় নমঃ স্কন্ধৌ দশাক্ষরঃ।।
ক্লীঁ কৃষ্ণঃ ক্লীঁ করৌ পায়াৎ ক্লীঁ কৃষ্ণায়াঙ্গতোঽবতু।
হৃদয়ং ভুবনেশানী ক্লীঁ কৃষ্ণায় ক্লীঁ স্তনৌ মম।।
গোপালায়াগ্নিজায়ন্তং কুক্ষিযুগ্মং সদাবতু।
ক্লীঁ কৃষ্ণায় সদা পাতু পার্শ্বযুগ্মং মনূত্তমঃ।।
কৃষ্ণগোবিন্দকৌ পাতু স্মরাদৌ ঙে-যুতৌ মনুঃ।
অষ্টাক্ষরঃ পাতু নাভিং কৃষ্ণেতি দ্ব্যক্ষরোঽবতু।।
পৃষ্ঠং ক্লীঁ কৃষ্ণ কঙ্কালং ক্লীঁ কৃষ্ণায় দ্বিঠান্তকঃ।
সক্থিনী সততং পাতু শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ কৃষ্ণ ঠদ্বয়ং।।
উরূ সপ্তাক্ষরঃ সায়াৎ ত্রয়োদশাক্ষরোঽবতু।
শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ পদতো গোপীজনবল্লভপদং ততঃ।।
ভায় স্বাহেতি পায়ুং বৈ ক্লীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ স দশার্ণকঃ।
জানুনী চ সদা পাতু হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ চ দশাক্ষরঃ।।
ত্রয়োদশাক্ষরো পাতু জঙ্ঘে চক্রাদ্যুদায়ুধঃ।
অষ্টাদশাক্ষরো হ্রীঁ শ্রীঁ পূর্ব্বকো বিংশদর্ণকঃ।।
সর্ব্বাঙ্গং মে সদা পাতু দ্বারকানায়কো বলী।
নমো ভগবতে পশ্চাদ্ বাসুদেবায় তৎপরৎ।।
তারাদ্যো দ্বাদশার্ণোঽয়ং প্রাচ্যাং মাং সর্ব্বদাবতু।

হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ চ দশার্ণস্তু ক্লীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ষোড়শার্ণকঃ।

গদাদ্যুদায়ুধো বিষ্ণুর্মামগ্নের্দিশি রক্ষতু।
হ্রীঁ শ্রীঁ দশাক্ষরো মন্ত্রো দক্ষিণে মাং সদাবতু।।
তারো নমো ভগবতে রুক্মিণীবল্লভায় চ।
স্বাহেতি ষোড়শার্ণোহয়ং নৈর্ঋত্যাং দিশি রক্ষতু।।
ক্লীঁ হৃষীকেপদং শায় নমো মাং বারুণেহবতু।
অষ্টাদশার্ণঃ কামান্তো বায়ব্যে মাং সদাবতু।।
শ্রীঁ মায়া কাম কৃষ্ণায় গোবিন্দায় দ্বিঠো মনুঃ।
দ্বাদশার্ণাত্মকো বিষ্ণুরুত্তরে মাং সদাবতু।।
বাগ্‌ভবং কাম কৃষ্ণায় হ্রীঁ গোবিন্দায় তৎপরং
শ্রীঁ গোপীজনবল্লান্তে ভায় স্বাহা হসৌ স্ততঃ।।
দ্বাবিংশত্যক্ষরো মন্ত্রো নামৈশান্যাং সদাবতু।
কালিয়স্য ফণামধ্যে দিব্যং নৃত্যং করোতি তং।।
নমামি দেবকীপুত্রং নৃত্যরাজানমচ্যুতং।
দ্বাত্রিংশদক্ষরো মন্ত্রোহপ্যধো মাং সর্ব্বদাবতু।।
কামদেবায় বিদ্মহে পুষ্পবাণায় ধীমহি।
তন্নোহনঙ্গঃ প্রচোদয়াদেষা মাং পাতু চোর্দ্ধতঃ।।
ইতি তে কথিতং বিপ্র! ব্রহ্মমন্ত্রৌঘ বিগ্রহং।
ত্রৈলোক্যমঙ্গলং নাম কবচং ব্রহ্মরূপকং।।
ব্রহ্মণা কথিতং পূর্ব্বং নারায়ণ মুখাচ্ছ্রুতং।
তব স্নেহান্ময়াখ্যাতং প্রবক্তব্যং ন কস্যচিৎ।।
গুরুং প্রণম্য বিধিবৎ কবচং প্রপঠেত্ততঃ।
সকৃদদ্বিস্ত্রির্যথাজ্ঞানং সোহপি সর্ব্বতপোময়ঃ।।
মন্ত্রেষু সকলেষ্বেব দেশিকো নাত্র সংশয়ঃ।
শতমষ্টোত্তর[illegible] পুরশ্চর্য্যাবিধিঃ স্মৃতঃ।।

হবনাদীন্ দশাংশেন কৃত্বা তৎ সাধয়েৎ স্বয়ং।
যদি স্যাৎ সিদ্ধকবচো বিষ্ণুরেব ভবেৎ স্বয়ং।।
মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেত্তস্য পুরচর্য্যাং বিনা ততঃ।
স্পর্দ্ধামুদ্ধয় সততং লক্ষ্মীর্বাণী বসেত্ততঃ।।
পুষ্পাঞ্জল্যষ্টকং দত্ত্বা মূলেনৈব পঠেৎ সকৃৎ।
দশবর্ষসহস্রাণাং পূজায়াঃ ফলমাপ্নুয়াৎ।।
ভূর্জ্জে বিলিখ্য গুটিকাং স্বর্ণস্থাং ধারয়েদ্ যদি।
কণ্ঠে বা দক্ষিণে বাহৌ সোঽপি বিষ্ণুর্ন সংশয়।।
অশ্বমেধসহস্রাণি বাজপেয়শতানি চ।
মহাদানানি যান্যেব প্রদক্ষিণং ভুবস্তথা।।
কলাং নার্হন্তি তান্যেব সকৃদুচ্চারণাদ্ যতঃ।
কবচস্য প্রসাদেন জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ।
ত্রৈলোক্যং ক্ষোভয়ত্যেব ত্রৈলোক্যবিজয়ী ভবেৎ।।
ইদং কবচমজ্ঞাত্বা ভজেদ্ যঃ পুরুষোত্তমং।
শতলক্ষপ্রজপ্তোপি ন মন্ত্রস্তস্য সিধ্যতি।।

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে ত্রৈলোক্যমঙ্গলং
নাম শ্রীশ্রীকৃষ্ণকবচং সম্পূর্ণং।
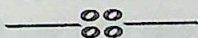
শ্রীশ্রীগোপাল কবচম্

শ্রীমহাদেব উবাচ—

অথ বক্ষ্যামি কবচং গোপালস্য জগদ্গুরোঃ।
যস্য স্মরণমাত্রেণ জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ।। ১।।
শৃণু দেবি! প্রবক্ষ্যামি সাবধানাবধারয়।
নারদোঽস্য ঋষির্দেবি ছন্দোঽষ্টুবুদাহৃতম্।। ২।।
দেবতা বালকৃষ্ণশ্চতুর্ব্বর্গপ্রদায়কঃ।
শিরো মে বালকৃষ্ণশ্চ পাতু বিষ্ণুঃ শ্রুতী মম।। ৩।।
নারায়ণঃ পাতু কণ্ঠং গোপীনাথঃ কপোলকম্।
নাসিকে মধুহা পাতু চাক্ষুষী নন্দনন্দনঃ।। ৪।।
জনার্দ্দনঃ পাতু দন্তানধরে মাধবস্তথা।
উর্দ্ধোষ্ঠং পাতু বারাহশ্চিবুকং কেশিসূদনঃ।। ৫।।
হৃদয়ং গোপীকানাথো নাভিং সুতপ্রদঃ সদা।
হস্তৌ গোবর্দ্ধনধরঃ পাদৌ পীতাম্বরোঽবতু।। ৬।।
করাঙ্গুলীঃ শ্রীধরো মে পাদাঙ্গুলীঃ কৃপাময়ঃ।
লিঙ্গং পাতু গদাপাণি বালক্রীড়া মনোরমঃ।। ৭।।
জগন্নাথঃ পাতু পূর্ব্বং শ্রীরামোঽবতু হনুমৎপ্রভুঃ।। ৮।।
আগ্নেয্যাং পাতু গোবিন্দো নৈর্ঋত্যাং পাতু কেশবঃ।
বায়ব্যাং পাতু দৈত্যারি-রৈশাণ্যাং গোপনন্দনঃ।। ৯।।
উর্দ্ধং পাতু প্রলম্বারিরধঃ কৈটভমর্দ্দনঃ।
শয়ানং পাতু পূতাত্মা গতৌ পাতু শ্রিয়ঃপতিঃ।। ১০।।
শেষঃ পাতু নিরালম্বে জাগ্রদ্ভাবে হ্যপাং পতিঃ।
ভোজনে কেশিহা পাতুঃ কৃষ্ণঃ সর্ব্বাঙ্গ সন্ধিষু।। ১১।।
নিশাক্ষয়ে নিশানাথো দিবানাথো দিনক্ষয়ে।
ইতি তে কথিতং দিব্যং কবচং পরমাদ্ভুতম্।। ১২।।

যঃ পঠেন্নিত্যমেবেদং কবচং প্রযতো নরঃ।
তস্যাশু বিপদো দেবি! নশ্যন্তি রিপূ সঞ্জতঃ।। ১৩।।
অন্তে গোপালচরণং প্রাপ্নোতি পরমেশ্বরি।
ত্রিসন্ধ্যমেকসন্ধ্যং বা যঃ পঠেৎ শৃণুয়াদপি।। ১৪।।
তং সর্ব্বদা রমানাথঃ পরিপাতি চতুর্ভুজঃ।
অজ্ঞাতা কবচং দেবি! গোপালং পূজয়েৎ যদি।। ১৫।।
সর্ব্বং তস্য বৃথা দেবি! জপহোমার্চ্চনাদিকম্।
স সস্ত্রাঘাতং সম্প্রাপ্য মৃত্যুমেতি ন সংশয়ঃ।। ১৬।।

ইতি নারদ পঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে শ্রীগোপালকবচং সম্পূর্ণম্।।

শ্রীশ্রীরাধা কবচম্

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ—

যদ্ গোপিতং ত্বয়া পূর্ব্বং তন্ত্রাদৌ যামলাদিষু।
ত্রৈলোক্যবিক্রমং নাম রাধাকবচমদ্ভুতং।।
তন্মহ্যং ব্রূহি দেবশ যদ্যহং তব বল্লভা।
সর্ব্বসিদ্ধপ্রদং সাক্ষাৎ সাধকাভীষ্টদায়কং।।

শ্রীমহাদেব উবাচ—

শৃণু প্রিয়ে প্রবক্ষ্যামি কবচং দেবদুর্ল্লভং।
যচ্চ কস্মৈচিদাখ্যাতুং গোপিতং ভুবনত্রয়ে।।
যস্য প্রসাদাদতো দেবি সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরোঽস্মাহং।

বাগীশশ্চ হয়গ্রীবো দেবর্ষিশ্চৈব নারদ।।

যস্য প্রসাদতো বিষ্ণুস্ত্রৈলোক্যস্থিতিকারকঃ।
ব্রহ্মা যস্য প্রসাদেন ত্রৈলোক্যং রচয়েৎ ক্ষণাৎ।।
অহং সংহার-সামর্থ্যং প্রাপ্তবান্নাত্র সংশয়।
ত্রৈলোক্যবিক্রমং নাম কবচং মন্ত্রবিগ্রহং।।
তচ্ছৃণু ত্বং মহেশানি ভক্তি-শ্রদ্ধা-সমন্বিতা।
ত্রৈলোক্যবিক্রমস্যাস্য কবচস্য ঋষির্হরিঃ।।
ছন্দোঽনুষ্টুপ্ দেবতা চ রাধিকা বৃষভানুজা।
শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি-সিদ্ধ্যর্থং বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।।
রাধিকা পাতু মে শীর্ষং বৃষভানুসুতা শিখাং।
ভালং পাতু সদা গোপী নেত্রে গোবিন্দবল্লভা।।
নাসাং রক্ষতু ঘোষেশী ব্রজেশী পাতু কর্ণয়োঃ।
গণ্ডৌ পাতু রতিক্রীড়া ওষ্ঠৌ রক্ষতু গোপীকা।।
দন্তান্ রক্ষতু গান্ধর্ব্বী জিহ্বাং রক্ষতু ভামিনী।
গ্রীবাং কীর্ত্তিসুতা পাতু মুখবৃত্তং হরিপ্রিয়া।।
বাহূ মে পাতু গোপেশী পাদৌ মে গোপসুন্দরী।
দক্ষপার্শ্বং সদা পাতু কুঞ্জেশ্রী রাধিকেশ্বরী।।
বামপার্শ্বং সদা পাতু রাসকেলিবিনোদিনী।
সঙ্কেতস্থা পাতু পৃষ্ঠং নাভিং বনবিহারিণী।।
উদরং নবতারুণ্যা বক্ষ্যে মে ব্রজসুন্দরী।
অংসদ্বয়ং সদা পাতু পরকীয়া রসপ্রদা।।
ককুদং পাতু গোপালী সর্ব্বাঙ্গং গোকুলেশ্বরী।
চন্দ্রাননা পাতু গুহ্যং রাধা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী।।
মূলাধারং সদা পাতু শ্রীং ক্লীং সৌভাগ্যবর্দ্ধিনী।
ঐং ক্লীং শ্রীরাধিকে স্বাহা স্বাধিষ্ঠানং সদাবতু।।

ক্লা ক্লীং নমো রাধিকায়ৈ মণিপুরং সদাবতু।
লক্ষ্মী মায়া স্মরো রাধা পাতু চিত্তমনাহতং।।
ক্লীং ক্লীং কামকলা রাধা বিশুদ্ধং সর্ব্বদাবতু।
আজ্ঞাং রক্ষতু রাধা মে হং সঃ ক্লীং বহ্নিবল্লভা।।
ওঁ নমো রাধিকায়ৈ স্বাহা সহস্রারং সদাবতু।
অষ্টাদশাক্ষরী রাধা সর্ব্বদেশে তু পাতু মাং।।
নবার্ণা পাতু মামুর্দ্ধে দশার্ণাবতু সংসদি।
একাদশাক্ষরী পাতু দ্যূতে বাদবিবাদয়োঃ।।
সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে দ্বাদশার্ণা সদাবতু।
পঞ্চাক্ষরী রাধিকেশী বাসরে পাতু সর্ব্বদা।।
অষ্টাক্ষরী চ রাধা মাং রাত্রৌ রক্ষতু সর্ব্বদা।
পূর্ণা পঞ্চদশী রাধা পাতু মাং ব্রজমণ্ডলে।।
ইত্যেবং রাধিকায়াকান্তে কবচং কীর্ত্তিতং ময়া।
গোপনীয়ং প্রযত্নেন স্বযোনিরিব পার্ব্বতি।।
ন দেয়ং যস্য কস্যাপি মহাসিদ্ধি প্রদায়কং।
অভক্তায়াপি পুত্রায় দত্তা মৃত্যুং লভেন্নরঃ।।
নাতঃ পরতরং দিব্যং কবচং ভুবি বিদ্যতে।
পঠিত্বা কবচং পশ্চাদ্‌যুগলং পূজয়েন্নরঃ।।
পুষ্পাঞ্জলি ততো দত্বা রাধা সাযুজ্য মাপ্নুয়াৎ।
অষ্টোত্তর শতঞ্চাস্য পুরশ্চর্য্যা প্রকীর্ত্তিতা।।
অষ্টোত্তর শতং জপত্বা সাক্ষাদ্দেবোভবেৎ স্বয়ং।
কৃষ্ণপ্রেমাণমপ্যাশু দুর্ল্লভং লভতে ধ্রুবম্।।

ইতি শ্রীসম্মোহন তন্ত্রে শ্রীরাধায়াস্ত্রৈলোক্যবিক্রমৎ

নাম কবচং সম্পূর্ণম্।।

উত্তম পতি প্রাপ্ত করার উপায়

কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরী
নন্দগোপ সুতং দেবি পতিং মে কুরুতে নমঃ

কুমারী প্রত্যহ প্রাতঃ স্নান করিয়া এই মন্ত্র সঙ্গে গুরু প্রদত্ত অষ্ট দশাক্ষর শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র সম্পুট করিয়া ১০৮ বার তিন মাস জপ করিলে উত্তম পতি যোগাযোগ হইবে। প্রত্যহ শ্রীরাধা কবচ পাঠ করিবে। তিন মাসে কৃতকার্য্য সফল না হইলে তিন বৎসর পর্য্যন্ত এই অনুষ্ঠান করিবে অবশ্যই সফল হইবে।

গৃহস্থ আশ্রমের সাধারণ নিয়ম

দশবিধ সংস্কার—(১) বিবাহ, (২) গর্ভধান, (৩) পুংসবন, (৪) সীমন্তোন্নয়ন, (৫) জাতকর্ম্ম, (৬) নামকরণ, (৭) অন্নপ্রাশন, (৮) চূড়াকরণ, (৯) উপনয়ন, (১০) সমাবর্ত্তন।

বিবাহ (পাণি গ্রহণ)—ব্রহ্মচারী গুরুগৃহে অধ্যয়নান্তর আদেশ লইয়া সবর্ণে বিবাহ করিবে। বিবাহ আট প্রকার যথা—(১) ব্রাহ্ম, (২) দৈব, (৩) আর্য্য, (৪) প্রাজাপত্য, (৫) আসুর, (৬) গন্ধর্ব্ব, (৭) রাক্ষস, (৮) পৈশাচ

বিবাহ অর্থ ভার্য্যাত্ব সম্পাদন গ্রহণই বিবাহ ওঁ ক ইদং কস্মা অদ্য কামঃ কামায়াদাৎ কামো দাতা কামঃ প্রতি গৃহীতা কামঃ সমুদ্রমাবিশৎ কামেন বা প্রতি গৃহ্ণামি কামৈতত্বে। পরস্পরের গৃহে বন্ধন যথা—

যথা শচী মহেন্দ্রস্য স্বাহা চৈম বিভাবসোঃ।
রোহিণী চ যথা সোমে দময়ন্তী যথা নলে।

যথা বৈবস্বতে ভদ্রা বশিষ্ঠে চাপ্যরুন্ধতী।
যথা নারায়ণে লক্ষ্মীস্তথাতং ভবভর্ত্তরি।।

পিতৃ প্রভৃতি আত্মীয় তিন পুরুষ মাতৃ প্রভৃতি মাতামহ তিন পুরুষ তর্পণ করিবে।

পিতা স্বয়ং কন্যাদান করিবেন অথবা ভ্রাতা পিতার আদেশ লইয়া কন্যাদান করিতে পারেন। অবিবাহিত কন্যার পিতৃবংশে তিন পুরুষ সপিণ্ড, সপিণ্ডে বিবাহ হইবে না। একই গোত্রে বিবাহ হইবে না। পিতৃ সপিণ্ডে ও মাতৃ সগোত্রো বর্জ্জন করিয়া বিবাহ করিবে। মাতামহের ভগিনীর পুত্র, মাতামহীর ভগিনীর পুত্র ও পিতামহীর পিতা ভ্রাতুষ্পুত্র অর্থাৎ পিসির ছেলে, মাসি ছেলে, মামা ছেলে, পিসিতো ভাই, মাসতো ভাই, মামা ছেলে এই তিন পিতৃবন্ধু ইহাদের বিবাহ হইবে না। পিতার পিতৃ ভগিনী পুত্র, পিতার মাতৃ ভগিনী পুত্র ও পিতার মাতুল পুত্র ইহারা পিতৃবন্ধু ইহাদের সঙ্গে বিবাহ হইবে না। মাতার মাতৃ ভগিনী পুত্র, মাতার পিতৃ ভগিনী পুত্র ও মাতার মাতুল পুত্র ইহারা মাতৃবন্ধু ইহাদের বিবাহ হইবে না। মাতামহীর ভগিনী পুত্র, মাতামহের ভগিনী পুত্র, মাতামহীর ভ্রাতুষ্পুত্র এই জন মাতৃবন্ধু ইহাদের সঙ্গে বিবাহ হইবে না।

বর কন্যার পরস্পর নক্ষত্র রূপে যোনির যদি মিলন না ঘটে ঐরূপ স্থলে বিবাহ হইলে পরস্পর কলহ হইয়া থাকে; যদি রাশি পরস্পর রাশির বশ্য হয় তাহাতে নক্ষত্র রূপ যোনির মিলন না হইলেও দোষ ঘটে না।

পরস্পর রাশির অধিপতি গ্রহের মিত্রতা থাকিলে শুভ হয়। সম থাকিলে মধ্যম, শত্রুতা থাকিলে অশুভ হয়। বর কন্যার রাশি যদি একাদশ, তৃতীয়, দশম, চতুর্থ কিম্বা সম সপ্তম হয় ইহাতে গ্রহ মৈত্রী না থাকিলেও বিবাহে অনর্থ ঘটিবে না।

গো যোনি—উত্তর ফাল্গুনী নক্ষত্র এবং উত্তর ভাদ্র পদ নক্ষত্র।

ব্যাঘ্র যোনি—চিত্রা নক্ষত্র এবং বিশাখা নক্ষত্র। এই নক্ষত্রদের সঙ্গে বিবাহ দিলে কোপে পরস্পর চিৎকার কলহ হইবে।

অশ্ব যোনি—শতভিষা নক্ষত্র এবং অশ্বিনী নক্ষত্র, মহিষ যোনি নক্ষত্র—স্বাতী নক্ষত্র, হস্তা নক্ষত্র, ইহাদের সাথে বিবাহ দিলে কলহ হইবে।

নকুল যোনি—অভিজিৎ নক্ষত্র, উত্তরষাঢ়া নক্ষত্র।

সর্প যোনি—ইহাদের সাথে বিবাহ দিলে বৈরী হইবে।

বিড়াল যোনি—চিত্রা এবং বিশাখা নক্ষত্র।

ইন্দুর যোনি—মঘা, পূর্ব্ব ফাল্গুনী নক্ষত্র ইহাদের সঙ্গে বিবাহ দিলে বৈরী ভয়ে দুঃখ পেতে হইবে।

হস্তি যোনি—ভরণী, রেবতী নক্ষত্র। সিংহ যোনি—পূর্ব্ব ভদ্রা, ধনিষ্ঠা নক্ষত্র ইহাদের সঙ্গে বিবাহ দিলে বৈরী হইবে।

কুকুর যোনি—আদ্রা নক্ষত্র, মূলা নক্ষত্র।

হরিণ যোনি—জ্যেষ্ঠ, অনুরাধা নক্ষত্র ইহাদের সঙ্গে বিবাহ অমিল হইবে।

বানর যোনি—পূর্ব্বষাঢ়া, শ্রবণা নক্ষত্র।

মেষ যোনি—কৃতিকা নক্ষত্র এবং পুষ্যা নক্ষত্র ইহাদের সঙ্গে বিবাহ হইলে আর্থিক বৈরী থাকিবে।

গৃহস্থ আশ্রমে পরিশ্রম করিয়া ধন উপার্জ্জন করিয়া তাহা হইতে দান করিবে কিন্তু কাহার দান লইয়া জীবনযাপন করিবে না। স্ত্রীর ঋতু সময়ে সে দেব মন্দিরে যাইবে না এবং কাহাকেও ছুঁইবে না কারণ বৃত্তাসুরকে

ইন্দ্র বধ করিয়া সেই পাপ, পৃথিবী উর্ব্বরভূমিকে, বৃক্ষকে, জলের ফেনাকে এবং ঋতুবতী নারীকে ভাগ করিয়া দিয়াছেন সুতরাং সেই ঋতুবতীকে কেহ ভুলেও স্পর্শ করিবে না। চতুর্থ দিন সে স্নান করিলে শুদ্ধ হইবে।

হা বীতঃ গর্ভিনী মধ্যো বর্ণগাং শিষ্য সুতগামিনীং

পাপ ব্যসনা সক্তাং ধনক্ষয়কারিণীং বর্জ্জয়েৎ।

স্ত্রীলোক যদি নীচ বর্ণ গামিনী হইয়া গর্ভ ধারণ করে কিম্বা শিষ্য পুত্র গামিনী হয়, পাপ বা ব্যসনে আসক্ত হয় তাহা হইলে সেইরূপ স্ত্রীকে ত্যাগ করিবে কিন্তু বধ করা উচিৎ নয়।

গর্ভধান—ঋতুকাল হইতে ষোড়শ দিনের মধ্যে সন্ধ্যাকাল ভিন্ন চতুর্থ, পঞ্চম, অষ্টম দিন শুভ সময়ে রাত্রির চতুর্থ প্রহরে পুত্র কামনার শুভ সময়।

পুংসবন—প্রথম গর্ভের তৃতীয় মাসে শুভ দিনে পতির স্নান সন্ধ্যাদি তথা বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ ইত্যাদি।

সীমন্তোন্নয়ন—প্রথম গর্ভের চতুর্থ, ষষ্ঠ, অষ্টম মাসে সীমন্তোন্নয়ন হয়। পঞ্চ মাসে পঞ্চামৃত পান করাইতে হয়। মন্ত্র—পিব পঞ্চামৃতং দেবি যতস্তং গর্ভধারিণী দীর্ঘয়ুষং বংশধরং পুত্রং জনয়সুব্রতে।

জাতকর্ম্ম—পুত্র জন্মগ্রহণ করার পর পিতা সুতিকা গৃহে গমন করিয়া বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ ব্রাহ্মণ দ্বারা নবজাত কুমারের নাড়ী ছেদন করার আদেশ তথা জিহ্বা মার্জ্জন করিবে।

মন্ত্র—ওঁ সদ্ সম্পতিমদ্ভুতং পিয়মিত্রস্য কাম্যং সনি মেধা মরাসিয়ং স্বাহা। সন্তানের জন্ম হইতে ষষ্ঠ দিবসে রাত্রিতে স্বস্তিবাচন, নারায়ণ পূজা, ষষ্ঠী পূজা করিয়া রাত্রি জাগরণ করিতে হয়।

নিষ্ক্রমণ—জন্ম গ্রহণের তৃতীয় শুক্লপক্ষের তৃতীয় তিথিতে প্রাতঃকালে কুমারকে স্নান করাইবেন এবং মা শুদ্ধবস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া স্বামীর দক্ষিণ দিকে বসিয়া কুমারকে চন্দ্র দর্শন করাইবে।

নামকরণ—জন্মান্তর একাদশ দিবসে অথবা শত দিবসের মধ্যে এক বাৎসরিক জন্ম দিনে শুভ সময়ে পিতা স্নান করিয়া বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ অর্থাৎ পিতৃবর্গকে পূজা করিয়া নামকরণ করিবে।

অন্নপ্রাশন—জন্ম দিন হইতে ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে পুত্রের এবং পঞ্চম বা সপ্তম মাসে কন্যার শুভদিনে অন্নপ্রাশন হইবে। পিতা স্নান আহ্নিক ও বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ নারায়ণ পূজা শেষ করিয়া পূজনীয় ব্যক্তি দ্বারা অন্নপ্রাশন করাইবে। মন্ত্র যথা—

ওঁ অন্নপতেহন্নস্য নো দেহ্য নমীবস্য শুষ্মিনঃ প্রদাতারং তারিষ উর্জ্জং নো ধেহি দ্বিপাদে চতুষ্পাদে স্বাহা।

একটি থালাতে প্রসাদ পায়সান্ন এবং আর পাত্রে সুবর্ণ ধান্য মৃত্তিকা গীতা রাখিবেন। এই দ্রব্যের মধ্যে বালক যাহা স্পর্শ করিবে তাহাই তাহার জীবনের প্রধান অবলম্বন জানিবে।

বিদ্যারম্ভ—জন্মাবধি পঞ্চ বর্ষ মধ্যে হইবে। হরি শয়নেতে অনধ্যায় এবং ষষ্ঠী প্রতিপদা, অষ্টমী, রিক্তা প্রভৃতি ভিন্ন দিবসে শুদ্ধকালে বিদ্যারম্ভ করাইবে।

চূড়াকরণ—শিশু জন্মের প্রথম অথবা তৃতীয় বর্ষে চূড়াকরণ হইবে, শুভদিনে পিতা নিত্যকর্ম্ম শেষ করিয়া ব্রাহ্মণ দ্বারা স্বস্তিবাচন, বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ, ষোড়শ মাতৃকা পূজা করাইবেন। মা শুদ্ধবস্ত্র পরিধান করিয়া শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া স্বামীর বাম পার্শে বসিবেন এবং নাপিত দ্বারা শিশুর শির মুণ্ডন করিয়া কর্ণ ছিদ্র করার নাম চূড়াকরণ।

উপনয়ন—গর্ভ হইতে ব্রাহ্মণের অষ্টম বর্ষে অথবা জন্ম দিবস হইতে অষ্টম বর্ষে উপনয়ন করা কর্ত্তব্য। অভাব পক্ষে ১৫ বর্ষ তিন মাস মধ্যে অবশ্য করিতে হইবে। জ্যোতিশাস্ত্রানুযায়ী শুভদিনে পিতা প্রাতঃকালে নিত্যক্রিয়া শেষ করিয়া বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ করিবেন। ব্রাহ্মণ দ্বারা পুরোহিত দর্পণানুযায়ী উপনয়ন হোমাদি বিধি করাইবেন।

দ্বিজ—দুইবার জন্ম কর্ম্মের নাম দ্বিজ অতএব উপনয়ন সংস্কার দ্বারা পুনঃ দশকর্ম্ম সংস্কার করণীয়ম্। (গায়ত্রী নিয়ম পৃষ্ঠাতে দ্রষ্টব্য) যজ্ঞোপবীত দক্ষিণ পাশবিলম্বন ভাবে বাম স্কন্ধে দিবেন। মন্ত্র—যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং বৃহস্পতে যৎ সহজঃ পুরস্তাৎ। আয়ুষ্যমগ্র্যং প্রতি মুঞ্চ শুভ্রং যজ্ঞোপবীতং বলমস্তু তেজঃ।।

সমাবর্ত্তন—উপনয়নের পর গুরুগৃহে যথারীতি বেদ্যায়ন শেষ হইলে গুরুকে দক্ষিণা দিয়া তথায় অনুমতি লইয়া সমাবর্ত্তন করিতে হয়। সমাবর্ত্তন দিনে ব্রাহ্মণ গুরু ভোজন দান দেওয়া উচিৎ। কিন্তু নিরামিষ ভোজন দিবে মৎস্য মাংস দিবে না। যথা—

যে ত্বনেবম্বিদোঽসন্তঃ স্তব্ধাঃ সদাভিমানিনঃ।
পশূন্ দ্রুহ্যন্তি বিশ্রব্ধাঃ প্রেত্য খাদন্তি তে চ তান্।।

—শ্রীমদ্ভাগবত ১১-৫-১৪

যে সমস্ত অসৎ ব্যক্তি আপনাদিগকে সৎ বলিয়া অভিমান করে এবং প্রাণিবধ জনিত অধর্ম্ম অবগত না হইয়া পশুদিগকে হনন করে ঐ সমস্ত পশুরা আবার পরলোকে তাহাদিগকে ভক্ষণ করে।

যে ত্বিহ বৈ দাম্ভিকা দম্ভযজ্ঞেষু পশূন্ বিশসন্তি
তানমুস্মিন্ লোকে বৈশসে নরকে পতিতান্ নিরয়
পতয়ো যাতয়িত্বা বিশসন্তি।। —শ্রীমদ্ভাগবত ৫-২৬-২৫

যে সকল দাম্ভিক ব্যক্তি দম্ভ ভরে যজ্ঞ করিয়া তাহাতে পশু ছেদন করে তাহারা পর লোকে বৈশস নামক নরকে পতিত হয়। এবং যমদূতেরা বিবিধ প্রকার যাতনা দ্বারা তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান করে।

যে মমার্চ্চন মিত্যুক্ত্বা প্রাণি হিংসন তৎপরাঃ
তৎ পূজনং মমামেধ্যাং যদ্দোষাৎ তদধোগতিঃ।।
মদর্থে শিবঃ কুর্ব্বন্তি তামসা জীব যাতনং।
আকল্প কোটী নিরয়ে তেষাং বাসো ন সংশয়ঃ।।

—পার্ব্বতীর উক্তি

শ্রীপার্ব্বতী বলিলেন যে সকল লোক আমার পূজার নাম করিয়া অর্থাৎ আমার পূজার দোহাই দিয়া জীবহিংসায় তৎপর হয় তাহাদের পূজা আমার পক্ষে অপবিত্র বলিয়া গণ্য হয় এবং এই দোষে তাহাদের অধোগতি হইয়া থাকে। হে দেবঃ যে সমস্ত তামসিক ব্যক্তি আমার নিমিত্ত জীব হত্যা করে, তাহারা যে কোটী কল্প কাল নরক ভোগ করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

লোভাৎ স্বভক্ষণার্থায় জীবিতং হন্তি যো নরঃ।
মজ্জাকুণ্ডে বসেৎ সোঽপি তদ্ভোজী লক্ষবর্ষকং।।

—ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ

যে মানব লোভের বশবর্ত্তী হইয়া নিজের ভোজনের নিমিত্ত জীব হত্যা করে সে এবং অন্য যে কোনও ব্যক্তি ঐ মাংস ভোজন করে সেও অর্থাৎ তাহারা উভয়েই লক্ষবর্ষ কাল মজ্জাকুণ্ড নরকে বাস করে।

মাংস ভক্ষয়িতামূত্র যস্য মাংস মিহাদ্ম্যহং।
এতন্মাংসস্য মাংসত্বং প্রবদন্তি মনীষিণঃ।।

—মনু সংহিতা ৫ম অধ্যায়

ইহ লোকে আমি যদি কাহার মাংস ভক্ষণ করি, তাহা হইলে পরলোকে সেও আমার মাংস ভক্ষণ করিবে, পণ্ডিতগণ বলেন, ইহাই হইতেছে মাংসের মাংসত্ব অর্থাৎ স্বাভাবিক ধর্ম্ম। মাংস—মাং+স মাং শব্দের অর্থ আমাকে এবং স শব্দের অর্থ সে, অর্থাৎ আমি যাহার মাংস খাইব সেও আমার মাংস খাইবে।

রোগার্ত্তোঽভ্যর্থিতো বাপি যো মাংসং নাত্ত্য লোলুপঃ।
ফলমাপ্নোত্য যত্নেন সোঽশ্বমেধ শতস্য চ।।

—মহাভারত, শব্দকল্পদ্রুম

যে ব্যক্তি রোগার্ত্ত অবস্থায় লোভের বশবর্ত্তী না হইয়া মাংস ভক্ষণে বিরত হয় সে ব্যক্তি অনায়াসে শত অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করিয়া থাকে।

ক্ক মদ্যং ক্ক শিরে ভক্তিঃ ক্ক মাংস ক্ক শিবার্চ্চনং
মৎস্য মাংস রতানাং বৈ দূরে তিষ্ঠতি শঙ্করঃ।

যে ব্যক্তি মদ্য পান করে তাহার শিব ভক্তি কোথায়? যে ব্যক্তি মাংস ভক্ষণ করে তাহার শিব পূজা কোথায় অর্থাৎ তাহার শিব পূজায় কি ফল? তাহাতে তাহার কোন ফল নাই কেন না শ্রীমহাদেব মৎস্য মাংস ভোজী হইতে দূরে থাকেন।

যো যস্য মাংসমশ্নাতি স তন্মাংসাদ উচ্যতে।
মৎস্যাদঃ সর্ব্বমাংসাদ স্তস্মান্মৎস্যান্ বির্জ্জয়েৎ।।

—মনু সংহিতা ৫ম অধ্যায়

যে যাহার মাংস ভোজন করে তাহাকে কেবল মাত্র তাহারই মাংস

ভোজী বলে, কিন্তু যে ব্যক্তি মৎস্য ভোজন করে তাহাকে সর্ব্ব মাংস

ভোজী বলে। যেহেতু মৎস্য জলের মধ্যে সকলের মাংস এবং বিষ্ঠা পোকা গো, শূকর পচা মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে। যাহা দ্বারা বিভিন্ন রোগ আক্রমণ করে। এই কারণে তাহা বর্জ্জন করিবে।

দেবতা তর্পণ

প্রথমেই আচমন করিয়া যজ্ঞোপবীত বিপরীত ভাবে ধারণ করিয়া পূর্ব্বমুখ হইয়া কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক—

ওঁ কুরুক্ষেত্র গয়া গঙ্গা প্রভাস পুষ্করাণি চ।
তীর্থান্যেতানি পুণ্যানি তর্পণ কালে ভবন্ত্বিহ।।
উপবীতী হইয়া ওঁ দেবা আগচ্ছ এই বলিয়া—

ওঁ ব্রহ্মা তৃপ্যতাম্, ওঁ বিষ্ণু তৃপ্যতাম্, ওঁ রুদ্র স্তৃপ্যতাম্, ওঁ প্রজাপতি স্তৃপ্যতাম্। অঙ্গুলীর অগ্রভাগের নাম দেবতীর্থ তাহা দ্বারা এক এখ অঞ্জলি জল দিবেন।

ওঁ দেবা যক্ষাস্তথা নাগা গন্ধর্ব্বাপ্সরসোঽসুরাঃ
ক্রুরা সর্পা সুপর্ণাশ্চ তরবে জিহ্মগাঃ খগাঃ।
বিদ্যাধরা জলাধারা স্তথৈবাকাশ গামিনঃ।
নিরাহারাশ্চ যে জীবাঃ পাপে ধর্ম্মে রতাশ্চ যে।
তেষামাপ্যায়নায়ৈতদ্দীয়তে সলিলং ময়া।।

এই বলিয়া এক অঞ্জলি জল দিবেন। তৎপরে উত্তর মুখ হইয়া—

ওঁ সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ।
কপিলশ্চাসুরিশ্চৈব বোঢু পঞ্চ শিখস্তথা।।
সর্ব্বে তে তৃপ্তিমায়ান্তু মদ্দত্তেনাম্বুনা সদা।।

এই বলিয়া দুই অঞ্জলি জল দিবে। পুনঃ পূর্ব্বমুখ হইয়া উপবেশন পূর্ব্বক কায়তীর্থ দ্বারা এক অঞ্জলি জল দিয়া বলিবে যথা—

ওঁ মরিচি স্তৃপ্যতু, ওঁ অত্রিস্তৃপ্যতু, ওঁ অঙ্গিরা স্তৃপ্যতু, ওঁ পুলস্ত্য স্তৃপ্যতু, ওঁ পুলহস্তৃপ্যতু, ওঁ ক্রতুস্তৃপ্যতু, ওঁ প্রচেতা স্তৃপ্যতু, ওঁ বশিষ্ঠ্য স্তৃপ্যতু, ওঁ ভৃগু স্তৃপ্যতু, ওঁ নারদস্তৃপ্যতু, ওঁ দেব্যস্তৃপ্যন্তু, ওঁ ব্রহ্মর্ষয় স্তৃপ্যন্তু পূ্শঃ দক্ষিণ মুখে হইয়া—

ওঁ অগ্নিষ্মাত্তাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তু, ওঁ সৌম্যাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তু, ওঁ হরিষ্মন্তঃ পিতর স্তৃপ্যন্তু, ওঁ উষ্মপাঃ পিতর স্তৃপ্যন্তু, ওঁ সুকালিনঃ পিতর স্তৃপ্যন্তু, ওঁ বর্হিষদঃ পিতর স্তৃপ্যন্তু, ওঁ আজ্যপাঃ পিতর স্তৃপ্যন্তু, এই বলিয়া পিতৃতীর্থ দ্বারা তিন তিন অঞ্জলি সতিল জল দিবেন।

যমতর্পণ—

ওঁ যমায় ধর্ম্ম রাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চ।
বৈবস্বতায় কালায় সর্ব্বভূত ক্ষয়ায় চ।।
ঔডুম্বরায় দধ্নায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে।
বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ।।

এই বলিয়া তিন অঞ্জলি জল দিবে। শূদ্র হইলে ভীষ্ম তর্পণ করিয়া পিতৃ তর্পণ করিবে।

ভীষ্ম তর্পণ—

বৈয়াঘ্র পদ্য গোত্রায় সাংকৃতি প্রবরায় চ।
অপুত্রায় দদাম্যেতৎ সলিলং ভীষ্ম বর্ম্মণে।।
এই বলিয়া এক অঞ্জলি সতিল জল দিবে।
ওঁ কুরুক্ষেত্র গয়াগঙ্গা প্রভাস পুষ্করাণি চ।

তীর্থান্যেতানি পুণ্যানি তর্পণ কালে ভবন্ত্বিহ।।

কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক আহ্বান—

ওঁ আগচ্ছন্তু মে পিতর ইমং গৃহ্ন্তু পোঽঞ্জলিম্।

এই বলিয়া পিতৃগণকে আহ্বান করতঃ বিষ্ণুঁ রোম্ অমুক গোত্রে পিতা অমুক দেব শর্ম্মা তৃপ্যতামেতৎ সতিলোদকং তস্মৈ এই বাক্যটী তিন বার পাঠ করিয়া পিতৃ উদ্দ্যেশে তিন অঞ্জলি সতিল জল দিবেন। এইরূপ পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ, মাতামহ প্রমাতামহ এবং বৃদ্ধ প্রমাতামহকে তাঁহাদের নাম উল্লেখ করতঃ বাক্য করিয়া তিন তিন অঞ্জলি সতিল জল দিবে।

পরে বিষ্ণুরোম্ অমুক গোত্রা অমুকী দেবী তৃপ্যতামেতৎ সতিলো দকং তস্যৈ স্বধা এই বলিয়া মাতাকে এবং এইরূপে পিতামহী প্রপিতামহীকে তিন তিন অঞ্জলি সতিল জল দিবে। পরে এই রূপ বাক্য বলিয়া মাতামহী প্রমাতামহী বৃদ্ধ প্রমাতামহী বিমাতা পিতৃ মাতুল এবং ভ্রাতা প্রভৃতি সকলকেই এক এক বার অঞ্জলি সতিল জল দিবে।

ওঁ উর্জ্জং বহন্তীরমৃতং পয়কীলালং পরিশ্রুতং স্বধাস্থ তর্পয়াত নমঃ এই বলিয়া তিনবার ইষ্টদেবতার তর্পণ করিবে।

(বৃষ্টি জলে তর্পণ হইবে না গঙ্গা জল অথবা শুদ্ধ জলে হইবে। আদ্রবস্ত্রে জলের মধ্যে অথবা শুষ্কবস্ত্রে তীরে করিলে এক চরণ জলে রাখিয়া দুই হস্তে তর্পণ করিবেন। দেবতাকে যব ও ত্রিপত্র অথবা কুশজল স্বর্ণ রৌপ্য ধৌত জল দ্বারা তর্পণ হইবে কিন্তু পিতৃগণকে তিল ও মোটক দ্বারা তর্পণ হইবে।)

ওঁ নরকেষু সমস্তেষু যাতনা সুচয়ে স্থিতাঃ।
তেষামাপ্যায়নায়েতদ্দীয়তে সলিলং ময়া।।

এই পড়িয়া তিনবার জল দিবে।

(পুত্র পৌত্র না থাকিলে বিধবা স্ত্রী তিল ও কুশের দ্বারা স্বামী শ্বশুর ও শ্বশুরের পিতাকে তর্পণ করিতে পারে। স্ত্রী ও শূদ্র তর্পণ মন্ত্র ব্রাহ্মণ দ্বারা পাঠ করাইয়া নিজে নমঃ বলিয়া জল দিবে। অনুপবীত ও জীবৎ পিতৃক ব্যক্তি প্রেত তর্পণ ব্যতীত অন্য তর্পণ করিতে পারিবে না।) আ ব্রহ্ম স্তস্ব পর্য্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু এই বলিয়া তিন অঞ্জলি জল দিবে।

ওঁ যে চাস্মাকং কুলে জাতা অপুত্রা গোত্রিণো মৃতা।।

তে তৃপ্যন্তুময়া দত্তং বস্ত্র নিষ্পীড় নোদকং এই বলিয়া ভূমিতে একবার জল দিবে।

পিতৃ নমস্কার—

ওঁ পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্ব দেবতাঃ।।
পিতৃন্নমস্যে দিবি যে চ মূর্ত্তাঃ, স্বধাভূজঃ কাম্য ফলাভি সন্ধৌ।
প্রদান শক্তাঃ সকলেপ্সিতানাং বিমুক্তিদা যেহন ভিসংহিতেযু
(পিতৃচরণেভ্যো নমঃ)

—ঃ—
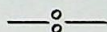
শ্রাদ্ধ তত্ত্ব

পিতৃপুরুষগণকে নিজ প্রিয় ভোজ্য দ্রব্য যাহা শ্রাদ্ধ পূর্ব্বক সৎপাত্রে দান করা হয় তাহাই শ্রাদ্ধ বলিয়া কথিত হয়।

স্মার্ত্ত মতে—শ্রাদ্ধের পূর্ব্বদিন মাংস ভোজন ও স্ত্রীবাস ত্যাগ করিয়া একাহার করিবে। এবং শ্রাদ্ধের দিন বিদেশ যাত্রা, যুদ্ধ, নদীর পর পার গমন, পুনর্বার স্নান, দ্বিভোজন, দ্যূত ক্রীড়া স্ত্রীসহবাস ইত্যাদি করিবে না।

শ্রাদ্ধ চার প্রকার—(১) বিপ্রকে অন্নদান, (২) পিতৃ উদ্দেশ্যে গোগ্রাস দান, (৩) পিণ্ডদান, (৪) তর্পণ।

গৃহস্থাশ্রমে "যাবৎ সম্ভব তাবৎ বিধিরীতি ন্যায়েন" নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম করা উচিৎ। প্রতিদিন যে শ্রাদ্ধ করা যায় তাহাই নিত্য শ্রাদ্ধ। অসমর্থ পক্ষে জল দ্বারা তর্পণ। একের উদ্দেশ্যে যে শ্রাদ্ধ করা যায় তাহাই নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধ। ইহাতে দেবতা আহ্বান হইবে না কেবল ব্রাহ্মণ ভোজন হইবে।

একদিষ্ট শ্রাদ্ধ বিষয়ে গোভিল ঋষি বলেন যে শ্রাদ্ধে ১টী হইল পবিত্র, ২টী অর্ঘ্য, ৩টী পিণ্ড, যাহাতে অন্য কাহারও আহ্বান নাই যাহাতে অগ্নিতে হোম কার্য্য নাই, যে শ্রাদ্ধে বিশ্বদেব নাই ইহা প্রেত শ্রাদ্ধ দেওয়া হয় তাহা একোদিষ্ট, অতএব প্রতি সাংবাৎসরিক শ্রাদ্ধকে একোদিষ্ট বলা হয় না।

শিব বিষ্ণুঅর্চ্চনে দীক্ষা যস্য চাগ্নি পরিগ্রহঃ।
ব্রহ্মচারী যতীনাঞ্চ শরীরে নাস্তি সূতকম্।।

যাঁহার শিব অর্চ্চনের জন্য দীক্ষা গ্রহণ আর যাঁহার বিষ্ণুর অর্চ্চনের জন্য দীক্ষা গ্রহণ এবং যিনি নিত্য হোমকারী তাঁহারা এবং ব্রহ্মচারীগণের, তথা সন্ন্যাসীগণের শরীরে অশুচি নাই।

প্রেত শ্রাদ্ধে যদুচ্ছিষ্টং গ্রহে পর্যুষিতঞ্চ যৎ।
দম্পত্যো ভুক্তশেষঞ্চ ন ভুঞ্জীত কদাচন।।

প্রেতের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ প্রেত শ্রাদ্ধ স্মৃতি শাস্ত্র মতে প্রেম শ্রাদ্ধে যাহা উচ্ছিষ্ট অর্থাৎ অবশেষ, সূর্য্য গ্রহণের পর চন্দ্রগ্রহণের পর যাহা বাসী থাকে, গৃহস্থের স্বামী স্ত্রী উভয়ের আহারের পর যাহা পাক পাত্রে অবশিষ্ট

থাকে তাহা কখনও ভোজন করিবে না। এই কারণে প্রেত শ্রাদ্ধের পর অবশিষ্ট ভোজন নিমন্ত্রণ বৈষ্ণব গ্রহণ করেন না।

বৈষ্ণব মতে বলেন—

প্রাপ্তে শ্রাদ্ধদিনেঽপি প্রাগন্নং ভগবতেঽর্পয়েৎ।
তচ্ছেশেনৈব কুর্বীত শ্রাদ্ধং ভগবতো নরঃ।
বিষ্ণো র্নিবেদিতান্নেন যষ্টব্যং দেবতান্তরম্।
পিতৃভশ্চাপি তদ্দেয়ং তদানন্তায় কল্পতে।।

শ্রাদ্ধদিন উপস্থিত হইলে প্রথমে ভগবান্‌কে অন্নভোগ করিয়া সেই প্রসাদান্ন দ্বারাই ভক্তগণের শ্রাদ্ধ করিবেন। বিষ্ণুর নিবেদিত প্রসাদান্ন দ্বারা অন্য দেবতার যজন করিবেন এবং পিতৃপুরুষগণকেও সেই প্রসাদ অন্ন দিলে তাহাতে অনন্ত ফল হইবে।

যঃ শ্রাদ্ধকালে হরিভুক্ত শেষং
দদাতি ভক্ত্যা পিতৃ দেবতানাম্।
তেনৈব পিণ্ডাং স্তুলসী বিমিশ্রাম্
আকল্প কোটিং পিতরঃ সুতৃপ্তাঃ।।

—ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ

যিনি শ্রাদ্ধকালে শ্রীহরির প্রসাদ ভক্তি সহকারে দেবতা ও পিতৃগণকে দেন এবং সেই প্রসাদ দ্বারা পিণ্ড সমূহ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে শ্রীচরণ তুলসী মিশ্রিত করিয়া দেন, তাঁহার পিতৃপুরুষগণ কোটি কল্প পর্য্যন্ত উত্তম তৃপ্তি লাভ করেন।

একাদশ্যাং যদা রাম শ্রাদ্ধং নৈমিত্তিকং ভবেৎ।

তদ্দিনে তু পরিত্যজ্য দ্বাদশ্যাং শ্রাদ্ধমাচরেৎ।।

একাদশ্যাস্তু প্রাপ্তায়াং মাতা-পিত্রোর্মৃতেঽহনি।
দ্বাদশ্যাং তৎ প্রদাতব্যং নোপবাস দিনে ক্বচিৎ।।
গর্হিতান্নং ন চাশ্নন্তি পিতরশ্চ দিবৌকসঃ।
যে কুর্ব্বন্তি মহীপাল শ্রাদ্ধং ত্বেকাদশী দিনে।
ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দাতাভোক্তা পরেতকঃ।।

—ব্রহ্মবৈবর্ত্ত

হে রাম যখন একাদশী দিনে নৈমিত্তিক একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ হইবে। সেই দিনে শ্রাদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া দ্বাদশী দিনে শ্রাদ্ধ করা উচিৎ। আর একাদশীতে মাতাপিতার মৃত তিথি পড়িলে দ্বাদশীতে সেই বাৎসরিক শ্রাদ্ধ প্রদান করা উচিৎ কোন উপবাস দিনে শ্রাদ্ধ হইবে না। কারণ পিতৃপুরুষগণ ও দেবগণ একাদশীর নিন্দিত ভোজন করেন না। হে মহারাজ যাহারা একাদশী দিনে শ্রাদ্ধ করে সেই শ্রাদ্ধের দাতা ভোক্তা ও পরলোক গমনকারী এই তিন জনই নরকে যায়।

দ্বাদশীতে শ্রাদ্ধ বিধান

যতীনং চ বনস্থানাং বৈষ্ণবানাং বিশেষতঃ।
দ্বাদশ্যাং বিহিতং শ্রাদ্ধং কৃষ্ণপক্ষে বিশেষতঃ।
বৈষ্ণবঃ পরমং পাত্রং দেশ আয়তনং হরেঃ।
দ্বাদশী সর্ব্বকালানামুত্তমা পরিকীর্ত্তিতা।
দেশে কালে তথা পাত্রে শ্রাদ্ধ পূতং তু কিং পুনঃ।

—শ্রীপঞ্চরাত্র-জয়াখ্য-সংহিতা

সাধারণ মৃত্যু—

মৃত ব্যক্তিকে শবকে স্বজাতী ভিন্ন স্পর্শ করা উচিৎ নয়। এবং পরদিন পর্য্যন্ত বাসী করিয়া [illegible] রাখা নিষেধ। শ্মশানে স্নান নূতন বস্ত্র

পরিধান তিলক মালা পরাইয়া ঘৃত চন্দন কাঠ দ্বারা মুখাগ্নি পুত্রই দিবে। অভাবে আত্মীয় শিষ্য ইত্যাদি ব্রাহ্মণ দ্বারা মন্ত্র পাঠ পিণ্ড এবং নাম কীর্ত্তন করণীয়। শ্মশানে যাঁহারা যাইবেন তাঁহারা তিন দিন পর্য্যন্ত কোন দেবালয়ের কার্য্য করিতে পারিবে না। ব্রাহ্মণ হইলে ১১ দিনে পর্য্যন্ত কর্ম্ম এবং ত্রয়োদশ দিনে ব্রাহ্মণ ভোজন। অন্যজাতি হইলে দেঢ় মাস পরে ব্রাহ্মণ ভোজন হইবে।

আত্মহত্যা—স্মার্ত্ত মতে—অবৈধ আত্মহত্যাকারী ব্যক্তির উদ্ধারের জন্য পুত্র স্ত্রী কিংবা অন্য কোন শ্রাদ্ধাধিকারী দুইটী চান্দ্রায়ণ ও স্বজাতীয় বর্ণিবধের প্রায়শ্চিত্ত এবং নারায়ণ বলি নামক যজ্ঞ করিয়া মৃতদেহের পরিবর্ত্তে কুশ পুত্তল পর্ণনর দাহান্তে অশৌচ গ্রহণ তর্পণ পুরক পিণ্ডদান ও শ্রাদ্ধাদি করিতে পারিবে। তবে যে আত্মঘাতী ব্যক্তির দাহ অশৌচ গ্রহণ তর্পণ ও শ্রাদ্ধাদি করিতে শাস্ত্রে নিষেধ করিয়াছেন। আত্মহত্যার এক বৎসর পরে প্রায়শ্চিত্ত ও নারায়ণ বলি যোগ অনুষ্ঠান হইবে। এক বৎসর মধ্যে প্রায়শ্চিত্ত করিলে ত্রিপক্ষ অতীত হইলে প্রায় দ্বিগুণ মুদ্রা ব্যয় অর্থাৎ পাঁচ হাজার টাকা ব্যয় হইবে।

শুক্লা দ্বাদশীতে একাদশ পিণ্ডদানসহ পঞ্চ শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান হইবে। মৃত্যুর কোন অস্তি না পাইলে কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে পর্ণনর বা কুশ পুত্তল দাহ করিয়া ঐ দিন হইতে তিন দিন অশৌচ গ্রহণ করতঃ তৃতীয় দিনে অর্থাৎ দশমীতে পুরক পিণ্ড প্রদান পূর্ব্বক চতুর্থ দিনে অর্থাৎ কৃষ্ণা একাদশীতে আদ্য শ্রাদ্ধাদির অনুষ্ঠান হইবে।

পাঁচটী ঘটে নারায়ণ বলি যাগের পূজা হইবে।
প্রথম ঘটে—শান্তি ঘট বরুণ পূজা হইবে।
দ্বিতীয় ঘটে—স্বর্ণ প্রতিমায় বিষ্ণু পূজা হইবে।
তৃতীয় ঘটে—তাম্রময় রুদ্র পূজা হইবে।

চতুর্থ ঘটে— লৌহময় যম পূজা হইবে।

পঞ্চম ঘটে—ত্রপময় বা প্রেত স্থাপন হইবে। (ত্রপ-সীসা)

সূর্য্যার্ঘ্য গণেশ পূজা, নারায়ণ পূজা অভিষেক। এবং সত্যেশের পূজা এবং অভিষেক। প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইবে। তদনন্তর মহাব্যাহৃতি হোম হইবে। নবগ্রহ হোম এবং তর্পণ ইত্যাদি।

শ্রীমদ্ভাগবত পারীক্ষিত পারায়ণ সপ্তাহ

(জ্ঞান যজ্ঞ)

[বৈষ্ণব মতে এক সপ্তাহ জ্ঞান যজ্ঞ করিলে নিঃসন্দেহে আত্মার সৎগতি হইবে।]

আত্ম কল্যাণের জন্য মনুষ্য মাত্রেই একবার এক সপ্তাহ পাঠ শ্রবণ করা উচিত যদি কাহার শ্রবণ না করিয়াও মৃত্যু হয় তাহা হইলে মৃত্যুর পর এই অনুষ্ঠান অবশ্য করণীয়। কোন অপগত আত্মার মুক্তি না হইলে কুলক্ষণ দেখা যাইতেছে তখন আর কোন চিন্তা না করিয়া এই অনুষ্ঠান করিলে সেই প্রেতাত্মা অবশ্যই উদ্ধার হইবে। নয় দিনে এই অনুষ্ঠান সপ্তাহ হইবে। ১ম দিন শুভ মুহূর্ত্তে শ্রীমদ্ভাগবত মণ্ডপ নির্ম্মাণ ঘট স্থাপন শ্রীনারায়ণ অভিষেক। ষোড়শ মাতৃকা নবগ্রহ, গণেশ পূজন। শ্রীমদ্ভাগবত মাহাত্ম্য পাঠ। ক্রমশ সাত দিন পর্য্যন্ত প্রাতঃ পূজন এবং নিয়মানুসারে মূল পাঠ প্রায় ৫১ অধ্যায় সংস্কৃত পারায়ণ প্রাতঃ ৬টা হইতে ১টা পর্য্যন্ত অপরাহ্ন ৩টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত ঐ পারায়ণ শ্লোকের ভাবার্থ প্রবচন করিয়া সন্ধ্যায় গীত বাদ্য ধ্বনিসহ ভাগবত আরতী ভোগ প্রসাদ বিতরণ করিবে। অন্তিম নবম দিন গীতা পাঠ করিয়া হোম পূর্ণাহূতি নামযজ্ঞ ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব ভোজন সমাপ্ত করিবে। যদি আত্মহত্যা ব্যাপার হয় তাহা হইলে সেই মৃত ব্যক্তির কোন ব্যবহার জিনিষ বস্ত্র একটী আসনে প্রারম্ভে কার্য্যে এক পার্শ্বে রাখিবে

এবং তিনটী ঘটে পূজন হইবে। সপ্তাহ সমাপ্ত হইলে সেই মৃত ব্যক্তির আসন বস্ত্র লইয়া ঘৃত দ্বারা দাহ করিয়া পরে হোম করিবে।

শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তাহ অধিবাস

পূজন সঙ্কল্প—

মন্ত্রে শুণ্ডি, ওঁ অপবিত্রেতি, আচমন, স্বস্তিবাচন, তদনন্তর দক্ষিণ জানু ভূমিতে পাতিয়া পূর্ব্বমুখ হইয়া বলিবে এবং যজমান উত্তর মুখ হইয়া বসিবে। ওঁ নম পরমাত্মনে শ্রীপুরাণ পুরুযোত্তমায় বিষ্ণোরাজ্ঞয়া প্রবর্ত্তমান স্যাদ্য—

ওঁ তৎ সদেতস্য ব্রহ্মণঃ দ্বিতীয় পরার্দ্ধে শ্রীশ্বেতবরাহ কল্পে বৈবস্বত মন্বন্তরে জম্বুদ্বীপে ভারতবর্ষে আর্য্যবর্ত্তৈক দেশান্তর্গত পূণ্যক্ষেত্রে কলিযুগ প্রথম চরণে অমুকায়নে অমুক সংবৎসরে অমূক মাসে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রোৎপন্ন অমুক শর্ম্মাহং মম কায়িক বাচিক মানসিক ফল প্রাপ্ত্যর্থে ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষার্থ সিদ্ধ্যর্থে আয়ুঃ আরোগ্য ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত্যর্থে মম কুটুম্বস্য (শিষ্যস্য) মম পিতুঃ মাতুঃ ভ্রাতুঃ স্বামিনঃ শ্রীভগবতঃ চরণারবিন্দ সন্নিধ্য প্রাপ্ত্যর্থং সপ্তাহ অঙ্গত্বেন লক্ষ্মী, গণেশ, নবগ্রহ, শোড়শো মাতৃকাদিনা তথা কলসে বরুণ পূজা কর্ম্মাণি করিষ্যে।

সঙ্কল্পিতার্থাঃ সিদ্ধাঃ সন্তু পূর্ণা সন্তু মনোরথা শত্রুণাং বৃদ্ধি নাশায় মিত্রাণাং অভ্যুদয়ায় অয়মারম্ভ শুভত্তায় ভবতু।

রক্ষা বন্ধন— যেন বদ্ধ বলিরাজা দানকেন্দ্র মহাবলঃ, তেন ত্বং প্রতিবধ্নামি রক্ষো মা চল মা চল আচার্য্য বরণ বস্ত্র অর্পণম্। তদনন্তরম্ ঘট স্থাপন, গণেশ পূজা কলসের অগ্রে পশ্চিমদিকে। কলসের উপরে ষোড়শ মাতৃকা পূজা, অন্য কলশে বরুণ পূজা এবং নবগ্রহ পূজা, শ্রীনারায়ণ পূজা, শ্রীমদ্ভাগবত পূজা। মাহাতু পাঠ আরতী ইত্যাদি।

অধিবাস পূজন দ্রব্য—তিল, হরিতকী, কুশ, পঞ্চগুড়ী, তীর কাঠী, লাল সুতা, ১০টা সুপারী পান, পৈতা, কলসী, পূর্ণকুম্ভ সরা, ৫টা করিয়া আম্র পল্লব, ডাব ৫টা করিয়া, কলাগাছ ৪টা, ধান, পঞ্চ শশ্য, আতপ চাউল, পঞ্চামৃত, দক্ষিণা, স্বর্ণ, গামছা ৩টা, ধোতি ২টা, ভাগবত আসন, ফুলমালা ৫টা, নৈবেদ্য, ধূপ।

প্রত্যহ প্রাতঃ নৈবেদ্য, পঞ্চামৃত এবং ফুলমালা।

অপরাহ্নে নৈবেদ্য, পঞ্চামৃত এবং ফুলমালা।

চতুর্থ দিনে —প্রাতঃ বামনদেবের দান ছত্র পাদুকা ইত্যাদি।

পঞ্চম দিনে—অপরাহ্নে নন্দোৎসব দ্রব্য দধি, ফল, মিষ্টি, পৈতা ইত্যাদি।

ষষ্ঠ দিনে—অপরাহ্নে রুক্মিণী বিবাহ উপহার।

সপ্তম দিনে—সায়ংকালে শ্রীশুকদেব বিদায় পূজা বস্ত্র, দক্ষিণা, ফল ইত্যাদি।

অন্তিম দিন— হোমের দ্রব্য ঘৃত সমিধ বালি চরু নৈবেদ্য, পান, সুপারী, দধি, দুধ, দক্ষিণা ইত্যাদি।

মন্ত্র গ্রহণের দ্রব্য—গুরু বরণ বস্ত্র, থালা, ফুলমালা, তিলক, পুষ্প, চন্দন, নৈবেদ্য, প্রণামি ইত্যাদি।

—ঃঃ—

মহাদ্বাদশী তত্ত্ব

উন্মিলনী ব্যঞ্জুলী চ ত্রিস্পৃশা পক্ষবর্দ্ধনী।
জয়া চ বিজয়া চৈব জয়ন্তী পাপনাশিনী।
দ্বাদশ্যোঽষ্টো মহাপুণ্যাঃ সর্ব্বপাপে হরা দ্বিজঃ।
তিথি যোগেন জায়ন্তে চতস্রশ্চপরাস্তথা।।

১। **উন্মিলনী মহাদ্বাদশী**—একাদশী সম্পূর্ণা হইয়া পরদিন দ্বাদশীতে বৃদ্ধি পাইলে অর্থাৎ দ্বাদশী যদি বৃদ্ধি না হয় তাহাকে উন্মিলনী দ্বাদশী বলা হয়। এই মহাদ্বাদশী ব্রত করিলে সমস্ত পাতকনাশ হয়।

ব্যঞ্জুলী মহাদ্বাদশী—একাদশী বৃদ্ধি না হইয়া যদি দ্বাদশী বৃদ্ধি হয় তাহার নাম ব্যঞ্জুলী দ্বাদশী এই ব্রতে সমস্ত পাতক নষ্ট হয়।

৩। **ত্রিস্পৃশা মহাদ্বাদশী**—প্রাতঃ একাদশী তিথি, মধ্যে দ্বাদশী তিথি এবং শেষ রাত্রে ত্রয়োদশী তিথির মিলনকে ত্রিস্পৃশা মহাদ্বাদশী বলা হয় এই দ্বাদশী শ্রীহরির বিশেষ প্রীতিকরী হয়।

৪। **পক্ষবর্দ্ধিনী মহাদ্বাদশী**—পূর্ণিমা বা অমাবস্যা ষষ্ঠী দণ্ডের অধিক হইয়া পরদিন গমন করিলে ঐ পক্ষীয় শুদ্ধা একাদশী বর্জ্জন করিয়া এই মহাদ্বাদশী তিথিতে উপবাস করা উচিৎ।

৫। **জয়া মহাদ্বাদশী**—শুক্লপক্ষে পুনর্ব্বসু যুক্তা দ্বাদশী হইলে জয়া মহাদ্বাদশী বলা হয়। এই দ্বাদশীতে উপবাস করিলে নরক ভোগ হয় না।

৬। **বিজয়া মহাদ্বাদশী**—ভাদ্রমাসে শুক্লপক্ষীয় শ্রবণা যুক্তা দ্বাদশী তিথিতে স্নান করিলে সর্ব্বতীর্থ স্নান হয়। এবং ব্রত করিলে সহস্রগুণ অভীষ্ট ফল প্রাপ্ত হয়।

৭। **জয়ন্তী মহাদ্বাদশী**—শুক্লপক্ষের দ্বাদশী রোহিণী যুক্ত হইলে জয়ন্তী বলা হয়। এই ব্রত করিলে সাত জন্মের পাতক দূর হইয়া যায়।

৮। পাপনাশিনী মহাদ্বাদশী—শুক্লপক্ষের দ্বাদশীতে পুষ্যা নক্ষত্র যুক্ত হইলে পাপনাশিনী দ্বাদশী বলা হয়। এই ব্রতে দৈহিক অশান্তি হইতে মুক্তি পাওয়া যায়।

একাদশী তত্ত্ব

[ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা এই তিথি প্রকট হইয়াছেন]

বৈশাখ কৃষ্ণপক্ষে— বরুথিনী। শুক্লপক্ষে— মোহিনী
জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণপক্ষে—অপরা। শুক্লপক্ষে—পাণ্ডবা
আষাঢ় কৃষ্ণপক্ষে— যোগিনী। শুক্লপক্ষে—শয়নী ত্রিস্পৃশা
শ্রাবণ কৃষ্ণপক্ষে—কামিকা। শুক্লপক্ষে— পবিত্রা
ভাদ্র কৃষ্ণপক্ষে—অজা। শুক্লপক্ষে— পার্শ্ব পরিবর্ত্তন পদ্মা
আশ্বিন কৃষ্ণপক্ষে—ইন্দিরা। শুক্লপক্ষে— পাপাঙ্কুশা
কার্ত্তিক কৃষ্ণপক্ষে—রমা। শুক্লপক্ষে—উত্থান
অগ্রহায়ণ কৃষ্ণপক্ষে—উৎপন্না। শুক্লপক্ষে— মোক্ষদা
পৌষ কৃষ্ণপক্ষে—সফলা। শুক্লপক্ষে— পুত্রদা
মাঘ কৃষ্ণপক্ষে—ষট্‌তিলা। শুক্লপক্ষে— ভৈমী
ফাল্গুন কৃষ্ণপক্ষে—বিজয়া। শুক্লপক্ষে— গোবিন্দ
চৈত্র কৃষ্ণপক্ষে—পাপমোচনী। শুক্লপক্ষে—কামদা

১। বৈষ্ণবো বাহ শৈবো বা সৌরোঽপি তৎ সমাচরেৎ।

শৃঙ্গি ঋষিকৃত।

বৈষ্ণব হউন বা শৈব হউন অথবা সৌরই হউন একাদশী ব্রতের আচরণ করিবেন।

২। যানি কানি চ পাপানি ব্রহ্মহত্যা সমানি চ।
অন্নমাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তি সংপ্রাপ্তে হরিবাসরে।
তানি পাপানি প্রাপ্নোতি ভুঞ্জানো হরিবাসরে।—নারদ পুরাণ

হরিবাসর সমাগত হইলে ব্রহ্ম হত্যাদি সমস্ত পাতক অন্নে অধিষ্ঠিত হয়, সুতরাং হরিবাসরে যে ভোজন করে সে ঐ সমস্ত পাতক গ্রহণ করে।

একাদশ্যাং মুনিশ্রেষ্ঠ! শ্রাদ্ধে ভুঙ্‌ক্তে নরো যদি।
প্রতি গ্রাসং সহি ভুঙ্‌ক্তে কিল্বিষং মূত্র বিন্ময়ং।
—সনৎ কুমার সংহিতা

হে মুনিবর মানুষ যদি একাদশীতে ও শ্রাদ্ধ ভোজন করে তাহার প্রতিগ্রাসে মলমূত্র ময় পাপ ভোজন করা হয়।

অগ্নিবর্ণায়সং তীক্ষ্ণং ক্ষিপন্তি যমকিঙ্করাঃ।
মুখে তেষাং মহাদেবি যে ভুঞ্জন্তি হরে র্দিনে।।

উমা-মহেশ্বর-সংবাদে— হে মহেশ্বরি! হরিবাসরে ভোজন করিলে যমদূতগণ সেই পাপির বদন বিবরে তীক্ষ্ণ অগ্নিবর্ণ লৌহ দণ্ডাস্ত্র নিক্ষেপ করে।

মাতৃহা পিতৃহা চৈব ভ্রাতৃহা গুরুহা তথা।
একাদশ্যাস্তু যো ভুঙক্তে বিষ্ণু লোকাচ্চ্যুতো ভবেৎ।।
—স্কন্দপুরাণ

একাদশীতে অন্ন ভোজন করিলে মাতৃঘাতী, পিতৃঘাতী, ভ্রাতৃঘাতী ও গুরুহন্তা পাপী বলিয়া গণ্য হয়, সে ব্যক্তি বিষ্ণুলোক হইতে চ্যুত হয় অর্থাৎ বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয় না।

একাদশী ব্রতং যস্তু ভক্তিমান কুরুতে নরঃ।
সর্ব্বপাপ বিনির্মুক্তঃ স বিষ্ণোর্যাতি মন্দিরম্।।

—বায়ুপুরাণ

তৈশ্চ যজ্ঞঃ কৃতাঃ সৰ্ব্বেব্রতান সফলানি চ!

—পদ্মপুরাণ

যে মানব ভক্তিমান হইয়া একাদশী ব্রতাচরণ করেন তিনি সকল পাতক হইতে পরিত্রাণ পাইয়া বিষ্ণুনিকেতনে গমন করেন। সৰ্ব্ব যজ্ঞ ব্রত ফল সফল হয়।

ন শৈবো ন চ সৌরো বা নাশ্রমী তীর্থ সেবকঃ।
যো ভুঙ্‌ক্তে বাসরে বিষ্ণোঃ শ্বপচাদধিকো হি সঃ।।

—স্কন্দপুরাণ

হরিবাসরে অন্ন ভোজন করিলে তাহাকে শৈব, সৌর, কিম্বা আশ্রমী অথবা তীর্থসেবী বলিয়া গণ্য করা যায় না, সে শ্বপশ্চ হইতেও পাপী।

ব্রহ্মচারী গৃহস্থো বা বানপ্রস্থোঽথবা যতিঃ।
একাদশ্যাং হি ভুঞ্জানো ভুঙ্‌ক্তে গোমাংসমেব হি।।

—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে

ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ বা যতি, যে কেহই একাদশীতে ভোজন করিলে গোমাংস ভোজন তুল্য হয়।

যথা শুক্লা তথা কৃষ্ণা দ্বাদশী মে সদা প্রিয়া।
শুদ্ধা গৃহস্থৈঃ কর্ত্তব্যা ভোগ সন্তান বৰ্দ্ধিনী।।

—ভবিষোত্তর পুরাণ

শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন—শুক্লাদ্বাদশী যেরূপ কৃষ্ণা দ্বাদশীও তদ্রূপ সৰ্ব্বদা আমার প্রিয় তথাপি গৃহস্থগণের শুক্লা একাদশী ব্রত করা কর্ত্তব্য। উহা তাহাদিগের পক্ষে ভোগ ও সন্ততি বৰ্দ্ধিনী।

স পুত্রশ্চ সভাৰ্য্যাশ্চ স্বজনৈ ভক্তি সংযুতঃ।
একাদশ্যামুপবসেৎ পক্ষয়োরুভয়োরপি।।

—বিষ্ণু [illegible]

ভক্তি সংযুক্তা হইয়া পুত্র, ভার্য্যা ও স্বজনগণের সহিত উভয় পক্ষীয়া একাদশীতেই উপবাসী থাকা উচিত।

সংক্রান্তৌ রবিবারে বা যদা চৈকাদশী ভবেৎ।
উপোষ্যা সা মহা পুণ্যা সর্ব্ব পাপহরা তিথিঃ।।

—কাত্যায়ন স্মৃতৌ

সংক্রান্তি কিংবা রবিবারে একাদশী হইলে তদ্দিনেই উপবাস করা উচিত সেই তিথি পুণ্য স্বরূপা এবং সর্ব্ব পাতক হারিণী।

নারী স্বপতি মুদ্দিশ্য একাদশ্যামুপাসিতা।
পুণ্য শতগুণং তস্যাঃ পতি প্রাপ্নোত্য সংশয়ম্।।

—বায়ু পুরাণ

পতি উদ্দেশ্যে একাদশী ব্রত উপাসনা করিলে শতগুণ পুণ্য বৃদ্ধি হইয়া সুন্দর পতি প্রাপ্ত হয় ইহাতে সংশয় নাই।

একাদশী ব্রতং ভক্ত্যা যঃ করোতি নরঃ সদা।
স বিষ্ণুলোকং ব্রজতি যাতি বিষ্ণোঃ স্বরূপতাম্।।

—গরুড় পুরাণ

যে মানব ভক্তিমান হইয়া সর্ব্বদা একাদশী ব্রতানুষ্ঠান করেন, তিনি বিষ্ণুলোক গমন করেন এবং বিষ্ণুর সারূপ্য লাভ করিতে পারেন।

৪। বর্ণানামাশ্রমানাঞ্চ স্ত্রীণাঞ্চ বরবর্ণিনি।
একাদশ্যু, উপবাসস্তু কর্ত্তব্যো নাত্র সংশ্রয়ঃ।।

—পদ্মপুরাণ

হে বরবর্ণিনি! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় আদি চতুর্ব্বিধ বর্ণের এবং ব্রহ্মচর্য্য গৃহস্থাদি চতুর্ব্বিধ আশ্রমীর তথা স্ত্রী জাতির পক্ষে একাদশী ব্রত অবশ্য কর্ত্তব্য।

৫। একাদশী সমং কিঞ্চিত পুণ্যং লোকে বিদ্যতে।
ব্যাজেনাপি কৃতা যৈ স্তে বশং যান্তি ন ভাস্করে।।

—পদ্মপুরাণ

জগতে একাদশী তুল্য পুণ্য আর নাই, কোন ছলেও ঐ ব্রত করিলে আর যমালয়ে যাইতে হয় না। ইহা যমরাজ প্রতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নির্দ্দেশ।

৬। অষ্টৈতান্য ব্রতঘ্নানি আপ মূলং ফলং পয়ঃ।
হবির্ব্রাহ্মণ কাম্যাচ গুরোর্বচনমৌষধং।।

—মহাভারত

জল মূল ফল দুগ্ধ ঘৃত ব্রাহ্মণ কামনা গুরু বাক্য ও ঔষধ এই আটটি ব্রত নষ্ট করে না।

৭। একাদশ্যাং তু বিদ্ধায়াং নোপবাসার্চ্চনাদিকং
দ্বাদশ্যামেব তৎ কুর্য্যাৎ ত্রয়োদশ্যান্ত পারণং।।
শত যজ্ঞাধিকং পুণ্যং মুক্তিরেব মহা ফলং

—স্কন্ধপুরাণ

একাদশী বিদ্ধা হইলে তাহাতে উপবাস অর্চ্চনাদি করিবে না। ঐ সমস্ত দ্বাদশীতে করিয়া ত্রয়োদশীতে পারণ করিবে তাহাতে শত যজ্ঞাধিক পুণ্য ও মুক্তি রূপ মহাফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

৮। ব্রহ্মঘ্নস্য যৎ পাপং স্ত্রীকাল গুরু ঘাতিনঃ।

দশমী শেষ সংযুক্তা একাদশীতে ব্রত করিলে ব্রহ্ম হত্যাকারীর এবং স্ত্রী বালক ও গুরু হত্যাকারীর পাতকে পাতকী হইতে হয়।

৯। আদিত্যোদয় বেলায়াং প্রাঙ্‌মুহূর্ত্ত দ্বয়ান্বিতা।।

—ভবিষ্যপুরাণ

একাদশী তিথি সূর্য্যাদয়ের দুই মুহূর্ত্ত অর্থাৎ চারি দণ্ড পূর্ব্বে প্রবৃত্ত হইয়া ষষ্ঠী দণ্ড ভোগ করিলে এই একাদশীকে সম্পূর্ণা বলে। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে একাদশী দুই মুহূর্ত্ত ন্যুন থাকিলে তাহা বিদ্ধা বলিয়া কীর্ত্তিতা হয়।

১০। উদয়াৎ প্রাক্ চতস্র ঘটিকা অরুণোদয়ঃ।
তত্র স্নানং প্রশস্তং স্যাং স বৈ পুণ্যতমঃ স্মৃতঃ।।

—হঃ ভঃ বি

সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে চারিদণ্ড কালকে অরুণোদয় বলে ঐ কালে স্নান প্রশস্ত উহা পুণ্যতম কাল বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে।

১১। অরুণোদয় বেলায়াং দশমী মিশ্রিতা ভবেৎ।
তাং ত্যক্তা দ্বাদশীং শুদ্ধমুপোষেদ্বিচারয়ন্।।

—পদ্মপুরাণ

অরুণোদয় কালে একাদশী যদি মিশ্রিতা হয় তবে তাহা অর্থাৎ সেই অরুণোদয় বিদ্ধা একাদশী ত্যাগ করিয়া শুদ্ধা দ্বাদশীতে উপবাস করিবে এ বিষয়ে কোন বিচার করিতে হইবে না।

১২। অরুণোদয় কালে তু দশমী যদি দৃশ্যতে।
পাপ মূলং তদাঞ্জ্ঞেয় মেকাদশ্যুপ বাসিনাম্।।

—ভবিষৎ পুরাণে

অরুণোদয় কাল চার প্রকার—অরুণোদয় কালে দশমী দৃষ্ট হইলে অর্থাৎ একাদশী অরুণোদয় বিদ্ধা হইলে তাহাতে উপবাসকারীর কেবল পাপের কারণ হইয়া থাকে। অরুণোদয়ের প্রথম অর্দ্ধদণ্ড দশমী থাকিলে তাহাকে (১) বেধ বলা হয়। প্রথম দুই দণ্ড দশমী থাকিলে তাহাকে (২) অতিবেধ বলা হয়। সূর্য্য দেখা যাইতেছে না এইরূপ সময় পর্য্যন্ত দশমী থাকিলে তাহাকে (৩) মহাবেধ বলা হয়। সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত দশমী থাকিলে তাহাকে (৪) যোগ বলা হয়।

বৈষ্ণবগণ জন্মাষ্টমী আদি অন্যান্য ব্রত সূর্য্যোদয় বিদ্ধ দিনে করিবেন না। করিলে উপরোক্ত দোষসমূহ উপস্থিত হইবে।

সম্পূর্ণা একাদশী তিথি বোধহীন হইয়া ও যদি সন্মুখে বৃদ্ধি গামিনী হয় অর্থাৎ ঘটিয়া গিয়া দ্বাদশী দিনে অথবা দ্বাদশী বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ত্রয়োদশী দিনে কখনও পূর্ণিমা ও অমাবস্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া প্রতিপদা দিনে গমন করে তাহা হইলে তাদৃশ একাদশী বৈষ্ণবগণ বর্জ্জন করিয়া পরদিন উপবাস করিবেন। এইরূপ অবস্থা ঘটিলে তাহা মহাদ্বাদশী হইবে।

—ঃ—
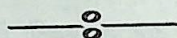
বৈরাগ্য তত্ত্ব

শ্রীরূপ সনাতন ধারাকে বৈরাগ্য অর্থাৎ পরমহংস বেষধারী বাবাজী বলা হয় ইহা উন্নত সাধক সিদ্ধ অধিকারীর গুরু হয়। এই গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের পরিধান বস্ত্র শুক্ল কিন্তু ইহারা সন্ন্যাসী আশ্রমে বাস করেন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা তৃণাদপি সুনীচেন ধর্ম্মে নিজকে দৈন্যতা দ্বারা ভগবৎ দাস অভিমান করিয়া সন্ন্যাসি বলিয়া পরিচয় দেন না, সিদ্ধ প্রণালিতে ও মঞ্জরী কিঙ্করী ভাব রাখেন।

বৈরাগ্য মাহাত্ম্য—বৈ—রা—গ্য—

বৈ—বৈভবাদি ইচ্ছা নাস্তি ন ইচ্ছা বৈকুণ্ঠে গতি।
বৈদিকাদি ক্রিয়াহীনম্ বৈ কারঃ তস্য লক্ষণম্।।

রা—রাজকার্য্য পরিত্যজ্য রাগানুগ হরিপদম্।
রাধাকৃষ্ণ ভজে নিত্যম্ রা কারঃ তস্য লক্ষণম্।।

গ্য—গিরিবরধর কৃষ্ণে যস্য ভক্তি নিরন্তরম্।
নৃত্যগীত প্রেমানন্দম্ গ্য কার তস্য লক্ষণম্।।

সর্ব্ব সাধারণ পক্ষে পঁচাশ বর্ষাধিক বয়স হইলে বৈরাগ্য গ্রহণ করা উচিত। অনধিকারীর অকালে ভেক সর্ব্বনাশ।

কৌপিন তত্ত্ব—

কৌপিন পৃথিবীঞ্চৈব ডোরঃ সানন্তএবচ।
বর্হিবাসঃ স্বয়ং শম্ভু নর নারায়ণ ভবেৎ।
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রাশ্চ সোম শুক্রো গুরুস্তথা।
বাসুকি পবনোহগ্নিশ্চ কৌপিনে নব দেবতা।।

কৌপিন পরিমাণ—চতুর্দ্দশ মুষ্টি দীর্ঘ কৌপিন হইবে। প্রস্থেতে প্রদেশমিত প্রস্তুত করিবে। চন্দনাদি দিয়া তাহা শোধন করিবে।

ওঁ ক্লীং শ্রীং হ্রীং কৃষ্ণচৈতন্য চন্দ্রায় স্বাহা।

ডোর—কৌপিন মহেশ্বর ডোর নারায়ণ স্তথা।
বর্হিবাস তথা ব্রহ্ম নরোনারায়ণ ভবেৎ।।

বর্হিবাস—

কৌপিনাশ্রয়ং ধৃতং বস্ত্রং পুছে পুছ নদীয়তে।
তস্য ঘোরং পাপং ভূত্বা ব্রহ্ম হত্যা পদে পদে।।
বামগ্রন্থী মতং কস্য কস্য বা দক্ষিণে মহম্।
সম্মুখে কস্যচিৎ দেবি সর্ব্বেস্যাং সন্মতং স্মৃতম্।।
ভিক্ষয়া লভতে যচ্চ তেন জীবিত ধারণম্।

পততে নরকে ঘোরে কৌপিনী সংসারী যদি।।

বেষাশ্রয় মন্ত্র—

ওঁ ক্লী গ্লীং বৈরাগ্যায় সর্ব্ব চূড়ামণয়ে স্বাহা।
গ্লী বীজেন সহ চতুর্দ্দশাক্ষর চূড়ামণি মন্ত্র ভবতি।।

বেষাশ্রয় গায়ত্রী—ওঁ পরমানন্দায় বিদ্মহে বৈরাগ্যায় ধীমহি তন্নোঽনঙ্গ প্রচোদয়াৎ।

ধ্যান—

উজ্জ্বল পরম রূপং দিব্যং কৌপীন ভূষিতং।
বয়শ্চতু বিংশতিশ্চ ধ্যান ধর্ম্মপরায়ণ।।
ক্বচিন্নরঃ পরম ধর্ম্ম নৈষ্কর্ম্ম্যং নিরপেক্ষিতং।
নিরাহারং নির্ব্বিকল্পং কৈতবাদি বিবর্জ্জিতং।।
সর্ব্ব তন্ত্র জ্বল নিত্যং সর্ব্ব মন্ত্রোত্তমোত্তমং।
বৈরাগ্যং পরমাদ্ভুতম্ উজ্জ্বল পরম রূপম্।।

যুগল কিশোর মন্ত্র—হ্লীং শ্রীং গোপীজন বল্লভায় স্বাহা।

ধ্যান—

ওঁ হেমেন্দ্রীবর কান্তি মঞ্জুলতরং শ্রীমজ্জগন্মোহনম্।
নিত্যাভিললিতাদিভিঃ পরিবৃতং সন্নীলপীতাম্বরম্।।
নানা ভূষণাঙ্গ মধুরং কৈশোর রূপং যুগম্।
গান্ধর্ব্বা জনমধ্যগং সুললিতং নিত্যং শরণ্য ভজে।।
সাধারণ বৈরাগীকে অগ্নি সংস্কার করিবে।
কুটীচকে তু প্রদহেৎপুরয়ে তু বহুদকম্।।
সংজলেতু নিক্ষেপ্য পরমহংস পুরুরয়েৎ।

সমাধি—পরমহংস সন্ন্যাসী বাবাজীকে সমাধি দিবে যথা—
নির্ণয় সন্ধৌ—গর্ত্তং পুরুষ সূক্তেন লবনেন প্রপূরয়েৎ।
নাসান্যদৌর্দ্ধদেহিকম্ ত্রিদণ্ডগ্রহণাদেব প্রেতত্বং নেব জায়তে।

একাদশেহহ্নি পার্ব্বণং তদপিত্রিদ গুণঃ।
হংস পরমহংসাদীনাং পার্ব্বণাদিকমপি ন কার্য্যম্।
ন কুর্য্যদ্বার্ষিকাদন্যদ্ব্রহ্মীভূতায় ভিক্ষবে।
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব দীক্ষার্চ্চন দ্বিতীয়াংশ সমাপ্তমিদম্

২ শ্রী বিশাখা দেবী (রায় রামানন্দ)

৩ শ্রী শ্যামলা মঞ্জরী

শ্রীঅলোক মঞ্জরী

৩ শ্রী চিত্রা দেবী (গোবিন্দানন্দ ঠাকুর)

৪ শ্রী পালিকা মঞ্জরী

শ্রীমান পণ্ডিত

বনমালী দাস
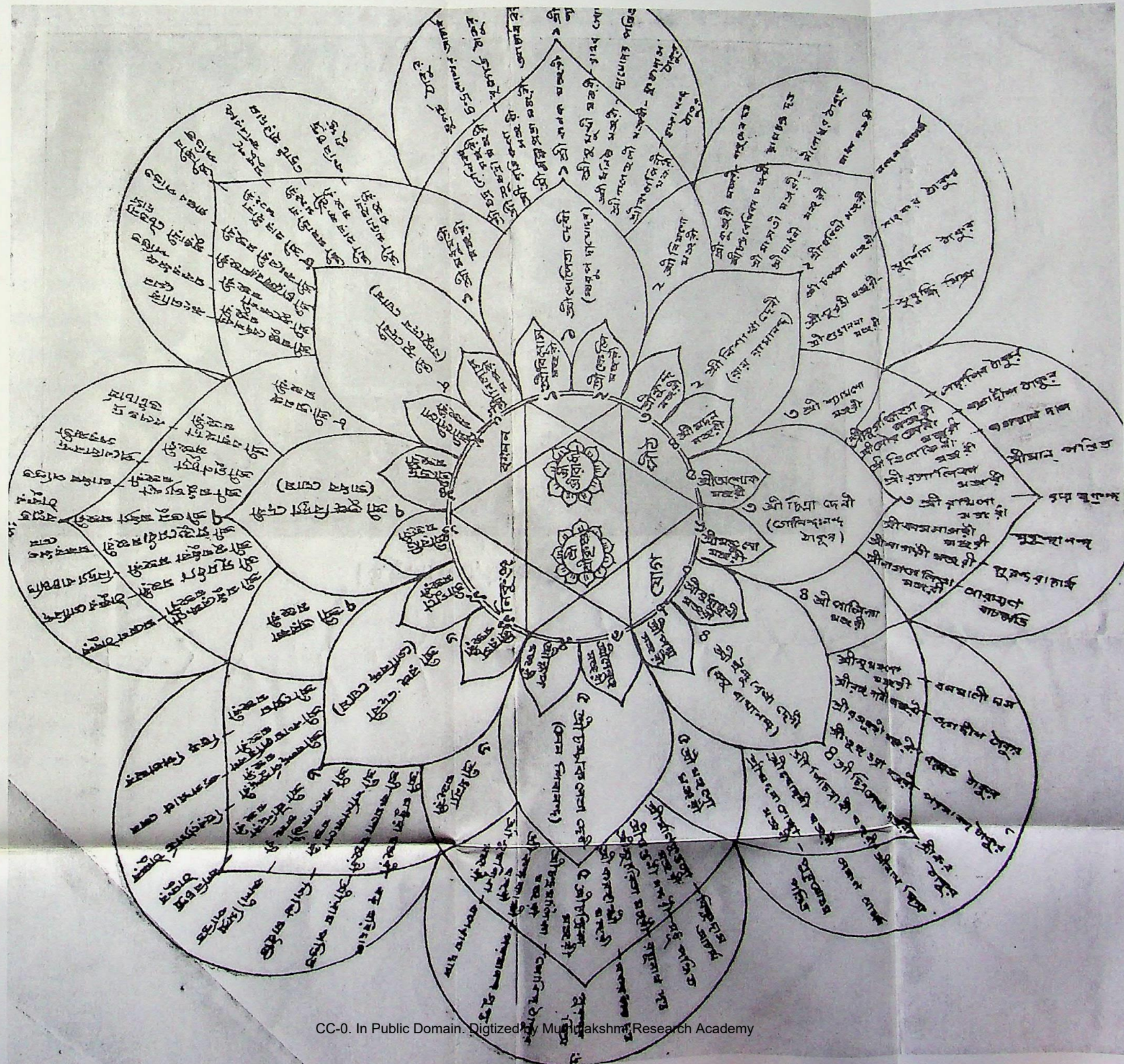
সাধন ভজন কীর্ত্তন

গ্রন্থ তৃতীয়াংশ

মন্ত্রতস্তন্ত্রশ্ছিদ্রং দেশ কালার্হ বস্তুতঃ।
সর্ব্বং করোতি নিশ্ছিদ্রং নামসংকীর্ত্তনং তব।।

—শ্রীমদ্ভাগবত ৮-২৩-১৬

সংসার-দাবানল-লীঢ়-লোক, ত্রাণায় কারুণ্যঘনাঘনত্বম্।
প্রাপ্তস্য কল্যাণ-গুণার্ণবস্য, বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।। ১।।

মহাপ্রভোঃ কীর্ত্তন-নৃত্য-গীত, বাদিত্রমাদ্যন্মনসো রসেন।
রোমাঞ্চ-কম্পাশ্রু-তরঙ্গ ভাজো, বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।। ২।।

শ্রীবিগ্রহারাধন-নিত্য নানা, শৃঙ্গার-তন্মন্দির-মার্জ্জনাদৌ।
যুক্তস্য-ভক্তাংশ্চ নিযুঞ্জতোঽপি, বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।। ৩।।

চতুর্ব্বিধ-শ্রীভগবৎপ্রসাদ, স্বাদ্বন্নতৃপ্তান্ হরিভক্তসঙ্ঘান্।
কৃত্বৈব তৃপ্তিং ভজতঃ সদৈব, বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম।। ৪।।

শ্রীরাধিকা-মাধবয়োরপার-মাধুর্য্য-লীলা-গুণ-রূপনাম্নাম্।
প্রতিক্ষণাস্বাদন-লোলুপস্য, বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।। ৫।।

নিকুঞ্জযুনো রতিকেলিসিদ্ধ্যৈ, যা যালিভির্যুক্তিরপেক্ষণীয়া।
তত্রাতিদাক্ষ্যাদতিবল্লভস্য, বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।। ৬।।

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈ, রুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য, বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।। ৭।।

যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎপ্রসাদো, যস্যাপ্রসাদান্নগতিঃ কুতোঽপি।
ধ্যায়ন্স্তুবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং, বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।। ৮।।

শ্রীমদ্‌গুররোরষ্টকমেতদুচ্চৈ, র্ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে পঠতি প্রযত্নাৎ।
যস্তেন-বৃন্দাবন-নাথ-সাক্ষাৎ, সেবৈব লভ্যা জনুষোহন্ত এব।। ৯।।

ইতি শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বিরচিতং
শ্রীশ্রীগুর্ব্বষ্টকং সম্পূর্ণম্।

—o—

ষড়্‌গোস্বাম্যষ্টকম্
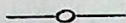
কৃষ্ণোৎকীর্ত্তন-গান-নর্ত্তনপরৌ প্রেমামৃতাম্ভোনিধী,
ধীরাধীরজন প্রিয়ৌ প্রিয়করৌ নির্ম্মৎসরৌ পূজিতৌ।
শ্রীচৈতন্য কৃপাভরৌ ভুবি ভুবো ভারাবহন্তারকৌ,
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ।। ১।।

নানাশাস্ত্র-বিচারণৈক-নিপুণৌ সদ্ধর্ম্মসংস্থাপকৌ,
লোকানাং হিতকারিণৌ ত্রিভুবনে মান্যৌ শরণ্যাকরৌ।
রাধাকৃষ্ণ-পদারবিন্দভজনানন্দেন মত্তালিকৌ
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ।। ২।।

শ্রীগৌরাঙ্গ-গুণানুবর্ণনবিধৌ শ্রদ্ধাসমৃদ্ধ্যন্বিতৌ,
পাপোত্তাপ নিকৃন্তনৌ তনুভৃতাং গোবিন্দ গানামৃতৈঃ।
আনন্দাম্বুধি-বর্দ্ধনৈকনিপুণৌ-কৈবল্য নিস্তারকৌ
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ।। ৩।।

ত্যক্ত্বাতূর্ণমশেষ মণ্ডলপতিশ্রেণীং সদা তুচ্ছবৎ,
ভূত্বা দীনগণেশকৌ করুণয়া কৌপীনকন্থাশ্রিতৌ।
গোপীভাব-রসামৃতাব্ধিলহরী-কল্লোলমগ্নৌ মুহুঃ,
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ।। ৪।।

কুজৎ-কোকিল-হংস-সারস গণাকীর্ণে ময়ুরাকুলে,
নানারত্ন-নিবন্ধ-মূল-বিটপ-শ্রীযুক্ত-বৃন্দাবনে।
রাধাকৃষ্ণমহর্নিশং প্রভজতৌ জীবার্থদৌ যৌ মুদা,
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ।। ৫।।
সংখ্যাপূর্ব্বক-নামগাননতিভিঃ কালাবসানিকৃতৌ,
নিদ্রাহার-বিহারকাদি-বিজিতৌ চাত্যন্তদীনৌ চ যৌ।
রাধাকৃষ্ণ-গুণ-স্মৃতের্মধুরিমানন্দেন সম্মোহিতৌ
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ।। ৬।।
রাধাকুণ্ডতটে কালিন্দতনয়া তীরে চ বংশীবটে,
প্রেমোন্মাদ-বশাদশেষ-দশয়া গ্রস্তৌ প্রমত্তৌ সদা।
গায়ন্তৌ চ কদা হরের্গুণবরং ভাবাভিভূতৌ মুদা,
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ।। ৭।।
হে রাধে ব্রজদেবিকে চ ললিতে হে নন্দসুনো কুতঃ,
শ্রীগোবর্দ্ধন-কল্পপাদপতলে-কালিন্দী বন্যে কুতঃ।
ঘোষন্তাবিতি সর্ব্বতো ব্রজপুরে খেদৈর্মহাবিহ্বলৌ,
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ।। ৮।।
ইতি শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু বিরচিত ষড় গোস্বাম্যষ্টকম্।।

—o—
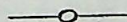
শ্রীজীব গোস্বামিনঃ অষ্টকম্

শ্রীমদ্বল্লভ নাম শর্ম্ম তনয় গৌড়াবনী মণ্ডলে
কর্ণাট দ্বিজবংশ শুভ্রতিলকং নানাগুণৈ মণ্ডিতং
তং শ্রীরূপ সনাতনৈক শরণং গোপাল ভট্টপ্রিয়ং

ভক্তৌ শাস্ত্র সুশিক্ষণে ভজ-গুরুং-শ্রীজীব গোস্বামিনম্।। ১।।

বাল্যাদপি নিজেষ্টদেব-ভজনে শ্রদ্ধা সমৃদ্ধিঃ স্বতঃ,
শ্রীমূর্ত্তেঃ কুসুমাদি বেশরচনৈ র্যদ্ভাব যুক্তেক্ষণম্।
নিদ্রাহার বিহার সংযতমতের্যস্য প্রসাদং সদা
তং কারুণ্য নিকেতনং ভজগুরুং শ্রীজীব গোস্বামিনম্।। ২।।
প্রোঢ় র্বিজিত্য কনকং স্মাধরং স্মিগ্ধবাক্
ভক্তি প্রেমভরৈরুদার চরিতো দিব্যারবিন্দেক্ষণঃ
যঃ শুভ্রং বসনং দধাতি রুচিরং বিস্তীর্ণ বক্ষঃস্থলে
আর্ত্তনামভয় প্রদং ভজ গুরুং শ্রীজীব গোস্বামিনম্।। ৩।।
নিত্যানন্দ সহোদয়াঢ্য বসো শ্রীবাস মুক্ত্যাদিভিঃ
গত্বা শ্রীপ্রভুদত্ত ধামমতুলং বৃন্দাবনং সত্বরম্।
লেভে শ্রীগুরুবর্য্য রূপসদনাদ্ গোপাল মন্ত্রোত্তমম্।
বৈরাগ্যাদি গুণৈর্ব্বরং ভজ গুরুং শ্রীজীব গোস্বামিনম্।। ৪।।
গৌড়ে গোরবিণোঃ সুধাসুরলিত সদ্‌ভক্তি শৌধস্থিতো
মূল সংমতয়াসহি প্রতিশুয়া খ্যাতঃ ক্ষিতৌ যঃ সুধী,
ধীরো দিগ্বিজয়িনো বিচার বিজয়ী সিদ্ধান্ত-রত্নাকরঃ
তং শাস্ত্রেষু বিচক্ষণং ভজ গুরুং শ্রীজীব গোস্বামিনম্।। ৫।।
শব্দানামনু শাসনং কিল হরের্নামামৃতৈঃ শব্দিতম্,
লীলায়া খলুঃ নিত্যতা প্রকটনে গোপাল চম্পুপুথীম্,
ভক্তিগ্রন্থ চয়ং চ সদপি প্রতিমিঞ্চকে সুবোধাং জনৈঃ
শ্রীচৈতন্য হরেঃ প্রিয়ং ভজগুরুং শ্রীজীব গোস্বামিনম্।। ৬।।
শ্রীমদ্ভাগবতস্য তত্ত্বমমলং যদ্বৈষ্ণবৈঃ সম্মতং
তট্টীকা লঘুতোষণী প্রভৃতি ষড়্‌সন্দর্ভত রচ্যাপয়ন্।
কৃষ্ণপ্রেম মহাফলাপ্তি পদবী রম্যা সুগম্যাং সতাং
যোহকার্ষীৎ করুণ কলৌ ভজগুরুং শ্রীজীব গোস্বামিনম্।। ৭।।

শ্রীদামোদর বিগ্রহ প্রকটিতঃ শ্রীরাধয়া শোভিতঃ
শ্রীরূপেণ কৃপাব্ধিনা সুরুচয়ে সেবার্থমস্মৈ দদৌ
শ্যামানন্দ নরোত্তমাদি সুজনান্ শাস্ত্রার্থ বিজ্ঞান্ ব্যধৎ
ভক্ত্যাপি স্বহিতায় ভজগুরুং শ্রীজীব গোস্বামিনম্।। ৮।।

মদীয়া ধ্যাপক শ্রীরবীন্দ্রনাথ পণ্ডিতেন বিরচিতম্।

—o—
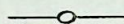
শ্রীনরোত্তম প্রভোরষ্টকম্

শ্রীকৃষ্ণনামামৃত বর্ষি বক্ত চন্দ্র প্রভাধ্বস্ততমোভরায়।
গৌরাঙ্গ দেবানুরায় তস্মৈ, নমো নমঃ শ্রীল নরোত্তমায়।। ১।।
সংকীর্ত্তনানন্দ জমন্দহাস্য, দন্তদ্যুতিদ্যোতিত দিঙ্‌মুখায়।
স্বেষশ্রুদ্বারা স্নপিতায় তস্মৈ, নমো নমঃ শ্রীনরোত্তমায়।। ২।।
মৃদঙ্গনাদ শ্রুতিমাত্র চঞ্চৎ পদাম্বুজ দ্বন্দ্ব মনোহরায়।
সদ্যঃ সমুদ্যৎ পুলকায় তস্মৈ, নমো নমঃ শ্রীল নরোত্তমায়।। ৩।।
গন্ধর্ব্ব গর্ব্বক্ষপণ স্বলাস্য, বিস্মাপিতাশেষকৃতি ব্রজায়।
স্বসৃষ্ট গান প্রতিভায় তস্মৈ, নমো নমঃ শ্রীল নরোত্তমায়।। ৪।।
আনন্দ মূর্চ্ছা বনিপাত ভাত, ধূলিভরালধৃত বিগ্রহায়।
যদ্দর্শনং ভাগ্যভরেণ তস্মৈ, নমো নমঃ শ্রীল নরোত্তমায়।। ৫।।
স্থলে স্থলে যস্য কৃপা প্রপাভিঃ, কৃষ্ণান্যতৃষ্ণা জনসংহতীনাম্।
নির্ম্মূলিতা এব ভবন্তি তস্মৈ, নমো নমঃ শ্রীল নরোত্তমায়।। ৬।।
যদ্ ভক্তি নিষ্ঠোপলরেখিকেব, স্পর্শঃ পুনঃ স্পর্শমণীব যস্য।

প্রামান্য সেবং শ্রুতিবিদ্ যদীয়, তস্মৈ নম শ্রীল নরোত্তমায়।। ৭।।

মূর্ত্তৈব ভক্তিঃ কিময়ং কিমেষ, বৈরাগ্য সারস্তণুমান্নৃলোকে।
সংভাব্যতে যঃ কৃতিভিঃ সদৈব তস্মৈ নমঃ শ্রীল নরোত্তমায়।।৮।।
শ্রীরাধিকা কৃষ্ণ বিলাস সিন্ধো নিমজ্জতঃ শ্রীল নরোত্তমস্য।
পঠেদ্ য এবাষ্টকমেতদুচ্চৈ, রসৌ তদীয়াং পদবীং প্রয়াতি।।৯।।

—o—
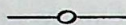
শ্রীচৈতন্যাষ্টকম্

সদোপাস্যঃ শ্রীমান্ ধৃত মনুজকায়ৈঃ প্রণয়িতাং।
বহদ্ভিগীর্ব্বানৈ গিরিশ পরমেষ্ঠী প্রভৃতিভিঃ।
স্বভক্তেভ্যঃ শুদ্ধাং নিজ ভজন মুদ্রামুপদিশন্।
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্।।১।।
সুরেশানাং দুর্গং গতিরতিশয়েনোপনিষদাং
মুনীনং সর্ব্বস্বং প্রণত পটলীনামধুরিমা।
বিনির্য্যাসঃ প্রেম্নো নিখিল পশুপালাম্বুজ দৃশাং
স চৈতন্যঃ কিং সে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্।।২।।
স্বরূপং বিভ্রানো জগদতুল মদ্বৈত দয়িতঃ।
প্রপন্ন শ্রীবাসো জনিত পরমানন্দ গরিমা।।
হরিদীনোদ্ধারী গজপতি কৃপোৎসেক তরলঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্।।৩।।
রশোদ্দামা কামার্ব্বুদ মধুর ধামোজ্জ্বল তনু
র্যতানামুত্তংসস্তরণিকর বিদ্যোতি বসনঃ
হিরণ্যানাং লক্ষ্মী ভরমভি ভবন্নাঙ্গিক রূচা
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্।।৪।।

হরে কৃষ্ণেত্যুচ্চৈঃ স্ফুরিত রসনো নামগণনা
কৃত-গ্রন্থি-শ্রেণী সুভগ কটি সূত্রোজ্জ্বল করঃ।
বিশালাক্ষো দীর্ঘগল যুগল খেলাঞ্চিত ভুজঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্।।৫।।

পয়োরাশেস্তীরে স্ফুরদুপবনালী কলনয়া
মুর্হুর্ভৃন্দাবরণ্য-স্মরণ-জনিত-প্রেম-বিবশঃ।
ক্বচিৎ কৃষ্ণাবৃত্তি প্রচল রসনো ভক্তিরসিকঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্।।৬।।

রথারূঢ় স্যারাদধি পদবি লীলাচল পতে
রদভ্র প্রেমোর্ম্মি স্ফুরিত নটনোল্লাস বিবশঃ।
সহর্ষং গায়দ্ভিঃ পরিবৃত তনুর্বৈষ্ণব জনৈঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্।।৭।।

ভুবং সিঞ্চনশ্রু শ্রুতিভিরভিতঃ সান্দ্র পুলকৈঃ
পরিতাঙ্গো নীপ স্তবক নবকিঞ্জল্ক জয়িভিঃ।
ঘন স্বেদস্তোম স্তিমিত তনুরুৎ কীর্ত্তন সুখী
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্।।৮।।

অধীতে গৌরাঙ্গ স্মরণ পদবীমঙ্গল তরং
কৃতি যো বিশ্রম্ভ স্ফুরদমলধীরষ্টক মিদম্।
পরানন্দে সদ্যস্তদমল পদাম্ভোজ যুগলে
পরিস্ফারা তস্য স্ফুরতু নিতাং প্রেম লহরী।।৯।।

ইতি শ্রীমদ্রুপ গোস্বামী বিরচিত শ্রীচৈতন্যাষ্টকম্

শ্রীশ্রীশচীতনাষ্টকম্

উজ্জ্বল বরণ গৌরবর দেহং, বিলসিত নিরবধি ভাব বিদেহম্
ত্রিভুবন পাবন, কৃপয়া লেশ, তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্।। ১।।
গদগদ অন্তর ভাববিকারং, দুর্জ্জন-তর্জ্জন-নাদবিলাসং
ভবভয় ভঞ্জন কারণ করুণং, তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্।। ২।।
অরুণাম্বরধর চারু কপোলং, ইন্দু বিনিন্দিত-নখ চয়রুচিরং
জল্পিত-নিজগুণ নাম বিনোদং,তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্।।৩।।
বিগলিত নয়ন কমল জলধারং, ভূষণ নবরস ভাব বিকারম্
গতি অতি মন্থর নৃত্যবিলাসং, তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্।। ৪।।
চঞ্চল চারুচরণ গতিরুচিরং, মঞ্জীর রঞ্জিত পদযুগ মধুরম্।
চন্দ্রবিনিন্দিত শীতল বদনং, তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্।। ৫।।
ধৃতকোটি ডোর কমণ্ডলুদণ্ডং, দিব্য কলেবর-মণ্ডিত-মুণ্ডং।
দুর্জ্জন-কল্মষ-খণ্ডনদণ্ডং, তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্।।৬।।
ভূষণভূরজ-অলকাবলিতং, কম্পিত-বিম্বাধর-বর-রুচিরং।
মলয়জবিরচিত-উজ্জ্বল তিলকং, তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্।। ৭।।
নিন্দিত-অরুণ-কমলদল লোচনং, আজানুলম্বিত-শ্রীভুজযুগলং।
কলেবরকৈশোরনর্ত্তকবেশং, তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্।। ৮।।
ইতি শ্রীল সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য রচিত শ্রীশচীতনয়াষ্টকং সম্পূর্ণং

—০—

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাষ্টকং

শরচ্চন্দ্রভ্রান্তিং স্ফুরদমলকান্তিং গজগতিং,
হরি-প্রেমোন্মত্তং ধৃতপরমসত্ত্বং স্মিতমুখং।
সদা-ঘূর্ণ নেত্রং করকলিত বেত্রং কলিভিদং,
ভজে নিত্যানন্দং ভজন তরুকন্দং নিরবধি।। ১।।

রসানামাগারং স্বজনগণ-সর্ব্বস্বমতুলম্,
তদীয়ৈক-প্রাণপ্রতিম-বসুধাজাহ্নবাপতিম্।
সদা-প্রেমোন্মাদং পরমবিদিতং মন্দমনসাং,
ভজে নিত্যানন্দং ভজন তরুকন্দং নিরবধি।।২।।
শচীসূনুপ্রেষ্ঠ নিখিলজগদিষ্টং সুখময়মং
কলৌ মজ্জজ্জীবোদ্ধরণ করণোদ্দাম-করুণম্।
হরেরাখ্যানাদ্বা ভবজলধিগর্ব্বোন্নতি হরম্
ভজে নিত্যানন্দং ভজন তরুকন্দং নিরবধি।।৩।।
অয়ে ভ্রার্তনৃণাং কলিকলুষিণাং কিং নু ভবিতা
তধা প্রায়শ্চিত্তং রচয় যদনায়াসত ইমে।
ব্রজন্তি ত্বামিত্থং সহ ভগবতা মন্ত্রয়তি যো,
ভজে নিত্যানন্দং ভজন তরুকন্দং নিরবধি।। ৪ ।।
যথেষ্টং রে ভ্রাতঃ কুরু হরিহরিধ্বানমনিশং,
ততো বঃ সংসারাম্বুধি-তরণোদায়ো ময়িলগেৎ।
ইদং বাহুস্ফোটৈরটতি রটয়ন্ যঃ প্রতিগৃহং
ভজে নিত্যানন্দং ভজন তরুকন্দং নিরবধি।।৫।।
বলাৎ সংসারাম্ভোনিধিহরণ কুম্ভোদ্ভবমহো,
সতাং শ্রেয়ঃ সিন্ধুন্নতিকুমুদবন্ধুং সমুদিতং।
খলশ্রেণীস্ফূর্জ্জত্তিমিরহর-সূর্য্যপ্রভমহং,
ভজে নিত্যানন্দং ভজন তরুকন্দং নিরবধি।।৬।।
নটন্তং গায়ন্তং হরিমনুবদন্তং পথি পথি,
ব্রজন্তং পশ্যন্তং স্বমপিনদয়ন্তং জনগণং।
প্রকুর্ব্বন্তং সন্তং সকরুণদৃগন্তং প্রকলনাদ্
ভজে নিত্যানন্দং ভজন তরুকন্দং নিরবধি।। ৭ ।।

সুবিভ্রাণং ভ্রাতুঃ করসরসিজ কোমলতরং,
মিথো বক্ত্রালোকোচ্ছলিতপরমানন্দ-হৃদয়ং।
ভ্রমন্তং মাধুর্য্যৈরহহমদয়ন্তং পুরজনান্
ভজে নিত্যানন্দং ভজন তরুকন্দং নিরবধি।।৮।।
রসানামাধারং রসিকবর সদ্বৈষ্ণবধনং,
রসাগারং সারং পতিততিতারং স্মরণতং।
পরং নিত্যানন্দাষ্টকমিদপূর্ব্বং পঠতি য-
স্তদঙ্ঘ্রিদ্বন্দ্বাব্জং স্ফুরতু নিরতাং তস্য হৃদয়ে।।৯।।
ইতি শ্রীমদ্বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বিরচিতং শ্রীনিত্যানন্দাষ্টকং সম্পূর্ণং

—o—
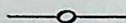
শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাষ্টকম্

প্রেমে ঘূর্ণিত, নয়ন পূর্ণিত, চঞ্চল মৃদুগতি নিন্দিতং,
বদন মণ্ডল, চাঁদ নিরমল, বচন অমৃত খণ্ডিতং।
অসীম গুণ-গণে, তারিলে জগজনে, মোহে কাহে কুরু বঞ্চিং
জয়তি জয়, বসু জাহ্নবা প্রিয়, দেহি মে স্বপদান্তিকং।। ১।।
মিহির মণ্ডল, শ্রবণে-কুণ্ডল, গণ্ডমণ্ডলে দোলিতং,
কিয়ে নিরূপম, মালতীর দাম, অঙ্গে অনুপম শোভিতং।
মধুর মধু মদে, মত্ত মধুকর, চারু চৌদিকে চুম্বিতং,
জয়তি জয়, বসু জাহ্নবা প্রিয়, দেহি মে স্বপদান্তিকং।। ২।।
আজানুলম্বিত, বাহু সুবলিত মত্তকরিবর নিন্দিতং,
ভায়্যা ভায়্যা বলি, গভীর ডাকই, করু, দশদিগ ভেদিতং।
অমর কিন্নর, নাগ নরলোক, সর্ব্বচিত্ত মুদর্শিতং,
জয়তি জয়, বসু জাহ্নবা প্রিয়, দেহি মে স্বপদান্তিকং।।৩।।

ক্ষণে হুহুঙ্কৃত, লম্ফঝম্ফ কৃত, মেঘ নিন্দিত গর্জ্জিতং,
সিংহ ডমরু, ক্ষীণ কটিতট, নীলপট্টবাস শোভিতং।
সো পঁহুধূনীতীরে, সঘনে ধাবই, চরণভরে মহীকম্পিতং,
জয়তি জয়, বসু জাহ্নবা প্রিয়, দেহি মে স্বপদান্তিকং।। ৪।।

অবনী মণ্ডল, প্রেমে বাদল করল অবধৌত ধাবিতং,
তাপী দীনহীন, তার্কিক দুর্জ্জন, কেহ না ভেল বঞ্চিতং।
শ্রীপদপল্লব, মধুর মাধুরী, ভকতভ্রমর সুখপীতং
জয়তি জয়, বসু জাহ্নবা প্রিয়, দেহি মে স্বপদান্তিকং।। ৫।।

ও মণি-মঞ্জীর চারুতরলিত, মধুর মধুর সুনাদিতং,
অতুর রাতুল, যুগল পদতল অমল কমল সুরাজিতং।
তেজিয়া অমর, অবনী হিমকর, নিতাই পদনখ শোভিতং।
জয়তি জয়, বসু জাহ্নবা প্রিয়, দেহি মে স্বপদান্তিকং।। ৬।।

যাঁহার ভয়ে কলিভুজগ ভাগল, ভেল সব হর্ষিতং,
তপন কিরণে, জনু তিমির নাশই, তৈছে কমল সুরাজিতং।
দুল্লিত ভয়ে ক্ষিতি, অবহি আতুর, ভার তার করুণাশিতং,
জয়তি জয়, বসু জাহ্নবা প্রিয়, দেহি মে স্বপদান্তিকং।। ৭।।

ঈষত হসইতে, ঝলকে দামিনী, কামিনীগণ মন মোহিতং,
সো পঁহুধূনী তীরে, না জানি কারভাবে, অবনি উপরে গিরিতং।
বচন বলইতে, অধর কম্পই, বাহু তুলি ক্ষণে রোদিতং,
জয়তি জয়, বসু জাহ্নবা প্রিয়, দেহি মে স্বপদান্তিকং।। ৮।।

ইতি শ্রীল কৃষ্ণদাসকবিরাসজ গোস্বামী বিরচিত
শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাষ্টক সম্পূর্ণ।

শ্রীঅদ্বৈতাষ্টকং

হুহুঙ্কার গর্জ্জনাদি অহোরাত্র সদ্‌গুণং;
হা কৃষ্ণ রাধিকানাথ প্রার্থনাদি ভাবনং।
ধূপদীপকস্তুরী চ চন্দনাদি লেপনং;
সীতানাথাদ্বৈত-চরণারবিন্দ-ভাবনং।। ১।।

গঙ্গাবারি মনোহারী তুলস্যাদি মঞ্জরী;
কৃষ্ণগান সদাধ্যান, প্রেমবারি ঝর্ঝরী।
কৃপাব্ধি করুণানাথ ভবিষ্যতি প্রার্থনং;
সীতানাথাদ্বৈত-চরণারবিন্দ-ভাবনং।। ২।।

মুহুর্মূহুঃ কৃষ্ণ কৃষ্ণ উচ্চৈ স্বরে গায়তং;
অহে নাথ জাগত্রাতঃ মম দৃষ্টি গোচরং।
দ্বিভুজ করুণানাথ দীয়তাং সুদর্শনং;
সীতানাথাদ্বৈত-চরণারবিন্দ-ভাবনং।। ৩।।

শ্রীঅদ্বৈত-প্রার্থনার্থ-জগন্নাথ-আলয়ং;
শচীমাতুর্গর্ভজাত চৈতন্যকরুণাময়ং।
শ্রীঅদ্বৈতসঙ্গরঙ্গকীর্ত্তনবিলাসনং;
সীতানাথাদ্বৈত-চরণারবিন্দ-ভাবনং।। ৪।।

অদ্বৈতচরণারবিন্দজ্ঞানধ্যানভাবনং;
সদাদ্বৈতপাদপদ্মরেণু-রাশি-ধারণং।
দেহিভক্তিং জগন্নাথ রক্ষ মামভাজনং;
সীতানাথাদ্বৈত-চরণারবিন্দ-ভাবনং।। ৫।।

সর্ব্বদাতঃ সীতানাথ-প্রাণেশ্বর-সদ্‌গুণং
যে জপন্তি সীতানাথ-পাদপদ্ম-কেবলং।

দীয়তাং করুণানাথ ভক্তিযোগঃ তৎক্ষণং;
সীতানাথাদ্বৈত-চরণারবিন্দ-ভাবনং।। ৬।।

শ্রীচৈতন্য-জয়াদ্বৈত-নিত্যানন্দ-করুণাময়ং;
এক-অঙ্গ-ত্রিধামূর্ত্তি-কৈশোরাদি-সদাবরং।
জীবত্রাণ-ভক্তিজ্ঞান-হুঙ্কারাদিগর্জ্জনং;
সীতানাথাদ্বৈত-চরণারবিন্দ-ভাবনং।। ৭।।

দীনহীন-নিন্দকাদি-প্রেমভক্তিদায়কং;
সর্ব্বদাতঃ সীতানাথ শান্তিপুরনায়কং।
রাগ-অঙ্গ-সঙ্গ-দোষ-কর্ম্মযোগ-মোক্ষণং;
সীতানাথাদ্বৈত-চরণারবিন্দ-ভাবনং।। ৮।।

ইতি শ্রীল সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বিরচিতং
শ্রীঅদ্বৈতাষ্টকং সম্পূর্ণং।।

—o—
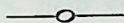
শ্রীদশাবতার-স্তোত্রম্

প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং
বিহিতবহিত্র-চরিত্রমখেদম্,
কেশব ধৃতমীনশ্বরীর জয় জগদীশ হরে।। ১।।

ক্ষিতিরিহ বিপুলতরে তিষ্ঠতি তব পৃষ্ঠে,
ধরনীধরণকিণ-চক্রগরিষ্ঠে,
কেশব ধৃতকূর্ম্মশরীর জয় জগদীশ হরে।। ২।।

বসতি দশনশিখরে ধরণা তব লগ্না,
শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্না,
কেশব ধৃত শূকর রূপ জয় জগদীশ হরে।। ৩।।

তব করকমলবরে নখমদ্ভুতশৃঙ্গং,
দলিতহিরণ্যকশিপুতনুভৃঙ্গম্,
কেশব ধৃতনরহরিরূপ জয় জগদীশ হরে।। ৪।।

ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ভুতবামন,
পদনখনীরজনিতজন পাবন,
কেশব ধৃতবামনরূপ জয় জগদীশ হরে।। ৫।।

ক্ষত্রিয়রুধিরময়ে জগদপগতপাপং,
স্নপয়সি পয়সি শমিতভবতাপম্,
কেশব ধৃতভৃগুপতিরূপ জয় জগদীশ হরে।। ৬।।

বিতরসি দিক্ষু রণে দিক্ পতিকমনীয়ং,
দশমুখমৌলিবলিং রমণীয়ম্,
কেশব ধৃতরামশরীর জয় জগদীশ হরে।। ৭।।

বহসি বপুসি বিশদে বসনং
জলদাভং হলহতিভীতিমিলিতযমুনাভম্,
কেশব ধৃতহলধরস্বরূপ জয় জগদীশ হরে।। ৮।।

নিন্দসি যজ্ঞ বিধেরহশ্রুতিজাতং,
সদয়হৃদয়দর্শিতপশুঘাতং,
কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে।। ৯।।

ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়তি করবালং
ধূমকেতুমিব কিমপি করলাম্,
কেশব ধৃতকল্কিশরীর জয় জগদীশ হরে।। ১০।।

শ্রীজয়দেবকবেরিদমুদিতমুদারং,
শৃণু সুখদং শুভদং ভবসারম্,
কেশব ধৃতদশবিধরূপ জয় জগদীশ হরে।। ১১।।

শ্রীব্রজরাজ সুতাষ্টকম্

নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধরং,
রস সাগর নাগর ভূপ বরম্।
শুভ বঙ্কিম চারু শিখণ্ড শিখং,
ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজ সুতম্।। ১

ভ্রুবি শঙ্কিত বঙ্কিম শক্রধনুং,
মুখচন্দ্র বিনিন্দিতং কোটিবিধুং।
মৃদুমন্দ সুহাস্য সভাষ্য যুতং,
ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজ সুতম্।। ২

ভুবি কন্দপদনঙ্গ সদঙ্গ ধরং,
ব্রজবাসি মনোহর বেশকরম্।
ভৃশ লাঞ্ছিত নীল সরোজ দৃশং,
ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজ সুতম্।।৩

অলকাবলিমণ্ডিত ভাল তটং,
শ্রুতি দোলিত মকর কুণ্ডলম্।
কটিবেষ্টিত পীত পটং সুধটং,
ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজ সুতম্।।৪

কল নূপুর রাজিত চারুপদং,
মণি রঞ্জিত গঞ্জিত ভৃঙ্গমদম্।
ধ্বজবজ্রা ঝষাঙ্কিত পাদযুগং,
ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজ সুতম্।। ৫

ভৃশ চন্দন চর্চ্চিত চারুতনুং,

মণি কৌস্তুভ গর্হিত ভানুতনুং।

ব্রজবাল শিরোমণিরূপধৃতং,
ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজ সুতম্।।৬

সুরবৃন্দ সুবন্দ্য মুকুন্দ হরিং,
সুরনাথ শিরোমণি সর্ব্বগুরুং।
গিরিধারি মুরারি পুরারি পরং,
ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজ সুতম্।। ৭

বৃষভানু সুতাবর কেলিপরং,
রসরাজ শিরোমণি বেশধরম্।
জগদীশ্বরমীশ্বর মীড্যবরং,
ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজ সুতম্।। ৮

—o—
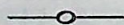
শ্রীরাধাষ্টক

রাধিকা-শরদইন্দু-নিন্দি-মুখমণ্ডলী
কুন্তলে-বিচিত্রবেণী-চম্পকপুষ্প-শোভনী।
নীল পট্ট অঙ্গে শোভে তাহে আধ ওড়নী
বন্দিয়ে শ্রীপাদপদ্ম বৃষভানুনন্দিনী।। ১।।

তরুণ অরুণ জিনি সিন্দুরের মণ্ডলী
যৈছে অলি মত্তভরে মলয়জ গন্ধিনী।
ভুরূর ভঙ্গিম কোটী কোটী কাম গঞ্জিনী
বন্দিয়ে শ্রীপাদপদ্ম বৃষভানুনন্দিনী।। ২।।

খঞ্জন গঞ্জন দিঠি বঙ্কিম সুচাহনী
অঞ্জন রঞ্জিত তাহে কামশর সন্ধিনী।

তিলপুষ্প জিনি নাসা বেসর সুদোলনী
বন্দিয়ে শ্রীপাদপদ্ম বৃষভানুনন্দিনী।। ৩।।
পক্কবিম্ব ফল জিনি অধর সুরঙ্গিনী
দশন দাড়িম্ব বীজ জিনি অতি শোভনী।
বসন্ত কোকিল জিনি সুমধুর বোলনী
বন্দিয়ে শ্রীপাদপদ্ম বৃষভানুনন্দিনী।। ৪।।
কনক মুকুর জিনি গণ্ডযুগশোভনী
রতন মঞ্জরী পায়ে বঙ্করাজ দোলনী।
কেশব মুকুতা-হার উরপর ঝোলনী
বন্দিয়ে শ্রীপাদপদ্ম বৃষভানুনন্দিনী।। ৫।।
কনক কলষজিনি কুচযুগ শোভনী
করিবর কর জিনি বাহুযুগ দোলনী।
সুললিত অঙ্গুলিতে মুদ্রিকার সাজনী
বন্দিয়ে শ্রীপাদপদ্ম বৃষভানুনন্দিনী।। ৬।।
গজ অরি জিনি মাঝা গুরুয়া নিতম্বিনী
তা পর শোভিত ভাল কনকের কিঙ্কিনী।
কনক উলটা রম্ভা জানু যুগ শোভনী
বন্দিয়ে শ্রীপাদপদ্ম বৃষভানুনন্দিনী।। ৭।।
হংসরাজ গতি জিনি সুমন্থর চলনী
রাতুলচরণে রাজে কনয়া সুপঞ্জিনী।
যুগলচরণে শোভে যাবক সুরঞ্জিনী
বন্দিয়ে শ্রীপাদপদ্ম বৃষভানুনন্দিনী।। ৮।।

ইতি শ্রীল সনাতন গোস্বামী বিরচিত
শ্রীশ্রীরাধাষ্টক সমাপ্ত।।

শ্রীদামোদরাষ্টকং

নমামীশ্বরং সচ্চিদানন্দরূপং,
লসৎকুণ্ডলং গোকুলে ভ্রাজমানং।
যশোদাভিয়োলুখলাদ্ধাবমানং,
পরামৃষ্টমত্যন্ততোদ্রুত্য গোপ্যা।। ১

নমামি ঈশ্বর, দেব দামোদর, সচ্চিৎ আনন্দ কায়।
কর্ণেতে কুণ্ডল, করে ঝলমল, শ্রীগোকুলে শোভা পায়।।
যশোদা ভয়েতে, উদুখল হতে, নামিয়া দৌড়িয়া যায়।
অতি বেগ ভরে, গোপী যাঁরে ধরে, ভক্তি ডোরে বাঁধে মায়।।

রুদন্তং মুহুর্নেত্রযুগ্মং মৃজন্তং,
করাম্ভোজযুগ্মেন সাতঙ্কনেত্রং।
মুহুঃশ্বাসকম্প-ত্রিরেখাঙ্ক-কণ্ঠ-
স্থিতগ্রৈবং দামোদরং ভক্তিবদ্ধং।। ২।।

প্রফুল্ল কমল, নয়ন যুগল, ক্রন্দনে বহিছে ধারা।
থাকিয়া থাকিয়া, করকঞ্জ দিয়া, মুছিতেছে ননীচোরা।।
মায়ের তরাশে, চাহে দিশে দিশে, ঘন ঘন শ্বাস বহে।
ত্রিরেখা অঙ্কিত, কণ্ঠে অবস্থিত, হারাদি দুলিছে তাহে।।

ইতীদৃক্ স্বলীলাভিরানন্দকুণ্ডে,
স্বঘোষং নিমজ্জন্তমাখ্যাপয়ন্তং।
তদীয়েশিতজ্ঞেষু ভক্তৈর্জ্জিতত্বং,
পুনঃ প্রেমতস্তং শতাবৃত্তি বন্দে।।৩

এই সে প্রকার, লীলা আপনার, আপনারি মন হরে।
তা দিয়া ডুবায়, গোকুল জনায়, আনন্দেরি সরোবরে।।

তাঁর তত্ত্ব জানে, যেই সব জনে, তাগিদে প্রকাশে যিনি।
আমি ভক্তজিত, তাঁহারে প্রেমত, শতবার বন্দি পুনি।।

বরং দেব মোক্ষং ন মোক্ষাবধিং বা,
ন চান্যং বৃণেঽহং বরেশাদপীহ।
ইদন্তে বপুর্নাথ গোপালবালং,
সদা মে মনস্যাবিরাস্তাং কিমন্যৈঃ।।৪

তুমি বরেশ্বর, যত বিধবর, হে দেব দিতে সে পার।
তবু তব ঠাঁই, কিছুই না চাই, মোক্ষ মোক্ষাবধি বর।।
এই কর নাথ, যেন অবিরত, গোপবাল তনু এই।
আমার হৃদয়ে, আবির্ভূত রহে, অন্যবরে কাজ নাই।।

ইদন্তে মুখাম্ভোজমত্যন্ত-নীলৈ,
র্বৃতং কুন্তলৈঃ স্নিগ্ধরক্তৈশ্চ গোপ্যা।
মুহুশ্চুম্বিতং বিম্বরক্তাধরং মে,
মনস্যাবিরাস্তামলং লক্ষলাভৈঃ।। ৫।।

চিক্কন সুনীল, রক্তিম কুন্তল, ঢেকেছে এমুখ তোরি।
ফুল্ল শতদলে, অলি দলে দলে, বসিয়াছে যেন ঘেরি।।
সুবিম্ব নিন্দিয়া, অধর রঙ্গিয়া, গোপী চুম্বে বারে বারে।
আমার মনেতে হউ আবির্ভুতে লক্ষ লাভ যাউ ছারে।।

নমো দেব দামোদরানন্ত বিষ্ণো,
প্রসীদ প্রভো দুঃখ জালাব্ধিমগ্নং।
কৃপাদৃষ্টিবৃষ্ট্যাতিদীনং বতানু,
গৃহাণেশ মামজ্ঞমেধ্যক্ষিদৃশ্যঃ।। ৬।।

দেব দামোদর, অনন্ত ঈশ্বর, প্রণমি প্রসীদ কভু।

বিবিধ দুঃখের দুস্তর সাগর, উদ্ধার নাহিক কভু।।

তাহাতে নিমগ্ন, মুই অতি দীন, কৃপাদৃষ্টি বৃষ্টি করি।
বিষ্ণু হে উদ্ধার, অনুগ্রহ কর, অজ্ঞে দেখা দাও হরি।।

কুবেরাত্মজৌ বদ্ধমূর্ত্ত্যেব যদ্বৎ,
ত্বয়া মোচিতৌ ভক্তিভাজৌ কৃতৌ চ।
তথা প্রেম ভক্তিং স্বকাং মে প্রযচ্ছ,
ন মোক্ষে গ্রহো মেহস্তি দামোদরেহ।। ৭।।

যে জন বন্ধনে, আছে সে কখনে, অনো মোচিবারে নারে।
তুমি বদ্ধ রয়ে, কুবের তনয়ে, দিলে প্রভু মুক্তি করে।।
তারা অভাজন, ভক্তির ভাজন, করিলে হে দামোদর।
আমারে তেমতি, দাও প্রেমভক্তি, মোক্ষে যত্ন নাহি মোর।।

নমস্তেহস্তুদাম্নে স্ফুরদ্দীপ্তিধাম্নে,
ত্বদীয়োদরায়াথ বিশ্বস্যধাম্নে।
নমো রাধিকায়ৈ ত্বদীয়প্রিয়ায়ৈ,
নমোহনন্তলীলায় দেবায় তুভ্যং।।৮।।

উছলি উছলি, কম কান্তিগুলি, ছড়ায়ে পড়েছে যার।
এমতি তোমার, বারে বারে বার, দামে রহু নমস্কার।।
হে প্রভু তোমার, বিশ্বের আধার, উদরেও নমস্কার।
তব প্রিয়াধিকা, শ্রীমতি রাধিকা, তাঁরে নমি বারম্বার।।
তোমার লীলার, নাহি ওর পার, হে দেব প্রণমি তোরে।
যেমতি তোমারে, গোপী সেবা করে, সে সেবা দিওহে মোরে।।
ইতি শ্রীপদ্মপুরাণে ভূমিখণ্ডে দামোদরাষ্টকং সম্পূর্ণং।।

—o—

শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুর সূচক

[তিরোভাব তিথি আষাঢ়ী পূর্ণিমা অর্থাৎ শ্রীগুরু পূর্ণিমা]

শ্রীরূপের বৈরাগ্য কালে, সনাতন বন্দীশালে,
বিষাদ ভাবয়ে মনে মনে।

রূপেরে করুণা করি, ত্রাণকৈলা গৌরহরি,
মো অধমে না কৈল স্মরণে।।

মোর কর্ম্ম দোষ ফাঁদে, হাতে পায়ে গলে বাঁধে,
রাখিয়াছে কারাগারে ফেলি।

আপনে করুণা পাশে, দৃঢ় করি ধরি কেশে,
চরণ নিকটে লহ তুলি।।

পশ্চাতে অগাধ জল, দুই পাশে দাবানল,
সম্মুখে, সাঁধিল ব্যাধ বাণ।

কাতরে হরিণী ডাকে, পড়িয়া বিষম পাকে,
এইবার কর পরিত্রাণ।।

জগাই মাধাই হেলে, বাসুদেবে অজামিলে,
অনায়াসে করিলা উদ্ধার।

করুণা-আভাস করি', সনাতনে পদতরী,
দেহ যেন ঘোষয়ে সচসার।।

এ দুঃখ সমুদ্র ঘোরে, নিস্তার করহ মোরে,
তোমা বিনে নাহি হেন আর।

হেনকালে একজন, অলখিতে সনাতনে,
পত্রী দিল রূপের লিখন।।

রূপের লিখন পেয়ে, মনে আনন্দিত হ'য়ে,
সদা করে গৌরাঙ্গ ধেয়ান।
এ রাধাবল্লভ দাসে, মনে হৈল আশ্বাসে,
পত্র পড়ি করিলা পয়ান।।

[২]—সুহই

শ্রীরূপের বড় ভাই, সনাতন গোঁসাই,
পাতসার উজীর হৈয়া ছিলা।
শ্রীরূপের পত্রী পাইয়া, বন্দী হৈতে পলাইয়া,
কাশীপুরে গৌরাঙ্গ ভেটিলা।।
ছেঁড়া বস্ত্র অঙ্গে মলি, হাতে নখ মাথে চুলি,
নিকটে যাইতে অঙ্গ হালে।
দুই গুচ্ছ তৃণ করি, এক গুচ্ছ দন্তে ধরি,
পড়িলা গৌরাঙ্গ পদতলে।।
দরবেশ রূপ দেখি', প্রভুর সজল আঁখি,
বাহু পসারিয়া আইসে ধাইয়া।
সনাতনে করে কোলে, কাতরে গোঁসাই বলে,
মো অধমে স্পর্শ কি লাগিয়া।।
অস্পৃশ্য পামর দীন, দুরাচার, মন্দ হীন,
নীচ সঙ্গে নীচ ব্যবহার।
এহেন পামর জনে, স্পর্শ প্রভু কি কারণে,
যোগ্য নহে তোমা স্পর্শিবার।।
ভোট কম্বল দেখি গায়, প্রভু পুনঃপুন চায়,
লজ্জিত হইলা সনাতন।
গৌড়ীয়ারে ভোট দিয়া, ছেঁড়া এক কান্থা লৈয়া,
প্রভু স্থানে পুনঃ আগমন।।

গৌরাঙ্গ করুণা করি, রাধাকৃষ্ণ নাম মাধুরী,
শিক্ষা করাইলা সনাতনে।
প্রভু কহে রূপ সনে, দেখা হবে বৃন্দাবনে,
প্রভু আজ্ঞায় করিলা গমনে।।
কভু কান্দে কভু হাসে, কভু প্রেমানন্দে ভাসে,
কভু ভিক্ষা কভু উপবাসে।
ছেঁড়া কাঁথা নেড়া মাথা, মুখে কৃষ্ণগুণ গাথা,
পরিধানে ছেঁড়া বহির্ব্বাস।।
গিয়া গোঁসাই সনাতন, প্রবেশিলা বৃন্দাবন,
রূপ সঙ্গে হইল মিলন।
ধর্ম্ম অশ্রু নেত্রে পড়ে, সনাতনের পদে ধরে,
কহে রূপ গদ্‌গদ্‌ বচন।।
গৌরাঙ্গের যত গুণ, কহে রূপ সনাতন,
হা নাথ হা নাথ বলি ডাকে।
ব্রজপুরে ঘরে ঘরে, মাধুকরী ভিক্ষা করে,
এইরূপে কতদিন থাকে।।
তাহা ছাড়ি কুঞ্জে কুঞ্জে, ভিক্ষা করি পুঞ্জে পুঞ্জে,
ফল মূল করয়ে ভক্ষণ।
উচ্চস্বরে আর্ত্তনাদে, রাধাকৃষ্ণ বলি কাঁদে,
এইরূপে থাকে কত দিন।।
কত দিন অন্তর্ম্মনা, ছাপ্পান্ন দণ্ড ভাবনা,
চারি দণ্ড নিদ্রা বৃক্ষতলে।
স্বপ্নে রাধাকৃষ্ণ দেখে, নাম গানে সদা থাকে,
অবসর নাহি এক তিলে।।

কখন বনের শাক, অলবণে করি পাক,
মুখে দেন দুই এক গ্রাস।
ছাড়ি ভোগ বিলাস, তরুতলে কৈলা বাস,
এক দুই দিন উপবাস।।
সূক্ষ্ম বস্ত্র বাজে গায়, ধূলায় লোটায় কায়,
কণ্টকে বাজয়ে কভু পাশ।
এ রাধাবল্লভ দাস, বড় মনে অভিলাষ,
কবে হব তাঁর দাসের দাস।।

[৩]

সোনার মন্দির ত্যজি তরুতলে বাস।
কভু মাধুকরী ভিক্ষা কভু উপবাস।।
বিচিত্র পালঙ্ক শয্যা দূরে তেয়াগিয়ে।
চৈতন্য পাবার লাগি ধূলাতে লোটায়ে।।
গোঁসাই কান্দেরে চৈতন্য পাবার লাগি (ধুয়া)
করোয়া মাত্র হাতে' ছেড়া কান্থা বহির্ব্বাস।
লোকে জিজ্ঞাসিলে বলে (মুই) চৈতন্যের দাস।।
কাহা মোর রাধাকৃষ্ণ চৈতন্য গোঁসাই।
এ রাধাবল্লভ দাসের আর কেহ নাই।।

—o—
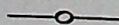
শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুর সূচক

তিরোভাব তিথি—শ্রাবণী শুক্লা দ্বাদশী

[১]—যথা রাগ

ও মোর জীবন-গতি, শ্রীরূপ গোস্বামী অতি,
গুণের সমুদ্র দয়াময়।
যাঁহার করুণা হৈলে, চৈতন্য-চরণ মিলে,
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-প্রাপ্তি হয়।।
পরম বৈরাগ্য যাঁর, চরিত্রের নাহি পার,
অসীম ঐশ্বর্য্য তেয়াগিয়া।
মহাপ্রভুর আগমন, শুনি গোঁসাই সেই ক্ষণ,
প্রয়াগে চলিলা হর্ষ হৈয়া।।
অনুজ বল্লভ সনে, শীঘ্র গেলা সেই স্থানে,
মহাপ্রভু আছেন বসিয়া।
চৈতন্যের শ্রীচরণ, দর্শনে আনন্দ মন,
ভূমে দোঁহে পড়ে লোটাইয়া।।
পুনঃপুন দুই জনে, নিরখিয়া প্রভু পানে,
প্রেম জলে ভরিল নয়ান।
দন্তে তৃণগুচ্ছ করি, দৈন্য করে বেরিবেরি,
যা শুনিতে বিদরে পরাণ।।
শ্রীরূপেরে নিরখিয়া, প্রভু প্রেমে মত্ত হৈয়া,
প্রিয় বাক্য অনেক কহিলা।
অজ ভব দেবগণ, আরাধয়ে যে চরণ,
তাহা রূপের মস্তকে ধরিলা।।

প্রেম বশে গৌর রায়, উঠ উঠ বলি তায়,
মহাসুখে কৈল আলিঙ্গন।
শ্রীরূপ দুই হাত জুড়ি, স্তুতি করে বেরিবেরি,
তাহা কিছু না যায় বর্ণন।।
তবে প্রভু রূপে লৈয়া, নিকটেতে বসাইয়া,
সনাতনের পুছে সমাচার।
শ্রীরূপ কহিল সব, শুনিয়া চৈতন্য দেব,
কহে কিছু চিন্তা নাহি তার।।
শ্রীরূপে প্রসন্ন হৈয়া, কত দিন কাছে থুইয়া,
রাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব শিখাইল।
পরম আনন্দ মন, রূপে করি আলিঙ্গন,
বৃন্দাবনে যাইতে আজ্ঞা দিলা।।
কাতরে শ্রীরূপ কয়, সঙ্গে থাকি আজ্ঞা হয়,
শুনি প্রভু মহা হর্ষচিতে।
কহেন মধুর বাণী, সদা সঙ্গে আছ তুমি,
পুনঃ সে আসিবা ব্রজ হৈতে।।
এইমত কহি কত, তবে প্রভু শচী-সুত,
কাশী চলে নৌকায় চড়িয়া।
প্রভুর শ্রীচন্দ্রমুখ, নয়নে হেরিয়া রূপ,
ভূমে পড়ে মুরছিত হৈয়া।।
সে সময়ে ভেল যাহা, কহিতে না পারি তাহা,
কতক্ষণে কিছু সম্বরিলা।
মহাপ্রভুর শ্রীচরণ, তাহে সমর্পিয়া মন,
বৃন্দাবনে গমন করিলা।।

অত্যন্ত দুঃখিত চিতে, শীঘ্র আইলা মথুরাতে,
সুবুদ্ধি মিশ্রের দেখা পাইলা।
মিশ্র আনন্দিত হৈয়া, দুই জনে সঙ্গে লৈয়া,
দ্বাদশ বন দেখাইলা।।
বিস্তারিতে নারি আর, গমনাগমন তাঁর,
কতদিন পরে বৃন্দাবনে।
শ্রীরূপ শ্রীসনাতন, হৈল দোঁহার মিলন,
দোঁহে প্রেমে আপনা না জানে।।
আলিঙ্গন করি দোঁহে, চৈতন্যের গুণ কহে,
যাহা শুনি পাষাণ মিলায়।
আনন্দ হইল চিতে, নাহি পারে সম্বরিতে,
কান্দি দোঁহে ধরণী লোটায়।।
অতি অনুরাগ—মনে, শ্রীরূপ শ্রীবৃন্দাবনে,
রহে সদা প্রেমেতে উল্লাস।
ফল মূল মাধুকরী, বিপ্র গৃহে ভিক্ষা করে,
ভুঞ্জে কভু কভু উপবাস।।
ছিঁড়া কান্থা বহির্ব্বাস, এই মাত্র রহে পাশ,
তরু তলে করেন শয়ন।
দিবানিশি অবিশ্রাম, জপে রাধাকৃষ্ণ-নাম,
ভাব ভরে করয়ে নর্ত্তন।।
ক্ষণে করে ভক্তি পুন, অন্তর্ম্মনা অনুক্ষণ,
কি কব ভজন রীতি তাঁর।
প্রভুর আজ্ঞায় কত, বর্ণিলা অমৃত গ্রন্থ,

প্রেমময় অক্ষর যাহার।।

মহাধীর তনু যাঁর, কে বুঝে হৃদয় তাঁর,
কভু যমুনার তটে যাইয়া।
হা শচীনন্দন বলি, কান্দে দুই বাহু তুলি,
ডাকে রাধাকৃষ্ণ নাম লৈয়া।।
অতি সুকোমল দেহ, সদা প্রেমে নাচে সেহ,
আর কি বলিব এক মুখে।
অধম পামরগণ, পতিত দুঃখিত জন,
নিজ গুণে কৃপা করে তাকে।।
আমি বড় দুরাচার, মোরে কর অঙ্গীকার,
তাপেতে হৈলাম সদা ভোর।
ও পদ পঙ্কজে মন, রহে যেন অনুক্ষণ,
এই নিবেদন শুন মোর।।
পতিত পাবন নাম ধর, পতিতে নিস্তার কর,
করি নিজ করুণা বিস্তার।
কহে দাস নরহরি, রাখ মোরে কেশে ধরি,
তোমা বিনা গতি নাহি আর।

[২] পাহিড়া

আরে মোর শ্রীরূপ গোঁসাই।
গৌরাঙ্গ-চাঁদের ভাব, প্রচার করিয়া সব,
জানাইতে হেন আর নাই।। ধ্রু
বৃন্দাবন নিত্যধাম, সর্ব্বোপরি অনুপাম,
সর্ব্ব-অবতারী নন্দসুত।
তাঁর কান্তাগণাধিকা, সর্ব্বারাধ্যা শ্রীরাধিকা,
তাঁর সখীগণ-সঙ্গ সুখ।।

রাগমার্গে তাহা পাইতে, যাঁহার করুণা হৈতে,
বুঝিল পাইল যে তে জনা।।
এমন দয়ালু ভাই, কোথাও দেখিয়ে নাই,
তাঁর পদ করহ ভাবনা।।
শ্রীচৈতন্য-আজ্ঞা পাইয়া, ভাগবত বিচারিয়া,
যত ভক্তি-সিদ্ধান্তের খনি।
তাহা উঠাইয়া কত, নিজ-গ্রন্থ করি যত,
জীবে দিলা প্রেম চিন্তামণি।।
রাধাকৃষ্ণ-রসকেলি, নাট্য গীত পদাবলি,
শুদ্ধ-পরকীয়া-মত করি।
চৈতন্যের মনোবৃত্তি, স্থাপন করিলা ক্ষিতি,
আস্বাদিয়া তাহার মাধুরী।।
চৈতন্য-বিরহে শেষ, পাই অতিশয় ক্লেশ,
তাতে যত প্রলাপ বিলাপ।
সে সব কহিতে ভাই, দেহে প্রাণ রহে নাই,
এ রাধাবল্লভ হিয়ে তাপ।।

[৩]

প্রিয় স্বরূপে দয়িত স্বরূপে,
প্রেম স্বরূপে সহজাভি রূপে।
নিজানুরূপে প্রভুরেকরূপে,
ততান রূপে স্ববিলাসরূপে।।
এইমত কর্ণপুর লিখে স্থানে স্থানে।

প্রভু কৃপা কৈল যৈছে রূপসনাতনে।।

মহাপ্রভুর যত বড় ছোট ভক্ত মাত্র।
রূপসনাতন সবার-কৃপা-গৌরব পাত্র।।
কেহ যদি দেশে যায় দেখি বৃন্দাবন।
তারে প্রশ্ন করেন প্রভুর পারিষদগণ।।
কহ তাহা কৈছে রহে রূপ সনাতন।
কৈছে রহে কৈছে বৈরাগ্য কৈছে ভোজন।।
কৈছে অষ্টপ্রহর করেন শ্রীকৃষ্ণভজন।
তবে প্রশংসিয়া কহে সেই ভক্তগণ।।
অনিকেতন দোঁহে রহে যত বৃক্ষগণ।
এক এক বৃক্ষতলে এক একরাত্রি শয়ন।।
বিপ্রগৃহে স্থূল ভিক্ষা কাহা মাধুকরী।
শুষ্করুটী চানা চাবায় ভোগ পরিহরি।।
করোয়া মাত্র হাতে কাঁথা, ছিঁড়া বহির্ব্বাস।
কৃষ্ণকথা কৃষ্ণনাম নর্ত্তন উল্লাস।।
অষ্টপ্রহর কৃষ্ণভজন চারি দণ্ড শয়নে।
নামসংকীর্ত্তন-প্রেমে নহে কোন দিনে।।
কভু ভক্তি রস শাস্ত্র করয়ে লিখন।
চৈতন্য কথা শুনে করে চৈতন্য চিন্তন।।
এই কথা শুনি মহান্তের মহাসুখ হয়।
চৈতন্যের কৃপা যাহা তাহা কি বিস্ময়।।
চৈতন্যের কৃপা রূপ লিখিয়াছেন আপনে।
রসামৃতসিন্ধু গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে।।

[৪]

সোনার মন্দির ত্যজি—ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ

শ্রীরঘুনাথ ভট্টগোস্বামী প্রভুর সূচক।

(আশ্বিনী শুক্লা দ্বাদশী)

(১)—বরাড়ী।

জয় ভট্ট রঘুনাথ গোসাঁই।

রাধাকৃষ্ণ-লীলাগুণে, দিবানিশি নাহি জানে,
তুলনা দিবারে নাহি ঠাঁই।। ধ্রু।।

চৈতন্যের প্রেম পাত্র, তপন মিশ্রের পুত্র,
বারাণসী ছিল যাঁর বাস।

নিজ-গৃহে গৌরচন্দ্রে, পাইয়া পরমানন্দে,
চরণ সেবিলা দুই মাস।।

শ্রীচৈতন্য-নাম জপি, কত দিন গৃহে থাকি,
করিলেন পিতার সেবনে।

তাঁর অপ্রকট হৈলে, আসি পুন নীলাচলে,
রহিলেন প্রভুর চরণে।।

মহাপ্রভু কৃপা করি, নিজ শক্তি সঞ্চারি,
পাঠাইয়া দিলা বৃন্দাবন।

প্রভুর শিক্ষা হৃদে গণি, আসি বৃন্দাবন-ভূমি,
মিলিলেন রূপ সনাতন।।

দুই গোসাঁই তাঁরে পাইয়া, পরম আনন্দ হইয়া,

রাধাকৃষ্ণ-প্রেমরসে ভাসে।

অশ্রু পুলক কম্প, নানা ভাবাবেশ অঙ্গ,
সদা কৃষ্ণ-কথার উল্লাসে।।
সকল-বৈষ্ণব সঙ্গে, যমুনা পুলিনে রঙ্গে,
একত্র হইয়া প্রেমসুখে।
শ্রীভাগবত-কথা, অমৃত-সমান গাথা,
নিরবধি শুনে যাঁর মুখে।।
পরম বৈরাগ্য সীমা, সুনির্ম্মল কৃষ্ণপ্রেমা,
সুস্বর অমৃতময় বাণী।
পশু পক্ষী পুলকিত, যাঁর মুখে কথামৃত,
শুনিতে পাষাণ হয় পানী।।
শ্রীরূপ শ্রীসনাতন, সর্ব্বারাধ্য দুই জন,
শ্রীগোপাল ভট্ট রঘুনাথ।
এ রাধাবল্লভ বলে, পড়িনু বিষয়-ভোলে,
কৃপা করি কর আত্মসাথ।।

—০—

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর সূচক

(পৌষ মাসের শুক্লা তৃতীয়া)

(১)—যথা রাগ।

জয় জগতারণ-কারণ ধাম।
আনন্দ কন্দ নিত্যানন্দ রাম।।
ডগমগ লোচন, কমল ঢুলায়ত,
সহজে অথির গতি জিতি মাতোয়ার।
ভইয়া অভিরাম বলি, ঘন ঘন ফুকারই,
গৌর প্রেমভরে চলই না পার।।

গদগদ আধ, মধুর বচনামৃত,
লহু লহু হাস বিকসিত গণ্ড।
পাষণ্ড খণ্ডন, শ্রীভূজ মণ্ডন,
কনক খচিত অবলম্বন দণ্ড।।
কলিযুগকাল, ভুজঙ্গম সঙ্গম,
দগধল স্থাবর জঙ্গম দেখি।
জগভরি প্রেম, সুধারস বরিখগ,
গোবিন্দ দাস কো কাহে উপেখি।।

(২)—যথা রাগ

শ্রীজীব গোসাঁই মোর, প্রেমরত্ন-সাগর,
ওহে প্রভু কৃপা কর মোরে।
মুই ত পামর জনে, বড় সাধ করি মনে,
তুয়া গুণ গাইবার তরে।।
শ্রীরূপ শ্রীসনাতন, অনুপম সুমধ্যম,
রাম-পদে দৃঢ় যাঁর মতি।
তাঁহার তনয় জীব, সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত,
প্রকাশিল শ্রীরূপ সংহতি।।
বৈরাগ্য জন্মিল মনে, রাজ্য ছাড়ি সেই ক্ষণে,
চলিলা শ্রীনবদ্বীপ পুরী।
প্রভু নিত্যানন্দ দেখি, ছল ছল করে আঁখি,
পড়িলা চরণ যুগে ধরি।।
মস্তকে চরণ দিয়া, দুই বাহু পসারিয়া,

উঠাইয়া করিলেন কোলে।

প্রেমে গদগদ হৈয়া, দৈন্যভাব প্রকাশিয়া
কান্দিতে কান্দিতে কিছু বলে।।
প্রভু নিত্যানন্দ নাম, জগতের পরিত্রাণ,
সব জীবে আনন্দ করিলা।
মো হেন পতিত জনে, কৃপা কৈলা নিজ গুণে,
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ ধন দিলা।।
মহাপ্রভু তোমার গণে, দিয়াছেন দণ্ড ভূমে,
শীঘ্র তুমি যাহ বৃন্দাবন।
শ্রীমুখের আজ্ঞা পাইয়া, আনন্দ হইয়া হিয়া
ব্রজপুরে করিলা গমন।।
কৃষ্ণনাম সদা মুখে, নেত্রজল বহে বুকে,
এইরূপে পথে চলি যায়।
প্রভু রূপ সনাতন, কবে পাব দরশন,
প্রাণ মোর রাখ মহাশয়।।
কভু করু জল পান, কভু চানা চর্ব্বণ,
কত দিনে মথুরা পাইলা।
দেখি শোভা মধুপুরী, প্রেমে পড়ে ঘুরি ঘুরি,
ধীরে ধীরে বিশ্রান্তি আইলা।।
যমুনাতে কৈল স্নান, করি কিছু জলপান,
সেই রাত্রে তাঁহা কৈল বাস।
প্রাতে আইলা বৃন্দাবনে, দেখি রূপ সনাতনে,
প্রভু সব পুরাইল আশ।।
শ্রীগোপালচম্পু নাম, গ্রন্থ কৈল অনুপাম,
ব্রজ-নিত্যলীলারস—পূর।
ষট্‌সন্দর্ভ আদি করি, যাহাতে সিদ্ধান্ত ভারি,
পড়ি শুনি ভক্ত কৈলা সূর।।

উজ্জ্বল প্রেমের তনু, রসে নিরমিলা জানু,
ভাব-অলঙ্কৃত সব অঙ্গ।
পড়িতে শ্রীভাগবত, ধৈরয না ধরে চিত,
সাত্ত্বিকে ব্যাপিত সব অঙ্গ।।
যুগল-ভজন সার, বিলাসই সদা যাঁর,
বৃন্দাবন—বিহার সদাই।
গোলোক সম্পুট করি, তাহাতে সে প্রেম ধরি,
সম্বরণ করিল গোঁসাই।।
মুই অতি মূঢ়মতি, তোমা বিনু নাহি গতি,
শ্রীজীব জীবন প্রাণধন।
বহু জন্ম পুণ্য করি, দুর্ল্লভ জনম ধরি,
পাইয়াছি শ্রীজীব-চরণ।।
শ্রীজীব করুণাসিন্ধু, স্পর্শি তার এক বিন্দু,
প্রেমরত্ন পাবার লাগিয়া।
কহে রঘুনাথ দাস, তুয়া অনুগত আশ,
রাখ মোরে পদ ছায়া দিয়া।।

শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর সূচক

(শ্রাবণী কৃষ্ণা পঞ্চমী)

(১)—যথা রাগ।

আরে মোর প্রেমালয়, পরম করুণাময়,
শ্রীগোপাল ভট্ট ভূ-মাঝার।
সকল-সনগুণ-খনি, বিপ্রবংশ-শিরোমণি,
শ্রীবেঙ্কট ভট্টের কুমার।।

গৌরাঙ্গের প্রিয় অতি, অদ্ভুত ভজন রীতি,
জগতে বিদিত কীর্ত্তি যাঁর।
অল্পকালে মহাভক্তি, কে বুঝিতে পারে শক্তি,
সদা কৃষ্ণ রসে মাতোয়ার।।
দক্ষিণ-ভ্রমণ কালে, প্রভু চারি মাস ছলে,
ত্রিমল্ল ব্যেঙ্কট গৃহে স্থিতি।
তথি নিজনাথ পাইয়া, পরম আনন্দ হইয়া,
পিতার আজ্ঞায় সেবে নিতি।।
শচীসূত গৌরহরি, পরম করুণা করি,
প্রিয় ভট্ট গোপালের তরে।
প্রেমামৃত পিয়াইয়া, নিজ তত্ত্ব জানাইয়া,
ভাসাইলা আনন্দ-সাগরে।।
পুনঃ প্রভু গৌরহরি, ভট্টের করেতে ধরি,
কহে কিছু মধুর বচন।
তুয়া প্রেমাধীন আমি, শীঘ্র-ব্রজে যাবে তুমি,
তাঁহা পাবে রূপ সনাতন।।
শুনিয়া প্রভুর বাণী, বিচ্ছেদ হইবে জানি,
তিলেক ধৈরয নাহি বান্ধে।
মুখে নাহি সরে কথা, সদাই অন্তরে ব্যথা,
ও রাঙ্গা চরণে পড়ি কান্দে।।
পুন প্রভু গৌরহরি, প্রিয় ভট্টে কোলে করি,
সিঞ্চাইয়া নয়নের জলে।।
কত রূপে প্রবোধিয়া, ভট্ট মুখ-পানে চাইয়া,
কাতর-অন্তরে প্রভু বলে।।

শ্রীব্যেঙ্কট ত্রিমল্লেরে, আশ্বাসিয়া বারে বারে,
দক্ষিণ ভ্রমণে প্রভু গেলা।
হেথা কত দিন পরি, গৃহে সুখ পরিহরি,
শ্রীগোপাল ভট্ট ব্রজে আইলা।।
প্রভু আসি পুরুষোত্তমে, যবে গেলা বৃন্দাবনে,
তাঁহা হৈতে আসিবার কালে।
পথে রূপ সনাতনে, শিক্ষা দিয়া দুই জনে,
তবে প্রভু গেলা নীলাচলে।।
রূপ আর সনাতন, যবে আইলা বৃন্দাবন,
ভট্ট-গোসাঁই মিলিলা সবায়।
প্রভু প্রিয় লোকনাথ, মিলিলা সবার সাথ,
সবে মিলি গৌর গুণ গায়।।
নীলাচলে শ্রীগৌরাঙ্গ, বিহরে ভকত সঙ্গ,
শুনিলা শ্রীভট্ট ব্রজে গেলা।
মহাপ্রভু প্রেমভরে, শ্রীগোপালভট্ট তরে,
ডোর বহির্ব্বাস পাঠাইলা।।
সবা সহ সনাতন, ডোর বহির্ব্বাস ধন,
পাইয়া আনন্দ উছলিল।
কেহ নাচে কেহ গায়, কেহ প্রেমে গড়ি যায়,
চারিদিকে ক্রন্দন উঠিল।।
কতক্ষণে স্থির হৈয়া, ডোর বহির্ব্বাস লৈয়া,
সমর্পিলা গোপাল ভট্টেরে।
ডোর বহির্ব্বাস ধন, পাইয়া আনন্দ মন,
নিয়ম করিয়া সেবা করে।।

গৌরাঙ্গের গুণগানে, দিবা নিশি নাহি জানে,
শ্রীরূপ সভায় সদা স্থিতি।
গোসাঁই শ্রীসনাতন, সঙ্গে সুখ অনুক্ষণ,
কে বুঝিবে দোঁহার পিরীত।।
গোসাঁইর বৈরাগ্য যত, তাহা বা কহিব কত,
তাঁর প্রেমাধীন জানাইতে।
শ্রীরাধারমণ লীলা, আপনে প্রকট হৈলা,
শ্রীশালগ্রাম শিলা হইতে।।
শ্রীরাধারমণ বিনে, অন্য কিছু নাহি জানে,
শ্রীরাধারমণ প্রাণ যাঁর।
সদা গৌর-গুণে মত্ত, বাখানে ভকতি তত্ত্ব,
হেন কি বৈরাগ্য হবে আর।।
সদা বাস বৃন্দাবনে, কভু কুণ্ডে গোবর্দ্ধনে,
কভু বরষাণ নন্দীশ্বরে।
কভু বা যাবট গিয়া, পূর্ব্ব বাস নিরখিয়া,
ভাসে মহা-আনন্দ সাগরে।।
শ্রীগোকুল মহাবনে, কভু রহে সুনির্জ্জনে,
কভু প্রিয় লোকনাথ পাশ।
এইরূপ ফিরে রঙ্গে, স্নেহ ব্রজবাসি সঙ্গে,
ভক্তি দানে পরম উল্লাস।।
গুণ কি বর্ণিব আর, কৃপা কর এইবার,
শ্রীনিবাস আচার্য্যের প্রভু।
নরহরি অকিঞ্চন, ও পদে সঁপিল মন,
এ অধমে না ছাড়িবে কভু।।

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর সূচক

(আশ্বিনী শুক্লা দ্বাদশী)

(১)—বরাড়ী।

শ্রীচৈতন্য কৃপা হৈতে, রঘুনাথ দাস চিতে,
পরম বৈরাগ্য উপজিলা।
দারা গৃহ সম্পদ, নিজ রাজ্য অধিপদ,
মল পায় সকলি ত্যজিলা।।
যবে রূপ সনাতন, ব্রজে গেলা দুইজন,
শুনাইতে রঘুনাথ দাস।
ইন্দ্র সম সুখ যার, নিজ রাজ্য অধিকার,
ছাড়িলা চলিলা প্রভু পাশ।।
উঠি রাত্রি নিশাভাগে, জানি বা প্রহরী জাগে,
পথ ছাড়ি বিপথে চলিলা।
মনোদ্বেগে সদা ধায়, ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি ভায়,
দিবা নিশি কিছু না জানিলা।।
এক দিন ভিক্ষা ছলে, গো বাথানে সন্ধ্যাকালে,
হা চৈতন্য বলিয়া বসিলা।
এক গোপ দুগ্ধ দিল, তাহা খাইয়া বিশ্রামিল,
সেই রাত্রি তাঁহাই বঞ্চিলা।।
যে অঙ্গ পালঙ্ক বিনে, ভূমি শয্যা নাহি জানে,
সে অঙ্গ বাথানে গড়ি যায়।
যেই দোলা ঘোড়া বিনে, পদব্রজ নাহি জানে,
সে পথ হাটয়ে রাঙ্গা পায়।।

যেই বেলা দণ্ডচারি, তোলা জলে স্নান করি,
ষড় রসে করিত ভোজন।
এবে যদি কিছু পান, সন্ধ্যাকালে তাহা খান,
না পাইলে অমনি গমন।।
বার দিনের পথ যাইয়া, তিন সন্ধ্যা অন্ন খাইয়া,
উত্তরিল নীলাচল পুরে।
দূরে দেখি শ্রীমন্দির, নয়নে গলয়ে নীর,
হা চৈতন্য ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।।
পুরশ্চর্য্যা কৃষ্ণনামে, গেলা শ্রীপুরুষোত্তমে,
গৌরাঙ্গের পদযুগ সেবে।
এই মনে অভিলাষ, পুন রঘুনাথ দাস,
নয়নগোচর কবে হবে।
গৌরাঙ্গ দয়াল হৈয়া, রাধাকৃষ্ণ নাম দিয়া,
গোবর্দ্ধনের শিলা গুঞ্জাহারে।
ব্রজবনে গোবর্দ্ধনে, শ্রীরাধিকার শ্রীচরণে,
সমর্পণ করিলা তাহারে।।
চৈতন্যের অগোচরে, নিজ কেশ ছিঁড়ে করে,
বিরহে আকুল ব্রজে গেলা।
দেহ-ত্যাগ করি মনে, গেলা গিরি গোবর্দ্ধনে,
দুই গোসাঁই তাহারে দেখিলা।।
ধরি রূপ সনাতন, রাখিল তার জীবন,
দেহ ত্যাগ করিতে না দিলা।
দুই গোসাঁইর আজ্ঞা পাইয়া, রাধাকুণ্ড-তটে গিয়া,
বাস করি নিয়ম করিলা।।

ছেঁড়া কম্বল পরিধান, বনফল গব্য খান,
অন্ন আদি না করে আহার।
তিন সন্ধ্যা স্নান করি, স্মরণ কীর্ত্তন করি,
রাধা-পদ ভজন যাঁহার।।
ছাপ্পান্ন দণ্ড রাত্রিদিনে, রাধাকৃষ্ণ-গুণগানে,
স্মরণেতে সদাই গোঙায়।
চারিদণ্ড শুতি থাকে, স্বপ্নে রাধাকৃষ্ণ দেখে,
এক তিল ব্যর্থ নাহি যায়।।
গৌরাঙ্গের পদাম্বুজে, রাখে মন ভৃঙ্গরাজে,
স্বরূপেরে সদাই ধেয়ায়।
অভেদ শ্রীরূপ সনে, গতি যার সনাতনে,
ভট্টযুগ-প্রিয় মহাশয়।।
শ্রীরূপের গণ যত, তাঁর পদে আশ্রিত,
অত্যন্ত বাৎসল্য যাঁর জীবে।
সেই আর্ত্তনাদ করি, কাঁদি বলে হরি হরি,
প্রভুর করুণা হবে কবে।।
হা রাধাবল্লভ, গান্ধর্ব্বিকা-বান্ধব,
রাধিকারমণ রাধানাথ।
হা হা বৃন্দাবনেশ্বর, হা হা কৃষ্ণ দামোদর,
কৃপা করি কর আত্মসাথ।।
শ্রীরূপ শ্রীসনাতন, যবে হৈল অদর্শন,
অন্ধ হৈল এ দুই নয়ন।
বৃথা আঁখি কাঁহা দেখি, বৃথা প্রাণ দেহে রাখি,

এত বলি করয়ে ক্রন্দন।।

শ্রীচৈতন্য শচীসুত, তার গণ হয় যত,
অবতার শ্রীবিগ্রহ নাম।
গুপ্ত ব্যক্ত লীলাস্থল, দৃষ্ট শ্রুত বৈষ্ণব সব,
সবারে করয়ে পরণাম।।
রাধাকৃষ্ণ-বিয়োগে, ছাড়িল সকল ভোগে,
শুখরুখ অন্নমাত্র সার।
গৌরাঙ্গের বিয়োগে, অন্ন ছাড়ি দিলা আগে,
ফল গব্য করিল আহার।।
সনাতনের অদর্শনে, তাহা ছাড়ি সেই দিনে,
কেবল করয়ে জল পান।
রূপের বিচ্ছেদ যবে, জল ছাড়ি দিল তবে,
রাধাকৃষ্ণ বলি রাখে প্রাণ।।
শ্রীরূপের অদর্শনে, না দেখি তাঁহার গণে,
বিরহে ব্যাকুল হৈয়া কাঁদে।
কৃষ্ণকথা-আলাপনে, না শুনিয়া শ্রবণে,
উচ্চস্বরে ডাকে আর্ত্তনাদে।।
হা হা রাধাকৃষ্ণ কোথা, কোথা বিশাখা ললিতা,
কৃপা করি দেহ দরশন।
হা চৈতন্য-মহাপ্রভু, হা স্বরূপ মোর প্রভু,
হা হা প্রভু রূপ সনাতন।।
কান্দে গোঁসাই রাত্রিদিনে, পুড়ি যায় তনু মনে,
ক্ষণে অঙ্গ ধূলায় ধূসর।
চক্ষু অন্ধ অনাহার, আপনাকে দেহ ভার,
বিরহে হইল জর জর।।

রাধাকুণ্ড-তটে পড়ি, সঘনে নিঃশ্বাস ছাড়ি,
মুখে বাক্য না হয় স্ফুরণ।
মন্দ মন্দ জিহ্বা নড়ে, প্রেম-অশ্রু নেত্রে পড়ে,
মনে কৃষ্ণ করয়ে স্মরণ।।
সেই রঘুনাথ দাস, পূরাহ মনের আশ,
এই মোর বড় আছে সাধ।
এ রাধাবল্লভ দাস, মনে বড় অভিলাষ,
প্রভু মোরে কর পরসাদ।।

শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর সূচক

আবির্ভাব (বৈশাখ মাসের অমাবস্যা)

(১)—(পঠমঞ্জরী)

জয় জয় পণ্ডিত— গোঁসাই।
যাঁর কৃপাবলে সে চৈতন্য-গুণ গাই।।
হেন সে গৌরাঙ্গচন্দ্রে যাঁহার পিরীতি।
গদাধর-প্রাণনাথ যাহে নাম খ্যাতি।।
গৌরগতপ্রাণ প্রেম কে বুঝিতে পারে।
ক্ষেত্রবাস কৃষ্ণসেবা যার লাগি ছাড়ে।।
গদাইর গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গের গদাধর।
শ্রীরাম জানকী যেন এক কলেবর।।
যেন এক প্রাণ রাধা বৃন্দাবনচন্দ্র।
তেন গৌর গদাধর প্রেমের তরঙ্গ।।
কহে শিবানন্দ পহুঁ যাঁর অনুরাগে।

শ্যাম-তনু গৌর হইয়া প্রেম মাগে।।

(২)—রাগ

দয়ার সাগর মোর পণ্ডিত গোঁসাই।
তোমার চরণ বিনু মোর আর কিছু নাই।।
গৌরাঙ্গের সঙ্গে রঙ্গে অবতার করি।
নিজ নাম প্রকাশিলা জগত বিস্তারি।।
কলিযুগের জীব যত মলিন দেখিয়া।
নিজ-রাধা-নাম দিয়া জগত ভরিয়া।।
সেই রাধা গদাধর গৌরাঙ্গের কোলে।
সেই কৃষ্ণ চৈতন্য সর্ব্বশাস্ত্রে বলে।।
রাধা রাধা বলি গৌরাঙ্গ পণ্ডিতেরে ডাকে।
সেই এই বৃন্দাবনে সখী লাখে লাখে।।
পণ্ডিত-গোঁসাইর প্রেমে ভাসিল সংসারে।
বৃন্দাবনে তিন ঠাকুর সমর্পিল তাঁরে।।
তিন সেবক দিয়া পণ্ডিত তিন ঠাকুর সেবে।
পণ্ডিত গোঁসাইর কৃপা মোরে কবে হবে।।
পণ্ডিত-গোঁসাই আমার জগতের প্রাণ।
নয়নান্দের মনে নাহি জানে আন।।

(৩) বেলোয়ার

জয় জয় শ্রীল গদাধর পণ্ডিত,
মণ্ডিত ভাব ভূষণ অনুপাম।
শ্রীচৈতন্য-অভিন্ন, শকতি গুণ নাম,
ধন্য সুদুর্গম যছু রসধাম।।

কিয়ে বিধি জগজন-দুরগতি জানি।

শ্রীবৃন্দাবন, মধুর ভজন-ধন,
সম্পদ-সার মিলায়ল আনি।। ধ্রু।।
গর গর গৌর, প্রেমভরে ঝর ঝর,
অরুণ করুণ বরুণালয় আঁখি!
ক্ষণেকে স্তবধ, শবদ ক্ষেণে গদ গদ,
আধ আধ পদ গোপীনাথ ভাখি
নব অনুরাগি, লাগি রহু অন্তর,
উথলয়ে ক্ষেণে প্রেম জলধি তরঙ্গ।
দাস শিবাই, আওই ক্ষীণ দীনজন,
না পাওল সতত অসত-পথ-রঙ্গ।।

শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত ঠাকুরের সূচক

(জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণা দশমী)

(১)—কল্যাণী

সপ্তদ্বীপ দীপ্ত করি, শোভে নবদ্বীপ-পুরী,
যাহে বিশ্বম্ভর দেবরাজ।
তাহে তাঁর ভক্ত যত, তাহাতে শ্রীবাস খ্যাত,
শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন যাঁর কাজ।।
জয় জয় ঠাকুর পণ্ডিত।
যাঁর কৃপালেশ মাত্র, হয় গৌর-প্রেমপাত্র,
অনুপাম সকল চরিত।। ধ্রু।।
গৌরাঙ্গের সেবা বিনে, দেব দেবী নাহি জানে,

চারি ভাই দাস-দাসী লয়ে।।

সতত কীর্ত্তন-রঙ্গে, গৌর-গৌরভক্ত সঙ্গে,
অহর্নিশি প্রেমে মত্ত হয়ে।।
যাঁর ভার্য্যা শ্রীমালিনী, পতিব্রতা শিরোমণি,
যাঁরে প্রভু কহয়ে জননী।
নিত্যানন্দ রহে ঘরে, পুত্র-সম স্নেহ করে,
স্তন ঝরে নেত্রে বহে পানী।।
কভু বা ঈশ্বর-জ্ঞানে, নতি করে শ্রীচরণে,
কভু কোলে করয়ে লালন।
প্রভুর নৃত্য-ভঙ্গ লাগি, মৃতপুত্র-শোক-ত্যাগী,
শুনি প্রভু করয়ে রোদন।।
ভ্রাতৃ-সুতা নারায়ণী, বৈষ্ণব মণ্ডলে ধ্বনি,
যাঁর পুত্র বৃন্দাবন দাস।
বর্ণিয়া চৈতন্য-লীলা, ত্রিভুবন উদ্ধারিলা,
প্রেমদাস করে যার আশ।।

শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর সূচক

(আষাঢ়ী শুক্লা ষষ্ঠী)

(১)—যথা রাগ।

আরে মোর কুলমণি, কেবল প্রেমের খনি,
বক্রেশ্বর পণ্ডিত ঠাকুর।
অদ্ভুত চরিত্র তাঁর, কহে হেন সাধ্য কার,
জীবে যাঁর করুণা প্রচুর।।

বুঝিতে না পারে কেহ, অত্যন্ত উদার যেঁহ,
শ্রীগৌরচন্দ্রের কৃপাপাত্র।
দুঃখ সব যায় ক্ষয়, ব্রহ্মাণ্ড পবিত্র হয়,
যাঁর নাম-স্মরণেই মাত্র।
মহাপ্রভুর শ্রীচরণ, কমল ভ্রমর মন,
কৃষ্ণপ্রেম বিহ্বল সদাই।
দেবাসুর আদি যত, যাঁর নৃত্যে বিমোহিত,
ভাবাবেশ বুঝন না যায়।।
পুলক হুঙ্কার লম্ফ, স্বেদ হাস্য অশ্রু কম্প,
মূর্চ্ছা আনন্দাদি নিরন্তর।
সঙ্কীর্ত্তন মাঝে মত্ত, যে করে অদ্ভুত নৃত্য,
এক ভাবে চব্বিশ প্রহর।।
প্রভু যাঁর নৃত্যকালে, ভুজ তুলি হরি বলে,
চতুর্দ্দিকে বুলয়ে ধাইয়া।
পুন প্রভু গৌরহরি, বক্রেশ্বর পানে হেরি,
গান করে প্রেমে মত্ত হৈয়া।।
বক্রেশ্বর যতক্ষণ, নৃত্য করে ততক্ষণ,
বেত্র হস্তে লৈয়া গৌরচন্দ্র।
করিয়া যতেক প্রীতি, লোকে করে এক ভীতি,
উপজয়ে সবার আনন্দ।।
বক্রেশ্বর স্থির হৈলে, প্রভু ধরি রাখে কোলে,
তাহার অঙ্গের ধূলা লৈয়া।।
সে ধূলা আপন—অঙ্গে, লেপন করয়ে রঙ্গে,
নেত্রজলে অভিষিক্ত হৈয়া।।

প্রভু সমাধিয়া অতি, কঁহে বক্রেশ্বর প্রতি,
মুখ্য এক পাখা তুমি মোর।
যদি আর পাখা পাঙ, আকাশে উড়িয়া যাঙ,
ঐছে কত কহে নাহি ওর।।
হেন বক্রেশ্বর যাকে, করুণা করয়ে তাকে,
চৈতন্য-চরণ ধন মিলে।
কি কব মহিমা তাঁর, মো হেন পাপী দুরাচার,
কত দীনহীন উদ্ধারিলে।।
নরহরি অকিঞ্চন, করে এই নিবেদন,
কৃপা কর মো হেন পামরে।
বৃথা জন্ম গোঙাইনু, ভক্তি-মর্ম্ম না বুঝিনু,
মজিলাম এ ভব-সংসারে।।

—o—
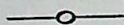
শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সূচক

(ভাদ্রমাসের শুক্লাচতুর্দ্দশী অর্থাৎ শ্রীঅনন্ত চতুর্দ্দশী)

(শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের অন্ত্যলীলা একাদশ অধ্যায় পাঠ্য বা কীর্ত্তনীয়)

(১)—শ্রীরাগ।

জয় জয় প্রভু মোর ঠাকুর হরিদাস।
যে করিলা হরিনামের মহিমা প্রকাশ।।
গৌর-ভক্তগণ মধ্যে সর্ব্ব-অগ্রগণ্য।
যাঁর গুণ পাইয়া কান্দে আপনে চৈতন্য।।
অদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর প্রিয় প্রেম সীমা।
তেঁহো সে জানেন হরিদাসের মহিমা।।

নিত্যানন্দ-চাঁদ যাঁরে প্রাণ হেন জানে।
চরণ—পরশে মহী দেহ ধন্য মানে।।
হরেকৃষ্ণ হরেরাম কে শুনাবে আর।
হরিদাস ছেড়ে গেল প্রাণে বাঁচা ভার।।
হরিদাস আছিল পৃথিবীর শিরোমণি।
তেঁহো বিনা রত্নশূন্য হৈল মেদিনী।।
জয় হরিদাস বলি কর হরিধ্বনি।
এত বলি মহাপ্রভু নাচয়ে আপনি।।
সবে গাও জয় জয় জয় হরিদাস।
নামের মহিমা যেঁহো করিলা প্রকাশ।।

শ্রীগোপালগুরু—গোস্বামী প্রভুর সূচক

(কার্ত্তিকী শুক্লা নবমী)

(১)—যথা রাগ।

আরে মোর গোপাল গুরু, ভকতি-কলপতরু,
মকরধ্বজ নাম যাঁহার।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যাঁকে, গোপাল বলিয়ে ডাকে,
দেখি শিশু চরিত্র উদার।।
গৌরাঙ্গের সেবারসে, সদাই আনন্দে ভাসে,
গোরা বিনু নাহি জানে আন।
তিলেক না দেখি যাঁরে, ধৈরয ধরিতে নারে,
গোরা যেন গোপালের প্রাণ।।

গোপাল প্রভুর প্রতি, শিক্ষা দিল এক রীতি,
প্রভু প্রেমাবেশে ঢুলিঢুলি।
কহে সবে আরে আরে, আজি হৈতে গোপালের,
ডাকিবা গোপাল-গুরু বলি।।
গোপালে করুণা দেখি, সবার সজল আঁখি,
সুখের সমুদ্র উছলিল।
সবে কহে অনুপাম, শ্রীগোপাল-গুরু নাম,
প্রভু দত্ত জগতে ব্যাপিল।।
গোপালের গুরুভক্তি, কহিতে নাহিক শক্তি,
সদাই প্রসন্ন বক্রেশ্বর।
মহামত্ত নিজ গীতে, নাহিক উপমা দিতে,
সর্ব্ব চিত্তাকর্ষে কলেবর।।
দেখিল সকল ঠাঁই, এমন দয়ালু নাই,
কেবা না জগতে যশ ঘোষে।
সব কৈল প্রেমপাত্র, হৈল বঞ্চিত মাত্র,
নরহরি নিজ কর্ম্ম দোষে।।

শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত—ঠাকুরের সূচক

(শ্রাবণী শুক্লা ত্রয়োদশী)

ঠাকুর পণ্ডিতের বাড়ী, গোরা নাচে ফিরি ফিরি,
নিত্যানন্দ বলে হরি হরি।
কান্দি গৌরীদাস বলে, পড়ি প্রভুর পদতলে,
কভু না ছাড়িবে মোর বাড়ী।।

আমার বচন রাখ, অম্বিকা নগরে থাক,
এই নিবেদন তুয়া পায়।
যদি ছাড়ি যাবে তুমি, নিশ্চয় মরিব আমি,
রহিব সে নিরখিয়া কায়।।
তোমরা যদি দুটি ভাই, থাক মোর এই ঠাঁই,
তবে সবার হয় পরিত্রাণ।
পুন নিবেদন করি, না ছাড়িহ গৌরহরি,
তবে জানি পতিত পাবন।।
প্রভু বলে গৌরীদাস, ছাড়হ এমত আশ,
প্রতিমূর্ত্তি সেবা করি দেখ।
তাহাতে আছিয়ে আমি, নিশ্চয় জানিহ তুমি,
সত্য মোর এই বাক্য রাখ।।
এত শুনি গৌরীদাস, ছাড়ি দীর্ঘ নিশ্বাস,
ফুকারি ফুকারি পুন কান্দে।
পুন সেই দুই ভাই, প্রবোধ করয়ে তায়,
তবু হিয়া থির নাহি বান্ধে।।
কহে দীন কৃষ্ণদাস, চৈতন্য-চরণে আশ,
দুই ভাই রহিল তথায়।
ঠাকুর পণ্ডিতের প্রেমে, বন্দী হৈলা দুই জনে,
ভকত-বৎসল তেঁই গায়।।

(২)—কামোদ

আকুল দেখিয়া তারে, কহে গৌর ধীরে ধীরে,
আমরা থাকিলাম তোমার ঠাঁই।
নিশ্চয় জানিহ তুমি, তোমার এ ঘরে আমি,
রহিলাম বন্দী দুই ভাই।।

এতেক প্রবোধ দিয়া, দুই মূর্ত্তি মূর্ত্তি লৈয়া,
আইল পণ্ডিত বিদ্যমান।
চারি জনে দাঁড়াইল, পণ্ডিত বিস্ময় ভেল,
ভাবে অশ্রু বহয়ে নয়ান।।
পুন প্রভু কহে তারে, তোর ইচ্ছা হয় যারে,
সেই দুই রাখ নিজ ঘরে।
তোমার প্রতীত লাগি, তোর ঠাঁই খাব মাগি,
সত্য সত্য জানিহ অন্তরে।।
শুনিয়া পণ্ডিত রাজ, করিয়া রন্ধন কাজে,
চারি জনে ভোজন করিলা।
পুষ্প মাল্য বস্ত্র দিয়া, তাম্বুলাদি সমর্পিয়া,
সর্ব্ব সঙ্গে চন্দন লেপিলা।।
নানা মতে পরতীত, করাইয়া ফিরাইল চিত,
দোঁহারে রাখিলা নিজ ঘরে।
পণ্ডিতের প্রেম লাগি, দুই ভাই খাই মাগি,
দোঁহে গেলা নীলাচল-পুরে।।
পণ্ডিত করয়ে সেবা, যখন যে ইচ্ছা যেবা,
সেই মত করয়ে বিলাস।
হেন প্রভু গৌরীদাস, তার পদ করি আশ,
কহে দীনহীন কৃষ্ণদাস।।

(৩)—যথা রাগ

শ্রীবৃন্দাবন নাম, রত্ন চিন্তামণি ধাম,
তাহে কৃষ্ণ বলরাম পাশ।
সূবলচন্দ্র নাম ছিল, এবে গৌরীদাস হৈল,
অম্বিকা নগরে যাঁর বাস।।

নিতাই চৈতন্য যাঁর, সেবা কৈল অঙ্গীকার,
চারি মূর্ত্তে ভোজন করিল।
পূরবে সুবল জনু, বশ কৈল রাম কানু,
পরতেক এখন রহিল।।
নিতাই চৈতন্য বিনে, আর কিছু নাহি জানে,
কে কহিবে প্রেমের বড়াই।
সাক্ষাতে রাখিল ঘরে, হেন কে করিতে পারে,
নিতাই চৈতন্য দুই ভাই।।
প্রেমে লম্ফ ঝম্ফ যাঁর, পুলকিত হুহুঙ্কার,
ক্ষণেক রোদন ক্ষণে হাস।
তাঁর পাদপদ্ম রেণু, ভূষণ করিয়া তনু,
কহে দীনহীন কৃষ্ণদাস।।

শ্রীলোকনাথ গোস্বামী প্রভুর সূচক

(শ্রাবণী কৃষ্ণা অষ্টমী)

(১)—যথা রাগ।

গৌরপ্রেম গুণমণি, কেবল প্রেমের খনি,
লোকনাথ লোকের পরাণ।
যাঁর শিশুকাল হৈতে, প্রবল বৈরাগ্য চিতে,
পরম উদার দয়াবান।।
প্রেমরস আস্বাদনে, দিবা নিশি নাহি জানে,
আন কথা না করে শ্রবণ।

মহৈশ্বর্য্য তাগ করি, আইলা নবদ্বীপ-পুরী,
যথা প্রভু শ্রীশচীনন্দন।।
প্রভু মুখ নিরখিয়া, ধরণীতে লোটাইয়া,
রহিলেন চরণ যুগলে।
গৌরাঙ্গ আনন্দ—মনে, হেরি লোকনাথ পানে,
প্রেমভরে করে টলমলে।।
আইস আইস লোকনাথ, আজি মোর সুপ্রভাত,
এত কহি শচীর কুমার।
ভুজ-যুগ পসারিয়া, আলিঙ্গন কৈল ধাইয়া,
বুক বহি পড়ে অশ্রুধার।।
লোকনাথ করে দৈন্য, শুনি প্রভু শ্রীচৈতন্য,
নিষেধি নিকটে বসাইয়া।
প্রেমাবেশে বারবার, পুছে প্রভু সমাচার,
লোকনাথ সব নিবেদিলা।।
পুন প্রভু হর্ষ হইয়া, প্রিয় লোকনাথে লৈয়া,
নিভৃতে কহয়ে ধীরে ধীরে।
মনোদুঃখ পরিহরি, মোর দোষ ক্ষমা করি,
যাইতে হইবে ব্রজপুরে।।
সনাতন রূপের সাথ, ভট্টযুগ রঘুনাথ,
আর যত মোর প্রিয়গণ।
ক্রমে ক্রমে সেই স্থানে, মিলিবে তোমার সনে,
পাইবে আনন্দ অনুক্ষণ।।
আর এক শুন তুমি, কত দিন পরে আমি,
করিব সন্ন্যাস অঙ্গীকার।

দেবের দুর্ল্লভ ধন, জীবে করি বিতরণ,
নাশিব দারুণ কলি-ভার।।
ভক্তগণ লৈয়া সঙ্গে, বিহরিব নানা রঙ্গে,
সঙ্কীর্ত্তন প্রচার করিয়া।
বৃন্দাবনে থাক তুমি, সকল শুনাব আমি,
সমাচার দিব পাঠাইয়া।।
শুনি সন্ন্যাসের কথা, অন্তরে উঠিল ব্যথা,
প্রভুর শ্রীকেশ-পানে চায়।
কান্দিয়া কান্দিয়া বলে, হায় প্রভু কি বলিলে,
ইহা বলি ভূমে গড়ি যায়।।
অদ্ভুত গৌরাঙ্গ-গুণ, আপনি অধৈর্য্য পুন,
প্রিয়-লোকনাথ-হাতে ধরি।
প্রবোধিয়া কত কত, রাধাকৃষ্ণ-প্রেমামৃত,
পিয়াইল পূর্ণ কৃপা করি।।
লোকনাথ মনে গণি, প্রভুর বচন মানি,
অতিশয় মনোদুঃখী হৈয়া।
প্রভু পদে হৃদে ধরি, চলিলেন ব্রজপুরী,
সবাকার অনুমতি লৈয়া।।
দেখি লোকনাথ গতি, প্রভু সে ব্যাকুল অতি,
লোকনাথ-পথ হেরি কান্দে।
প্রিয় গদাধর আদি, যত্ন করে নানাবিধি,
তথাপিও ধৈর্য্য নাহি বান্ধে।।
এথা পথে লোকনাথ, শিরে দিয়া দুই হাত,

কান্দিয়া কহয়ে বারবার।

গৌর মুখচন্দ্র হাসি, বরিখে আমিয়া রাশি,
বুঝি না দেখিতে পাব আর।।
সঙ্গে লৈয়া ভক্তগণ, বিহরিবে অনুক্ষণ,
সঙ্কীর্ত্তন সুখের হিল্লোলে।
মুই অতি অভাগিয়া, দেখিতে না পাব ইহা,
বিধাতা বঞ্চিত কৈল মোরে।।
এইরূপ আক্ষেপ মনে, দিবা নিশি নাহি জানে,
কত দিনে গেল বৃন্দাবনে।
যমুনা পুলিন বনে, কুণ্ড গিরি গোবর্দ্ধনে,
দেখি প্রেমধারা দু'নয়নে।।
পূর্ব্ব বাস মনোহর, শ্রীযাবট, নন্দীশ্বর,
বৃষভানুপুর অনুপম।
আর যত স্থানগণ, তাহে ভ্রমে অনুক্ষণ,
তরুতলে বসতি নিয়ম।।
প্রেমের তরঙ্গ অতি, নাহি কোন স্থানে স্থিতি,
কতদিন পরে বৃন্দাবনে।
শ্রীসুবুদ্ধি মিশ্র রূপ, সনাতন ভক্তিভূপ,
মিলিলেন তা সবার সনে।।
নানা ভাব পরকাশে, সদা সেবানন্দে ভাসে,
শ্রীরাধাবিনোদ প্রাণ যাঁর।
গৌরগুণ সঙ্কীর্ত্তনে, উদ্ধারে পতিত জনে,
ত্রিজগতে মহিমা অপার।।
কহে নরহরি দীন, মো বড় বিষয়ী হীন,
হেন জন্ম বিফলে গোঙাইনু।
নরোত্তম-প্রাণনাথ, মোরে কর আত্মসাথ,
তুয়া পদে শরণ লইনু।।

শ্রীনরহরি সরকার-ঠাকুরের সূচক

(অগ্রহায়ণী কৃষ্ণা দ্বাদশী)

(১)—ধানশী

ভুখণ্ডমণ্ডল মাঝে, তাহাতে শ্রীখণ্ড সাজে,
মধুমতী যাহে পরকাশ।
ঠাকুর গৌরাঙ্গ সনে, বিলসয়ে রাত্রিদিনে,
নাম ধরে নরহরি দাস।।
শ্রীরাধিকার সহচরী, রূপে গুণে আগরী,
মধুর মাধুরী অনুপাম।
অবনীতে অবতরি, পুরুষ-আকৃতি ধরি,
পূর্ণ কৈল চৈতন্যের কাম।।
মধুমতী মধু-দানে, ভাসাইলা ত্রিভুবনে,
মত্ত কৈল গৌরাঙ্গ নাগরে।
মাতিল সে নিত্যানন্দ, আর সব ভক্ত বৃন্দ,
বেদ বিধি পড়িল ফাঁপরে।।
যোগপথ করি নাশ, ভকতির পরকাশ,
করিল মুকুন্দ সহোদর।
পাপিয়া শেখর রায়, বিকাইল রাঙ্গা পায়,
শ্রীরঘুনন্দন প্রাণেশ্বর।।
গৌড়দেশে রাঢ়ভূমে, শ্রীখণ্ড নামেতে গ্রামে,
মধুমতী প্রকাশ যাহায়।
শ্রীমুকুন্দ দাস সঙ্গে, শ্রীরঘুনন্দন রঙ্গে,
ভক্তিতত্ত্ব জগতে লওয়ায়।।

শুনি মধুমতি নাম, নিত্যানন্দ বলরাম,
সপার্ষদে দিলা দরশন।
দেখি অবধৌতচন্দ্র, হইলা পরমানন্দ,
নতি করি বন্দিল চরণ।।
কহে নিত্যানন্দ রাম, শুনি মধুমতী নাম,
আসিয়াছি তৃষিত হইয়া।
এত শুনি নরহরি, নিকটেতে জল হেরি,
সেই জল ভাজনে ভরিয়া।।
আনিলা ধরিল আগে, মধু স্নিগ্ধ মিষ্ট লাগে,
গণ সহ খায় নিত্যানন্দ।
যত জল ভরি আনে, মধু হয় তত ক্ষণে,
পুনঃপুন খাইতে আনন্দ।
মধুমতী-মধু-পান, সপার্ষদে করি পান,
উনমত অবধৌত-রায়।
হাসে কান্দে নাচে গায়, ভূমে গড়াগড়ি যায়,
উদ্ধব দাস রস গায়।।

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-প্রভুর সূচক

(আশ্বিনী শুক্লা দ্বাদশী)

(১)—যথা রাগ

জয় কৃষ্ণদাস জয়, কবিরাজ-মহাশয়,
সুকবি পণ্ডিত-অগ্রগণ্য।
ভক্তিশাস্ত্রে সুনিপুণ, অপার অসীম গুণ,
সহজে যাঁহারে কহে ধন্য ধন্য।।

নৈহাটী নিকট গ্রাম, ঝামটপুর সুখ ধাম,
যাঁহা ছিলা কবিরাজ গোঁসাই।
নিত্যানন্দ দয়া করি, পাঠাইলা ব্রজপুরী,
যাও তুমি তোমার নিজ ঠাঁই।।
প্রভু মোর গোঁসাই কৃষ্ণদাস।
প্রভু আজ্ঞা শিরে ধরি, শীঘ্র আইলা ব্রজপুরী,
রহেন রূপ রঘুনাথ পাশ।।
একে নিত্যানন্দ শক্তি, তাহাতে প্রগাঢ় ভক্তি,
তাহে রূপ রঘুনাথ সঙ্গে।
রাধাকৃষ্ণ-লীলা যত, গৌর-লীলা অভিমত,
ভাসেই গোঁসাই দুই তরঙ্গে।।
পূর্ব্ব রঘুনাথ দাস, গৌরভক্ত পরকাশ,
তাঁ হ'তে জানিলা সর্ব্ব তত্ত্ব।
তেঁহো বড় দয়া করি, গোঁসাইয়ের হাতে ধরি,
জানাইলা সকল মহত্ত্ব।।
গোঁসাই রূপ সনাতন, বড় বিজ্ঞ দুই জন,
ভট্ট-যুগ শ্রীজীব গোঁসাই।
সবে তাঁরে দয়া কৈলা, সব তত্ত্ব জানাইলা,
ত্রিভুবনে যাঁহা সম নাই।।
সেই সূত্রবৃত্তি করি, নিজ-গ্রন্থে বিবরি,
তাহে হৈল চরিতামৃত নাম।
সুদয়া, করুণা বলে, জগত তারিল হেলে,
নিজগ্রন্থ সুধা দিয়া দান।।
শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাগণ, বর্ণিলেন বৃন্দাবন,
অবশেষ যে সব রহিল।

সে সকল কৃষ্ণদাস, করিলেন সুপ্রকাশ,
জগ-মাঝে ব্যাপিত হইল।।
কবিরাজের পয়ার, ভাবের সমুদ্র সার,
অল্প লোকে বুঝিবারে নারে।
কাব্য নাটক কত, পুরাণাদি শত শত,
পড়িলেন বিবিধ প্রকারে।।
চৈতন্যচরিতামৃত, শাস্ত্র-সিন্ধু মথি কত,
লিখে কবিরাজ কৃষ্ণদাস।
পাষণ্ডী নাস্তিকাসুর, লভয়ে ভক্তি প্রচুর,
নাস্তিকতা সমূলে বিনাশ।।
শাস্ত্রের প্রমাণ যাঁর, লোকে মানে চমৎকার,
মুক্তিমার্গে সবে হরি মানে।
গ্রন্থ আস্বাদন করি, নিজ নিজ-মত ছাড়ি,
সবে হৈল জগতপাবনে।।
গ্রন্থ আস্বাদ করাইয়া, রাধা-দাসীভাব দিয়া,
গৌর-লীলা করিলেন প্রকাশ,
হেন গোঁসাইর অনুক্রম, যে না জানে সে অধম,
সে কেবল ভুগিছে গর্ভবাস।।
যত মূর্খ বিদ্যাহীন, কুবিষয়ী নীচ দীন,
যোগি-ন্যাসি কর্ম্মনিষ্ঠের গণ।
মুকুন্দেরে দয়া করি, কর নিজ সহচরী,
দয়া করি দেহ স্বচরণ।।

শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর সূচক

(কার্ত্তিকী শুক্লা অষ্টমী)

(১)—কামোদ

ও মোর জীবন প্রাণ, পরম করুণাবান্,
আচার্য্য ঠাকুর শ্রীনিবাস।
জিনিয়া কাঞ্চন দেহ, জগতে বিদিত যেহ,
শ্রীচৈতন্য-প্রেমের প্রকাশ।।
চৈতন্যের প্রিয় যত, কর স্নেহ অবিরত,
কহিতে কি জানি গুণগণ।
অলপ বয়স হৈতে, বিদ্যায় নিপুণ—চিতে,
চিন্তে সদা চৈতন্য—চরণ।।
একদিন রাত্রিশেষে, শ্রীচৈতন্য স্নেহাবেশে,
নিতাইচাঁদেরে সঙ্গে লইয়া।
শ্রীনিবাস পাশে আসি, স্বপ্নছলে হাসি হাসি,
কহে শ্রীনিবাস মুখ চাইয়া।।
যাবে শীঘ্র বৃন্দাবন, তথা রূপ সনাতন,
রচিল বিচিত্র গ্রন্থগণ।
বিতরিব তোমা দ্বারে, এত কহি বারেবারে,
নিত্যানন্দে কৈল সমর্পণ।।
হেন কালে স্বপ্ন ভঙ্গ, ধরিতে নারয়ে অঙ্গ,
শ্রীনিবাস ব্যাকুল হইলা।
নীলাচল গৌড়দেশে, ভ্রমিয়া সে প্রেমাবেশে,
বৃন্দাবনে গমন করিলা।।

কত অভিলাষ মনে, উল্লাসে অলপ দিনে,
মথুরা নগরে প্রবেশিল।
শ্রীরূপ শ্রীসনাতন, এ দোঁহোর অদর্শন,
শুনি তথা মূর্চ্ছিত হইল।।
কাঁদয়ে চেতন পাইয়া, কহে ভূমে লোটাইয়া,
হাহা প্রভু রূপ সনাতন।
কি লাগি বঞ্চিত কৈলা, না বুঝি এ সব খেলা,
কি লাগিয়া রাখিলা জীবন।।
ঐছে খেদযুক্ত মন, জানি রূপ সনাতন,
স্বপ্নছলে আসি প্রেমবশে।
শ্রীনিবাসে কোলে লৈয়া, নেত্রবারি নিবারিয়া,
কহে অতি সুমধুর ভাষে।।
শীঘ্র গিয়া বৃন্দাবন, কর আত্ম সমর্পণ,
শ্রীগোপাল-ভট্টের চরণে।
না ভাবিবে কোন দুঃখ, পাইবে পরম সুখ,
ঐছে দেখা দিব দুই জনে।।
এত কহি অদর্শন, হৈল রূপ সনাতন,
শ্রীনিবাস প্রভাতে উঠিয়া।
প্রবেশয়ে বৃন্দাবনে, প্রেমধারা দু'নয়নে,
বৃন্দাবন-শোভা নিরখিয়া।।
শ্রীজীব শ্রীশ্রীনিবাসে, পাইয়া আনন্দাবেশে,
গোস্বামিগণেরে মিলাইল।
শ্রীরূপের স্বপ্নাদেশে, অতি স্নেহে শ্রীনিবাসে,
শ্রীগোপাল ভট্ট শিষ্য কৈল।।

শ্রীজীব গোঁসাইর যত, স্নেহ কে কহিবে কত,
করাইলা শাস্ত্রে-বিচক্ষণ।
শ্রীনিবাস আনন্দ মনে, প্রিয় নরোত্তম সনে,
কিছু দিনে হইল মিলন।।
নরোত্তমে লৈয়া সঙ্গে, ব্রজে ভ্রমিলেন রঙ্গে,
গোবিন্দের আজ্ঞা মালা পাইয়া।
গোস্বামীর গ্রন্থগণ, করিলেন বিতরণ,
শ্রীগৌড়মণ্ডলে স্থির হইয়া।।
গৌর প্রেমসুধা-পানে, সদা মত্ত সঙ্কীর্ত্তনে,
জগতে ঘোষয়ে যশ যাঁর।
কহে নরহরি দীনে, উদ্ধারে আপনা-গুণে,
এমন দয়াল নাহি আর।।

(২)—শ্রীরাগ

প্রভু মোর শ্রীনিবাস, পুরাইলা মনের আশ,
তুয়া পদে কি বলিব আর।
আছিনু বিষয় কীট, বড়ই লাগিত মিঠ,
ঘুচাইল রাজ অহঙ্কার।।
করিতুঁ গরল পান, সে ভেল ডাহিন বাম,
দেখাইলা অমিয়ার ধার।
পিব পিব করে মন, সব লাগে উচাটন,
এমতি তোমার ব্যবহার।।
রাধাপদ সুধারাশি, সে পদে করিলা দাসী,
গোরাচাঁদের পদে বাঁধি দিলা চিত।
শ্রীরাধারমণ সহ, দেখাইলা কুঞ্জগেহ,
জানাইলা দুহুঁ-প্রেমরীত।।

কালিন্দীর কূলে যাই, সখীগণে ধাওয়া ধাই,
রাই-কানু বিহরই সুখে।
এ বীরহাম্বীর হিয়া, ব্রজভূমি সদা ধেয়া,
যাঁহা অলি উড়ে লাখে লাখে।।

(৩)—মঙ্গল

অনুক্ষণ গৌর, প্রেমরসে গর গর,
ঢর ঢর লোচনে লোর।
গদ গদ ভাষ, হাস ক্ষণে রোয়ত,
আনন্দে মগন সঘনে হরি বলি।।
পহুঁ মোর শ্রীশ্রীনিবাস।
অবিরত রাম চন্দ্র, পহুঁ বিহরত,
সঙ্গে নরোত্তম দাস।। ধ্রু।।
ব্রজপুর-চরিত, সতত অনুমোদই,
রসিক-ভকতগণ পাশ।
ভকতি-রতন-ধানে, যাচত জনে জনে,
পুন কি গোর পরকাশ।।
ঐছে দয়াল, কবহুঁ নাহি হেরিয়ে,
ভুবন-চতুর্দ্দশ-মাঝে।
দীন হীন পতিতে, পরম পদ দেয়ল,
ধরণী বঞ্চিত নিজ কাজে।।

(৪) যথা রাগ

জয় জয় শ্রীনিবাস গুণধাম।
দীনহীন-তারণ, প্রেম-রসায়ন,
ঐছন মধুরিম নাম।।

কাঞ্চন-বরণ, হরণ তনু সুললিত,
কৌষিক বসন বিরাজে।
প্রেম নাম কহি, কহত ভাগবতে,
ঐছে বরণ তনু সাজে।।
নিজ-নিজ-ভকত, পারিষদ-সঙ্গতি,
প্রকটহিঁ চরণারবিন্দ।
নিরবধি বদনে, নাম বিরাজিত,
রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ।।
যুগল-ভজন গুণ, লীলা-আস্বাদন,
গ্রন্থ-কল্পতরু হাতে।
তুয়া বিনা অধমে, শরণ কো দেয়ব,
গোবিন্দ দাস অনাথে।।

শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের সূচক

(কার্ত্তিকী কৃষ্ণা পঞ্চমী)—(১)—কামোদ।।

ও মোর করুণাময়, শ্রীঠাকুর মহাশয়,
নরোত্তম প্রেমের মূরতি।
কিবা সে কোমল তনু, শিরীষ-কুসুম জনু,
জিনিয়া কনক দেহ জ্যোতি।।
অলপ বয়, তায়, কোন সুখ নাহি ভায়,
গোরা গুণ শুনি সদা ঝুরে।
রাজ্যভোগ তেয়াগিয়া, অতি লালায়িত হৈয়া,
গমন করিলা ব্রজপুরে।।

প্রবেশিয়া বৃন্দাবনে, পরম আনন্দ মনে,
লোকনাথে আত্ম-সমর্পিল।
কৃপা করি লোকনাথ, করিলেন আত্মসাথ,
রাধাকৃষ্ণমন্ত্র দীক্ষা দিল।।
নরোত্তম-চেষ্টা দেখি, বৃন্দাবনে সবে সুখী,
প্রাণের সমান করে স্নেহ।
শ্রীনিবাসাচার্য্য সনে, যে মর্ম্ম তা কেবা জানে,
প্রাণ এক ভিন্ন মাত্র দেহ।।
শ্রীরাধাবিনোদ দেখি, সদাই জুড়ায় আঁখি,
প্রভু-লোকনাথ-সেবা রত।
ভক্তিশাস্ত্র-অধ্যয়নে, মহানন্দে বাড়ে মনে,
পূর্ণ হৈল অভিলাষ যত।।
প্রভু অনুমতি মতে, শ্রীব্রজমণ্ডল হৈতে,
শ্রীগৌড়মণ্ডলে প্রবেশিলা।
প্রভু অনুগ্রহ বলে, নবদ্বীপ নীলাচলে,
ভক্ত গৃহে ভ্রমণ করিলা।।
কিবা সে মধুর রীতি, খেতরী গ্রামেত স্থিতি,
সেবে গৌর শ্রীরাধারমণ।
শ্রীবল্লবীকান্ত নাম, রাধাকান্ত রসধাম,
রাধাকৃষ্ণ শ্রীব্রজমোহন।।
এই ছয় বিগ্রহ যেন, সাক্ষাৎ বিহরয়ে যেন,
শোভা দেখি কেবা নাহি ভুলে।
প্রিয় রামচন্দ্র সঙ্গে, নরোত্তম মহারঙ্গে,
ভাসে সদা আনন্দ হিল্লোলে।।

নরোত্তম গুণ যত, কে তাহা কহিবে কত,
প্রেমবৃষ্টি যাঁর সঙ্কীর্ত্তনে।
শ্রীঅদ্বৈত নিত্যানন্দ, গণ সহ গৌরচন্দ্র,
নাচয়ে দেখিল ভাগ্যবানে।।
গৌরগণ-প্রিয় অতি, নরোত্তম মহামতি,
বৈষ্ণব সেবনে যাঁর ধ্বনি।
কি অদ্ভুত দয়াবান্, কারে বা না করে দান,
নির্ম্মল ভকতি চিন্তামণি।।
পাষণ্ডী অসুরগণে, মাতাইয়া গোরা গুণে,
বিহ্বল হইয়া প্রেমরসে।
আলৌকিক ক্রিয়া যাঁর, হেন কি হইবে আর,
সে না যশ ঘোষে দেশে দেশে।।
কহে নরহরি হীন, হবে কি এমন দিন,
নরোত্তম-পদে বিকাইব।
সঘনে দু'বাহু, প্রভু নরোত্তম বলি,
কাঁদিয়া ধূলায় লোটাইব।।

(২)—ভাটিয়ারী

জয় রে জয় রে জয়, ঠাকুর শ্রীনরোত্তম,
প্রেমভকতি মহারাজ।
যাঁকে মন্ত্রী, অভিন্ন কলেবর,
রামচন্দ্র কবিরাজ।।
প্রেম মুকুটমণি, ভূষণ ভাবাবলী,
অঙ্গহিঁ অঙ্গ বিরাজ।
নৃপ আসন, খেতরী মাহা বৈঠত,

সঙ্গহিঁ ভকত সমাজ।।

সনাতন-রূপ কৃত, গ্রন্থ শ্রীভাগবত,
অনুদিন করত বিচার।
রাধা মাধব, যুগল উজ্জ্বলরস,
পরমানন্দ সুখসার।।
শ্রীসঙ্কীর্ত্তন, বিষয়রস উনমত,
ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহি জান।
যোগ জ্ঞান ব্রত, আদি ভয়ে ভাগবত,
রোয়ত করম গেয়ান।।
ভাগবত শাস্ত্রগণ, যো দেই ভকতিধন,
তাক গৌরব করু আপ।
সাংখ্য মীমাংসক, তর্কাদিক যত,
কম্পিত দেখি পরতাপ।।
অভিকত চৌর, দূরাহিঁ ভাগি রহু,
নিয়ড়ে নাহি পরকাশ।
দীন হীন জনে, দেয়াল ভকতি ধনে,
বঞ্চিত গোবিন্দ দাস।।

(৩)—যথা রাগ

নরে নরোত্তম ধন্য, গ্রন্থকার-অগ্রগণ্য,
অগণ্য পুণ্যের একাধার।
সাধনে সাধক শ্রেষ্ঠ, দয়াতে অতি গরিষ্ঠ,
ইষ্টপতি ভক্তি চমৎকার।।
চন্দ্রিকা পঞ্চম(১) সার, তিন মণি(২) সারাৎসার,
গুরুশিষ্য-সংবাদ পটল(৩)।
ত্রিভুবনে অনুপাম, "প্রার্থনা" গ্রন্থের নাম,
'হাট-পত্তন' মধুর কেবল।।

রচিলা অসংখ্য পদ, হৈয়া ভাবে গদগদ,
কবিত্বের সম্পদ সে সব।
যেবা শুনে যেবা পড়ে, যেবা তাহা গান করে,
সেই জানে পদের গৌরব।।
সদা সাধু-মুখে শুনি, শ্রীনিত্যানন্দ আসি পুনি,
নরোত্তম রূপে জনমিলা।
নরোত্তম গুণাধার, বল্লভে করহ পার,
জলেতে ভাসাও পুনঃ শিলা।।

শ্রীশ্যামানন্দ গোস্বামী প্রভুর সূচক

(আষাঢ় মাসের কৃষ্ণপক্ষ প্রতিপদ)

(১) কামোদ।

ও মোর পরাণ বন্ধু, শ্যামানন্দ সুখসিন্ধু,
সদাই বিহ্বল গোরা গুণে।
গৃহ পরিহরি দূরে, আনন্দে অম্বিকাপূরে,
আইলেন প্রভুর ভবনে।।
হৃদয়চৈতন্যে দেখি, অঝোরে ঝরয়ে আঁখি,
ভূমিতে পড়য়ে লোটাইয়া।

---

(১) প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা সিদ্ধ প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা, সাধ্য প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা সাধনভক্তি চন্দ্রিকা ও চমৎকার চন্দ্রিকা।

(৫)সূর্য্যমণি, চন্দ্রমণি ও প্রেমভক্তি চিন্তামণি।—(৬)উপাসনা পটল।

শিরে ধরি সে চরণ, করি আত্ম সমর্পণ,
এক ভিতে রহে দাঁড়াইয়া।।
দেখি শ্যামানন্দ রীত, ঠাকুর করিয়া প্রীত,
নিকটে রাখিয়া শিষ্য কৈল।
করি অনুগ্রহ অতি, শিখাইয়া ভক্তি রীতি,
নিতাই চৈতন্যে সমর্পিল।।
কতক দিবস পরে, পাঠাইতে ব্রজপুরে,
শ্যামানন্দ ব্যাকুল হইলা।
প্রভু নিতাই চৈতন্য, শ্যামানন্দে কৈলা ধন্য,
যাত্রাকালে আজ্ঞা মালা দিলা।।
শ্যামানন্দ পথে চলে, ভাসয়ে আঁখির জলে,
সোঙরিয়া প্রভুর গুণগণ।
একাকী কতেক দিনে, প্রবেশিলা বৃন্দাবনে,
বহু তীর্থ করিয়া ভ্রমণ।।
দেখিয়া শ্রীবৃন্দারণ্য, আপনা মানয়ে ধন্য,
আনন্দে ধরিতে নারে থেহা।
সিক্ত হৈয়া নেত্র জলে, লোটায় ধরণী তলে,
বিপুল পুলকময় দেহা।।
গিয়া গিরি গোবর্দ্ধনে, কৈল যা আছিল মনে,
শ্রীরাধাকুণ্ডের তটে আসি।
প্রেমায় বিহ্বল হৈলা, দেখি অনুগ্রহ কৈলা,
শ্রীদাস-গোঁসাই গুণরাশি।।
শ্রীজীব নিকটে গেলা, নিজ পরিচয় দিলা,
তেঁহো কৃপা কৈলা বাৎসল্যেতে।

যেবা মনোরথ ছিল, তাহা যেন পূর্ণ হৈল,
হৃদয়চৈতন্য কৃপা হৈতে।।
ভ্রমিলা দ্বাদশ বন, কৈলা গ্রন্থ অধ্যয়ন,
হৈলা অতি নিপুণ সেবায়।
শ্রীগৌড় অম্বিকা হৈয়া, রহিলা উৎকলে গিয়া,
শ্রীগোস্বামিগণের আজ্ঞায়।।
পাষণ্ড-অসুর গণে, মাতাইলা গোরা-গুণে,
কারে বা না কৈলা ভক্তি দান।
অধর আনন্দে ভাসে, শ্যামানন্দ-কৃপালেশে,
কেবা না পাইল পরিত্রাণ।।
কে জানিবে তাঁর তত্ত্ব, সদা সঙ্কীর্ত্তনে মত্ত,
অবনীতে বিদিত মহিমা।
নিজ-পরিকর-সঙ্গে, বিলসে পরম রঙ্গে,
উৎকলে সুখের নাহি সীমা।।
যে বারেক দেখে তাঁরে, সে ধৃতি ধরিতে নারে,
কিবা সে মুরতি মনোহরা।
নরহরি কহে কভু, রসিকানন্দের প্রভু,
হবে কি এ নয়ন-গোচর।।

(২)—যথা রাগ

জয় প্রভু শ্যামানন্দ করুণা নিধান।
হেন প্রভু কোথা গেল ক'রে অন্তর্ধান।।
হেন প্রভু কোথা গেলা না দেখিয়ে আর।

এবে শূন্য হ'ল মোর সকল সংসার।

কে মোরে করিবে দয়া বাৎসল্য করিয়া।
কার সঙ্গে দেশে দেশে বুলিব ভ্রমিয়া।।
কার সঙ্গে করিব আর তীর্থ-পর্য্যটন।
কে মোরে লইয়া যাবে শ্রীবৃন্দাবন।।
আর না দেখিব সে চরণ দুখানি।
এত বলি রসিকানন্দ লোটায় ধরণী।।
রসিকের অনুরাগ কহনে যায়।
যাঁর অনুরাগ শুনি পাষাণ মিলায়।।
মোরে দয়া কর প্রভু শ্যামানন্দ রায়।
দয়ার ঠাকুর তুমি ত্রিভুবনে গায়।।

দেখত ঝুলত, গৌরচন্দ্র, অপরূপ দ্বিজ মনিয়া।
বিবিধ অবধি, রূপ নিরুপম, কষিত কাঞ্চন জিনিয়া।।
ঝুলাওত কত, ভক্তবৃন্দ, গৌরচন্দ্র বেড়িয়া।
আনন্দে সঘন, জয়জয় রব, উথলে নগর নদীয়া।।
নয়নকমল, মুখ নিরমল, শরদ চাঁদ জিনিয়া।
নগরের লোক, ধায় একমুখ, হরি হরি ধ্বনি শুনিয়া।।
ধন্য কলিযুগ, গোরা অবতার, সুরধ্বনি ধনি ধ্বনিয়া।
গোরাচাঁদ বিনে, আন নাহি মানে, বাসু ঘোষ কহ জানিয়া।।
দেখ দেখ ঝুলত গৌর কিশোর।
ঝুলে রসময় গৌর কিশোর রে।
কতই রঙ্গে ঝুলে হিন্দোলা পরি রঙ্গে।।
গদাধরের সঙ্গে গৌরাঙ্গ ঝুলে।

সুরধ্বনি তীরে আজু গৌর কিশোর।।
ঝুলন রঙ্গরসে পহুঁ হৈল ভোর।
ঝুলে রসময় গৌর কিশোর রে।।

ঝুলত শ্যাম, গৌরীবাস, আনন্দে রঙ্গ মাতিয়া।
ঈষত হসিত, রভসকেলি, ঝুলায়ত কত সখিনী মেলি।
গাওত কত ভীতিয়া।।
হেম মনি যুতবর, হিণ্ডোর রচিত, কুসুম গন্ধে ভোর।
পড়ত ঝমর পাঁতিয়া।।
নবীন লতায়, জড়িত ডাল, বৃন্দা বিপিন শোভিত ভাল।
চাঁদ উজোর রাতিয়া।।
নবঘন তনু দোলয়ে শ্যাম, রাই সঙ্গে ঝুলত বাম।
তড়িত জড়িত কাঁতিয়া।।
তারামণি যুত চন্দ্রহার ঝুলিতে দুলিতে গলে দোঁহা।
হিলন দুহুক গাঁতিয়া।।
ধিধি কটা ধিয়া তথৈয়া বোল বাজে মৃদঙ্গ মোহন রে।
তিতিনা তিত্তিনা তাতিয়া।।
ভেদ পড়ল গ্রামপুর ক্ষীর শবদ জিত সুর।
বরণ নাহিক যাতিয়া।।
মণি আভরণ কিকিনী বক্ষ, ঝুলনে বাজয়ে ঝুনুর ঝঙ্ক।
ঝন ঝন ঝন ঝাঁতিয়া।।
রাধামোহন চরণে আশ, কেবল ভরসা উদ্ধব দাস
রচিত পুরিত ছাতিয়া।।

বসন্ত কীর্ত্তন

দেখ দেখ অপরূপ গৌরাঙ্গের লীলা
ঋতু বসন্তে, সকল প্রিয়গণ মেলি
সুরধনী তীরে চলিলা।
একদিকে গদাধর, সঙ্গে স্বরূপ দামোদর
বাসু ঘোষ গোবিন্দাদি মেলি।
গৌরীদাস আদিকরিচন্দন, পিচকাভরি,
গদাধরের অঙ্গে দেয় ফেলি।
স্বরূপ নিজগণ সাথে আবির লইয়া হাতে
সঘনে ফেলায় গোরা রায়।
গিরীদাস খেলি খেলি
গৌরাঙ্গ জিতল বলি
করতালি দিয়া আগে ধায়।
হাঁসিয়া স্বরূপ কয়, হারিল গৌরাঙ্গ রায়
জিতল আমার গদাধর।
কক্ষতালি দিয়া কহে, নাচে গায়ে উর্দ্ধ বাহু
এ দাস মোহন মনোহর।

বসন্তের গান

বসন্ত রাগ

ললিত-লবঙ্গলতা-পরিশীলন-কোমল-মলয়-সমীরে।
মধুকর-নিকর করম্বিত-কোকিল-কূজিত-কুঞ্জ-কুটীরে।।
বিহরতি হরিরিহ সরস বসন্তে।
নৃত্যতি-যুবতি-জনেন সমংসখি। বিরহি-জনস্য দুরন্তে।।

উন্মদ মদন-মনোরথ-পথিক বধূজন-জনিত-বিলাপে।
অলিকুল সঙ্কুল-কুসুম-সমূহ-নিরাকুল-বকুল কলাপে।
মৃগমদ সৌরভ রভস বংশবদ-নবদল-মাল-তমালে।
যুবজন-হৃদয়-বিদারণ মনসিজ-নখ-রুচি-কিংশুক-জালে।।
মদন মহীপতি কনকদণ্ড রুচি কেশর কুসুম বিকাশে।
মিলিত-শিলী-মুখ-পাটলি-পটল কৃত-স্মর-তূণ-বিলাসে।।
বিগলিত লজ্জিত জগদবলোকন তরুণ করুণ কৃতহাসে।
বিরহি-নিকৃন্তন কুন্ত মুখাকৃতি কেতকি দন্তুরিতাংশ।।
মাধবিকা পরিমল ললিতে নব মালিকয়াতি সুগন্ধৌ।
মুনি মনসামপি মোহনকারিণি তরুণা কারণ-বন্ধৌ।।
স্ফুরদতি মুক্তলতা পরিরম্ভণ পুলকিত মুকুলিত চূতে।
বৃন্দাবন-বিপিনে পরিসর পরিগত-যমুনা জল পূতে।।
শ্রীজয়দেব-ভণিতমিদ মুদয়তি হরি-চরণ স্মৃতি-সারম্।
সরস-বসন্ত সময়-বন-বর্ণনমনুগত-মদনবিকারম্।।

হোরী লীলা কীর্ত্তন

খেলত ফাগু বৃন্দাবন চাঁদ
ঋতুপতি পাত মনমথ মনমথ ফাঁদ।।
সুন্দরীগণে করু মণ্ডলী সাজ।
রঙ্গিনী প্রেমে তরঙ্গিণী সাজ।।
আগে ফাগু দেওল সুন্দরী নয়ানে।
অবসরে নাগর চুম্বই বয়ানে।।
চকিত চন্দ্রমুখী সহচরী গহনে।
ধাই ধরল গিরধারীক বসনে।।

তরল নয়ানী তুরিতে এক যাই।
কর সত্র কাড়ি মুরলি লেই ধায়।।
ঘন করতালি ভালিরে ভালি কোল।
হো হো হোরি তুমুল উতরোল।।
অরুণ তরুণ তরু অরুণহি ধরণী।
স্থল জলচর ভেল সবে এক বরণী।।
অরুণহি নীর অরুণ অরবিন্দ।
অরুণ হৃদয়ে ভেল দাস গোবিন্দ।।
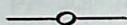
হোরী লীলা কীৰ্ত্তন

ফাগু খেলত বর নাগর রায়।
রাধা রঙ্গিনী বহুবিধ গায়।।
হাসি হাসি সুন্দরী মনমথ রঙ্গে।
ফাগুলেই ডাবই নাগর অঙ্গে।।
রসে ধস ধস তনু আধ আধ হেরি।
চুয়া চন্দন গন্ধ দেই বেরি বেরি।।
চপল নাগর কুচ পরশল থোরি।
চমকি চমকি মুখ রহলহি মোরে।।
ততে ফাগু দেওল লোচন জোর।
মুদলি ধনি দুটি নয়ন চকোর।।
অধবহি চুম্বন করু কত কান।
গোবিন্দ দাস দুহুঁক গুণ গান।।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মলীলা

ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথি সুভগ সকলি।
জনম লভিলা গোরা পড়ে হুলাহুলি।।
অম্বরে অম্বর সবে ভেলে উন্মুখ।
জনম লভিয়া গোরা যাবে সব দুঃখ।।
শঙ্খ দুন্দুভি বাজে পরম হরিছে।
জয়ধ্বনি সুর কুল কুসুম বরিষে।।
জগভরি হরিধ্বনি উঠে ঘনে ঘনা।
আবাল বনিতাদি নরনারীগণা।।
শুভক্ষণ জানি গোরা জনম লভিল।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন উদয় করিল।।
সেই কালে চান্দে রাহু করিলা গ্রহণ।
হরি হরি ধ্বনি উঠে ভরিয়া ভূবন।।
দীন দীন উদ্ধার হইবে ভেল আশ।
দেখিয়া আনন্দে ভাসে জগন্নাথ দাস।।
জয় জয় কলরব নদীয়া নগরে।
জনম লভিলা গোরা শচীর উদরে।।
ফাল্গুণী পূর্ণিমা তিথি নক্ষত্র ফাল্গুনী।
শুভক্ষণে জনমিলা গোরা দ্বিজমণি।।
পূর্ণিমার চন্দ্র জিনি কিরণ প্রকাশ।
দূরে গেল অন্ধকার পাইল নৈরাশ।।
দ্বাপরে নন্দের ঘরে কৃষ্ণ অবতার।

যশোদা উদরে জন্ম বিদিত সংসারে।।

শচীর উদরে এবে জনম নদীয়াতে।
কলিযুগের জীব সব নিস্তার করিতে।।
বাসুদেব ঘোষ কহে মনে করি আশা।
গৌর পদ দ্বন্দ্ব মনে করিয়া ভরসা।

—০—
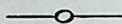
নদীয়া উদয় গিরি, পূর্ণচন্দ্র গৌর হরি,
কৃপা করি করিলা উদয়।
পাপতম হইল নাশ, ত্রিজগতের উল্লাস,
জগভরি হরিধ্বনি হয়।।
হেনকালে নিজালয়ে, উঠিয়া অদ্বৈত রায়,
নৃত্য করে আনন্দিত মনে।
হরিদাস লৈয়া সঙ্গে, হুঙ্কার গর্জ্জন রঙ্গে,
কেন নাচে কেহ নাহি জানে।।
দেখি উপরাগ রাশি, শীঘ্র গঙ্গা ঘাটে আসি,
আনন্দে করিলা তাহে স্নান।।
পাইয়া উপরাগ ছলে, আপনার মন বলে,
ব্রাহ্মণেরে করে নানা দান।।
জগত আনন্দময়, দেখি মান সবিস্ময়,
ঠারে ঠোরে কহে হরিদাস।
তোমার ঐচ্ছন রঙ্গ, মোর মন পরসন্ন,
বুঝি কিছু কার্য্য আছে ভাষ।।
আচার্য্য রত্ন শ্রীবাস, হইল মনে সুখোল্লাস,
যাই স্নান করে গঙ্গাজলে।

আনন্দে বিহ্বল মন, করে হরি সংকীর্ত্তন,
নানা দান কৈল মনোবলে।।
এইমত ভক্ত অতি, যার যেই দেশে স্থিতি,
তাহা তাহা পাই মনোবলে।
নাচে করে সংকীর্ত্তন, আনন্দে বিহ্বল মন,
দান করে গ্রহণের ছলে।।

—o—
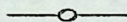
ভূবন মঙ্গল অবতার শ্রীগৌরাঙ্গ আমার।
কলিযুগ বারণ মদ বিনি বারণ রে।।
হরিধ্বনি জগত বিথায় গৌরাঙ্গ আমার।
পুলকে বলিত অতি ললিত হেমতনু রে।।
অনুক্ষণ নটন বিভোর গৌরাঙ্গ আমার।
কত অনুভব অবধি না পাইয়ে রে।।
প্রেম সিন্ধু নয়ন হিলোর গৌরাঙ্গ আমার।
নিজ রসে ভাসে হাসে ক্ষণে রোবত রে।।
আকুল গদ্‌গদ বোল গৌরাঙ্গ আমার।
প্রেম ভরে গর গর নাচিছে আপন পরবে।।
পতিত জনেরে দেয়ে কোল গৌরাঙ্গ আমার।
প্রেম সুধা সায়রে মগন সুরা সুররে।।
দিন রজনী নাহি জান গৌরাঙ্গ আমার।
গোবিন্দ দাস সিন্ধু মাগি রোবতরে।

শ্রীবল্লব পরমাণ গৌরাঙ্গ আমার।।

—o—

বিশ্বম্ভর চরণে আমার নমস্কার।
নবঘন পীতাম্বর বসন যাঁহার।।
শচীর নন্দন পায়ে মোর নমস্কার।
নবগুঞ্জা শিখি পুচ্ছ ভূষণ যাহার।।
গঙ্গাদাস শিষ্যপদে মোর নমস্কার।
কোটী চন্দ্র জিনি রূপ বদন যাহার।।
বনমালা করে দধি ওদন যাহার।
জগন্নাথ পুত্র পায় মোর নমস্কার।
শৃঙ্গ বেত্র বেণু চিহ্ন ভূষণ যাহার।।
সেই তুমি তোমার চরণে নমস্কার।।
ব্রহ্মা স্তবে স্তুতি করে প্রভুর চরণে।
স্বচ্ছন্দে বলয়ে যত আইসে বদনে।।
চারি বেদে ঘোষে যারে নন্দের কুমার।
সেই তুমি তোমার চরণে নমস্কার।।
তুমি বিষ্ণু, তুমি কৃষ্ণ, তুমি যজ্ঞেশ্বর।
তোমার চরণোদকে গঙ্গা তীর্থবর।।
জানকী জীবন তুমি, তুমি নরসিংহ।
মৎস্য কচ্ছপ বরাহ বামন তুমি হও।।

—o—

যদি গৌর না হ'ত কিমনে হইত
কেমনে ধরিতাম দে।
শ্রীরাধার মহিমা প্রেমরস (রসসিন্ধু) সীমা
জগতে জানাত কে।।

মধুর বৃন্দা বিপিন মাধুরী
প্রবেশ চাতুরী সার।
বরজ যুবতী ভাবের ভকতি
শকতি হইত কার।।
গাও গাও পুনঃ শ্রীগৌরাঙ্গের গুণ
সরল করিয়া মন।।
ভেবে দেখ ভাই ত্রিভুবন মাঝে
(এমন) দয়াল নাহি কোন জন।।
গৌরাঙ্গ বলিয়া না গেলাম গলিয়া
কেমন ধরিতাম দে।
বাসুদেব হিয়া না জানি পাষাণ দিয়া
কেমনে গড়িয়াছে সে।।.
গড়েছে কেমন বিধি।
কান্দে মোর পরানি নিশিদিন গোরা প্রেমে।
কোথায় গেলে গোরা পাব।।
নদীয়ায় গোরা হারা আর কে আছে।।

—o—
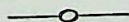
ওহে প্রেমের ঠাকুর গোরা।
প্রাণের যাতনা কিবাকর নাথ
হয়েছে আপন হারা।।
কি আর বলিব কি কার্য্যের তরে
এনেছিল নাথ জগতে আমারে।
এতদিন পরে কহিতে সে কথা
খেদে দুঃখে হই সারা।।

তোমার ভজনে না জন্মিল রতি
জড় মোহে মত্ত অতি দূরমতি।
বিষয়ির কাছে থেকে থেকে আমি
হইল বিষয়ি পারা।।
কে আমি কেন যে এসেছি এখানে
একথা কখন নাহি ভাবি মনে।
কখন ভোগের কখন ত্যাগের
ছলনায় মন নাচে।।
শ্রীগুরু কৃপায় ভেঙ্গেছে স্বপন
বুঝেছি এখন তুমিত আপন।
তব নিজজন পরম বান্ধব
সংসার কারাগারে।।
আন না ভজিব ভক্ত পদবিনু
রাতুল চরণে শরণ লইনু।
উদ্ধার, নাথ মায়াজাল হৈতে
এ দাসেরে কেশে ধরি।।
পাতকিরে তুমি কৃপা কর নাকি
জগাই মাধাই ছিল সে পাতকি।
তাহাতে জেনেছি প্রেমের ঠাকুর
পাতকেও তার তুমি।।
আমি ভক্তি হীন দীন অকিঞ্চন
অপরাধি শিরে দেহ দুচরণ।
তোমার অভয় শ্রীচরণে চির
শরণ লইনু আমি।।

অবতার সার গোরা অবতার
কেন না ভজিলি তাঁরে।
করি নীরে বাস গেল না পিয়াস
আপন করম ফেরে।।
কণ্টকের তরু সদাই সেবিলি মন
অমৃত পাইবার আসে।
প্রেম কল্পতরু শ্রীগৌরাঙ্গ আমার
তাহারে ভাবিলি বিষে।।
সৌরভের আসে পলাশ শুঁকিলি (মন)
নাশাতে পশিল কীট।
ইক্ষুদণ্ড ভাবি কাঠ চুষিলি (মন)
কেমনে পাইবি মিষ্ট।।
হার বলিয়া গলায় পরিলি (মন)
শমন কিঙ্কর সাপ।
শীতল বলিয়া আগুন পোহালি (মন)
পাইল বজর তাপ।।
সংসার ভজিলি শ্রীগৌরাঙ্গ ভুলিলি
না শুনিলি সাধুর কথা।
ইহ পরকাল দুকাল খোয়ালি (মন)
খাইলি আপন মাথা।।

—o—

কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু দয়া কর মোরে।
তোমা বিনা কে দয়ালু জগৎ সংসারে।।

পতিত পাবন হেতু তব অবতার।
মো সম পতিত প্রভু না পাইবে আর।।

হাহা প্রভু নিত্যানন্দ প্রেমানন্দ সুখি।
কৃপাবলোকন কর আমি বড় দুঃখী।।
দয়া কর সীতাপতি অদ্বৈত গোঁসাই।
তব কৃপা বলে পাই চৈতন্য গোঁসাই।।
হাহা স্বরূপ সনাতন রূপ রঘুনাথ।
ভট্ট যুগ শ্রীজীব হা প্রভু লোকনাথ।।
দয়া কর শ্রীআচার্য্য প্রভু শ্রীনিবাস।
রামচন্দ্র সঙ্গ মাগে নরোত্তম দাস।।

—o—

গৌরাঙ্গের দুটি পদ যার ধন সম্পদ
সে জানে ভকতি রস সার।
গৌরাঙ্গের মধুর লীলা যার কর্ণে প্রবেশিলা
হৃদয় নির্ম্মল ভেল তার।।
যে গৌরাঙ্গের নাম লয় তার হয় প্রেমোদয়
তারে মুঞি যাই বলি হরি।
গৌরাঙ্গ গুণেতে ঝুরে নিত্যলীলা তার স্ফুরে
সে জন ভকতি অধিকারী।।
গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে নিত্য সিদ্ধ করি মনে
সে যায় ব্রজেন্দ্র সুত পাশ।
শ্রীগৌড় মণ্ডল ভূমি যে বা জানে চিন্তামণি
তার হয় ব্রজ ভূমে বাস।।
গৌর প্রেম রসার্ণবে সে তরঙ্গে যেবা ডুবে
সে রাধামাধব অন্তরঙ্গ।

গৃহে বা বনেতে থাকে হা গৌরাঙ্গ বলে ডাকে
নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ।।

—o—

গোরা পহুঁ না ভজিয়া মৈলু।
প্রেম রতন ধন হেলায় হারাইলু।।
অধনে যতন করি ধন তেয়াঁ গিলু।
আপন করম দোহে আপনি ডুবিলু।।
সৎসঙ্গ ছাড়ি কৈলু অসতে বিলাস।
তে কারণে লাগিল যে কর্ম্মবন্ধ ফাঁস।।
বিষম বিষয় বিষ সতত খাইলু।
গৌর কীর্ত্তন রসে মগন না হৈলু।।
কেন বা আছয়ে প্রাণ কি সুখ পাইয়া।
নরোত্তম দাস কেনে না গেল মরিয়া।।

—o—
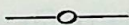
গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর।
হরি হরি বলিতে নয়নে বহে নীর।।
আর কবে নিতাই চান্দের করুণা হইবে।
সংসার বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে।।
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন।
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন।।
রূপ রঘুনাথ পদে হইবে আকুতি।
কবে হাম বুঝব সে যুগল পীরিতি।।
রূপ রঘুনাথ পদে রহু মোর আশ।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তম দাস।।

—o—

জয় জয় সর্ব্ব প্রাণনাথ বিশ্বম্ভর।
জয় জয় গৌরচন্দ্র করুণা সাগর।।
জয় জয় ভকত বচন সত্যকারী।
জয় জয় মহাপ্রভু মহা অবতারী।।
জয় জয় সিন্ধুসুতা রূপ মনোরম।
জয় জয় শ্রীবসে কোশুভ বিভূষণ।।
জয় জয় নিজ ভক্তি গ্রহণ বিলাস।
জয় জয় মহাপ্রভু অনন্ত শয়ন।
জয় জয় জয় সর্ব্ব জীবের শরণ।।

—o—
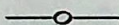
শ্রীমন্নদ্বীপ কিশোর কৃষ্ণ।
স্বানন্দ বিশ্বম্ভর ভক্তভাব।।
হা শ্রীশচীনন্দন প্রেম দাতা।
প্রসীদ হে বিষ্ণু প্রিয়ে শ গৌর।।
শ্রীকৃষ্ণ গোপাল হরে মুকুন্দ।
গোবিন্দ হে নন্দকিশোর কৃষ্ণ।।
হা শ্রীযশোদা তনয় প্রসীদ।
শ্রীবল্লভি জীবন রাধিকেশ।।

—o—
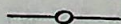
শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জন্মলীলা

রাঢ়দেশ নাম, একচক্রা গ্রাম, হাড়াই পণ্ডিত ঘর।
শুভ মাঘ মাসি, শুক্লাত্রয়োদশী, জনমিলা হলধর।।
হাড়াই পণ্ডিত, অতি হরষিত, পুত্র মহোৎসব করে।

ধরণী মণ্ডল, করে টলমল, আনন্দে ভুবন ভরে।।

শান্তিপুর নাথ, মনে হরষিত, করে কিছু অনুমান।
অন্তরে জানিয়া বুঝি জনমিলা কৃষ্ণের অগ্রজ রাম।।
বৈষ্ণবের মন হইল পরসন্ন, আনন্দ সাগরে ভাসে।
এ দীন পামর হইবে উদ্ধার, কহে দুঃখী কৃষ্ণ দাসে।।

—o—
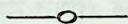
নিতাই পদ কমল কোটি চন্দ্র সুশীতল
যে ছায়া জগত জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই
দৃঢ় করি ধর নিতাইর পায়।।
সে সম্বন্ধ নাহি যার বৃথা জন্ম গেল তার
সেই পশু বড় দুরাচার।
নিতাই না বলিল মুখে মজিল সংসার সুখে
বিদ্যাকুলে কি করিবে তার।।
অহঙ্কারে মত্ত হইয়া নিতাই পদ পাশরিয়া
অসত্যেরে সত্য করি মানি।
নিতাইর করুণা হবে ব্রজে রাধা কৃষ্ণ পাবে
ধর নিতাই চরণ দুঃখানি।।
নিতাইর চরণ সত্য তাহার সেবক নিত্য
নিতাই পদ সদা কর আশ।
নরোত্তম বড় দুঃখী নিতাই মোরে কর সুখী
রাখ রাঙ্গা চরণের পাশ।।

—o—
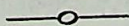
নিতাই গুণমণি আমার নিতাই গুণমণি।
আনিয়া প্রেমের বন্যা ভাসাল অবনী।।
প্রেমের বন্যা লইয়া নিতাই আইলা গৌর দেশে।
ডুবিল ভকত জন দীন হীন ভাসে।।
দীন হীন পতিত পামর নাহি বাছে।
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ প্রেম সবাকারে যাছে।।
আবদ্ধ করুণাসিন্ধু নিতাই কাটিয়া মুহান।
ঘরে ঘরে বুলে প্রেম অমিয়ার বান।।
লোচন বোলে হেন নিতাই যে বা না ভজিল।
জানিয়া শুনিয়া সেই আত্মঘাতী হইল।।

—o—
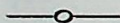
জয় জয় নিত্যানন্দ রোহিনীকুমার।
পতিত উদ্ধার লাগি দুবাহু পসার।।
গদ গদ মধুর মধুর আধ বোল।
যারে দেখে তারে প্রেমে ধরি দেই কোল।।
ভগ মন লোচন ঘুরয়ে নিরন্তর।
সোনার কমলে যেন ফিরয়ে ভ্রমর।।
দয়ার ঠাকুর নিতাই পর দুঃখ জানে।
হরি নামের মালা গাঁথি দিল জগজনে।।
পাপ পাষণ্ডী যত করিল দলন।
দীন হীন জনে কৈলা প্রেম বিতরণ।।
হা হা গৌরাঙ্গ বলি পড়ে ভূমিতলে।

শরীর ভিজিল নিতাইর নয়নের জলে।।
বৃন্দাবন যাব মনে এই বিচারিল।
ধরণী উপরে কিবা সুমেরু পড়িল।।

—পদকল্পতরু

—০—
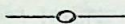
শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর জন্মলীলা কীর্ত্তন

জয় জয় অদ্বৈত আচার্য্য মহাশয়।
অবতীর্ণ হইলা জীবে হইয়া সদয়।।
মাঘ মাস শুক্লাপক্ষ সপ্তমী দিবসে।
শান্তিপুরে আসি প্রভু হইলা প্রকাশে।।
সকল মহান্ত মাঝে আগে আগুয়ান।
শিশুকালে থুইলা পিতা কমলাক্ষ নাম।।
কলিকালসর্প জীবে করিয়া গরাস।
দেখিয়া করুণা করি হইলা প্রকাশ।।
কুবের পণ্ডিতের ঘরে আনন্দ বধাই।
নাচিতে লাগিলা পণ্ডিত পুত্র মুখ চাই।।
শিব নাচে ব্রহ্মা নাচে আর নাচে ইন্দ্র।
কুবের পণ্ডিত নাচে হইয়া আনন্দ।।
দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘোল অঙ্গনে ঢালিয়া।
আনন্দে নাচয়ে সবে চাঁদ মুখ চাইয়া।।
চাঁদ নাচে সূর্য্য নাচে আর নাচে তারা।
পাতালে বাসুকী নাচে হইয়া বিভোরা।।
আনন্দ হইল বড় আনন্দ হইল।
এ দাস বৈষ্ণবের মন ডুবিয়া রহিল।।

—০—

বন্দিব অদ্বৈতাচার্য্য, যে আনিল গৌরচন্দ্র।
জয় জয় অদ্বৈত আচার্য্য দয়াময়।
যাহার হুহুঙ্কারে গৌর অবতার হয়।।
প্রেম দাতা সীতানাথ করুণা সাগর।
যাঁর প্রেম রসে আইলা গৌরসুন্দর।।
যাহারে করুণা করি কৃপা দৃষ্টে চায়।
প্রেমাবেশে সেজন চৈতন্য গুণ গায়।।
তাঁহার চরণে যেবা লইয়া শরণ।
সেজন পাইলা গৌর প্রেম মহাধন।।
এমন দয়ার নিধি কেনে না ভজিলু।
লোচন বলে নিজ মাথে বজর পাড়িলুঁ।।

—পদ কল্পতরু

—০—

শ্রীশ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর জন্মলীলা

শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর এই জন্মলীলা তদীয় জন্মদিন মাঘী শুক্লা সপ্তমীতে অবশ্য কীর্ত্তনীয় বা পাঠ্য

(১)—সিন্ধুড়া

এ তিন ভুবন মাঝে অবনীমণ্ডল সাজে
তাহে পুন অতি অনুপাম।
শোক দুঃখ তাপত্রয় যার নামে শান্ত হয়
হেন সেই শান্তিপুর গ্রাম।।
কুবের পণ্ডিত তায় শুদ্ধ-সত্ত্ব দ্বিজরায়
নাভাদেবী তাঁহার গৃহিণী।

শান্তিপুরে করে স্থিতি কৃষ্ণ-পূজা করে নিতি
ভক্তিহীন দেখিয়া অবনী।।
কলি-হত জীব দেখি মনোদুঃখ পায় অতি
ভক্ত্যে আরাধয়ে ভগবান্।
সেই আরাধন কাজে নাভাদেবী-গর্ভ মাঝে
মহাবিষ্ণু হৈলা অধিষ্ঠান।।
মাঘ মাস শুভক্ষণে শুক্লা সপ্তমী দিনে
অবতীর্ণ হইলা মহাশয়।
দেখিয়া পণ্ডিত অতি হৈলা হরষিত মতি
নয়নে আনন্দ ধারা বয়।।
আচম্বিতে জগজনে আনন্দ পাইলা মনে
কি লাগিয়া কেহ নাহি জানে।
এ বৈষ্ণব দাসে বলে উদ্ধার হইবে হেলে
পতিত পাষণ্ডী দীনহীন।।

—o—
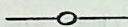
হরি হে দয়ালু মোর জয় রাধানাথ।
বার বার এইবার লহ নিজ সাথ।।
বহু যোনি ভ্রমিলাম লইনু শরণ।
নিজগুণে কৃপা কর অধম তারণ।।
জগত কারণ তুমি জগত জীবন।
তোমা ছাড়া কার নাই হে রাধারমণ।।
ভুবন মঙ্গল তুমি ভুবনের পতি।
তুমি উপেক্ষিলে নাথ কি হইবে গতি।।
ভাবিয়া দেখিলু এই সংসারে মাঝারে।
তোমা বিনা কেহ নাই এ দাসে উদ্ধারে।।

—o—
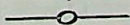
ভজহুঁরে মন, শ্রীনন্দ নন্দন, অভয় চরণারবিন্দরে।
দুর্ল্লভ মানব, জনম সৎসঙ্গে, তরহ এ ভবসিন্ধুরে।।
শীত আতপ, বাত বরিষণ, এদিন যামিনী জাগিরে।
বিফলে সেবিনু, কৃপণ দুরজন, চপল সুখলব লাগিরে।।
এ ধন যৌবন, পুত্র পরিজন, ইথে কি আছে পরতীতিরে।
কমল দলজল জীবন টলমল ভজহুঁ হরিপদ নিতিরে।।
শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ বন্দন, পাদ সেবন, দাস্যরে।
পূজন, সখীজন, আত্মনিবেদন, গোবিন্দদাস অভিলাষ রে।।

—o—
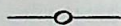
হরি বলব আর মদন মোহন হেরব গো।
এইরূপে ব্রজের পথে চলব গো।।
যাব গো ব্রজেন্দ্রপুর হব গো-পিকা নূপুর।
তাঁদের চরণে মধুর মধুর বাজব গো।।
বিপিনে বিনোদ খেলা সঙ্গেতে রাখাল মেলা।
চাঁন্দের চরণ ধূলা মাখব গো।
রাধা কৃষ্ণের রূপ মাধুরী হেরব দু নয়ন ভরি।
নিকুঞ্জের দ্বারে দ্বারী হইব গো।।
তোমরা সবে ব্রজবাসি পুরাও আমার অভিলাষি।।
আর কবে শ্রীকৃষ্ণের বংশী শুনব গো।।
এই দেহ অন্তিমকালে রাখব শ্রীযমুনা জলে।
জয় রাধা গোবিন্দ বলে ভাসব গো।
কহে নরোত্তম দাস না পূরিল অভিলাষ।
আর কবে ব্রজবাস করব গো।।

হরি হরি কি মোর করম গতি মন্দ।
ব্রজে রাধা কৃষ্ণপদ না ভজিনু তিল আধ
না বুঝিলু রাগের সম্বন্ধ।।
স্বরূপ, সনাতন, রূপ রঘুনাথ ভট্টযুগ
ভূগর্ভ, শ্রীজীব লোকনাথ।
ইহা সভার পাদপদ্ম না সেবিনু তিল আধ
আর কিসে পুরিবেক সাধ।।
কৃষ্ণদাস কবিরাজ রসিক ভকত মাঝ
যেঁহো কৈল চৈতন্যচরিত।
গৌর-গোবিন্দ-লীলা শুনিতে গলয়ে শিলা
তাহাতে না হৈল মোর চিত।।
সে সব ভকত সঙ্গ যে করিল তার সঙ্গ
তার সঙ্গে কেনে নহিল বাস।
কি মোর দুঃখের কথা জনম গোঙানু বৃথা
ধিক্ ধিক্ নরোত্তম দাস।।

—o—
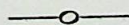
হরি হরি। বিফলে জনম গোঙাইনু।
মনুষ্য জনম পাইয়া রাধা কৃষ্ণ না ভজিয়া
জানিয়া শুনিয়া বিষ খাইনু।।
গোলোকের প্রেমধন হরিনাম সংকীর্ত্তন
রতি না জন্মিল কেনে তায়।
সংসার বিষানলে দিবানিশি হিয়া জ্বলে
জুড়াইতে না কৈনু উপায়।

ব্রজেন্দ্র নন্দন যেই, শচীসূত হৈল সেই,
বলরাম হইল নিতাই।।
দীন হীন যত ছিল হরি নামে উদ্ধারিল
তার সাক্ষী জগাই মাধাই।
হা হা প্রভু নন্দসুত বৃষভানু সুতাযুত
করুণা করহ এইবার।
নরোত্তম দাস কয়, না ঠেলিহ রাঙ্গা পায়
তোমা বিনা কে আছে আমার।।

—০—
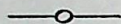
হরি হরি। বড় শোল মরমে রহিল
পাইয়া দুর্ল্লভ তনু শ্রীকৃষ্ণ ভজন বিনু
জন্ম মোর বিফল হইল।
ব্রজেন্দ্র নন্দন হরি নবদ্বীপে অবতরি
জগৎ ভরিয়া প্রেম দিল।
মুঞি সে পামর মতি বিশেষে কঠিন অতি
তেঁই মোরে করুণা নহিল।।
স্বরূপ সনাতন রূপ রঘুনাথ ভট্টযুগ
তাহাতে না হৈল মোর মতি।
দিব্য চিন্তামণি ধাম বৃন্দাবন হেন স্থান
সেই ধামে না কৈনু বসতি।।
বিশেষ বিষয়ে মতি নহিল বৈষ্ণবে রতি
নিরন্তর খেদ উঠে মনে।
নরোত্তম দাস কহে জীবার উচিত নহে
শ্রীগুরু বৈষ্ণব সেবা বিনে।।

শ্রীরূপ মঞ্জরী পদ সেই মোর সম্পদ
সেই মোর ভজন পূজন।
সেই মোর প্রাণধন সেই মোর আভরণ
সেই মোর জীবনের জীবন।
সেই মোর রসনিধি সেই মোর বাঞ্ছা সিদ্ধি
সেই মোর বেদের ধরম।
সেই ব্রত, সেই তপ সেই মোর মন্ত্রজপ
সেই মোর ধরম করম।।
অনুকুল হবে বিধি সে পদে হইবে সিদ্ধি
নিরখিব এ দুই নয়নে।
সে রূপ মাধুরী রাশি প্রাণকুবলয় শশী
প্রফুল্লিত হবে নিশিদিনে।।
তুয়া অদর্শন অহি গরলে জারলে দেহি
চিরদিন তাপিত জীবন।
হা হা প্রভু কর দিয়া দেহ মোরে পদ ছায়া
নরোত্তম লইল শরণ।।

—o—
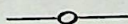
ঠাকুর বৈষ্ণব পদ অবনীর সুসম্পদ
শুন ভাই, হঞা এক মন।
আশ্রয় লইয়া ভজে তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে
আর সব মরে অকারণ।।
বৈষ্ণব চরণ জল প্রেম ভক্তি দিতে বল
আর কেহ নহে বলবন্ত।
বৈষ্ণব চরণ রেণু মস্তকে ভূষণ বিনু

আর নাহি ভূষণের অন্ত।

তীর্থ জল পবিত্র গুণে লিখিয়াছে পুরাণে
সে সব ভক্তির প্রবঞ্চন।
বৈষ্ণবের পাদোদক সম নহে এই সব
যাতে হয় বাঞ্ছিত পূরণ।।
বৈষ্ণব সঙ্গেতে মন আনন্দিত অনুক্ষণ
সদা হয় কৃষ্ণ পর সঙ্গ।
দীন নরোত্তম কান্দে হিয়া ধৈর্য্য নাহি বান্ধে
মোর দশা কেন হৈল ভঙ্গ।।

—o—
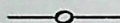
ঠাকুর বৈষ্ণব গণ করি এই নিবেদন
মো বড় অধম দুরাচার।
দারুণ সংসার নিধি তাহে ডুবাইল বিধি
কেশে ধরি মোরে কর পার।।
বিধি বড় বলবান না শুনে ধরম জ্ঞান
সদাই করম পাশে বান্ধে।
না দেখি তারণ লেশ যত দেখি সব ক্লেশ
অনাথ, কাতরে তেঞি কান্দে।।
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ মদ, অভিমান সহ
আপন আপন স্থানে টানে।
ঐছন আমার মন ফিরে যেন অন্ধজন
সুপথ বিপথ নাহি জানে।।
না লইনু সৎ মত অসতে মজিল চিত
তুয়া পায়ে না করিনু আশ।

নরোত্তম দাসে কয়ে দেখি, শুনি, লাগে ভয়ে
তরাইয়া লহ নিজ পাশ।।

—o—
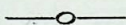
শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
সৌঽয়ং রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম।।

শ্রীগুরুচরণ পদ্ম, কেবল ভকতি-সদ্ম,
বন্দো মুঞি সাবধান মতে।
যাঁহার প্রসাদে ভাই, এ ভব তরিয়া যাই,
কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় যাঁহা হতে।।
গুরুমুখপদ্মবাক্য, হৃদয়ে করিয়া ঐক্য,
আর না করিহ মনে আশা।
শ্রীগুরুচরণে রতি, এই সে উত্তম গতি,
যে প্রসাদে পুরে সর্ব্ব আশা।
চক্ষুদান দিলা যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই,
দিব্যজ্ঞান হৃদে প্রকাশিত।
প্রেমভক্তি যাহা হৈতে, অবিদ্যা-বিনাশ যাতে,
বেদে গায় যাঁহার চরিত।।
শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু, অধমজনার বন্ধু,
লোকনাথ লোকের জীবন।
হা হা প্রভু! কর দয়া, দেহ মোরে পদছায়া,
এবে যশ ঘুষুক ত্রিভুবন।।
বৈষ্ণব-চরণ রেণু, ভূষণ করিয়া তনু,

যাহা হইতে অনুভব হয়।

মার্জ্জন হয় ভজন, সাধুসঙ্গে অনুক্ষণ,
অজ্ঞান অবিদ্যা পরাজয়।।
জয় সনাতন রূপ, প্রেমভক্তিরসভূপ,
যুগল-উজ্জ্বলরস তনু।
যাঁহার প্রসাদে লোক, পাসরিল দুঃখ শোক,
প্রকট কল্পতরু জনু।।
প্রেমভক্তিরীতি যত, নিজগ্রন্থে সুবেকত,
লিখিয়াছে দুই মহাশয়।
যাঁহার শ্রবণ হইতে, পরানন্দ হয় চিতে,
যুগল-মধুর-রসাশ্রয়।।
যুগল-কিশোর-প্রেম, লক্ষবাণ যেন হেম,
হেম ধন প্রকাশিল যারা।
জয় রূপ সনাতন, দেহ মোরে এইধন,
সে রতন মোর গলে হারা।।
ভাগবতশাস্ত্র মর্ম্ম, নববিধ ভক্তি ধর্ম্ম,
সদাই করিব সুসেবন।
অন্যদেবাশ্রয় নাই, তোমারে কহিল ভাই,
এই তত্ত্ব পরম ভজন।।
সাধু-শাস্ত্র-গুরু বাক্য, চিত্তেতে করিয়া ঐক্য,
সতত ভাসিব প্রেমমাঝে।
কর্ম্মী জ্ঞানী ভক্তিহীন, ইহারে করিবে ভিন্ন,
নরোত্তম এই তত্ত্ব গাজে।।

—o—

শ্রীশ্রীগুরুদেব মহিমা

জয় জয় শ্রীগুরু প্রেম কল্পতরু
অদভুত যাঁকো প্রকাশ।
হিয়া আগেয়ান তিমির বর জ্ঞান
সুচন্দ্র কিরণে করু-নাশ।।
ইহ লোচন আনন্দধাম।
অযাচিত এ হেন পতিত হেরি যো পহুঁ
যাচি দেওল হরিনাম।।
দুরমতি অগতি অসত মতি যো জন
নাহি সুকৃতি লবলেশ।
শ্রীবৃন্দাবন যুগল ভজন ধন
তাহে করল উপদেশ।।
নিরমল গৌর প্রেমরস সিঞ্চনে
পুরল জগমন আস।
সে চরণাম্বুজে রতি নাহি হওল
রোয়ত বৈষ্ণব দাস।।

—o—

শ্রীবৈষ্ণব শরণ

বৃন্দাবন যত বৈষ্ণবের গণ।
প্রথমে বন্দনা করি সবার চরণ।।
নীলাচলবাসী যত মহাপ্রভুর গণ।

ভূমিতে পড়িয়া বন্দোঁ সবার চরণ।।

নবদ্বীপবাসী যত মহাপ্রভুর ভক্ত।
সবার চরণ বন্দোঁ হঞা অনুরক্ত।।
মহাপ্রভুর ভক্ত যত গৌরদেশে স্থিতি।
সবার চরণ বন্দোঁ করিয়া প্রণতি।।
যে দেশে যে দেশে বৈসে গৌরাঙ্গের গণ।
ঊর্দ্ধবাহু করি বন্দোঁ সবার চরণ।।
হঞাছেন হবেন প্রভুর যত দাস।
সবার চরণ বন্দোঁ দন্তে করি ঘাস।।
ব্রহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি ধরে জনে জনে।
এ বেদ পুরাণে গুণ গায় যেবা শুনে।।
মহাপ্রভুর গণ সব পতিত পাবন।
তাই লোভে মুই পাপী লইনু শরণ।।
বন্দনা করিতে মুই কত শক্তি ধরি।
তমো বুদ্ধি দোষে মুঞি দম্ভ মাত্র করি।।
তথাপি মুকের ভাগ্য মনের উল্লাস।
দোষ ক্ষমি মো অধমে কর নিজ দাস।।
সর্ব্ববাঞ্ছা সিদ্ধি হয় যম বন্ধ ছুটে।
জগতে দুর্ল্লভ হইয়া প্রেমধন লুটে।।
মনের বাসনা পূর্ণ অচিরাতে হয়।
দেবকীনন্দন দাস এই লোভে কয়।।
ইতি শ্রীল দেবকীনন্দন দাস বিরচিত
শ্রীশ্রীবৈষ্ণব শরণ সমাপ্ত।।

বৈষ্ণব মহিমা

এইবার করুণা কর [illegible] গোসাঞিও।
পতিত পাবন তোমা বিনে কেহ নাই।।
কাহার নিকটে গেলে পাপ দূরে যায়।
এমন দয়াল প্রভু কেবা কোথা পায়।।
গঙ্গার পরশ হৈলে পশ্চাতে পাবন।
দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার গুণ।।
হরি স্থানে অপরাধে তারে হরি নাম।
তোমা স্থানে অপরাধে নাহিক এড়ান।।
তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দ বিশ্রাম।
গোবিন্দ কহেন মম বৈষ্ণব পরাণ।।
প্রতিজন্মে করি আশা চরণের ধূলি।
নরোত্তম কর দয়া আপনার বলি।।

—o—
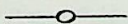
কিরূপে পাইব সেবা মুই দুরাচার।
শ্রীগুরু বৈষ্ণবে রতি না হৈল আমার।।
অশেষ মায়াতে মন মগন হইল।
বৈষ্ণবেতে লেশ মাত্র রতি না জন্মিল।।
বিষয়ে ভুলিয়া অন্ধ হৈনু দিবা নিশি।
গলে ফাঁস দিতে ফিরে মায়া সে পিশাচী।।
ইহারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়।
সাধু কৃপা বিনা আর নাহিক উপায়।।
অদোষ দরশি প্রভো পতিত উদ্ধার।
এইবার নরোত্তমে করহ নিস্তার।।

—o—
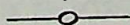
যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর।
হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য্য ঠাকুর।।
কাঁহা মোর স্বরূপ রূপ কাহা সনাতন।
কাঁহা দাস রঘুনাথ পতিত পাবন।।
কাঁহা মোর ভট্টযুগ কাঁহা কবিরাজ।
এককালে কোথা গেলা গোরা নটরাজ।।
পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব।
গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব।।
সে সব সঙ্গির সঙ্গে যে কৈল বিলাস।
সে সঙ্গ না পাইয়া স্কান্দে নরোত্তম দাস।।

—o—
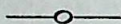
মঙ্গলারত্রি

মঙ্গল আরতি গৌর কিশোর। মঙ্গল নিত্যানন্দ জোরহি জোর।
মঙ্গল শ্রীঅদ্বৈত ভকতিহ সঙ্গে। মঙ্গল গাওত প্রেম তরঙ্গে।।
মঙ্গল বাজত খোল করতাল। মঙ্গল হরিদাস নাচত ভাল।।
মঙ্গল ধূপ দীপ লইয়া স্বরূপ। মঙ্গল আরতি করে অপরূপ।।
মঙ্গল গদাধর হেরি পঁহুহাস। মঙ্গল গাওত দীন কৃষ্ণদাস।।

—o—
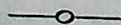
শুতিয়াছে গোরাচাঁদ শয়ন মন্দিরে।
বিচিত্র পালঙ্ক শর্য্যা তাহার উপরে।।
অলসে অবস অঙ্গ গোরা নটরাজ।
কি কহিব অঙ্গশোভা কহন না যায়।।

মেঘের বিজুরী কিবা ছানিয়া যতনে।
কত সুধা দিয়া বিধি কৈল নিরমানে।।
অতি মনোহর শেজ বিচিত্র বালিশে।
বাসুদেব ঘোষ হেরে মনের হরিষে।।

—o—
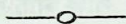
স্মররে নব গৌরচন্দ্র নাগর বনওয়ারী।
নদীয়া ইন্দু করুণা সিন্ধু ভকত বৎসলকারী।।
বদন চন্দ্র অধর সুরঙ্গ নয়নে গলত প্রেম তরঙ্গ।
চন্দ্র কোটি ভানু কোটি মুখ শোভা উজিয়ারী।।
কুসুমে শোভিত, চাঁচর চিকুর, ললাটে তিলক নাসিকা উজোর।
দশমে মোতিম, অমিয় হাস, দামিনী ঘনওয়ারী।।
মকর কুণ্ডলে ঝলকে গণ্ড, মণি কৌস্তুভ দীপ্ত কণ্ঠ।
অরুণ বসন করুণ বচন, জগজন মনোহারী।।
মাল্য চন্দনে চর্চ্চিত অঙ্গ, লাজে লজ্জিত কোটি অনঙ্গ।
অনঙ্গ বলয়া চরণে নূপুর, যজ্ঞ সূত্রধারী।।
ছত্র ধরত ধরণী ধরেন্দ্র, গাওত যশ ভকত বৃন্দ।
কমলা সেবিত পাদপদ্ম, বলি যাওঁ বরিহারী।।
কহত দীন কৃষ্ণ দাস গৌর চরণে করত আশ।
পতিত পাবন নিতাই চাঁদ প্রেম দানকারী।।

—o—
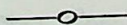
মঙ্গল আরতি যুগল কিশোর।
মঙ্গল সখীগণ জোড়হি জোড়।।
রতন প্রদীপ করু টলমল মোর।
নিরখত মুখবিধু শ্যাম সুগোর।।

ললিতা বিশাখা সখী প্রেমে আগোর।
করত নিরমঞ্জন দোঁহে দুহুঁ ভোর।
বৃন্দাবন কুঞ্জহি ভবন উজোর।
মুরতি মনোহর যুগল কিশোর।
গাওত শুক পীঁক নাচত ময়ুর।
চাঁন্দ উপেক্ষি মুখ নিরখে চকোর।
বাজত বিবিধ যন্ত্র ঘন ঘোর।
শ্যামানন্দ আনন্দে বাজায় জয় ঢোর।।

—o—
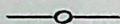
শ্রীরাধে জয় জয় বলিয়ে শারী, নিধুবন ভরি গাজে।
শারী বলে শুক তোমারে কই, রূপেতে কিশোরী হইলেন জই।।
কানু মনোহর, রাধিকা মুরতি, পরাভব নটরাজ।
নীল ওড়নী, মুকুট টালনী, রাকা শশধর বদন জিনি।।
চরণে নুপুর, আহা কি মধুর, রুণু ঝুণু রুনু বাজে।
আবীর কুঙ্কুম, পাশা জলকেলি, এসব সময়ে তব বনমালী।।
জিনিবারে নারি, রাই পদে ধরি, সাধিয়াছে সখী মাঝে।
শ্রীমতী যেদিন করেছিলেন মান, দাসখত লিখে দিয়েছিলেন শ্যাম।।
পীত বাস গলে, রাই পদ তলে, সেধেছিল কোন লাজে।
নিধুবনে যেদিন, রাজা হলেন প্যারী, কোটালিয়া কর্ম্ম করেছিলেন হরি।।
দোহাই রাধার, বলে বার বার, নিয়োজিত ছিল কাজে।
মোদের কিশোরী, রাজার কুমারী, সব সখীগণ পূজে।।
তোমার নাগর রাখাল খেয়াতি সদা থাকে গৌর মাঝে।
(সেদিন) মৃগ পশু পাখী আদি তরুলতা।।

নিজ সম রূপ করেছিলেন রাধা।
(সেদিন) তোমার নাগর, হইয়া গৌর লুকাইল সখী মাঝে।।
শুক বলে শারী, কেন কর দ্বন্দ, দুঁহে সমতুল কেন নহে মন্দ।
জগদানন্দ, পরমানন্দ, হেরে রসবতী রসরাজে।।

—০—
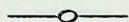
ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ কৃত ভজন

(কেবল গৌড়ীয় মঠের জন্য)

কলিকুক্কুর-কদন যদি চাও (হে)।
কলিযুগ-পাবন, কলিভয়-নাশন,
শ্রীশচীনন্দন গাও (হে)।।
গদাধর-মাদন, নিতা'য়ের প্রাণধন,
অদ্বৈতের প্রপূজিত গোরা।
নিমাঞি বিশ্বম্ভর, শ্রীনিবাস-ঈশ্বর,
ভক্তসমূহ-চিত-চোরা।।
নদীয়া-শশধর, মায়াপুর ঈশ্বর,
নাম-প্রবর্ত্তন সুর।
গৃহিজন-শিক্ষক, ন্যাসিকূল-নায়ক,
মাধব রাধাভাবপুর।।
সার্ব্বভৌম-শোধন, গজপতি-তারণ,
রামানন্দ-পোষণ বীর।
রূপানন্দ-বর্দ্ধন, সনাতন-পালন,
হরিদাস-মোদন ধীর।।

ব্রজরস-ভাবন, দুষ্টমত-শাতন,
কপটী বিঘাতন কাম।
শুদ্ধভক্ত-পালন, শুষ্কজ্ঞান-তাড়ন,
ছলভক্তি- দূষণ রাম।।

বিভাবরী শেষ, আলোক-প্রবেশ,
নিদ্রা ছাড়ি' উঠ জীব।
বল' হরি হরি, মুকুন্দ মুরারি,
রাম কৃষ্ণ হয়গ্রীব।।
নৃসিংহ বামন, শ্রীমধুসূদন,
ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্যাম।
পূতনা-ঘাতন, কৈটভ-শাতন,
জয় দাশরথি-রাম।।
যশোদা-দুলাল, গোবিন্দ গোপাল,
বৃন্দাবন-পুরন্দর।
গোপী-প্রিয়জন, রাধিকা-রমণ,
ভুবন-সুন্দরবর।।
রাবণান্তকর, মাখন-তস্কর,
গোপীজন-বস্ত্রহারী।
ব্রজের রাখাল, গোপবৃন্দ-পাল,
চিত্তহারী বংশীধারী।।
যোগীন্দ্র-বন্দন, শ্রীনন্দনন্দন,
ব্রজজন-ভয়হারী।

নবীন নীরদ, রূপ মনোহর,
মোহন-বংশীবিহারী।।
যশোদা-নন্দন, কংস-নিসূদন,
নিকুঞ্জ রাস-বিলাসী।
কদম্ব-কানন, রাসপরায়ণ,
বৃন্দাবিপিন-নিবাসী।।
আনন্দ-বর্দ্ধন, প্রেম-নিকেতন,
ফুলশরযোজক কাম।
গোপা লাগণ, চিত্তবিনোদন,
সমস্ত-গুণগণ-ধাম।।
যামুন-জীবন, কেলিপরায়ণ,
মানসচন্দ্র-চকোর।
নাম-সুধারস, গাও কৃষ্ণ-যশ,
রাখ বচন মন মোর।।

—o—

ভজরে ভজরে আমার মন অতি মন্দ।
(ভজন বিনা গতি নাই রে)
(ভজ) ব্রজবনে রাধাকৃষ্ণ-চরণারবন্দে।।
(জ্ঞান-কর্ম্ম পরিহরি' রে)
(ভজ) গৌর-গদাধরাদ্বৈত গুরু নিত্যানন্দ।
(গৌর-কৃষ্ণে অভেদ জেনে রে)
(গুরু কৃষ্ণপ্রিয় জেনে)

(স্মর) শ্রীনিবাস, হরিদাস, মুরারি, মুকুন্দ।

(গৌরপ্রেমে স্মর স্মর রে)

(স্মর) রূপ সনাতন-জীব-রঘুনাথদ্বন্দ্ব।

(যদি ভজন ক'রবে রে)

(স্মর) রাঘব গোপালভট্ট-স্বরূপ-রামানন্দ।

(কৃষ্ণপ্রেম যদি চাও রে)

(স্মর) গোষ্ঠীসহ কর্ণপুর সেন-শিবানন্দ।

(অজস্র স্মর স্মর রে)

(স্মর) রূপানুগ-সাধুজন-ভজন আনন্দ।।

(ব্রজে বাস যদি চাও রে)

কোথায় গো প্রেমময়ী রাধে রাধে।।

গোঁসাই নিয়ম করে সদাই ডাকে (ওগো) রাধে রাধে ।।

কেঁদে কেঁদে কেঁদে ডাকে (ওগো)রাধে রাধে।

কেশী ঘাটে বসি ডাকে (ওগো) রাধে রাধে।।

বংশীবটের তটে ডাকে (ওগো) রাধে রাধে।

যমুনা পুলিনে ডাকে (ওগো) রাধে রাধে।।

রাধাকুণ্ড তীরে ডাকে (ওগো) রাধে রাধে।

গিরিরাজের তটে ডাকে (ওগো) রাধে রাধে।।

বৃন্দাবন বিহারিণী (ওগো) রাধে রাধে।

কৃষ্ণ-ভক্তি প্রদায়িনী (ওগো) রাধে রাধে।।

শ্যাম-সোহাগে সোহাগিনী (ওগো) রাধে রাধে।

শ্যাম সায়রের মরালিনী (ওগো) রাধে রাধে।।

শ্যাম বক্ষ বিলাসিনী (ওগো) রাধে রাধে।

অপার করুণাময়ী (ওগো) রাধে রাধে।।
কোথায় গো নিকুঞ্জেশ্বরী (ওগো) রাধে রাধে।
কোথায় বা কোন কুঞ্জে আছ (ওগো) রাধে রাধে।।
একবার আসি উদয় হওগো (ওগো) রাধে রাধে।
তোমার প্রাণনাথে সঙ্গে নিয়ে (ওগো) রাধে রাধে।।
দেখা দিয়ে প্রাণ রাখ (ওগো) রাধে রাধে।
নইলে আমি প্রাণে মরি (ওগো) রাধে রাধে।।
দাস রঘুনাথের আর কে আছে (ওগো) রাধে রাধে।
বহু আশা ছিল মনে (ওগো) রাধে রাধে।।
তোমার রাঙ্গা চরণ পাব (ওগো) রাধে রাধে।
আমার মনের আশা রইল মনে (ওগো) রাধে রাধে।।
কোথায় কৃষ্ণ প্রেমময়ী (ওগো) রাধে রাধে।
একবার আসি উদয় হও (ওগো) রাধে রাধে।।
রাধে রাধে গোবিন্দ জয়।
জয় রাধে জয় রাধে জয় রাধে জয় রাধে।।

মধ্যাহ্নকালীন ভোগারতি কীর্ত্তন

ভজ পতিত-উদ্ধারণ শ্রীগৌরহরি।
শ্রীগৌরহরি নবদ্বীপ বিহারী,
দীন দয়াময় হিতকারী।।
এস এস মহাপ্রভু করি নিবেদন।
কৃপা করি মোর গৃহে কর আগমন।।

প্রভু ল'য়ে সীতানাথ করিলেন গমন।।

আনন্দেতে হুলু দেয় যত নারীগণ।
অদ্বৈত-গৃহিণী আর যত পুর-নারী।।
হুলু হুলু জয় দেয় গোরা মুখ হেরি।
বসিতে আসন দিলা রত্ন-সিংহাসন।।
সুশীতল জলে কৈলা পাদ প্রক্ষালন।
শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য প্রভু কর অবধান।।
ভোগ মন্দিরে প্রভু করহ প্রয়াণ।
(বামেতে অদ্বৈতচন্দ্র দক্ষিণে নিতাই)
বামে প্রিয় গদাধর দক্ষিণে নিতাই।
মধ্যাসনে বসিলেন চৈতন্য গোসাঞি।।
চৌষট্টী মহান্ত আর দ্বাদশ গোপাল।
ছয় চক্রবর্ত্তী আর অষ্ট কবিরাজ।।
শাক শুকুতা ভাজি দিয়া সারি সারি।
ভোগের উপর দিলা তুলসী মঞ্জরী।।
গঙ্গা জল তুলসী দিয়া কৈল নিবেদন।
আনন্দে ভোজন করেন শ্রীশচীনন্দন।।
দধি দুগ্ধ ঘৃত ছানা নানা উপহার।
আনন্দে ভোজন করেন শচীর কুমার।।
মালপোয়া সরভাজা আর লুচি পুরী।
আনন্দে ভোজন করেন নদীয়া বিহারী।।
না জানিয়ে পরিপাটী না জানি রন্ধন।
শুকা রুখা এক মুষ্টি করহ ভোজন।।
নিতাই রঙ্গিয়া আমার খাইতে খাইতে।

(ভাল) ভাল বলি তুলি দেয় গৌরাঙ্গ মুখেতে।।

ভোজনের অবশেষ কহিতে না পারি।
সুবর্ণ ভৃঙ্গারে দিল সুবাসিত বারি।।
ভোজন সারিয়া প্রভু কৈল আচমন।
সুবর্ণ খড়িকায় কৈল দন্ত শোধন।।
আচমন করিয়া প্রভু বৈসেন সিংহাসনে।
কর্পূর তাম্বূল যোগায় প্রিয় ভক্তগণে।।
আরতি করে নরহরি গোরাচাঁদের বদন হেরি।
আরতি করে নরহরি পঞ্চ প্রদীপ করে ধরি।।
আরতি করে নরহরি জল-শঙ্খ করে ধরি।
আরতি করে নরহরি শুদ্ধ বস্ত্র করে ধরি।।
আরতি করে নরহরি চামর-ব্যজন করে ধরি।
তাম্বূল খাইয়া প্রভুর পালঙ্কে শয়ন।
শ্রীগোবিন্দদাস করে পাদ সম্বাহন।।
ফুলের চৌয়ারী ঘর ফুলের কেয়ারী।
ফুলের রত্ন সিংহাসন চাঁদোয়া মশারী।।
ফুলের পাপড়ি প্রভুর উড়ে পড়ে গায়।
তার মধ্যে মহাপ্রভু সুখে নিদ্রা যায়।।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভুর দাসের অনুদাস।
নরোত্তম দাস মাগে সেবা অভিলাষ।।

নিতাই গৌর হরি বোল
প্রেম দাতা নিতাই বলে গৌর হরি হরিবোল
নিতাই গৌর হরি বোল।
প্রেমধ্বনি দিয়া সমাপ্ত।।

শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডতীরে ভোজন আরতি

ভজ গোবিন্দ মাধব গিরিধারী।
জয় গিরিধারী গোবর্দ্ধন বিহারী।
কেলী-কলা রস মনোহারী।।
ওহে রাধাকুণ্ড তব কুণ্ড নীরে তীরে।
মদীশ্বরী মদীশ্বর সতত বিহরে।।
কুঞ্জে মধু পান করি বংশী চুরি করি।
তীরে হোলি খেলা-খেলি জলে জল কেলি।।
কৃষ্ণ কণ্ঠ ধরি রাই করয়ে বিহার।
তীরে থাকি সখীগণে বলে ভাল ভাল।।
আর্দ্র বস্ত্র ছাড়ি শুষ্ক বস্ত্র পরিধান।
ভোজন মন্দিরে দুহুঁ করল পয়াণ।।
বৃন্দাদেবী রচিত যতেক উপহার।
সেবা পরা সখীগণে জোগায় অপার।।
ভোজনের অবশেষে করি আচমন।
সুবর্ণ খড়িকায় করেন দন্তের শোধন।।
আচমন করিয়া দোঁহে বসেন সিংহাসনে।
কর্পূর তাম্বূল জোগায় মঞ্জরীর গণে।।
লবঙ্গ মঞ্জরী কর্পূর তাম্বূল জোগায়।
শ্রীরতি মঞ্জরী দোঁহায় চামর ঢুলায়।।
তাম্বূল চর্ব্বিয়া দোঁহার পালঙ্কে শয়ন।
শ্রীরূপ মঞ্জরী করে পাদ সম্বাহন।।
নিদ্রা অবশেষে মুখ প্রক্ষালন করি।
বংশী [illegible] করি খেলে পাশা সারি।।

রাই জিনি বংশী ছিনি লইল তখন।
করতালী দিয়া সখী বলে কি হবে এখন।।
পুনঃ কৃষ্ণ চালে পাশা অতি ব্যগ্র হইয়া।
বংশী বেসর নিল চাতুরী করিয়া।।
শুকে বলে শ্যামের জয় দেখ না হে শারী।
শারী বলে রাইয়ের জয় দেখ না বিচারী।।
সুবল বিশাখা দুই মধ্যস্থ হইয়া।
বংশী বেসর দেওয়াইল বিচার করিয়া।।
এই মত নিতি নিতি হয় রস খেলা।
সব্যা পদ্মা শুনি দুঃখ সাগরে ভাসিলা।।
শ্রীরাধা গোবিন্দ পাদ-পদ্মে করি আশ।
ভজন বিলাস মাগে রঘুনাথ দাস।।

(শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত ভোগ আরতি)

(কেবল গৌড়ীয় মঠের জন্য)

ভজ ভকত বৎসল শ্রীগৌরহরি।
শ্রীগৌরহরি সোহি গোষ্ঠবিহারী।
নন্দ যশোমতী চিত্তহারী।।
বেলা হ'লো দামোদর আইস এখন।
ভোগ মন্দিরে বসি করহ ভোজন।।
নন্দের নিদেশে বৈসে গিরিবর ধারী।

বলদেব সহ সখা বৈসে সারি সারি।।

শুকতা শাকাদি ভাজি নালিতা কুষ্মাণ্ড।
ডালি ডালনা দুগ্ধতুম্বী দধি মোচাখণ্ড।।
মুদ্গবড়া মাষবড়া রোটিকা ঘৃতান্ন।
শষ্কুলী পিষ্টক ক্ষীর পুলি পায়সান্ন।।
কর্পূর অমৃতকেলী রম্ভা ক্ষীরসার।
অমৃত রসালা অম্ল দ্বাদশ প্রকার।।
লুচি চিনি সরপুরী লাড্ডু রসাবলী।
ভোজন করেন কৃষ্ণ হয়ে কুতুহলী।।
রাধিকার পক্ব অন্ন বিবিধ ব্যঞ্জন।
পরম আনন্দে কৃষ্ণ করেন ভোজন।।
ছলে বলে লাড্ডু খায় শ্রীমধুমঙ্গল।
বগল বাজায় আর দেয় হরিবোল।।
রাধিকাদি গণে হেরি নয়নের কোলে।
তৃপ্ত হয়ে খায় কৃষ্ণ যশোদা ভবনে।।
ভোজনান্তে পিয়ে কৃষ্ণ সুবাসিত বারি।
সবে মুখ প্রক্ষালয় হয়ে সারি সারি।।
হস্ত মুখ প্রক্ষালিয়া যত শখাগণে।
আনন্দে বিশ্রাম করে বলদেব সনে।।
জাম্বূল রসাল আনে তাম্বূল মসালা।
তাহা খেয়ে কৃষ্ণচন্দ্র সুখে নিদ্রা গেলা।।
বিলাসক শিখি পুচ্ছ চামর ঢুলায়।
অপূর্ব্ব শয্যায় কৃষ্ণ সুখে নিদ্রা যায়।।
যশোমতী আজ্ঞা পেয়ে ধনিষ্ঠা আনীত।
শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ রাধা ভুঞ্জে হয়ে প্রীত।।

ললিতাদি সখীগণ অবশেষ পায়।
মনে মনে সুখে রাধা কৃষ্ণ গুণ গায়।।
হরি লীলা একমাত্র যাহার প্রমোদ।
ভোগারতি গায় সেই ভকতি বিনোদ।।

পাঠের পূর্ব্বে।

জয় জয় নিত্যানন্দাদ্বৈত গৌরাঙ্গ।
(নিতাই গৌরাঙ্গ, নিতাই গৌরাঙ্গ
জয় জয় নিত্যানন্দাদ্বৈত গৌরাঙ্গ)
জয় জয় যশোদানন্দন শচী সুত গৌরচন্দ্র।
জয় জয় রোহিণী নন্দন বলরাম নিত্যানন্দ।।
জয় জয় মহাবিষ্ণু অবতার শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ।।
জয় জয় স্বরূপ রূপ সনাতন রায় রামানন্দ।
জয় জয় খণ্ডবাসী নরহরি মুরারী মুকুন্দ।।
জয় জয় দ্বাদশ গোপাল আদি চৌষট্টী মহান্ত।
জয় জয় ছয় চক্রবর্ত্তী অষ্ট কবিরাজ চন্দ্র।।
জয় জয় পঞ্চ পুত্র সঙ্গে ভজে রায় ভবানন্দ।
জয় জয় তিন পুত্র সঙ্গে নাচে সেন শিবানন্দ।।
জয় জয় কাশীমিশ্র সার্ব্বভৌম জয় প্রতাপরুদ্র।
জয় জয় কানাই খুটিয়া শিখি-মাহিতী গোপীনাথার্য্য।।
জয় জয় চন্দ্রশেখর তপন মিশ্র জয় প্রকাশানন্দ।

জয় জয় ছোট বড় হরিদাস দাস গোবিন্দ।।

জয় জয় বাসুদেব ঘোষ আদি বসু রামানন্দ।
জয় জয় বসুধা জাহ্নবা প্রাণ গঙ্গা বীরচন্দ্র।।
জয় জয় নারায়ণী বৈকুণ্ঠ সুত বৃন্দাবনচন্দ্র।
জয় জয় ঠাকুর শ্রীলোচন দাস কৃষ্ণদাস কবিরাজ চন্দ্র।।
জয় জয় কালীদাস ঝড়ুঠাকুর জয় উদ্ধারণ দত্ত।
জয় জয় পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি বক্রেশ্বর পণ্ডিত।।
জয় জয় রাঘব পণ্ডিত গদাধর দাস ভাগবতাচার্য্য।
জয় জয় পরমেশ্বর দাস পুরী গোঁসাই জয় জগদানন্দ।।
জয় জয় জগাই-মাধাই চাপাল-গোপাল জয় দেবানন্দ।
জয় জয় ভূগর্ভ শ্রীলোকনাথ জয় শ্যামানন্দ।।
জয় জয় শ্রীনিবাস নরোত্তম প্রাণ রামচন্দ্র।
জয় জয় অভিরাম গৌরিদাস নন্দন আচার্য্য।।
জয় জয় উড়িয়া গৌড়িয়া আদি যত ভক্তবৃন্দ।
(তোমরা) সবাই মিলে কর দয়া আমি অতি মন্দ।
(কপট) কুটি-নাটি ঘুচায়ে ভজাও শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য।।
(আমায়) সঙ্কীর্ত্তন রঙ্গে দেখাও শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ।
(আমার) নিশি-দিশি হিয়ায় জাগাও শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ।।
(যেন) ব্যাকুল প্রাণে গাইতে পারি হা নিতাই-গৌরাঙ্গ।
জয় জয় নিত্যানন্দাদ্বৈত গৌরাঙ্গ।।

পাঠের পরে

জয় জয় রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ।
রাধে গোবিন্দ, রাধে গোবিন্দ।।
জয় জয় শ্যামসুন্দর মদনমোহন বৃন্দাবনচন্দ্র।

জয় জয় রাধারমণ রাসবিহারী শ্রীগোকুলানন্দ।

জয় জয় রাধাকান্ত রাধাবিনোদ, শ্রীরাধাগোবিন্দ।।
জয় জয় রাসেশ্বরী বিনোদিনী ভানুকুলচন্দ্র।
জয় জয় ললিতা বিশাখা আদি যত সখীবৃন্দ।।
জয় জয় শ্রীরূপ-মঞ্জরী রতি মঞ্জরী অনঙ্গ।
জয় জয় পৌর্ণমাসী কুন্দলতা জয় বিরাবৃন্দ।
(সবাই) কৃপা করে দাও যুগল চরণারবিন্দ।
যেন আকুল প্রাণে গাইতে পারি হা-রাধে গোবিন্দ।।

শ্রীসন্ধ্যা-আরতি কীর্ত্তন

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের সন্ধ্যারতি কীর্ত্তন

ভালি গোরাচাঁদের আরতি বনি।
বাজে সঙ্কীর্ত্তনে সুমধুর ধ্বনি।।
শঙ্খ বাজে ঘণ্টা বাজে বাজে করতাল।
মধুর মৃদঙ্গ বাজে শুনিতে রসাল।।
বিবিধ সুষম ফুলে বনি বনমালা।
শতকোটি চন্দ্র জিনি বদন উজলা।।
ব্রহ্মা আদি দেব যাঁকো করযোড় করে।
সহস্র বদনে ফণী শিরে ছত্র ধরে।।
শিব শুক নারদ ব্যাস বিসারে।
নাহি পরাৎপর ভাব-বিভোরে।।
শ্রীনিবাস হরিদাস পঞ্চম গাওয়ে।

নরহরি গদাধর চামর ঢুলাওয়ে।।

বীরবল্লভ দাস শ্রীগৌর-চরণে আশ।
জগভরি রহল মহিমা প্রকাশ।।

শ্রীশ্রীরাধারাণীর সন্ধ্যা-আরতি কীর্ত্তন

জয় জয় রাধেজীকো শরণ তূঁহারি।
ঐছন আরতি যাঙ বলিহারি।।
পাট পটাম্বর উড়ে নীল শাড়ী।
সিঁথি পর সিন্দুর যাঙ বলিহারি।।
বেশ বনায়ল প্রিয় সহচরী।
রতন-সিংহাসনে বৈঠল গৌরী।।
রতনে জড়িত মণি-মানিক-মোতি।
ঝলমল আভরণ প্রতি-অঙ্গ জ্যোতি।।
চুয়া চন্দন গন্ধ দেই ব্রজবালা।
বৃষভানু রাজনন্দিনী বদন উজলা।।
চৌদিকে সখীগণ দেয় করতালি।
আরতি করতঁহি ললিতা পিয়ারী।।
নব-নব ব্রজ-বধু মঙ্গল গাওয়ে।
প্রিয় নর্ম্ম সখীগণ চামর ঢুলাওয়ে।।
রাধাপদপঙ্কজ ভকতঁহি আশা।
দাস মনোহর করত ভরসা।।

শ্রীশ্রীমদনগোপাল জিউর সন্ধ্যারতি কীর্ত্তন

হরত সকল সন্তাপ জনমকো,
মিটত তলপ যম কালকী।
(শুভ) আরতি কিয়ে জয় জয় শ্রীমদন গোপালকী।
গো-ঘৃত-রচিত, কর্পূরক বাতি,
ঝলকত কাঞ্চন থালকী।
চন্দ্র কোটি কোটি ভানু কোটি ছবি,
মুখ-শোভা-আভ-নন্দলালকী।।
চরণ কমল পর, নূপুর বাজে,
উরে দোলে বৈজয়ন্তী মালকী।
ময়ূর মুকুট, পীতাম্বর শোহে,
বাজত বেণু রসাল কী।।
সুন্দর লোল, কপোলন কিয়ে ছবি,
নিরখত মদন-গোপালকী।
সুর নর মুনিগণ, হেরতঁহি আরতি,
ভকত বৎসল—প্রতিপালকী।।
বাজে ঘণ্টা তাল, মৃদঙ্গ ঝাঁঝরি।
অঞ্জলি কুসুম গুলালকি।
হুঁ হুঁ বলি বলি, রঘুনাথ দাস গোস্বামী
মোহন গোকুল লালকী।।
আরতি কিয়ে জয় জয় শ্রীমদন গোপাল কী।
মদন গোপাল জয় জয় যশোদা দুলাল কী।।
যশোদা দুলাল জয় জয় নন্দদুলাল কী।

নন্দদুলাল জয় জয় গিরিধারী লাল কী।।

গিরিধারী লাল জয় জয় গোবিন্দ গোপাল কী।
গোবিন্দ গোপাল জয় জয় রাধাবল্লভ লাল কী।।
রাধাবল্লভ লাল জয় জয় রাধাকান্ত লাল কী।
রাধাকান্ত লাল জয় জয় রাধারমণ লাল কী।।
রাধারমণ লাল জয় জয় রাধাবিনোদ লাল কী।
রাধাবিনোদ লাল জয় জয় গৌর গোপাল কী।।
গৌরগোপাল জয় জয় শচীর দুলাল কী।
শচীর দুলাল জয় জয় নিতাই দয়াল কী।।
নিতাই দয়াল জয় জয় অদ্বৈত দয়াল কী।
অদ্বৈত দয়াল জয় জয় গদাধর দয়াল কী।।
গদাধর দয়াল জয় জয় শ্রীবাস দয়াল কী।
শ্রীবাস দয়াল জয় জয় গৌরভক্ত দয়াল কী।।
গৌরভক্ত দয়াল জয় জয় বৈষ্ণব দয়াল কী।
বৈষ্ণব দয়াল জয় জয় শ্রীগুরুদয়াল কী।।
শ্রীগুরু দয়াল জয় জয় পরমগুরু দয়াল কী।
আরতী কিয়ে জয় জয় মদন গোপাল কী।।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত সন্ধ্যায় গৌর আরতি

(কেবল গৌড়ীয় মঠের জন্য)

জয় গোরাচাঁদের আরতি কো শোভা।
জাহ্নবী তটবনে জগমন লোভা।।
দক্ষিণে নিতাইচাঁদ বামে গদাধর।
নিকটে অদ্বৈত শ্রীনিবাস ছত্রধর।।

বসিয়াছে গোরাচাঁদ রত্ন সিংহাসনে।
আরতি করেন ব্রহ্মা আদি দেবগণে।।
নরহরি আদি করি চামর ঢুলায়।
সঞ্জয় মুকুন্দ বাসু ঘোষ আদি গায়।।
শঙ্খ বাজে ঘণ্টা বাজে বাজে করতাল।
মধুর মৃদঙ্গ বাজে পরম রসাল।।
বহু কোটি চন্দ্র জিনি বদন উজ্জ্বল।
গলদেশে বনমালা করে ঝলমল।।
শিব শুক নারদ প্রেমে গদগদ।
ভকতি বিনোদ দেখে গোরার সম্পদ।।

(যুগল আরতি)

জয় জয় রাধে কৃষ্ণ যুগল মিলন।
আরতি করয়ে ললিতাদি সখীগণ।।
মদন মোহন রূপ ত্রিভঙ্গ সুন্দর।
পিতাম্বর শিখি পুচ্ছ চূড়া মনোহর।।
ললিত মাধব বামে বৃষভানু কন্যা।
নীল বসনা গৌরী রূপে গুণে ধন্যা।।
নানাবিধ অলঙ্কার করে ঝলমল।
হরি মনো বিমোহন বদন উজ্জ্বল।
বিশাখাদি সখীগণ নানা রাগে গায়।
প্রিয় নর্ম্ম সখী যত চামর ঢুলায়।।
শ্রীরাধা মাধব পদ সরসিতা আসে।
ভকতি বিনোদ সখী পদে সুখে ভাসে।।

তুলসী দেবীর সন্ধ্যা-আরতি কীর্ত্তন

নমো নমঃ তুলসী মহারাণী,বৃন্দেজী মহারাণী নমো নমঃ।। ধ্রু।।
নমোরে নমোরে মাইয়া, নমো নারায়নী (কৃষ্ণ ভক্তিপ্রদায়িনী)
(তব মহিমা বাখানী) নমো নমঃ।।

যাঁকো দরশে, পরশে অঘ নাশই,
মহিমা বেদ পুরাণে বাখানী। (নমো নমঃ)
যাঁকো পত্র মঞ্জরী কোমল,
শ্রীপতি-চরণ-কমলে লপটানি।।
(হরে হরে রাধাপতি চরণ কমলে লপটানি।।) (নমো নমঃ)
ধন্য তুলসী মাইয়া পূরণ তপ কিয়ে,
শ্রীশালগ্রামকী মহাপাটরাণী। (নমো নমঃ)
ধূপ দীপ নৈবেদ্য আরতি,
ফুলন কিয়ে বরখা বরখানি।। (নমো নমঃ)
ছাপ্পান্ন ভোগ,ছত্রিশ ব্যঞ্জন,
বিনা তুলসী প্রভু এক নাহি মানি (নমো নমঃ)
শিব সনকাদি, আউর ব্রহ্মাদিক,
ঢুরত ফিরত মহামুনি জ্ঞানী।। (নমো নমঃ)
চন্দ্রশেখর মেইয়া, তেরী যশ গাওয়ে,
ভকতি দান দিজিয়ে মহারাণী।। (নমো নমঃ)

—o—
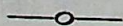
নমো নমঃ তুলসী কৃষ্ণ প্রেয়সী। (নমো নমঃ)
শ্রীরাধাকৃষ্ণ সেবা পাব এই অভিলাষী।। (নমো নমঃ)
যে তোমার শরণ লয় তার বাঞ্ছা পূর্ণ হয়
কৃপা করি কর তারে বৃন্দাবনবাসী।। (নমো নমঃ)

এই নিবেদন ধর, সখীর অনুগা কর,
সেবা অধিকার দিয়া কর নিজ দাসী।। (নমো নমঃ)
(মোর) এই মনে অভিলাষ, বিলাস কুঞ্জে পাব বাস,
নয়নে হেরিব সদা যুগল রূপরাশী। (নমো নমঃ)
তুমি বৃন্দে নাম ধর, অঘটন ঘটাইতে পার,
সিদ্ধ মন্ত্র দিয়াছে তোমায় পৌর্ণমাসী।। (নমো নমঃ)
দীন কৃষ্ণ দাসে কয়, এই যেন মোর হয়
(শ্রীরাধাগোবিন্দ পদে প্রেম অভিলাষী)
শ্রীরাধা-গোবিন্দ প্রেমে সদা আমি ভাসি।।
জয় রাধাগোবিন্দ বলে শ্রীরাধাগোবিন্দ বলে।
শ্রীরাধাগোবিন্দ প্রেমে সদাই যেন ভাসি।।
শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ প্রেমে সদাই যেন ভাসি।। (নমো নমঃ)

পঞ্চতত্ত্বের ও রাধাকৃষ্ণের ভজন কীর্ত্তন

শ্রীমন্নবদ্বীপ কিশোরচন্দ্র, হা নাথ বিশ্বম্ভর নাগরেন্দ্র।
হা শ্রীশচীনন্দন চিত্তচৌর, প্রসীদ হে বিষ্ণু প্রিয়েশ গৌর।।
শ্রীমন্নিত্যানন্দ অবধূতচন্দ্র, হা নাথ হাড়াই পণ্ডিত পুত্র।
বসুধা জাহ্নবা প্রাণ দয়ার্দ্রচিত্ত, পদ্মাবতী সুত ময়ি প্রসীদ।।
সীতাপতি শ্রীমদ্ অদ্বৈতচন্দ্র, হা নাথ শান্তিপুর লোক বন্দ্যো।
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেম দয়ার্দ্রচিত্ত শ্রীঅচ্যুত তাত ময়ি প্রসীদ।।
রত্নাবতী নন্দন প্রেমপাত্র, হা নাথ মাধবাচার্য্যস্য পুত্র।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেম রসবিলাস, গদাধর কুরু তেহঙ্‌ঘ্রিদাসম্।।

শ্রীমন্নামাদি লীলার্দ্র চিত্ত, শ্রীঅদ্বৈত প্রেম করুণৈক পাত্র।
হা শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তাগ্রগণ্য, শ্রীবাস পণ্ডিত ভব মে প্রসন্ন।।
শ্রীকৃষ্ণগোপাল হরে মুকুন্দ, গোবিন্দ, হে নন্দকিশোর কৃষ্ণ।
হা শ্রীযশোদাতনয় প্রসীদ, শ্রীবল্লভী জীবন রাধিকেশ।।
শ্রীরাধাকৃষ্ণপ্রিয়ে ব্রজেশ্বরী, গান্ধর্ব্বিকে বৃষভানু কুমারী।
হা শ্রীকীর্ত্তিদা তনয়া প্রসীদ রাসেশ্বরী গৌরী বিশাখিকা আলী।।

শ্রীজয়দেবী

(হরি) শ্রিত-কমলা-কুচমমণ্ডল (হে) ধৃত কুণ্ডল (হে),
কলিত-ললিত বনমাল, জয় জয় দেব হরে।
(হরি) দিনমনি মণ্ডল মণ্ডন (হে) ভব খণ্ডন (হে)
মুনিজন মানস হংস, জয় জয় দেব হরে।।
(হরি) কালীয়-বিষধর গঞ্জন (হে), জন রঞ্জন (হে)
যদুকুল-নলিন দীনেশ, জয় জয় দেব হরে।
(হরি) মধু-মুর-নরক-বিনাশন (হে), গরুড়াসন (হে),
সুর কুল কেলি নিদান, জয় জয় দেব হরে।
(হরি) অমল-কমল-দল-লোচন (হে), ভব মোচন (হে),
ত্রিভুবন-ভবন নিধান, জয় জয় দেব হরে।।
(হরি) জনক সুতা কৃত ভূষণ, (হে) জিত দূষণ (হে,)
সমর শমিত দশ কণ্ঠ, জয় জয় দেব হরে।।
(হরি) অভিনব-জলধর সুন্দর (হে,) ধৃত মন্দর হে,
শ্রীমুখ চন্দ্র চকোর (হরি হে রাধা মুখ চন্দ্র চকোর)

জয় জয় দেব হরে।

(হরি) তব চরণে প্রণতাবয়মিতিভাবয় (হে,)

কুরু কুশলং প্রণতেষু, জয় জয় দেব হরে।।

(হরি) শ্রীজয়দেব কবেরিদং, কুরুতে মুদং

মঙ্গল মুজ্জ্বল গীতিঃ জয় জয় দেব হরে।।

জয় জয় রাধেকৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল,

যশোদা দুলাল গিরিধারী লাল

গলে বনমালা বামে চূড়া হেলা—

ভজ নন্দলালা জয় জয় দেব হরে।।

শ্রীশ্রীনামমালা

জয় জয় রাধামাধব, রাধামাধব রাধে

প্রভু জয়দেবের প্রাণধন হে।

জয় জয় রাধা-মদনগোপাল, রাধা-মদনগোপাল রাধে

প্রভু সীতানাথের প্রাণধন হে।।

জয় জয় রাধা গোবিন্দ, রাধাগোবিন্দ রাধে,

প্রভু রূপগোস্বামীর প্রাণধন হে।

জয় জয় রাধা মদনমোহন, রাধা মদনমোহন রাধে,

প্রভু সনাতনের প্রাণধন হে।।

জয় জয় রাধা গোপীনাথ, রাধা গোপীনাথ রাধে,

প্রভু মধু পণ্ডিতের প্রাণধন হে।

জয় জয় রাধা দামোদর, রাধা দামোদর রাধে,

প্রভু জীব গোস্বামীর প্রাণধন হে।।

জয় জয় রাধা রাধারমণ, রাধা রাধারমণ রাধে,

প্রভু গোপাল ভট্টের প্রাণধন হে।

জয় জয় রাধঅ রাধাবিনোদ, রাধা বিনোদ রাধে,

প্রভু লোকনাথের প্রাণধন হে।।

জয় জয় রাধা গিরিধারী, রাধা গিরিধারী রাধে,

প্রভু দাস গোস্বামীর প্রাণধন হে।

জয় জয় রাধাশ্যামসুন্দর, রাধা শ্যামসুন্দর রাধে,

প্রভু শ্যামানন্দের প্রাণধন হে।।

জয় জয় রাধাবঙ্কুবিহারী, রাধা বঙ্কুবিহারী রাধে,

প্রভু হরিদাস স্বামীর প্রাণধন হে।

জয় জয় রাধা-রাধাকান্ত, রাধা-রাধাকান্ত রাধে,

প্রভু বক্রেশ্বরের প্রাণধন হে।।

জয় জয় রাধা বল্লভ, রাধা রাধাবল্লভ রাধে,

প্রভু হরিবংশের প্রাণধন হে।

(আমার প্রভুপাদের প্রাণধন হে)

জয় জয় রাধা-ব্রজমোহন, রাধা-ব্রজমোহন রাধে,

ঠাকুর নরোত্তমের প্রাণধন হে।।

জয় রাধা-ব্রজমোহন ব্রজবাসীর প্রাণধন

জয় রাধা-ব্রজমোহন ঠাকুর নরোত্তমের প্রাণধন।।

রাধাকৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগল কিশোর।

জীবনে মরণে গতি আর নাহি মোর।।

কালিন্দীর কুলে কেলি কদম্বের বন।

রতন বেদীর উপর বসাব দু'জন।।

শ্যাম গৌরী অঙ্গে দিব (চুয়া) চন্দনের গন্ধ।
চামর ঢুলাব কবে হেরি মুখচন্দ্র।।
গাঁথিয়া মালতী মালা দিব দোঁহার গলে।
অধরে তুলিয়া দিব কর্পূর তাম্বূলে।।
ললিতা-বিশাখা আদি যত সখীবৃন্দ।
আজ্ঞায় করিব সেবা চরণারবিন্দ।।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভুর দাসের অনুদাস।
সেবা অভিলাষ করে নরোত্তম দাস।।

(সময় সঙ্কুলান হইলে আরও মহাজনী পদ কীর্ত্তন হইবেন।
"সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞে করে কৃষ্ণ আরাধন"।)

শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র।
গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ।।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।
হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রীরাধে গোবিন্দ।।
জয় শচীনন্দন জয় গৌর হরি।
বিষ্ণুপ্রিয়া প্রাণনাথ নদীয়াবিহারী।।
জয় যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণমুরারী।
শ্রীরাধার প্রাণনাথ গোকুলবিহারী।।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।
রাধাবল্লভ জয় রাধে রাধে।
রাধাবল্লভ জয় রাধে রাধে।।

শ্রীহরিবাসর কীর্ত্তন

শ্রীহরি বাসরে হরি কীর্ত্তন বিধান।
নৃত্য আরম্ভিলা প্রভু জগতের প্রাণ।।
পূণ্যবন্ত শ্রীবাস অঙ্গনে শুভারম্ভ।
উঠিল কীর্ত্তন ধ্বনি গোপাল গোবিন্দ।।
সবার অঙ্গেতে শোভে শ্রীচন্দন মালা।
সবাই গায়েন কৃষ্ণ প্রেমে হয়ে ভোলা।।
মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে শঙ্খ করতলি।
সঙ্কীর্ত্তন সঙ্গে সব হইল মিশাল।।
ব্রহ্মাণ্ডে উঠিল ধ্বনি পুরিয়া আকাশ।
চৌদিকের অমঙ্গল সব যায় নাশ।
চারিদিকে মঙ্গল শ্রীহরি সঙ্কীর্ত্তন।
মাঝে নাচে জগন্নাথ মিশ্রের নন্দন।।
যাঁর নামানন্দে শিব বসন না জানে।
যাঁর রসে নাচে শিব সে নাচে আপনে।।
যাঁর নামে বাল্মীকি হইল তপোধন।
যাঁর নামে অজামিল পাইল মোচন।।
যাঁর নাম শ্রবণে সংসার বন্ধ ঘুচে।
হেন প্রভু অবতরি কলিযুগে নাচে।।
যাঁর নাম লইয়া শুক নারদ বেড়ায়।
সহস্র বদন প্রভু যাঁর গুণ গায়।।
সর্ব্ব মহা প্রায়শ্চিত্ত যে প্রভুর নাম।
সে প্রভু নাচয়ে দেখে যত ভাগ্যবান।।

নিজানন্দে নাচে মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
চরণের তালি শুনি অতি মনোহর।।
ভাবাবেশে মালা নাহি রহয়ে গলায়।
ছিঁড়িয়া পড়য়ে গিয়া ভকতের গায়।।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তঁছু পদ যুগে গান।।

নামযজ্ঞের অধিবাস

জয়রে জয়রে গোরা শ্রীশচীনন্দন, মঙ্গল নটন সুঠাম।
(অজু) কীর্ত্তন আনন্দে শ্রীবাস রামানন্দে মুকুন্দ বাসু গুণ গান।।
একদিন পহুঁ আসি, অদ্বৈত মন্দিরে বসি।
বলিলেন শচীরকুমার।
নিত্যানন্দ করি সঙ্গে অদ্বৈত বসিয়া রঙ্গে,
মহোৎসবের করিলা বিচার।।
শুনিয়া আনন্দে আসি সীতা ঠাকুরাণী হাসি
বলিলেন মধুর বচনে।
তা শুনি আনন্দ মনে মহোৎসবের বিধানে
বলে কিছু শচীর নন্দন।।
শুন ঠাকুরাণী সীতা বৈষ্ণব আনিয়া হেথা
আমন্ত্রণ করিয়া যতনে।
যে বা গায় যে বাজায় আমন্ত্রণ করি তায়

পৃথক্ পৃথক্ জনে জনে।।

এই বলি গোরা রায় আজ্ঞা দিলা সবাকায়
বৈষ্ণব করহ আমন্ত্রণে।
খোল করতাল লইয়া অগুরু চন্দন দিয়া
পূর্ণ ঘট করহ স্থাপনে।।
আরোপণ করি কলা তাহে বাঁধ ফুল মালা
কীর্ত্তন মণ্ডলী কুতূহলে।।
মালা চন্দন গুয়া ঘৃত মধু দধি দিয়া
খোল মঙ্গল সন্ধ্যাকালে।।
শুনিয়া প্রভুর কথা প্রীতে বিধি কৈল যথা,
নানা উপহার গন্ধ বাসে।
সবে হরি হরি বলে খোল মঙ্গল করে
পরমেশ্বর দাস রস ভাসে।।
নানা দ্রব্য আয়োজন করি করে নিমন্ত্রণ
কৃপাকরি কর আগমন।
তোমরা বৈষ্ণবগণ মোর এই নিবেদন
দৃষ্টি করি কর সমাপন।।
করি এত নিবেদন আনিল মোহান্তগণ
কীর্ত্তনের করে অধিবাস।
অনেক ভাগ্যের ফলে বৈষ্ণব আসিয়া মিলে
কাল হবে কীর্ত্তন বিলাস।।
শ্রীকৃষ্ণের লীলা গুণ করিবেন আস্বাদন
পুরিবে সবার অভিলাষ।।

আগে রম্ভা আরোপণ পূর্ণ ঘট স্থাপন
আম্রপল্লব সারি সারি।
দ্বিজে বেদ ধ্বনি করে নারীগণ জয় কারে
আর সবে বলে হরি হরি।।
দধি ঘৃত মঙ্গল করি সবে উতরোল
করয়ে আনন্দ পরকাশ।
আনিয়া বৈষ্ণবগণ দিয়া মালা চন্দন
কীর্ত্তন মঙ্গল অধিবাস।।
সবার আনন্দ মন বৈষ্ণবের আগমন
কালি হবে চৈতন্য কীর্ত্তন।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম, শ্রীনিত্যানন্দ রাম
গুণ গায় দাস বৃন্দাবন।।
জয় জয় নবদ্বীপ মাঝে।
গৌরাঙ্গ আদেশ পাইয়া ঠাকুর অদ্বৈত যাইয়া
করে খোল মঙ্গলের সাজ।।
আনিয়া বৈষ্ণব সব হরিবোল কলরব
মহোৎসবের করে অধিবাস।
আপনি নিতাই ধন দেই মালা চন্দন
করে প্রিয় বৈষ্ণব সম্ভাষ।।
গোবিন্দ মৃদঙ্গ লইয়া বাজায় তা তা থৈয়া থৈয়া
করতালে অদ্বৈত চপল।
হরিদাস করে গান শ্রীবাস ধরয়ে তান

নাচে গোরা কীর্ত্তন মঙ্গল।।

চৌদিকে বৈষ্ণবগণ হরি বলে ঘন ঘন
কাল হবে কীর্ত্তন মহোৎসব।
আজি খোল মঙ্গলি রাখিয়ে আনন্দ করি
বংশী বলে দেহ জয় রব।।

নগর ভ্রমণ সঙ্কীর্ত্তনান্তে

নগর ভ্রমিয়ে আমার গৌর এল ঘরে
(প্রাণ) গৌর এল ঘরে, আমার নিতাই এল ঘরে
ঘরে ঘরে নাম বিলায়ে গৌর এল ঘরে
নাম প্রেম বিলায়ে, প্রাণ গৌর এল ঘরে
(প্রাণ) গৌর এল ঘরে আমার নিতাই এল ঘরে
অমনি ধেয়ে গিয়ে শচীমাতা গৌর কোলে করে।
হরিবোল মোদের গৌর এল।।

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ।।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।
গিরিধারী গোপীনাথ মদনমোহন।।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত সীতা।
হরি গুরু বৈষ্ণব ভাগবত গীতা।।
জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।

শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ।।

এই ছয় গোসাঞির করি চরণ বন্দন।
যাহা হইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ।।
এই ছয় গোসাঞি যবে ব্রজে কৈলেন বাস।
রাধাকৃষ্ণ নিত্য লীলা করিলেন প্রকাশ।।
এই ছয় গোসাঞি যারে করুণা করিবে।
রাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা অবশ্য পাইবে।।
এই ছয় গোসাঞি যাঁর তাঁর মুঞি দাস।
তা'সবার পদ রেণু মোর পঞ্চ গ্রাস।।
তাঁদের চরণ সেবি ভক্ত সনে বাস।
জনমে জনমে মোর এই অভিলাষ।।
ঠাকুরের ঠাকুর আমার বৈষ্ণব গোসাঞি।
কলিভব তরাইবার আর কেহ নাই।।
কলিভব তরাইবার উপায় আছে বলি।
হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন মাঝে যাও গড়াগড়ি।।
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদপদ্ম করি আশ।
হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন কহে নরোত্তম দাস।।

মধ্যাহ্নে শ্রীমহাপ্রসাদ ভোজনকালীন ভজন

ভজ মন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
(হরে হরে) কলি ঘোর মোচন আনন্দকন্দ।।
গোকুল সখা সঙ্গে ধেনু চড়াওয়ে।
সো পহুঁ বিহরে শ্রীনবদ্বীপ মাঝে।।
সুরধনী তীরে বিহরে দোনো ভাই।

কৃপা করি উদ্ধারিলা জগাই মাধাই।।

রাবণ মারি সীতামায়ি উদ্ধারী।
দ্রৌপদীর লজ্জা-নিবারণকারী।।
শিবসনকাদি যাঁকো ভেদ না পাওয়ে।
সো প্রভু ঘরে ঘরে প্রেম বিলাওয়ে।।
ভকত বৎসল প্রভু শ্রীগৌরহরি।
শ্রীকৃষ্ণদাস গোস্বামী যাঙ বলিহারী।।

রাত্রিকালে
শ্রীমহাপ্রসাদ ভোজনকালীন ভজন

ভজ মন রাধে শ্রীমদনগোপাল।
ভজ শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত দয়াল।।
ভজ চৌয়ট্টী মোহান্ত আদি দ্বাদশ গোপাল।
ভজ ছয় চক্রবর্ত্তী-আদি অষ্ট কবিরাজ।।
ভজ চূড়ায় ময়ুরের পাখা গলে বনমাল।
বৃষভানু-নন্দিনী ভজ যশোদাদুলাল।।
ভজ রাস রসিকমণি প্রেম রসাল।
ভজ শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ দীনদয়াল।
রাঙ্গা চরণে শরণ মাগে হরিদাস কাঙ্গাল।।

(পরে—প্রেম্‌সে কহো শ্রীরাধে ইত্যাদি বলিয়া মহাপ্রসাদ গ্রহণের নিয়ম।)

পরে—"রাম কহ সুখ উপজে, কৃষ্ণ কহ দুঃখ যায়,
মহিমা মহাপ্রসাদ পাও সাধু প্রেম প্রীত লাগাও।
প্রেমসে কহ শ্রীরাধে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়ে প্রভু নিতাই

শ্রীচৈতন্য অদ্বৈত শ্রীরাধারাণী কী জয়,

প্রেম দাতা পরম দয়াল পতিত-পাবন শ্রীনিতাই চাঁদ কী জয়
করুণাসিন্ধু গৌরভক্তবৃন্দ কী জয়, মহাপ্রসাদ কী জয়,
চারি ধাম কী জয়, চারি সম্প্রদায় কী জয়,
অনন্ত কোটি ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব কী জয়,
আপন আপন গুরু-গোবিন্দ কী জয়।
—এই বলিয়া প্রণামান্তর মহাপ্রসাদ গ্রহণের নিয়ম।

প্রেমধ্বনি (বিস্তারিত)

প্রেম্‌ছে কহ শ্রীরাধে কৃষ্ণ বলিয়ে প্রভু নিতাই চৈতন্য অদ্বৈত, শ্রীরাধারাণী কী জয়, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য—মহাপ্রভুকী জয়, শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু কী জয়, শ্রীঅদ্বৈত প্রভু কী জয়, শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামিকী জয়, শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত কি জয়, চৌষট্টী মহান্ত কী জয়, দ্বাদশ গোপাল কী জয়, অষ্ট কবিরাজ কী জয়, ছয় চক্রবর্ত্তী কী জয়, শ্রীনবদ্বীপ ধাম কী জয়, শ্রীনবদ্বীপবাসী কী জয়, গৌরভক্তবৃন্দ কী জয়, নীলাচলধাম কী জয়, শ্রীজগন্নাথদেব কী জয়, শ্রীবলভদ্রদেব কী জয়, শ্রীসুভদ্রামাই কী জয়, শ্রীসুদর্শনচক্র কী জয়, রোহিণী কুণ্ড কী জয়, নরেন্দ্র সরোবর কী জয়, ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর কী জয়, মহাপ্রসাদ কী জয়, শ্রীবিমলাদেবী কী জয়, মার্কচণ্ডয় কী জয়, মহোদধি কী জয়, শ্বেতগঙ্গা কী জয়, নীলাচল বাসী কী জয়, ভুবনেশ্বর কী জয়, সাক্ষিগোপাল কী জয়, ক্ষীরচোরা গোপীনাথ কী জয়, শ্রীবৃন্দাবন ধাম কী জয়, শ্রীরাধাগোবিন্দ কী জয়, শ্রীরাধা গোপীনাথ কী জয়, শ্রীরাধা মদন মোহন কী জয়, শ্রীরাধা দামোদর কী জয়, শ্রীরাধারমণ কী জয়, শ্রীরাধাবিনোদ কী জয়, শ্রীরাধা গিরিধারী কী জয়, শ্রীরাধা শ্যামসুন্দর কী জয়, শ্রীরাধাবঙ্কবিহারী কী জয়, শ্রীরাধাকুঞ্জবিহারী কী জয়, শ্রীরাধাবল্লভ কী জয়, শ্রীরাধাকান্ত কী জয়, শ্রীরাধা গোকুলানন্দ কী

জয়, সরস্বতীকুণ্ড কী জয়, দাবানলকুণ্ড কী জয়, বলভদ্রকুণ্ড কী জয়, শ্রীআদি বরাহ কী জয়, বরাহ ঘাট কী জয়, কালিয়দমন কী জয়, কালিয় হ্রদ কী জয়, অক্ষয় বট কী জয়, দ্বাদশাদিত্যঘাট কী জয়, গোপালঘাট কী জয়, সূর্য্যঘাট কী জয়, যুগলঘাট কী জয়, আঁধারঘাট কী জয়, গোবিন্দঘাট কী জয়, চীরঘাট কী জয়, চীরবট কী জয়, চীরবিহারী কী জয়, ভ্রমরঘাট কী জয়, কিশোরীঘাট কী জয়, কেশিঘাট কী জয়, রাজঘাট কী জয়, দানঘাট কী জয়, বিহারীঘাট কী জয়, আমলিতলা কী জয়, শৃঙ্গারবট কী জয়, বংশীবট কী জয়, ব্রহ্মকুণ্ড কী জয়, মথুরাধাম কী জয়, ভূতেশ্বর মহাদেব কী জয়, কৃষ্ণগঙ্গা কী জয়, বনখণ্ডী মহাদেব কী জয়, পৌর্ণমাসী ঠাকুরাণী কী জয়, মধূবন কী জয়, তালবন কী জয়, তমালবন কী জয়, ধ্রুবটিলা কী জয়, ধ্রুবজী কী জয়, কুমুদ বন কী জয়, কুমুদকুণ্ড কী জয়, কৃষ্ণকুণ্ড কী জয়, শান্তনুকুণ্ড কী জয়, বহুলাবন কী জয়, বহুলাকুণ্ড কী জয়, বলদেবকুণ্ড কী জয়, শ্রীবলদেবজী কী জয়, শ্রীরাধাকুণ্ড কী জয়, শ্রীশ্যামকুণ্ড কী জয়, শ্রীকুণ্ডেশ্বর মহাদেবকী জয়, ললিতাকুণ্ড কী জয়, সূর্য্যকুণ্ড কী জয়, মুখরাকুণ্ড কী জয়, কুসুম-সরোবর কী জয়, নারদকুণ্ড কী জয়, শ্রীনারদ কী জয়, উদ্ধবকুণ্ড কী জয়, শ্রীউদ্ধব কী জয়, শ্রীগিরিরাজ গোবর্দ্ধন কী জয়, শ্রীহরিদেব কী জয়, মানসগঙ্গা কী জয়, চাকলেশ্বরমহাদেব কী জয়, গোবিন্দকুণ্ড কী জয়, অপ্সরাকুণ্ড কী জয়, ঐরাবতকুণ্ড কী জয়, লাঠাবন কী জয়, কাম্যবন কী জয়, কামেশ্বর মহাদেব কী জয়, শ্রীবৃন্দাদেবী কী জয়, বিমলাকুণ্ড কী জয়, যশোদাকুণ্ড কী জয়, চরণপাহাড়ী কী জয়, ভোজনথালী কী জয়, মানকুণ্ড কী জয়, কদম্বখণ্ডী কী জয়, বর্ষাণ কী জয়, শ্রীবৃষভানু নন্দিনী কী জয়, ভানুকুণ্ড কী জয়, অষ্টসখী কী জয়, সাঁকারিখোর কী জয়, গহ্বর বন কী জয়, ময়ুরকুঠি কী জয়, শ্রীনন্দনন্দন কী জয়, শ্রীযশোদা-নন্দন কী জয়, শ্রীরোহিণী নন্দন কী জয়, শ্রীনন্দিকেশ্বরমহাদেব কী জয়, পাবন সরোবর কী জয়, অক্রূরকুণ্ড কী জয়, খদিরবন কী জয়, বৈঠল কী জয়, যাবট কী জয়, কিশোরীকুণ্ড কী জয়, কোকিলাবন কী জয়, কৌকিলকুণ্ড কী জয়,

চরণগঙ্গা কী জয়, শেষশায়ী কী জয়, শেরগড় কী জয়, নন্দঘাট কী জয়, ভদ্রবন কী জয়, ভাণ্ডীরবন কী জয়, মাঠবন কী জয়, বেলবন কী জয়, লক্ষ্মীদেবী কী জয়, পাণিঘাট কী জয়, নৃসিংহদেব কী জয়, দাউজী কী জয়, গোকুল মহাবন কী জয়, ব্রহ্মাণ্ডঘাট কী জয়, রমণরেতী কী জয়, ধ্রুবঘাট কী জয়, বিশ্রামঘাট কী জয়, গোপেশ্বর মহাদেব কী জয়, নিধুবন কী জয়, নিকুঞ্জবন কী জয়, যমুনাপুলিন কী জয়, ধীরসমীর কী জয়, দ্বাদশবন কী জয়, দ্বাদশউপবন কী জয়, চব্বিশ ঘাট কী জয়, সখী মঞ্জরী বৃন্দ কী জয়, সখাবৃন্দ কী জয়, কল্পপাদপ কী জয়, যমুনা পাটরাণী কী জয়, গঙ্গা ভাগীরথী কী জয়, চারিধাম কী জয়, চারি সম্প্রদায় কী জয়, হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন কী জয়, খোল করতাল কী জয়, অনন্ত কোটি বৈষ্ণব কী জয়, আপন আপন গুরু গোবিন্দ কী জয়, গৌরভক্তবৃন্দ কী জয়, জয় জয় শ্রীরাধে———।

শ্রীমধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ের ধামছত্র

ধর্ম্মশালা = অবন্তিকা পুরী,
ধাম = বদরিকাশ্রম।
সুখবিলাস = নৈমিষারণ্য।
ক্ষেত্র = অঙ্গপাত।
পরিক্রমা = লৌহগড়।
দেবী = মঙ্গলা।
তীর্থ = অলকানন্দা।
ইষ্ট = সাবিত্রী।
উপাস্য = ব্রহ্ম।

শাখা = অদ্বৈত।
গোত্র = অচ্যুতানন্দ।
বর্ণ = শুক্ল।
আহার = হরিনাম।
ঋষি = পরমহংস।
ভিক্ষা = নিষ্কাম।
দেবতা = নারায়ণ।
পার্ষদ = নন্দ।
বেদ = অথর্ব্ব।

গায়ত্রী = বিষ্ণু।
মন্ত্র = বিষ্ণুহংস।
দ্বারা = মুখ মখ।
আচার্য্য = ত্রিকাল।
সম্প্রদা = ব্রহ্মা।
মুক্তি = সালোক্য।
কৃষ্ণগাদী = উড়ুপী।
আখড়া = বলভদ্রী।

গুরুপরম্পরা

শ্রীকৃষ্ণ (নারায়ণ) ব্রহ্মা, নারদ, ব্যাসদেব, মধ্বাচার্য্য, পদ্মনাভ নরহরি মাধব, অক্ষোভ, জয়তীর্থ জ্ঞানসিন্ধু-বিদ্যানিধি রাজেন্দ্র, জয়ধর্ম্ম—পুরুষোত্তম—ব্রহ্মণ্য ব্যাসতীর্থ।

লক্ষ্মীপতি— মাধবেন্দ্রপুরী = ঈশ্বরপুরী—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু (১) শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী হইতে শ্রীনিবাসাচার্য্য হইবে। (২) শ্রীলোকনাথ গোস্বামী হইতে শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় পরিবার প্রকট। ঈশ্বরপুরী হইতে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য পরিবার এবং শ্রীনিত্যানন্দ পরিবার প্রকট হইয়াছে।

অষ্টকালিন লীলা স্মরণ

শ্রীবৃষভানু নন্দিনীর গমনাগমন = বৈশাখ মাস শুক্লপক্ষে অক্ষয় তৃতীয়া দিন বর্ষাণ হইতে যাবট গমন করেন। আষাঢ় মাস শ্রীরথযাত্রা দিন যাবট হইতে বর্ষাণ গমন করেন। আশ্বিন মাস বিজয়াদশমী দিন পুনঃ বর্ষাণ হইতে যাবট গমন করিয়া থাকেন। মাঘ মাস শুক্ল তৃতীয়ার দিন যাবট হইতে বর্ষান আসেন। গোপগণ প্রাতঃ ১০, ২০ খানি গাড়ীতে এবং বৈকাল নিজ ঘোড়ায় চাপিয়া গমন করেন।

যখন বর্ষাণে শ্রীরাধারাণী থাকেন তখন সঙ্কেত বন পর্য্যন্ত সকলে একত্র আসিয়া তথা হইতে শ্রীকৃষ্ণ নন্দালয়ে এবং বৃষভানু নন্দিনী শ্রীরাধা স্বীয় সখীগণসহ বর্ষাণে গমন করেন। আর যখন শ্রীরাধারাণী যাবটে থাকেন তখন কদম্বখণ্ডি পর্য্যন্ত যাইয়া শ্রীকৃষ্ণ নন্দালয়ে গমন করিয়া থাকেন। আর সখীগণসহ শ্রীরাধারাণী যাবট গ্রামে গমন করিয়া থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা স্মরণ

একবর্ষে = তৃনাবর্ত্ত বধ। তৃতীয় বর্ষে = দামোদর লীলা কিছুদিন পরে বৃন্দাবনে প্রবেশ। তারপর তিন মাসের পর বৎসাসুর বধ, ব্যোমাসুর বধ। চতুর্থ বর্ষের = প্রারম্ভে শরত ঋতুতে ব্রহ্মাদ্বারা বালবৎস হরণ। পঞ্চম বর্ষে = কার্ত্তিক শুক্লাষ্টমী দিন গোচারণে যাওয়া আরম্ভ। গ্রীষ্মকালে কালিয়দমন। ষষ্ঠ বর্ষে = সখাদের সঙ্গে গোচারণে খেলা। সপ্তম বর্ষে = আষাঢ় মাসে তালবনে ধেনুকাসুর বধ। গ্রীষ্মকালে প্রলম্বাসুর বধ। অষ্টম বর্ষে = আশ্বিন মাসে গোপিদের বেণুগীত অষ্টম বর্ষে = কার্ত্তিক মাসে গোবর্দ্ধন ধারণ। নবম বর্ষে = শরত ঋতুতে রাসলীলা। দশম বর্ষে = গোপীদের কর্ত্তৃক যুগল গীত। একাদশ বর্ষে গোবিন্দ দ্বাদশী দিন নন্দবাবার জন্য বরুণলোকে গমন। এবং চৈত্র মাসে পূর্ণিমা দিন অরিষ্টাসুর বধ। তথা অক্রুর ঘাটে স্নান। হেমন্তে বস্ত্রহরণ গ্রীষ্ম ঋতুতে যজ্ঞ পত্নিদের কৃপা। তৎপরে কংস বধ, উদ্ধবকে ব্রজে পাঠাইয়া সান্ত্বনা ইত্যাদি।

শ্রীরাধাকৃষ্ণের নীশান্ত লীলা

নিত্যলীলা ৮ ভাগে বিভক্ত যথা প্রাতঃ, পূর্ব্বাহ্ন, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ন, সায়াহ্ন, প্রদোষ ও নক্তলীলা, ২৪ দণ্ড রাত্র পরে ৬ দণ্ড নিশান্ত লীলা কাল।

এই সময়ে কুঞ্জ হইতে নিজ নিজ গৃহে ৪ দণ্ড মধ্যে আসিয়া নিজ নিজ শয্যায় ২ দণ্ড শয়ন করেন।

২।। দণ্ডে ১ ঘণ্টা ২৪ মিনিটে ১ দণ্ড ১২ মিনিট অৰ্দ্ধদণ্ড ১ দণ্ড হইতে ১২ দণ্ড পৰ্য্যন্ত ৬ দণ্ড প্রাতঃ লীলা, ৬ দণ্ড পূৰ্ব্বাহ্ন লীলা। এই সময় শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠ গমন দর্শন করিয়া শ্রীজীব নিজ গৃহে আসিয়া মিষ্টান্নাদি প্রস্তুত করেন এবং মালা পান বিড়া (খিল) সহ তুলসীকে পাঠাইয়া শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কেত অবগত হন।

১৩ দণ্ড হইতে ২৪ দণ্ড পৰ্য্যন্ত ১২ দণ্ড মধ্যাহ্নকাল। এই সময়ে প্রেয়োসীর অভিসার শ্রীকুঞ্জে মিলন বন ভ্রমণ, হোরী লীলা, মধুপাল, জলকেলী, ভোজন ও শয়ন। ১৮ দণ্ড পৰ্য্যন্ত ২ দণ্ড বিশ্রাম।

২০ দণ্ডের পর হইতে ২৪ দণ্ড পৰ্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের পাশা খেলা ও সূৰ্য্যপূজা হয়। সন্ধ্যা পৰ্য্যন্ত অপরাহ্নকাল এই সময়ে ৪ দণ্ড মধ্যে প্রিয়াজীর গৃহে গমন মিষ্টান্নাদি রচনা স্নান বেশ তাহার পর দুই দণ্ড অট্টালিকায় আরোহণ শ্রীকৃষ্ণ দর্শন। এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠ হইতে গৃহে গমন করেন।

রজনীর প্রথম ৬ দণ্ড কাল সায়হ্নকাল এই সময় ৪ দণ্ড মধ্যে আরত্রিক সায়ংকালের ভোজন তাহার পর ২ দণ্ড কাল বিশ্রাম।

৭ দণ্ড হইতে ১২ দণ্ড কাল প্রদোষকালে এই সময় ৪ দণ্ড মধ্যে নন্দ মহারাজের সজয় অধিবেশন শয়ন হয়। তাহার পর ২ দণ্ড মধ্যে শ্রীরাধাকৃষ্ণের অভিসার হয়। ১২ দণ্ডে শ্রীবৃন্দাবনে মিলন ১৩ দণ্ড হইতে ২৪ দণ্ড পৰ্য্যন্ত ৮ দণ্ড কাল বন ভ্রমণ রাসনৃত্য মধুপান, জলকেলী, ভোজন, শয়ন তাহার পর ৪ দণ্ড কাল রসালাপ সাধক এই সমস্ত লীলা যথা সময়ে অর্থাৎ যে সময়ে যে লীলা সেই সময় সিদ্ধ দেহে মানসিক সেবা করিতে হইবে।

ইতি তৃতীয়াংশ সমাপ্ত।।